সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

সপ্তম খণ্ড

❚ সত্তরের দশক ❚ প্রথম পর্ব ❚ ১৯৭০

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
সপ্তম খণ্ড
❚ সত্তরের দশক ❚ প্রথম পর্ব ❚ ১৯৭০

978-984-35-4259-5
978-984-35-4259-5

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

সপ্তম খণ্ড

সত্তরের দশক : প্রথম পর্ব : ১৯৭০

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : সপ্তম খণ্ড : সত্তরের দশক : প্রথম পর্ব : ১৯৭০

প্রকাশক : জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৩

প্রচ্ছদ : সোহেল আশরাফ খান

বানান সমন্বয় : মো. লুৎফর রহমান
মো. তফাজ্জল হোসেন

কম্পিউটার বিন্যাস : ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মূল্য : ১০৫০.০০ টাকা

গ্রন্থস্বত্ব : পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SANGBADPATRE BANGABANDHU : SHOPTOM KHANDA : SATTORER DOSHOK : PRATHOM PORBO : 1970
Chief Editor : Zafar Wazed
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 1050.00 Taka ■ $ 11 Only
ISBN : 978-984-35-4259-5
Phone: 9333403, 9330081-84, Fax: 880-02-48317458
E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা, http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

সপ্তম খণ্ড

সত্তরের দশক : প্রথম পর্ব : ১৯৭০

প্রধান সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদক

ড. কামরুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), অতিরিক্ত দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

উপদেষ্টা পরিষদ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
মো. ফরিদুল আলম

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

আজাদ
পাকিস্তান অবজারভার
ডন
দৈনিক ইত্তেফাক
মর্নিং নিউজ
সংবাদ
পূর্বদেশ
দৈনিক পয়গাম

মু | খ | ব | ন্ধ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ছিল তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের ছোঁয়া। প্রতিটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির মধ্যে নিজস্ব জাতীয়তাবোধ তৈরি, শোষিত-বঞ্চিত বাঙালিদেরকে নিজেদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সর্বোপরি স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের দিকে ধাবিত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন তিনি। বৈরীশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে তিনি সহ্য করেছেন অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-নির্যাতন ও জেল-জুলুম। কিন্তু ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ছিলেন অকুতোভয়। ধীরে ধীরে সাধারণ নেতা থেকে হয়ে উঠেছেন অসাধারণ। হয়েছেন উঠেছেন বঙ্গবন্ধু। হয়েছেন জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের অনেক কথাই এখনো অজানা। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানা ঘটনার তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা-বিবৃতি, বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপনসহ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য। ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থটি বিভিন্ন খণ্ডে সাল ও বিষয় অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার প্রকাশনা শুরু হয় ২০১৪ সালে। প্রথম খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক*। এই খণ্ডে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় খণ্ড : ষাটের দশক:* প্রথম পর্ব। এই খণ্ডে ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৫ সালের আংশিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড। এর

শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : তৃতীয় খণ্ড : ষাটের দশক: দ্বিতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড। এর শিরোনাম : *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড: ষাটের দশক: তৃতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬৮ সালের তথ্য স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সংবাদপত্রে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো নিয়ে *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থামালায় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* শিরোনামে আলাদা দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৯ ও ২০২০ সালে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯৬৯ সালের তথ্য নিয়ে দু'টি খণ্ড প্রকাশ করা হয়। এই দু'টি খণ্ডের প্রথমটি প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের মে মাসে। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : পঞ্চম খণ্ড : ষাটের দশক : চতুর্থ পর্ব : ১৯৬৯*। এই খণ্ডে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্য নিয়ে অপর খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের মে মাসে। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : ষষ্ঠ খণ্ড : ষাটের দশক : পঞ্চম পর্ব : ১৯৬৯*।

এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯৭০ সালের তথ্য নিয়ে আমরা দু'টি খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এই দু'টি খণ্ডের একটি হচ্ছে এই খণ্ড। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : সপ্তম খণ্ড : সত্তরের দশক : প্রথম পর্ব : ১৯৭০*। এই খণ্ডে ১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে যথারীতি সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান সবই অবিকল রাখা হয়েছে। বাক্য গঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে '....' চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, তা হুবহু রাখা হয়েছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালা প্রকাশনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গ্রন্থমালার এই খণ্ডটি প্রকাশনার সময় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য পিআইবির সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অন্যান্য কর্মী যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘সংগ্রামের নোটবুক’ থেকেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এমন দাবি আমরা করতে পারবো না। ইতিহাসের অনেক কিছুই নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আমরা হয়তো সেখানে পৌঁছতে পারিনি। গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারো কাছে সংশ্লিষ্ট নতুন কোনো তথ্য থাকলে তা আমাদেরকে সরবরাহ করার অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল। ধারাবাহিক এই গ্রন্থ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূ│চি│প│ত্র

জানুয়ারি	১১-১২৪
ফেব্রুয়ারি	১২৪-২৬১
মার্চ	২৬১-৩৫৮
এপ্রিল	৩৫৯-৪৫৪
মে	৪৫৪-৫১৬
জুন	৫১৬-৬৭৮

দৈনিক পয়গাম

২রা জানুয়ারি ১৯৭০

রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলাম ধর্ম ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মুজিবের হুঁশিয়ারি

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণের ধর্মীয় আবেগকে মূলধন করিয়া জনসাধারণের ধর্মীয় আবেগকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার জ্ঞাপন করেন। তেজগাঁও ইসলামিক মিশনের এতিমখানায় এক ঘরোয়া সমাবেশে উক্ত হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন বলিয়া প্রকাশ।

বক্তৃতাদান কালে শেখ মুজিব বলেন যে, কতিপয় রাজনৈতিক দল ইসলামের নামে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে আত্মস্বার্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। যাহারা তাহাদের সহিত একমত নহেন, তাহাদিগকে কাফের বলা এই সকল নেতার ফ্যাসানে পরিণতি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল ব্যক্তিই ইসলামকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করিয়া ইসলাম বিরোধী কার্যে রত রহিয়াছেন।

শেখ সাহেব বলেন যাহারা মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত কাজ করেন, তাহারাই প্রকৃত মুসলমান। সকল মুসলমানকে শুধু কোরান পাঠ করিলেই চলিবেনা, কোরানের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক পয়গাম

২রা জানুয়ারি ১৯৭০

মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নবাবজাদার কটূক্তি

করাচী, ৩রা জানুয়ারী।- পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লা খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানীর উপর সরাসরি আক্রমণ চালাইয়া শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মওলানা ভাসানীকে হিন্দু পুরানের হনুমান নামে অভিহিত করেন।

গত বৃহস্পতিবার নিশতার পার্কে পাকিস্তান মুসলিম লীগের কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় নবাবজাদা তাহার বক্তৃতায় পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টোসহ যাহারা প্রাদেশিকতা ও বিদেশী আদর্শবাদের প্রচার করিতেছেন তাঁহাদেরও আক্রমণ করেন।

উক্ত সভায় প্রথমে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা মুফতী মোহাম্মদ শফী এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করিলে মওলানা এহেতেশাকুল হক নানভী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক তৎপরতার উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার পর নিশতার পার্কে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রথম জনসভায় ভাষণ দান করেন পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির জামাতে ইসলাম ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের তিন প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, মির্জা মোহাম্মদ তোফায়েল এবং জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ার।

নবাবজাদা তাহার বক্তৃতায় শেখ মুজিবকে আক্রমণ করিয়া বলেন, শেখ মুজিবের ৬-দফা গৃহীত হইলে দেশ সুনিশ্চিতভাবে দখল হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিব যে জেদ ধরিয়াছেন তাহা অসঙ্গত। নওয়াবজাদা বলেন বর্তমান সরকারের তোষণনীতি আওয়ামী লীগ প্রধানের সাহস বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহার ফলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলা দেশ হিসাবে নাম করণের শ্লোগান তুলিতে সাহস পাইয়াছেন। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তিনি এই দেশে ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু তাহার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বরূপ সম্প্রতি চীনে সংঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুরূপ হইবে কিনা তাহা ভাবিয়াই তিনি বিস্মিত বলিয়া জানান। তিনি বলেন, ভারত এবং ইটালীতেও কম্যুনিষ্ট পার্টি আছে। কিন্তু সেখানে বাড়ীঘর ও শিল্প কারখানা পুড়াইয়া দেওয়ার নীতিতে কোন কম্যুনিষ্ট বিশ্বাসী নয়। তিনি বলেন মওলানা হিন্দু পুরাণের হনুমানের ভূমিকাই অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের উর্দুভাষিদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া সিন্ধী ভাষায় ভোটার তালিকা পূরণের সিন্ধীভাষীদের দাবী মানিয়া লওয়ায় তিনি সরকারের সমালোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম

২রা জানুয়ারি ১৯৭০

গণমানসের অভিব্যক্তিমুখর রাজনৈতিক তৎপরতার প্রথম দিবস:
শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসিলে ২৫ বিঘা জমির খাজনা
মওকুফ করিয়া দেওয়া হইবে:
পল্টনে শ্রমিক লীগের সভায় ওবায়দুর রহমানের ঘোষণা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী আসিতে না আসিতেই গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পল্টন সরব হইয়াছে। খণ্ড মিছিলের শ্লোগান আর মাইক্রোফোনে রাজনৈতিক সভাসমিতির প্রচারণায় রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সর্বোপরি সকল সংগ্রামের প্রসূতিগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে মধুর রেস্তোরায় ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির সভা, শ্লোগান ও আলোচনায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুনরায় সজীবতা লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) গত বুধবার রাত্রি ১২.১ মিনিটে শহীদের রক্ত আর মিছিলের মানুষের পদভারের স্বাক্ষরবাহী ১৯৬৯ সালের বিদায় ও ১৯৭০ সালের আগমন সন্ধিক্ষণে মশাল জ্বালাইয়া নূতন বৎসরকে অগ্নিআবাহন জানাইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় শ্রমিক লীগের উদ্যোগে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে পল্টনের শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসন জারির দীর্ঘ নয় মাস পর পুঞ্জিভূত অভিযোগ দাবীদাওয়া প্রকাশের সুযোগ বহিয়া অগণিত শ্রমিক জনতা পল্টনের সভায় যোগদান করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব নূরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিরাট শ্রমিক জনসভায় বিভিন্ন এলাকা হইতে খণ্ড খণ্ড মিছিল করিয়া শ্রমিকগণ পল্টনে আগমন করেন। মিছিলের কণ্ঠে ছিল ৬ দফা "জিন্দাবাদ", 'চীনের দালাল মওলানা ভাসানী মুর্দাবাদ", "চীন রাশিয়ার দালালরা ধ্বংস হউক", "সমাজতন্ত্রীদের ভাওতা চলবেনা", "শ্রমিক লীগের ৫ দফা মানতে হবে" প্রভৃতি শ্লোগান। সভায় তেজস্বী ভাষায় জালাময়ী বক্তৃতা করেন জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ শাহজাহান, জনাব সহিদুল হক, জনাব রুহুল আমীন ভূইয়া, শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী ও সমাজসেবা সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান।

সভায় প্রদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করিয়া বক্তাগণ বলেন, প্রদেশের শ্রমিকগণ বিশেষ করিয়া সিলেটের চা-বাগানের শ্রমিকগণ যেই ভাবে থাকেন, কোন সভ্য দেশের মানুষ সেই ভাবে বাঁচিতে পারে না। অর্ধাহার-অনাহারে তাহারা কোন প্রকারে বন্য পশুর মতো বাঁচিয়া আছে।

তাহারা অভিযোগ করেন যে, শ্রমিকগণ শ্রম আইনের সামান্যতম অধিকারসমূহও ভোগে করিতে পারে না। পোস্তগোলা ময়দার মিলের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি পর্যন্ত দেওয়া হয় না। বক্তাগণ বলেন, শ্রমিক সাধারণ দশতালা বিশতালা অট্টালিকার প্রত্যাশা করে না, তাহারা শুধু বাঁচার অধিকার চায়। বক্তাগণ নিম্নতম বেতনের সমালোচনা করিয়া বলেন, নিম্নতম বেতনের হার সর্বস্তরে উভয় প্রদেশে অবশ্যই এক হওয়া উচিত। তাহারা অনতিবিলম্বে সকল পর্যায়ের শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন ঘোষণার দাবী জানান। নিম্নতম বেতনের তারতম্য দূর করিয়া নিম্নতম বেতনের হার আরও বিশ টাকা করিয়া বর্ধিত করার দাবী জানানো হয়।

যে-কোন সরকার ও মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ সংগ্রাম করিবে এবং সংগ্রামের মাধ্যমেই তাহারা অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া

সভায় বক্তাগণ স্পষ্ট জানাইয়া দেন। তাহারা বলেন শ্রমিকদের ৫-দফা দাবী সত্বর মানা না হইলে প্রদেশে শ্রমিক অসন্তোষের রূপ মারাত্মক আকার ধারণ করিবে। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের চাকুরীতে পুনবর্হাল করা না হইলে তাহারা বলপূর্বক পূর্বের কাজে যোগদান করিবে বলিয়া সভায় জানাইয়া দেওয়া হয়।

বক্তাগণ উগ্র প্রগতিবাদী ও উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলদের চিনিয়া রাখিতে অনুরোধ জানান। তাহারা বলেন, চিন্তার স্বাধীনতা উগ্র প্রগতিবাদীরা স্বীকার করে না। তাহারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই শুধু বড় করিয়া দেখে। উহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

সভায় অভিযোগ করা হয় যে, কতিপয় দালাল সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া মিল এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত করিতেছে। ভোটের আগে ভাত চাই বলিয়া তাহারা দেশে মারামারি বাধাইতে চায়। চীন-রাশিয়ার টাকা আনিয়া দেশে গণ্ডগোল করা যাইবে না বলিয়া সভায় বক্তাগণ হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী সভায় বলেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফা ১১-দফার মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং ১১-দফা জিন্দাবাদ বলিলে ৬-দফাকেই জিন্দাবাদ দেওয়া হয়। তিনি জানান যে, আওয়ামী লীগ কখনো শ্রমিকদের সহিত বেঈমানী করিতে পারে না। জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আওয়ামী লীগ এই প্রদেশের জনসাধারণের দুঃখ বুঝে। তিনি ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতায় গেলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, সংগ্রামের মাধ্যমে আইয়ুব সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে। সুতরাং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শ্রমিক নেতাদের শেষ করিয়া দিতে দুইদিনও সময় লাগিবে না।

সভা শেষে গৃহীত কতিপয় প্রস্তাবে চটকল, সুতাকল, চিনিকল, প্রেস শ্রমিক, ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, হকার শ্রমিক ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দ্বারা সমর্থন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে, ছয়-দফার প্রতি সমর্থন জানাইয়া আগামী নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের হস্ত আরো দৃঢ় করার আবেদন জানানো হয়। সভায় আরেক প্রস্তাবে ৬-দফার ভিত্তিতে সায়ত্তশাসন দাবী করা হয়।

সংবাদ

৩রা জানুয়ারি ১৯৭০

ধর্মীয় ভাবাবেগ লইয়া খেলার বিরুদ্ধে মুজিবের কঠোর হুঁশিয়ারি

ঢাকা, ৩১ শে ডিসেম্বর (পিপিআই)।– জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগ লইয়া যাহারা খেলা করিতেছে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান অদ্য

তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তেজগাঁও ইসলামী মিশনের এতিম খানার বাসিন্দাদের এক সমাবেশে শেখ মুজিব বলেন যে, ইসলামের নাম লইয়া কোন কোন রাজনৈতিক দল জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগের সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। তাহাদের দলীয় মতের বিরুদ্ধবাদীদের কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করা তাহাদের ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান এই সকল লোক সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন যে এই সকল লোক তাহাদের দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে ধর্মকে কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। ধর্মকে ব্যবসার পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়া বস্তুত তাহারাই ইসলামের ক্ষতি সাধন করিতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭০
১১ই জানুয়ারি পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী **১১**ই জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণদান করিবেন। আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান প্রমুখ এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। এই জনসভার অসামান্য গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উহাতে বিপুল সংখ্যায় যোগদানের জন্য ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭০
নবাবজাদার আরেকটি উক্তির নমুনা
'মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী : ভাসানী হনুমান'

করাচী, ৩রা জানুয়ারী-পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানীর উপর সরাসরি আক্রমণ চালাইয়া শেখ মুজিবকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও মওলানা ভাসানীকে 'হিন্দু পুরাণের হনুমান' নামে অভিহিত করেন।

গত বৃহস্পতিবার নিশতার পার্কে পাকিস্তান মুসলিম মুহাজ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় নবাবজাদা তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টোসহ যাঁহারা প্রাদেশিকতা ও বিদেশী আদর্শবাদের প্রচার করিতেছেন তাঁহাদেরও আক্রমণ করেন।

উক্ত সভায় প্রথমে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা মুফতী মোহাম্মদ শফী এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করিলে মওলানা এহতেশামুল হক থানভী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক তৎপরতার উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হইবার পর নিশতার পার্কে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রথম জনসভায় ভাষণদান করেন পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি জামাতে ইসলামী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের তিন প্রধান নবাবজাদ নসরুল্লাহ খান, মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল এবং জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ার।

নবাবজাদা তাঁহার বক্তৃতায় শেখ মুজিবকে আক্রমণ করিয়া বলেন, শেখ মুজিবের ছয় দফা গৃহীত হইলে দেশ সুনিশ্চিতভাবে দুর্বল হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিব যে জেদ ধরিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত।

নওয়াবজাদা বলেন, বর্তমান সরকারের তোষণনীতি আওয়ামী লীগ প্রধানের সাহস বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহার ফলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলা দেশ হিসাবে নামকরণের শ্লোগান তুলিতে সাহস পাইয়াছেন। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি এদেশে ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বরূপ সম্প্রতি চীনে সংঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুরূপ হইবে কিনা তাহা ভাবিয়াই তিনি বিস্মিত বলিয়া জানান।

তিনি বলেন, ভারত এবং ইতালীতেও কম্যুনিষ্ট পার্টি আছে। কিন্তু সেখানে বাড়ী ঘর ও শিল্পকারখানা পুড়াইয়া দেওয়ার নীতিতে কোন কম্যুনিষ্ট বিশ্বাসী নয়। তিনি বলেন, মওলানা হিন্দু পুরাণের হনুমানের ভূমিকাই অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের উর্দুভাষীদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া সিন্ধী ভাষায় ভোটার তালিকা পূরণের সিন্ধীভাষীদের দাবী মানিয়া নেওয়ায় তিনি সরকারের সমালোচনা করেন-পিপিআই

সংবাদ

৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭০

মুজিব ও ভাসানী সম্পর্কে নসরুল্লার সুভাষণ!

করাচী, ৩রা জানুয়ারী (পিপিআই)।– পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি'র সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে "বিচ্ছিন্নতা বাদী" ও মওলানা ভাসানীকে "হিন্দু পুরাণের হনুমান" বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

গত বৃহস্পতিবার নিশতার পার্কে পাকিস্তান মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় প্রাদেশিক পি.ডি.পি প্রধান প্রাদেশিকতা ও বিদেশী আদর্শ প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। এই প্রসঙ্গে তিনি পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টোর বিরুদ্ধেও আক্রমণাত্মক ব্যবহার করেন। শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে নওয়াবজাদা বলেন যে, তাঁহার ছয়দফা বাস্তবায়িত হইলে উহা দেশকে অবশ্যই দুর্বল করিবে।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বলেন, বর্তমান সরকারের উদার নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ প্রধান পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা দেশ নামকরণসহ বিভিন্ন শ্লোগান তুলিতেছেন। মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে আক্রমণপূর্বক নওয়াবজাদা বলেন যে, ভারত এবং ইটালীতেও কমিউনিষ্ট পার্টি রহিয়াছে কিন্তু এখানে তাহারা বাড়ীঘর ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পুড়ানোর দাবী তুলিতেছেন। পিডিপি নেতা আরও মন্তব্য করেন যে, মওলানা ভাসানী "হিন্দু পুরাণের হনুমানের ন্যায় আচরণ করিতেছেন।" নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ জনগণকে এই মর্মে উপদেশ প্রদান করেন যে, তাহাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, কমিউনিষ্ট ও সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। নওয়াবজাদা আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, বাক ও লেখার উপর বিধিনিষেধ না থাকায় এই সকল লোকজন ক্রমান্বয়েই শক্তিলাভ করিতেছে।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭০

মওলানা ভাসানীর অভিমত:
স্বায়ত্তশাসন ব্যতিরেকে নির্বাচন অর্থহীন হইয়া পড়িবে

ঢাকা, ৩রা জানুয়ারী।- পূর্ব পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান মওলানা নুরুজ্জামান অদ্য সন্তোষে মওলানা ভাসানীর সহিত ঘণ্টাকালব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকের পর এপিপি'র সহিত আলোচনাকালে পিপলস পার্টি নেতা বলেন যে, তিনি মওলানা ভাসানীকে "সহযোগিতায় সম্মত" বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সহযোগিতার জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, ন্যাপ নেতার সহিত যে কোন প্রকার মৈত্রী নির্বাচনে আদৌ তিনি অংশগ্রহণ করিবেন কিনা উহার উপর নির্ভর করে।

মওলানা নুরুজ্জামান বলেন দেশের ভবিষ্যতের সর্বোত্তম স্বার্থে মওলানা ভাসানীর সহিত সমঝোতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে নির্বাচনী ওয়াদা হউক ইহা তিনি চাহেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যাপ প্রধান মনে করেন যে, নির্বাচনের পূর্বেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন মীমাংসা করা উচিত। মওলানা নুরুজ্জামান বলেন, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন সমাধান ব্যতীত ন্যাপ নেতার মতে "নির্বাচন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে" কারণ, প্রকৃত দাবী দাওয়াসমূহ লইয়া ইহাতে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝির সূচনা হইবে।

পিপলস পার্টি নেতা বলেন যে, তিনি পুনরায় মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করিতেছেন। তিনি মওলানা ভাসানী কর্তৃক আহুত সন্তোষের কৃষক সম্মেলনে যোগদানেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। – এপিপি।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭০

৬ দফার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যের আহবান

লাহোর, ২রা জানুয়ারী।- সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী সৈয়দ হাসান মাহমুদ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মুসলিম লীগের সকল উপদলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের আহবান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী দেশের সংহতি বিনষ্ট করিবে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে ঐক্য হইলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ শতকরা ২০টিরও বেশী আসন লাভ করিবেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে ছোট খাট মতানৈক্য ভুলিয়া গিয়া জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য একই প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান।

সৈয়দ হাসান মাহমুদ বলেন যে, মুসলিম লীগের ঐক্য স্থাপনের পর জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত যে কোন দলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা যাইবে। – এপিপি

আজাদ
৫ই জানুয়ারী ১৯৭০
ছয়দফা কাউন্সিল মোছলেম লীগের নীতি বহির্ভূত : দওলতানা

পেশোয়ার, ৪ঠা জানুয়ারী। –কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা মিয়া দওলতানা তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্ঘোষণা করেন যে কাউন্সিল মুসলীম লীগ পাকিস্তানের আদর্শবাদে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দলের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে।

গতকাল মিয়া সাহেব পেশোয়ার হইতে আশি মাইল দূরে লাণ্ডখাওয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, যাহারা গত এগার বছর গণতন্ত্রের শাসরুদ্ধ করিয়া রখিয়াছিল এবং একজন ডিকটেটারের হাত শক্তিশালী করিয়াছিল তাহাদের সহিত তিনি সহযোগিতা করিবেন না।
মিয়া সাহেব আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাহার দলের নীতির ব্যাখ্যা দেনঃ
(১) পূর্ণ গণতন্ত্র (২) এছলামের সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সাম্য এবং (৩) যথাসম্ভব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু উহাকে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির সহিত গুরুত্বপূর্ণ হইতে হইবে বলিয়া তিনি জানান। শেখ মুজিবের ছয় দফার বর্ণিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তিনি বলেন যে উহা কাউন্সিল মুসলিম লীগের নীতি বহির্ভূত। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে শেখ মুজিব তাহার দফাগুলি পুনর্বিবেচনা করিবেন। তিনি নিশ্চিত যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী এবং ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড পাকিস্তানের প্রয়োজন মোতাবেক একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যাইবে।

জনাব দওলতানা বলেন যে, পাকিস্তান এছলামের উপর ভিত্তি করিয়া ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নিয়াই অর্জিত হইয়াছে; এবং এসলাম ও গণতন্ত্র ছাড়া উহা টিকিতে পারেনা। – এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই জানুয়ারি ১৯৭০
৬-দফার দাবীতে বাংলার মানুষ যখন গুলী খাইয়া রাজপথে লুটাইয়া পড়িয়াছে সেদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন?
প্রতিপক্ষের নিকট শেখ মুজিবের কয়েক দফা সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী আঁতাত গঠনের সম্ভাবনার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর

রহমান গতকাল (রবিবার) ঢাকায় ঘোষণা করেন যে, তাহার দল নির্বাচনী ঐক্যে বিশ্বাসী নয়। কারণ, নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া ক্ষমতায় যাওয়া যায়, মন্ত্রী হওয়া যায়, কিন্তু জনগণের কোন কল্যাণ করা যায় না।

গতকাল পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে রমনা পার্কে আয়োজিত এক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে তিনি আরও বলেন, 'দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবেই।' শেখ সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আইয়ুব খানের পতনের সাথে সাথে দালালির দিনও শেষ হইয়া গিয়াছে। যদি কোন স্বার্থবাদী মহল স্বাধীনতা পরবর্তী তেইশ বছরের এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন বানচাল করিতে চায়, অধিকার-সচেতন জনসাধারণ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার তাগিদেই সর্বশক্তি দিয়া উহা প্রতিহত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান এবং ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা করেন।

কোন কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের নামে যে ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে উহার জবাবে শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, জগাখিচুড়ি যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হইয়া ক্ষমতাসীন হওয়া গেলেও জনগণের কোন উপকার করা যায় না। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের পরিণতি ইহার প্রমাণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। শেখ সাহেব বলেন, তদানীন্তন সরকারের চক্রান্তের শিকার যুক্তফ্রন্টের কোন কোন দলের কতিপয় নেতার গণবিরোধী ভূমিকার দরুনই যুক্তফ্রন্ট জনগণের জন্য প্রত্যাশিত কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে নাই। তাই, তিনি বলেন, নিজস্ব কর্মসূচী লইয়া জনগণের সামনে হাজির হওয়াকেই আওয়ামী লীগ সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বাছিয়া নিয়াছে। আওয়ামী লীগ চায় জনগণের ঐক্য।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর মধ্যে কোন বিরোধ নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ছয়-দফায় যা বলা হইয়াছে, ১১ দফায়ও তাহাই বলা হইয়াছে। সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামই ১১-দফার প্রতি সমর্থন জানান বলিয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন। শেখ সাহেব বলেন, "ছয়দফা আমার দলের কর্মসূচী- ১১-দফাও আমি এবং আমার দল সমর্থন করে।" তিনি বলেন, যিনি ছয় দফার বিরোধিতা করেন, আন্তরিকভাবে তিনি এগার দফাও চান না।

সেদিন তাহারা কোথায় ছিলেন?

বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব আরও বলেন যে, ১৯৬৬ সালে যখন ছয়দফার সংগ্রাম দুর্বার হইয়া উঠে, তখন এক শ্রেণীর অতিপ্রগতিবাদী ইহার মধ্যে 'বিদেশী হস্তের কারসাজি' আবিষ্কার করিয়াছিল। 'আমি প্রেসিডেন্ট হইলে শেখ মুজিবকে গুলী করিয়া মারিতাম, বলিয়া তাহাদের কেহ কেহ ঘোষণা করিয়াছে, আর ৬ দফার জন্য যখন বাংলার মানুষ গুলী খাইয়া রাজপথে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখন ইহারা আইয়ুব খানের দালালি করিয়াছে। ছয়দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইবার ওয়াদা প্রদানের বিনিময়ে ৪ জুন 'প্রগতিবাদী' নেতাকে জেল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব মওলানা ভাসানীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া বলেন, "বুকে হাত দিয়া বলুন, একথা সত্য কিনা।" তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, অথচ সেই প্রগতিবাদীরাই আজ ছয়দফা সম্বলিত এগার দফার জন্য জান কোরবান করার পাঁয়তারা করিতেছে।

মহলবিশেষের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, আইয়ুবের পতন হইয়াছে, দালালির দিনও আর নাই। তিনি বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী ২৩ বছরের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ আসিয়াছে উহা নস্যাৎ করার জন্য নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হইলে জনগণ নিজেদের স্বার্থেই উহার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবে। কারণ, সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনগণের রায়ই শেষ কথা আর নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের রায় ঘোষিত হইতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের জন্য তিনি বিভিন্ন দলের প্রতি আহ্বান জানান।

ছয়দফা ও উহার প্রণেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়া নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার জবাবে শেখ সাহেব বলেন: ছয়-দফা আন্দোলনের দায়েই কুর্মীটোলা সেনানিবাসে বন্দী থাকাকালে নওয়াবজাদা আমার কাছে ধরনা দিয়াছিলেন দেশের সমস্যা সমাধানে একজন দেশপ্রেমিকের সাহায্যের জন্য। আজ সেদিনের সেই দেশপ্রেমিক লোকটি নওয়াবজাদার কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদী হইয়া গেলেন কেমন করিয়া?

বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বকীয়তার দাবী উঠিলেই মওলানা মওদুদীরা ইসলাম বিপন্ন, পাকিস্তান বিপন্ন ধুয়া তুলিতে থাকেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, আজ পাকিস্তানের দরদী সাজিলেও এই মওদুদী সাহেবই একদিন কায়েদে আজমকে 'কাফের' আখ্যা দিয়া পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা

ব্যয়িত ৩২ শত কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পাইয়াছে মাত্র ৩০৩ কোটি। মওদুদী সাহেব কেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু বলেন না? ইসলামের কোন বিধানে আছে যে, একজনের হক আরেকজনকে দেওয়া যায়? বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব শত প্ররোচনার মুখেও শান্তি বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তরুণ সমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে চূড়ান্ত ফয়সালা হইবে, তাই ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে রায়দানে জনগণকে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে চূড়ান্ত ফয়সালা হইবে, তাই ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায়দানে জনগণকে উজ্জীবিত করার জন্য দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন।

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ পর্যন্ত বাংলার স্বায়ত্তশাসন, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার সপক্ষে ছাত্রলীগের সুদীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ - সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাস গণদাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামেরই ইতিহাস। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সেনানী ছাত্রলীগ সদস্যদের প্রতি তিনি শুভেছা জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের সাফল্য কামনা করেন।

তাজুদ্দিন আহমদ

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব তাজুদ্দিন আহমদ বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্বার্থসর্বস্ব মুসলিম লীগ যখন পথভ্রষ্ট হয়, তখন ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগই জনগণের কর্তব্য নির্দেশ করে এবং চক্রান্তকারীদের অপচেষ্টা প্রতিহত করিয়া বাংলার ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রতী হয়। ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের তারুণ্যের তেজ হইতে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চয় করিয়া আমরা ভবিষ্যতে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।

ওবায়দুর রহমান

ছাত্রলীগের অন্যতম সাবেক সভাপতি জনাব ওবায়দুর রহমান বলেন যে, ছাত্রলীগের ইতিহাস অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি বলেন যে, অতীতে যেমন এদেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইয়াছে, সামনেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে। কিন্তু সব উপেক্ষা করিয়া ছাত্রলীগ কর্মীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

তোফায়েল আহমদ

সভাপতির ভাষণে জনাব তোফায়েল আহমদ ১১-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের যে কোন কঠিন সংগ্রামে অংশগ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করিয়া বলেন যে,

যাঁহারা ৬-দফা ও এগার-দফা মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। কারণ ৬-দফায় স্বায়ত্তশাসনের যে সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপরেখা নির্দেশ করা হইয়াছে, ১১-দফার ৩নং দফায় তার ৬টি উপধারায় উহাই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই ৬-দফার বিরোধিতা করিয়া যাহারা এগার দফা সমর্থনের কথা বলেন, তাঁহারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধির সঙ্গেই প্রতারণা করিতেছেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন যে, প্রদেশের কলেজগুলিতে নির্বাচনে এমনকি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠন করা সত্ত্বেও একের পর এক ছাত্রলীগের কাছে মার খাইয়া কোন কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতারা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে এবং ছাত্রলীগ ১১-দফার ভিত্তিতে অন্দোলন করিতে চায় না বলিয়া অপপ্রচার চালাইতেছে। জনাব তোফায়েল দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, স্বার্থবাদীরা যতই অপপ্রচার চালাক না কেন, ছাত্রলীগ এককভবে হইলেও ১১-দফা বাস্তবায়নের আন্দোলন চালাইয়া যাইবে।

তিনি বলেন, ১১-দফা প্রণীত হওয়ার আগে বাংলার মুক্তি সনদ ৬-দফার দাবীতে যে মনু মিয়ারা জীবন দিয়াছেন, ১১-দফা আন্দোলনের শহীদদের মত, তাহাদের রক্তের প্রতিও আমরা বেঈমানী করিতে পারি না। তাই একই সঙ্গে আমরা ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি অভিযোগ করেন যে, কোন একটি রাজনৈতিক দল নিজেদের বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচী না থাকায় ছাত্রদের ১১-দফাকেই পুঁজি করিয়া নির্বাচনে বাজিমাতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া মাঠে নামিয়াছে। এই প্রবৃত্তির তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সমাজসেবা সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা জনাব আবদুল ওয়াদুদ, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব ফজলুল হক মনি, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলি এবং জনাব মোজহারুল হক বাকী।

সভাশেষে ছাত্রলীগ সদস্যবৃন্দ একটি শোভাযাত্রা সহকারে শহীদ মিনারে গমন করিয়া শপথগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ কার্যালয়ে আলোকসজ্জা করা হয়।

Dawn

5th January 1970

Mujib vows to resist moves to hinder polls

Election alliances ruled out: fight on 6 points basis

DACCA, Jan 4: Sheikh Mujibur Rahman, chief of Pakistan Awami League, today ruled out any possibility of alliance for political gains because "united fronts do no real good to the people". He was addressing a get-together on the occasion of the 22nd anniversary of East Pakistan Students League (EPSL).

The awami League chief declared that people would resist all moves to subvert the next general election by interested quarters.

Sheikh Sahib said that verdict of the people was final on all political issues, as such, election on universal adult franchise was the only means to get the final verdict.

Sheikh Mujib declared that elections would be held in the country at any cost and cautioned the democratic forces to guard against those who had betrayed the cause of the people in the past.

Sheikh Mujib warned those provocateurs who are now out to create trouble to prevent elections. He declared that elections would be held in the country and if any one tried to prevent them people would not pardon such elements.

He urged his party-men not to fall a prey to provocation and to remain disciplined.

NASRULLAH'S REMARKS

Replying to Nawabzada Nasrullah's criticism of the 6-point programme and personal attack on the AL chief, the Sheikh said the PDP leader should feel "ashamed of himself."

He recalled that he had to face a conspiracy case for framing the programme and was termed as secessionist by former President Ayub Khan and his henchmen.

But the Nawabzada, he added, termed him (Shaikh) as "great patriot" before the round-table conference in March last year and met him at Kurmitola Cantonment to discuss the national political situation.

He wondered how the same Nawabzada could change and term the six-point programme as move for secession.

Turning to the recent differences of opinion amongst the students about the six-point programme of the Awami League and the eleven-point programme of the students, Sheikh Mujib said that those who could not support the six-point programme could

not support the eleven point programme either, because, he said, the six points had been incorporated in the eleven-point programme.

Sheikh Mujib said that certain politicians did shouting for the realisation of the eleven-point programme. Holding of election on universal adult franchise was one of the demand in the eleven point programme, he said.

Reiterating the demand for full regional autonomy, Sheikh Mujib said the Pakistan Awami League would fight the next election on the basis of its six-point programme which he said is embodied in the eleven-point programme of the students.

The Pakistan Awami League was the first political party to support the eleven-point programme because it full covered the autonomy demand of the party, he added.

About the genesis of the autonomy demand, Sheikh Mujib said that Awami League initiated the move which resulted out of the "conspiracy which began even before the birth of the nation" to deprive the people of Bengal of their rights.

The Awami League did not accept the 1956 Constitution the Party members of the Assembly which passed this constitutions had walked out because the Constitution did not guarantee autonomy for the provinces when Awami League Ministry came to power. The East Pakistan Assembly unanimously passed a resolution calling for autonomy for both East and West Pakistan with three subjects- defence, currency and foreign affairs - remaining with the Centre.

To support his demand for autonomy for the provinces, the Sheikh said that during the last 1965 war East Pakistan had been completely cut off from the rest of the world. Even if the West Pakistani brethren wanted to help us at time they could not have and vice versa, he said.

"When Lahore was attacked, the six crore East Pakistani wanted to help the West Pakistani brethren, but they could not do anything but pray to Allah for the safeguard of Pakistan", he added.

RENAMING

Referring to the issue of renaming East Pakistan as "Bangla", Sheikh Mujib advised the critics to "read history and geography" of different countries. USA, USSR and even UK had provinces of different names without there being any danger of disintegration of these countries, he said.

Every province should be called by its own name he added.

Referring to the pronouncement of the Quaid-i-Azam about Urdu being the only State language, Sheikh Saheb said those people in power who had signed an agreement with the EPSL for recommending Bengali as one of the State languages to the then Constituent Assembly had misinformed the Quaid when he arrived for the first time in East Pakistan.

When the voice of disagreement was raised at the convocation addressed by Quaid-i-Azam against the observation, the Father of Nation did not refer the matter again in his lifetime because he was a firm believer in democracy.

He alleged that Maulana Bhashani had secret understanding with the Ayub-Monem Government to oppose the six-point programme of the Awami League. He further alleged that warrants of arrest against four party-men of Maulana Bhashani were withdrawn following the secret understanding between the Ayub Government and Maulana Bhashani.

He pointed out that politicians who confined their activities to their drawing rooms during the movement against the Ayub regime in June 1966 were now claiming themselves as the leaders of the workers and peasants.

He wondered whether any Socialist theory, which they pleaded for had any provisions that the leaders would sit idle when the masses fought for realisation of their demands.

He recalled the sacrifice of the people of Bengal in their fight for fundamental rights and said that the time of betraying people was over.

The Awami League chief reminded the students that a section of politicians who had opposed the creation of Pakistan were now shouting that religion was in danger. He warned these, politicians not to mislead the people in the name of Islam because the people of Pakistan were true Muslims.

Recalling the present political economic and social conditions, in the country. Sheikh Mujibur Rahman urged the students work shoulder to shoulder to mitigate the suffering of the people.

YAHYA CONGRATULATED

Ho congratulated President General A. M. Yahya Khan for the decision to dissolve One Unit in West Pakistan and for acceptance of the demand for election on universal adult franchise and population basis.

The Awami League chief also recalled the history of the foundation of the EPSL after Independence. He said that the

students organisation had to undergo many oppressions and suppressions during its early days.

He said that the Students League was the only organisation which gave leadership during the language movement in 1952. Students League was always in the forefront of all movements in the country, he remarked

Sheikh Mujibur Rahman felt proud of being the founder of the Student League. He said that the Students' League was the precursor of the Awami League because, he added, the selfless workers who had founded the Students League came forward to set up the Awami League.

STUDENTS LEADERS

Mr. Tufail Ahmed, chief of the Students League in his Presidential address assured the Awami League chief, that the student community of the province would extend all possible help to all democratic forces fighting for the cause of the people.

He said that his organisation fully supported the eleven-point programme and would fight till its realisation.

Former Students League leaders, Mr. Tajuddin Ahmed, Mr. K. G. Mahboob, A. S. M. Quamruzzaman, Mr. Abdul Wadud, Shah Moazzem Hussain, Mr. Fazlul Haq Moni, Mr. Obaidur Rahman, Mr. Muzaharul Haq Baqi, Mr. Abdur Razzaque and Mr. Khaled Mohammad Ali addressed the meeting.

They recalled their association with the Students League during different mass movements in the country. They termed the history of the League as a history of democratic movement for political, economic and social betterment.

Earlier, on arrival at the colourful big pandal in front of the Ramna Restaurant, the Awami League chief was received by the Students League leaders. The students raised different slogans.

A two-minute silence was observed at the start of the meeting in memory of those who had sacrificed their lives during different mass movements after Independence. A monogram of the Students League was presented to the founder of the League, Sheikh Mujibur Rahman, on behalf of the League.

Later the students formed into a procession and paraded to the Central Shahid Minar to take a fresh vow to fight for the realisation of the people's demands.

Earlier in the morning, the flag of the students organisation was hoisted on the top of the central office of the Students League ceremonially.-APP/PPI.

Morning News

5th January 1970

No electoral alliance with any party : Mujib

(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday ruled out the possibility of an electoral alliance with any other party in the forthcoming general elections.

Speaking as a chief guest at a function held at Ramna Green on the occasion of celebration of 22nd birth anniversary of the East Pakistan Students League, Sheikh Saheb said "alliance and united fronts could do no real good to the people." Such alliance, he said, only helped people to "capture power."

The function which was largely attended was presided over by Mr. Tofail Ahmed, President of the organisation. Some of the former leaders of the EPSL including Mr. Tajuddin Ahmad (now General Secretary of East Pakistan Awami League), Kazi Ghulam Mahboob, Shah Muazzem Hossain, K. M. Obaidur Rahman, A. S. M. Kamruzzaman and Abdul Wadood also spoke at the three-hour-long function.

Sheikh Mujibur Rahman one of the founders of the EPSL, in his speech recounted how the Student League was formed as back as in 1948 and how it moved from strength to strength in its fight for the realisation of the demands and aspirations of the people. He said that the EPSL as a student organisation which has reflected the hopes and aspirations of not only of the students community but also of the masses, had a long and glorious tradition and background. And this glory and popularity of the organisation, he noted, had been built on numberous sacrifices and sufferings of those who had guided the league in the past through trials and tribulations.

AUTONOMY

Turning to political questions, Sheikh Mujib reiterated his party's demand for full regional autonomy in the country. The Six-Point Programme of the Awami League could only solve the autonomy problem of East Pakistan, the Sheikh said and added that the Awami League would fight the election on the basis of this programme.

Sheikh Mujib said that the forthcoming general election to be held on the basis of one-man-one-vote would be the real forum where people would give their verdict on the six-point of the

Awami League. "People's verdict is the best and final verdict on all political and other issues," he said.

Sheikh Mujibur Rahman congratulated President Yahya for announcing a date for holding election on the basis of representation on population basis. Election would be held in the country and we would participate in it, the Awami League chief reiterated.

He regretted that some people were out to create trouble during the election with a view during to frushtrating it. If these people did not desist from creating trouble, he warned, the masses knew how to frustrate their designs. The people by now had come to know the real colour of these persons, and it was the people themselves and not the Government who would teach them a good lesson, he said.

The Awami League President said that those who apprehened defeat or already have beend defeated on any issue, have always been trying to create trouble. The Awami League and its workers were certain of their success in the coming election and as such, he assured, his men would never be a party to any trouble. He appealed to the Awami Leaguers to maintain utmost restraint against any provocation and help maintain complete peace and harmony in the country.

NO DIFFERENCE

Spelling out the confusion about the 11-point of the students and six-point of the Awami League, Sheikh Mujib said, "we believe in both the programmes." To him there was no difference between the six-point and the 11-point because, he said, the 11-point of the students had incorporated the six-point of the Awami League. Those who did not want six-point were against the 11-point, he said.

Sheikh Saheb said that when he announced his Six-Point Programme, different quarters took united move to undo it. He alleged that Maulana Bhashani had secret understanding with the then Government to oppose the six-point programme. On this understanding cases against four followers of Maulana Bhashani were withdrawn by the Ayub Government he further alleged. He said, "Let the maulana deny this?"

Referring to the issue of renaming East Pakistan as Bangla Desh, Sheikh Saheb advised the critics to go through the history and geography of different countries. He said in India, United States, Soviet Union and even in United Kingdom, all the

provinces or constituent units in those countries were known by their own names. But he noted that in those countries, original names of constituent provinces did not become a threat to their integration and unity. He asked why did certain people raise hue ande cry in the name of national integrity and religion when we demanded renaming of the province as Bangla Desh.

QUAID ABOUT URDU

Referring to the pronouncement of the Quaid-e-Azam about Urdu being the only state language, Sheikh Saheb said those people in power who had signed an agreement with the EPSL for recommending Bengali as one of the state languages to the then Constituent Assembly misinformed the Quaid when he arrived for the first time in East Pakistan.

When the voice of disagreement was raised at the convocation addressed by Quaid-e-Azam against the observaton, the Father of the nation did not refer the mattter again in his lifetime because he was a firm believe in democracy.

NASRULLAH'S REMARKS

About the recent remarks on Six-Point Programme by PDP leader Nawabzada Nasrullah Khan, Sheikh Mujibur Rahman recalled that he had to face a conspiracy case for framing the programme and was termed as secessionist by former President Ayub Khan and his henchmen.

But the Nawabzada, he added, termed him (Sheikh) as a great patriot before the Round Table Conference in March last year and met him (Sheikh) at Kurmitola Cantonment to discuss national political situation.

He wondered how the same Nawabzada could change and term the Six-Point Programme as a move for secession.

Sheikh Mujib also criticised those who are prone to give "political fatwas" at the time of election. Thyese are the people who declared the Father of the Nation as "Kaffir-e-Azam" and always cry wolf that Islam was in danger, he said.

These people should know that Islam prescribed society based on justice and not exploitation which they now support.

He also said that economic situation in the villages was becoming worse. There was also labour problem. Sheikh Saheb, however, called for peaceful atmosphere. He said that he would speak in detail on different problems at the proposed public meeting at Paltan on January 11.

TUFAIL
Mr. Tufail Ahmed, chief of the Students' League in his presidential address assured the Awami League chief that the student community of the province would extend all possible help to all democratic forces which fight for the cause of the people.

He said that his organisation had full support to the 11-point programme and would fight till its realisation.

Earlier, on arrival at the colour ful big pandal in front of the Ramna restaurant, the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman was received by the students League leaders. The students raised different slogans.

Two minutes silence was observed in the beginning in memory of those who had sacrificed their lives during different mass movements after independence.

A monogram of the Students' League was presented to the founder of the Students' League Sheikh Mujibur Rahman, on behalf of the League.

Later the students formed into a procession and paraded to the Central Shahid Minar to take a fresh vow to fight for the realisation of people's demands.

সংবাদ

৫ই জানুয়ারি ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন:

ঐক্যফ্রন্ট জনগণের সত্যিকার মঙ্গল বিধান করিতে পারে না

ঢাকা, ৪ঠা জানুয়ারী (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে কোনরূপ ঐক্য ফ্রন্টের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "ঐক্যফ্রন্ট জনগণের সত্যিকার মঙ্গলসাধন করিতে পারে না।" শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। তিনি বলেন যে, ছাত্রদের ১১ দফা দাবীর মধ্যে ৬-দফা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ তাই ১১-দফা দাবীকে সমর্থন জানাইয়াছে। শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৫৬ সালে যখন শাসনতন্ত্র পাশ করা হয় তখন তাঁহার দল পরিষদকক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, কারণ উহাতে স্বায়ত্তশাসনের গ্যারান্টি ছিল না।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ যখন পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসে তখন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ কেন্দ্রের হাতে মুদ্রা, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দানের দাবী জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা করিয়াছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'বাংলা দেশ' রাখা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, এই প্রস্তাবের যাহারা বিরোধিতা করেন তাঁহাদের উচিত যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস, ভূগোল পাঠ করা। তিনি বলেন যে, প্রতিটি প্রদেশ উহার নিজস্ব নামে অভিহিত হওয়া উচিত। নিজের দলের কর্মিগণকে শেখ মুজিব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উস্কানির খপপরে না পড়ার উপদেশ দেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ তাঁহার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাইয়াছেন সে সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পি ডি পি'র এই নেতার নিজের লজ্জা থাকা উচিত। তিনি বলেন, "আগরতলা মামলায় আমি যখন ক্যান্টনমেন্টে আটক ছিলাম এবং যখন সমগ্র দেশ আমার মুক্তির দাবী জানাইতেছিল তখন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বিশেষ অনুমতি লইয়া আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কারণ তখন তিনি আমাকে দেশপ্রেমিক মনে করিতেন। তখন আর আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলাম না।"

শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর ভূমিকার সমালোচনা করেন। নির্বাচনের সময় যাঁহারা 'রাজনৈতিক ফতওয়া' দিয়া থাকেন তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া জনাব মুজিব বলেন, এই সকল লোকই কায়েদে আজমকে 'কাফেরে আজম' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল।

দৈনিক পয়গাম

৫ই জানুয়ারি ১৯৭০

পূঃ পাক ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব

আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের পক্ষপাতি নহে

ঢাকা, ৪ঠা জানুয়ারী।- পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা নাকচ করিয়া বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট জনগণের কোন উপকারে আসে না।

শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রীতি সম্মিলনীতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর পুনরুল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন ছয় দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। তিনি বলেন, এই ৬ দফার মধ্যেই ছাত্রদের এগারো দফা নিহিত রহিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তান আওয়ামী লীগেই সর্ব প্রথম এগারো দফাকে সমর্থন করিয়াছিল কারণ, ইহাতে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবী পুরোপুরিভাবে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যের যে ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছিল উহারই ফলশ্রুতি হিসাবে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রদেশসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত না হওয়ায় আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুমোদন করে নাই, এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা তখন পরিষদ বর্জন করিয়াছিল। আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বৈদেশিক সম্পর্ক কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দানের দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করিয়া শেখ মুজিব বলেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানীদিগকে সাহায্য করিতে চাহিলেও তাহা পারিত না। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা নামকরণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রদেশের স্বকীয় নাম অক্ষুণ্ণ রাখার কথায় রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপদাপন্ন হইতেছে না।

কায়েদে আজম উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। উক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল তদানীন্তন গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম ভাষা হিসাবে মর্যাদা দানের সুপারিশ পেশের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাক ছাত্রলীগের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অথচ তাহারাই কায়েদে আজমের প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে তাহাকে এ ব্যাপারে ভ্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল।

শেখ মুজিব বলেন, যে সমাবর্তন উৎসবে কায়েদে আজম বক্তৃতা করিয়াছিলেন উক্ত সমাবেশে তাহার মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। জাতির পিতা ইহার পর জীবদ্দশায় আর কোন দিনই বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করেন নাই কারণ তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে না দেওয়ার জন্য নির্বাচনকালে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্তমানে উস্কানী দানে মশগুল মহলকে শেখ সাহেব হুশিয়ার করিয়া দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং কেহ নির্বাচন বানচাল করিতে চাহিলে জনগণ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর ব্যক্তিগত আক্রমণের উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন পিডিপি নেতার এ জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। শেখ মুজিব ৬-দফা কর্মসূচী প্রচার উদ্বোধনকালে মওলানা ভাসানীর অনুসৃত ভূমিকার জন্য মওলানার সমালোচনা করেন। নির্বাচনকালে রাজনৈতিক ফতোয়া দানকারী মহলেরও তিনি সমালোচনা করেন। তিনি বলেন এই সকল ফতোয়াবাজরাই জাতির পিতাকে কাফের নেতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ইহারাই সকল সময় 'ইসলাম গেল' 'ইসলাম গেল' চীৎকারে মর্ত্য কাপায়।

তিনি বলেন এ সকল লোক জানেনা যে ইসলাম ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সমাজ রচনার নির্দেশ দিয়াছে। তাহারা আজ যে শোষণকে সমর্থন করিতেছে তাহা ইসলামের অনুশাসন নহে। তিনি আরও বলেন যে পল্লী অঞ্চলের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। অধিকন্তু দেশে শ্রমিক সমস্যাও বিরাজমান। তবে শেখ সাহেব শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান।

পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবর রহমান তাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি ছাত্রদিগকে বাংলার স্বার্থে প্রদেশের রাজনীতি ইহাতে পরগাছা তুলিয়া ফেলার আহ্বান জানান। জনাব তাজউদ্দিন, জনাব গোলাম মাহবুব, জনাব কামরুজ্জামান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সভায় বক্তৃতা করেন। সভাশেষে পূর্ব পাক ছাত্র লীগের এক মিছিল শহীদ মিনার গমন করে। – এপিপি।

আজাদ
৬ই জানুয়ারী ১৯৭০

প্রেসিডেন্ট সকাশে শেখ মুজিব ও হা. হ. চৌধুরী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এবং জনাব হামিদুল হক চৌধুরী গতকাল সোমবার সকালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আজাদ
৬ই জানুয়ারী ১৯৭০

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সভা

ঢাকা, ৫ই জানুয়ারী।– গতকল্য রবিবার ফরিদাবাদ ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের

সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোহসিন। ইউনিয়নের সাংগঠনিক বিষয়ে ও আগামী ১১ই জানুয়ারী আওয়ামী লীগের পল্টন ময়দানের জনসভাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য ইউনিয়নের সকল ইউনিটের সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এক জোরালো বক্তৃতা করেন।

উক্ত সভায় এডভোকেট বেহতর আলী সাহেবও উক্ত জনসভাকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার অনুরোধ জানাইয়া এক বক্তৃতা করেন।

আজাদ

৬ই জানুয়ারী ১৯৭০

পিণ্ডির জনসভায় খান কাইয়ুমঃ

শেখ মুজিব ও ওয়ালী খানের সমালোচনা

(আজাদের পিণ্ডি অফিস হইতে)

৪ঠা জানুয়ারী।– কায়েদে আজম মোছলেম লীগের আহ্বায়ক খান আবদুল কাইয়ুম খান আজ শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফা এবং ওয়ালী খানের ন্যাপ দলের কর্মসূচীর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, উভয় দলের কর্মসূচীই "পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করার" উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি দেশে রাজনৈতিক তৎপরতার স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্তনের পর স্থানীয় লিয়াকত গার্ডেনে স্বীয় দলের প্রথম সভায় বক্তৃতা করিতেছেলেন। এক ক্ষুদ্র মিছিল সহকারে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের পর তিনি সভায় আসেন।

উহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে খান কাইয়ুম কড়া ভাষায় মুজিব, ওয়ালী খান ও দওলতানার "অশুভ চক্রের" সমালোচনা করেন। এছাড়া কনভেনশন লীগের অস্থায়ী সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর মত তিনিও পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতির প্রতি আভ্যন্তরীণ এব বহিঃশত্রুর হামলার পূর্বাভাষ দেন।

তিনি জনগণকে এইমর্মে পরামর্শ দেন যে, বৈদেশিক অর্থ সাহায্যর উপর যে দলের অস্তিত্ব নির্ভরশীল উহাদের বরদাশত করা তাহাদের উচিত হইবে না। তিনি বলেন ওয়ালী খানের পার্টি বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত তদীয় পিতা খান আবদুল গফফার খান কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থের উপর টিকিয়া আছে। খোদ সরকার ও কাবুল হইতে বিপুল অর্থ পাকিস্তানে আসার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছে; কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

কায়দে আজম মোছলেম লীগ নেতা আরও বলেন যে, তাহার দল আগামী নির্বাচনে সীমান্ত প্রদেশের সকল আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং দলের আন্দোলন যদি জোরদার হয় তবে সিন্ধু ও পাঞ্জাব এলাকায় সকল আসনেও প্রার্থী দাঁড়া করাইবেন।

খান কাইয়ুমের দল এখনও জাতীয় মর্যাদা পায় নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি জনগণকে বিনা মূল্যে শিক্ষা এবং শ্রমিক ও কৃষি খাত সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার ব্যবস্থা কায়েমের আশ্বাস দেন। তিনি নিজ দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বয়ং নিশ্চিত হইতে না পারিলেও সভায় বলেন যে, তিনি এমন এক উজির সভা গঠন করিবেন। যাহার কর্তব্য হইবে লোকের অসদুপায়ে অর্জ্জিত বিত্ত-সম্পদ বাহির করিয়া আনা।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জানুয়ারি ১৯৭০

৬-দফা অর্জনের মাধ্যমেই অবিচারের প্রতিকার সম্ভব

চৌমুহনীর বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

চৌমুহনী, ৫ই জানুয়ারী-আজ বিকালে স্থানীয় রেলওয়ে ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান আগামী সাধারণ নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আলী আশরাফ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় নোয়াখালি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরুল হক, প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম, এ, রশিদ, শাখাওয়াত উল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সভায় বক্তৃতাকালে জনাব ওবায়দুর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের উপর বছরের পর বছর ধরিয়া যে অবিচার চলিয়া আসিতেছে, ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমেই উহার প্রতিকার সম্ভব। তাই স্বাধীনতার ২২ বছর পরে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশের যে সুযোগ আসিয়াছে, উহার সদ্ব্যবহার করিয়া বাংলার জনগণকে ছয়-দফার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করিতে হইবে। স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক নির্বাচন বানচালের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থাকার জন্যও তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব আবদুল মালেক উকিল তাহার বক্তৃতায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, কায়েমী, স্বার্থবাদী ও শোষকদের কারসাজিতে সোনার বাংলা শ্মশান হইয়া যাইতেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫

শত কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্প বাস্তবায়িত হইতেছে, কিন্তু 'বাংলার অভিশাপ' বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছুই করা হয় নাই। জনাব মালেক উকিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরুল হক সভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, শোষণ ও নির্যাতনের ফলে বাংলার কৃষক শ্রমিকের আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী এবং কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব মওকুফের ব্যবস্থা দাবী করেন।

Dawn

8th January 1970

Mujib's 6-point plan will divide country

Tufail Mohammad's criticism

The West Pakistan chief of Jamaat-i-Islami, Mian Tufail Mohammad, last night severely criticised Sheikh Mujibur Rahman's six-point programme and said that they amounted to dividing country into two.

He also held Sheikh Mujibur Rahman responsible for the failure of the round table conference and said, otherwise the country would not have faced the constitutional crisis as "we are facing now."

The Amir of Jamaat-i-Islami, Sind area, Maulana Jan Mohammad Abbasi, who is a resident of Larkana, the home town of the Pakistan People's Party Chairman, Mr. Z. A Bhutto, accused the PPP chief for strangulating democracy in the country along with the former President Ayub Khan.

They were speaking at a public meeting arranged in Karachi last night at the Maulana Mohammad Ali Jauhar Park.

Mian Tufail said that the Jamaat-i-Islami would face all the difficulties created by anti-Islam forces and establish a true Islamic rule in the country for which it had been achieved. He said that Pakistan had been achieved for three main purposes. Firstly, it was decided that in this part of the world Islamic rule would be established. Secondly the people of the two Wings would be one nation and lastly the system of Government of Pakistan would be a democracy.

Mian Tufail said that the Jamaat stood by these principles and the day would soon dawn when these principles would be put into practice.

He said that these principles were not being challenged by the elements which did not believe in Islam and they wanted to bring socialism in the country. They were preaching violence to achieve their ulterior motives.

Mian Tufail warned the people to remain vigilant and support the Jamaat which stood for Islam.

He also accused the anti-Islam forces for hatching a conspiracy against Islam. He said that a prominent political leader in this connection held two meetings in Lahore with senior Intelligence officers of the Government of Pakistan. (Mian Tufail did not mention the name of the leader).

Mian Tufail said that in Pakistan there were three types of political parties working at present. One set of these parties was openly working against Islam and trying to bring socialism in the country.

The other group wanted to divide this country.

In this connection he referred to Sheikh Mujibur Rahman's six points and the question of Pakhtoonistan. The third group consisted of those parties which wanted to establish Islamic rule.

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই জানুয়ারি ১৯৭০

গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় বানচালই নির্বাচন বিরোধীদের লক্ষ্য :

মুক্তাগাছার বিরাট জনসভায় সৈয়দ নজরুল ইসলামের মন্তব্য

৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

(টেলিফোনে প্রাপ্ত)

মুক্তাগাছা, ৮ই জানুয়ারী– আজ এখানে মধ্যম হিস্যার মাঠে মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া শত উস্কানি সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ পূর্বক সুশৃংখলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকুদ্দিন ভুইয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক খোন্দকার আবদুল মালেক (শহীদুল্লা), সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ আবদুস

সুলতান এ্যাডভোকেট, মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক এ্যাডভোকেট, কিশোরগঞ্জের জনাব এস, বি, জামান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গণতন্ত্রের যে প্রাথমিক বিজয় সূচিত হইয়াছে তা যাতে চূড়ান্ত বিজয়লাভ না করিতে পারে সেজন্য এক শ্রেণীর লোক এক্ষণে 'ভোটের আগে ভাতের' জিগির তুলিয়া নির্বাচন বানচালের চেষ্টায় মাতিয়াছে। তিনি বলেন যে, এই অতি প্রগতিবাদীরা একদিকে ১১-দফার জন্য সোচ্চার কণ্ঠে হাঁক-ডাক করিতেছেন, অপর দিকে ১১-দফার ২নং দফাতেই বেমালুম বাদ দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি বলেন যে, এই অতি প্রগতিবাদীরাই ১৯৬৬ সালে ৬-দফাতে সি,আই,এ'র গন্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মওদুদী-নসরুল্লাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, ২২টি পরিবারের কাহারো স্বার্থে আঘাত লাগিলেই ইহারা 'পাকিস্তান গেল,' 'ইসলাম গেল' ধ্বনি নিয়া আসরে নামিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, ইহারা অধুনা ধর্মের নামে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিতেছেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, যদিও প্রতি বৎসর বন্যায় ২ শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয় তথাপি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে ১ হাজার কোটি টাকা পাওয়া যায় না। অথচ সিন্ধু অববাহিকা, লবণাক্ততা দূরীকরণ, মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের অভাব হয় না। তিনি ধর্ম ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এই মর্মে প্রশ্ন করেন, এই বঞ্চনা করার নাম কি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব?

রফিকুদ্দিন ভুঁয়া

বক্তৃতা প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকুদ্দিন ভূইয়া মুক্তাগাছার সংগ্রামী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যাংক, বীমা ও ভারীশিল্প জাতীয়করণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সৈয়দ আবদুস সুলতান

সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ আবদুস সুলতান বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করিয়া ক্ষমতায় যাওয়া যায় কিন্তু গণ-মানুষের কল্যাণ করা যায় না। তিনি এই প্রসঙ্গে '৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার যুক্তফ্রন্টের অবস্থা হইতে শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

খোন্দকার মালেক

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খোন্দকার আবদুল মালেক (শহীদুল্লা) বক্তৃতা প্রসঙ্গে পোকার আক্রমণে ফসল বিনষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিনাসুদে খাজনা পরিশোধের মেয়াদ ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত বৃদ্ধির দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই জানুয়ারি ১৯৭০

শেখ মুজিবই এখন জনগণের একমাত্র ভরসা

পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের হাল আমলের চিন্তাধারা:

লাহোরে গণসম্বর্ধনার প্রস্তুতি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লাহোর, ৮ই জানুয়ারী- জন কয়েক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির জঘন্য অপপ্রচার সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি এখানকার সাধারণ মানুষের আকর্ষণ খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাঁহারা এক্ষণে এই বিশ্বাসই পোষণ করেন যে, গণতন্ত্র এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শেখ সাহেবই এখন জনগণের একমাত্র ভরসা। কেননা, তাঁহাদের মতে, শেখ মুজিব ছাড়া পাকিস্তানে এখন এমন কোন নেতা নাই, যিনি নীতির প্রশ্নে অটল থাকিয়া দেশের দুই অংশের সাধারণ মানুষের সমান শ্রদ্ধাভাজন রাজনীতিক হিসাবে এ মুহূর্তে জাতীয় সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে পারেন।

স্থানীয় বিভিন্ন মহলের আলোচনা হইতে দেখা যায়, শেখ সাহেবের আগামী ১১ই জানুয়ারীর জনসভা সম্পর্কে পাঞ্জাবের গণমনে গভীর উৎসুক বিরাজ করিতেছে।

পাঞ্জাবের গণমনের হাল আমলের এই লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের আলোকে আলাপ করিতে গেলে পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বদরে মুনীর এই প্রতিনিধিকে জানান যে, পাঞ্জাবের পাঁচ শতাধিক রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাবিদ শীঘ্রই আওয়ামী লীগে যোগদান করিবেন। তাহাদের মতে, খ্যাতনামা এ্যাডভোকেট- লেখক, সাহিত্যিক ও কতিপয় বিশিষ্ট আলেমও রহিয়াছেন।

জনাব বদরে মুনীর আরও জানান যে, কতিপয় দল নিরপেক্ষ পাঞ্জাবী নেতার সহিতও তাহাদের আলোচনা চলিতেছে এবং তাহারাও অচিরেই আওয়ামী লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

শেখ সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি পাঞ্জাবের জনসাধারণের এ আকর্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, গত কিছুকাল ধরিয়া এখানকার মানুষ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও ভূমিকা লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমানে শেখ সাহেবই দেশের একমাত্র নেতা যিনি শত অপবাদ, অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখেও নীতির প্রশ্নে অটল রহিয়াছেন এবং জনগণের দাবী-দাওয়া লইয়া সংগ্রামে নামিয়া জনগণের জন্য অতীতে যেমন দুঃসহ বন্দীজীবন যাপন করিতে হইলেও কথায় ও কাজে পূর্ণ সমন্বয় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তেমনই সাম্প্রতিককালেও তাঁহার নীতি ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে কোন অসামঞ্জস্য ঘটান নাই। ঘটিতে দেন নাই। অথচ অপরাপর নেতার মধ্যে প্রায় সকলেরই কথায় ও কাজে প্রায়শঃই যেমন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তেমনি নীতির প্রশ্নেও তাঁহাদিগকে যখন যেমন তখন তেমন ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে।

জনাব মুনীর জানান যে, স্থানীয় জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুসারেই তাই পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ লাহোর নগরীতে শেখ সাহেবের নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তান সফর উপলক্ষে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ প্রধান লাহোর পৌঁছিবেন।

জনাব বদরে মুনীর বলেন যে, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে তবে কোনও দলের সহিত নির্বাচনী জোট গঠন করিবে না। আপাততঃ লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, বাওয়ালপুর, ঝং, লায়ালপুর, সারগোদা প্রভৃতি শহর এলাকায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অপরাপর এলাকায়ও অংশ গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শীঘ্রই গৃহীত হইবে। ৬-দফার উর্দু অনুবাদ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হইবে বলিয়া তিনি জানান।

"বাংলা দেশ" ও "পাখতুনিস্তান" নামকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে জনাব বদরে মুনীর বলেন, এক ইউনিট বাতিলের পর পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'বাংলাদেশ' রাখার দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই। ইতিপূর্বেই আমরা উহার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছি এবং যে-কোন বিষয়ের মত পাখতুনিস্তানের ব্যাপারেও জনগণের সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত।

বাহওয়ালপুরকে পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবীর প্রতি তিনি সমর্থন জানান।

Dawn

11th January 1970

Qayyum to work against Daultana, Mujib, Wali axis

From NISAR OSMANI

LAHORE, Jan10: Khan Abdul Qayyum Khan, the newly elected President of the All-Pakistan Muslim League-the one which emerged at today's convention held here- reiterated his determination to work against what he described as "Mujib-Daultana-Wali Khan axis" as their "collusion was detrimental to the very survival of Pakistan".

Khan Qayyum, who was addressing the convention of the rebel group of the Convention League at which he was elected as the chief of the unified party, alleged that the three leaders had entered into a secret agreement during the round-table conference in March last. He believed that Mian Mumtaz Daultana was trying to conceal his "designs" by issuing vague statements.

Khan Qayyum lashed out at Khan Wali Khan and his party, describing them as a successor of the Red Shirt organisation. He was of the view that the Red Shirts, who had been defeated in the referendum of 1947, were now trying to avenge their defeat through alignment with some other parties.

He also alleged that Khan Ghaffar Khan had collected Rs 1,50,00,000 in India and the money would now be used for winning the elections by Wali Khan's party. India, he said, which was Pakistan's enemy No. 1, was backing Abdul Ghaffar Khan in his efforts to disintegrate this country.

Explaining the programme of his party, he said that they would try that basic necessities like food, clothing, shelter, education and medical aid were provided to every individual in the country. It would particularly strive to eradicate illiteracy so that democracy could really flourish.

He said his party would allow only such earnings as were made through fair and lawful means. Wealth earned through unfair means like permits and licences "would be confiscated and spent on the welfare of the nation as a whole".

He said his party would allow only such earnings as were made through fair and lawful means. Wealth earned through unfair means like permits and licences "would be confiscated and spent on the welfare of the nation as a whole".

On the question of foreign policy, he said his party believed in making friends with all irrespective of their affiliation to any power bloc. It would have friendly relations with America, Russia or China or all- the only criterion would be as to what the national interest demanded.

He said the new party would be guided by the tenets of Islam and the ideology of Pakistan. It believed that in the presence of Islam there was no need for any other ism.

He lauded the role of the youth in the struggle against the dictatorship of Ayub Khan and expressed the view that they should be given their due share in the national affairs and party organisation.

APP adds:

Addressing the meeting Syed Ahmed Saeed Kirmani paid tributes to Khan Abdul Qayyum Khan and said the League was extremely fortunate to have found a man like him to head the organisation in the present period of trial.

He said the leadership of the party had gone to the man who wanted to make the country strong and prosperous.

Mr. Kirmani appealed to Khan Qayyum not to allow such persons to come near him as had accumulated wealth through unfair means during President Ayub's regime.

Morning News

11th January 1970

Autonomy will be decided on Oct. 5, says Mujib

(By Our Staff Reporter**)**

Sheikh Mujibur Rahman told a massive paltan meeting yesterday that the autonomy issue would be decided on October 5 at the polls by people. Opposing those who wanted resolution of the problems before the elections the Awami League chief said noting could be achieved by begging.

Formally launching his party’s election campaign Sheikh Mujib spelt out Awami Leagues stand on major political and economic issues he said the demands for representation on the basis of population dissolution of one unit had been achieved through struggle. So will be the issue of provincial autonomy, and through the mechanism of an election alone it will be decided who really represented the people.

Sheikh Mujib in announcing his party’s economic programme said if the Awami League was successul in election, it will nationalise the jute trade, key industries, banks and insurance companies.

He said the Awami League believed in neutral, independent foreign policy and was in favour of scrapping military alliances.

He did not mention any name but said there were people who wanted the solution of the autonomy problem through a discussion among political parties before the elections. But they should remember that nothing had been achieved by begging. People had shed blood for the dissolution of the One Unit and for represntation on the basis of population.

Many people were claiming leadership to speak for Bengaless. He said the election alone would decide as to who had the right to speak for the people of this province. The election will also weed and all the creepers in politics from this soil.

As for his own party, Sheikh Mujib pledged “a relentless” struggle for the achievement of full regional autonomy on the basis of its Six-Point Programme. He said the people would realise the six-point demands of the Awami League.

The Six-Point Programme was not meant to undermine the existence of Pakistan. In fact in its realisation the Sindhis, Baluchis, Pathans, Bengalees and Punjabees will go to form a “Sonar Pakistan”.

He said he had nothing against the common man of West Pakistan. Tracing the history of early years of Pakistan he said East Bengal had surrended six of its seats in the first Constituent Assembly. “We would like to give more to the poor in West Pakistan, only we do not have anything to give to them anymore.”

UNITY OF LEADERS NO MORE

The Sheikh categorically refuted the idea that the six-point programme would destroy the unity of the country. He said those who were levelling charges of disruption against him were only echoing the allegations of Ayub Khan and Monem Khan against the Six-Point Programme.

“There was no question of session. We have to get our due share.”

The Sheikh again ruled out the possibility of any electoral alliance with any party. “We do not want any alliance of leaders or of parties.” What we want is the unity of the people. He recalled the experience of 1954 and said the Awami League did not want to carry a corpse on its shoulder.

He said the country was going through a crisis. It was not only that some people were trying to sabotage the election, but some quarters in the administration were giving incitement for this purpose. He warned that the people would frustrate their design and march on to the realisation of their democratic rights.

ECONOMIC PROGRAMME

On economic issues, he said the Awami League would establish a "peasant-worker raj" in which the peasants will enjoy tax holiday for ten years. Land revenue will be exempt on holdings up to 25 bighas. Primary teachers will get their due remuneration. He said fair prices will also be ensured for tobacco and sugarcane. The labourers and workers will enjoy share of profits from the industrial establishments. The party, he said, was wedded to the welfare of the workers, farmers and the people in general.

The Sheikh rejected the idea of re-imposition of the 1956 Constitution and said his party would not hesitate organising a resistance movement in the country against any move to impose the 1956 constitution.

He said the acceptance of the 1956 Constitution would amount to acceptance of party and denial of provincial autonomy. He presentation on the basis of population which had been achieved through tremendous sacrifices by the people would also be negated by the re-imposition of the 1956 Constitution.

Referring to last year's mass upsurge, he said, now that the people had achieved representation on the basis of population under which East Pakistan would send 168 members to the 300 member Constituent Assembly, what would the agents of Ayub would say to it.

TURNING BENGALEES INTO SLAVES

The Sheikh hit out against Nawabzada Nasrullah Khan and Choudhuri Mohammad Ali and said they were trying to turn East Pakistanis into their slaves. He asked them to answer how East Pakistan and received only 303 crores of rupees out of the total central expenditure of 3,200 crores in the defence and other establishments between 1947 and 1969.

"How was it that East Pakistan earned Rs. 2,200 crores from export during this period receiving only Rs. 1.100 crores in return?" Why was it that nothing had so far been done about Jamalganj coal deposit, the Rooppur nuclear plant and the bridge over Jamuna?

Referring to the flood problem he said whenever he had demanded co-operation between India and Pakistan on this issue he had been dubbed as an Indian agent. But how then the Indus Basin Treaty involving rivers passing through occupied Kashmir could be concluded with India even though the Kashmir issue was there.

He strongly criticised the neglect shown to the solution of vital problem of floods in East Pakistan over the last 22 years. "Will Nasrullah Khan, Choudhuri Mohammad Ali and Mr. Nurul Amin answer this question?"

He referred to a recent statement by Mr. Nurul Amin in which he had said that he was not responsible for the firing during the Language Movement. Will Mr. Nurul Amin also deny his responsibility in the firing on the political prisoners at Rajshahi jail, he asked. Public memory, he said, might be short but was not that short to forget all those facts. If Mr. Nurul Amin was not responsible for any of those actions why he did not resign? He said it was possible that Mr. Monem Khan would also come to the people after two years and say that he was not responsible for all that happened during his time.

He cautioned the people against those political leaders who were trying to exploit the name of religion. They had hired people to give fatwa against their adversaries. To Nasrullah Khan he said the Nawabzada should remember that a Muslim, who called another Muslim a kafir became a kafir himself.

He likened the Convention Muslim League who were trying to stage a comeback, to a tortoise which put out its neck only when it was safe to do so.

PROBE INTO FUNDS OF COVENTIONISTS

He asked the Government to institute an enquiry into how the Convention Muslim League had collected a huge fund of rupees three and a half crores. He said the Government should confiscate the fund and distribute it among the poor. If the Government did not do it, he said, he could assure the people on behalf of the Awami League it would never forgive the Conventionists and "their stooges."

He said some people had said that Sheikh Mujib was trying to introduce two-economy in the country. But he wanted to know who was responsible for disparity between the two provinces in the Central Government jobs. "Why is it that rice is sold at Rs. 50 to Rs. 60 in East Pakistan and at Rs. 30 in West Pakistan".

He directed his question to Nawabzada Nasrullah, Choudhry Mohammad Ali and Moulana Maudoodi: "Who should explain all these; You or I?"

To those people who were asking him why he wanted to rename East Pakistan as Bangla Desh he said they should not play with fire. He said as the majority of the people of the country, "we could have demanded Bengali as the lone state language for the country. But we want similar status for Urdu and Bengali."

NO REFUGEES

Referring to the recent disturbances in Dacca he said refugees were our brothers. But after 22 years of their stay in this country they should not call themselves refugees.

"The real refugees were those who lived in the bustees and along the railway line in shacks." He assured complete harmony between majority and religious minority communities in the province.

On foreign policy, he said Awami League believed in neutral, independent policy and abrogation of military alliances.

Sheikh Mujibur Rahman referred to the recent Government "ban on some books" and said these bans should be immediately withdrawn.

He also demanded the release of all political prisoners, withdrawal of cases instituted during the Ayub regime and the cases since the imposition of Martial Law.

THE MATTER OF 6 & 11

The Sheikh said there was no clash between six and eleven points, Both will have to be realised.

The Awami League chief assured the people that if the Awami League came to power no law repugnant to Holy Qur'an and Sunnah will be enacted by it.

At one stage of his speech Sheikh Mujibur Rahman asked the assembly to express their support for the six-point programme and the demand for full regional autonomy by raising hands. Thousands of hands went up in response to his call.

KAMRUZZAMAN

Earlier addressing the gathering Mr. A. H. M. Kamruzzaman, General Secretary of the Pakistan Awami League, said that his party had never hankered after power and had always fought for definite causes and principles. Awami League had been working for the realisation of the demands of the people since its inception.

Mr. Zaman criticised Khan Abdul Qayyum Khan for his "anti East Pakistan" stand. He said abdul Qayyum Khan was given a seat in the Constituent Assembly after independence from the quota of East Pakistan. This gentleman, he pointed out, after the election from the quota of East Pakistan had never said anything in the Constituent Assembly about the problems of the people of the province.

Explaining the six-point programme, Mr. Kamruzzaman said that the programme aimed at realising legitimate demands of the people of both East and West Pakistan. The Awami League was working for establishing a society where there would be no exploitation and oppression. The workers and labourers would get their shares equally, he added.

The General Secretary of the Awami League said that those who were accusing the Awami League and terming the six-point programme as secessionist move, where, in fact, enemies of East Pakistan and agents of vested interests.

KHONDOKAR MUSHTAQ

The second speaker at the meeting Khondokar Mushtaq Ahmed, Vice President of the East Pakistan Awami League said that the people of the province since independence had sacrificed their interest for the cause of national unity and solidarity. He said that they had not objected to the setting up of capital at Karachi, acceptance of parity and also of the two state language formula in spite of their being in majority. He challenged the agents of the rulling cheques of West Pakistan one any example of similar sacrifice by them.

Khondokar Mushtaq said that the in ability of these agents to cite any such example of sacrifice had given rise to the six-point programme in the province. He said that many of the principles in the 1956 Constitution were against the ideology of the Awami League and as we the League would oppose its restoration.

TAJUDDIN

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League, in his address reminded the people that oppression and exploitation of the vested interests over the workers, peasant and masses was still continuing. He urged that such exploitation must stop.

Referring to various problems and grievances of the workers, peasants, students and masses, Mr. Tajuddin said that the problems of the people could be solved through democratic process and

elections. He said that the vested interests were fright ended at the name of election be cause of their rootlessness among the masses. These people, he warned, were determined to our do the election on various pretexts.

Mr. Tajuddin Ahmed also criticised Maulana Maudoodi, Choudhry Mohammed Ali and Nawabzada Nasrullah Khan for their role in the Round Table Conference.

SYED NAZRUL ISLAM

Syed Nazrul Islam in his speech said a section of the people were trying to create confusion regarding the Six-Point Programme of the Awami League and the 11-point Programme of the students. Quoting from the 11- point programme he said that the second and third points of the programme were incorporated the six-point programme fully. He said from the very beginning the six-point programme had been opposed by the extremists in the Left and the Right.

He said such issues as non-alignment and nationalisation of banks and key industries did not come within the framework of a Constitution. He said it was only through six-point programme that vested interests could be eliminated.

Syed Nazrul Islam said there was a section of immature youth who were raising slogans against elections. He drew their attention to the second point of the 11-point programme which related to establishment of a federal parliamentary form of Government. "Do they still claim that they support the 11-point programme when they do not want an election?"

On the other hand there was a clique of Rightist elements like Choudhury Mohammad Ali, Maulana Maudoodi and Nawabzada Nasrullah Khan who were also out to frustrate the holding of elections. He said one should realise the fact that for the first time in 22 years autonomy had been accepted as an issue by the Government.

সংবাদ
১১ই জানুয়ারি ১৯৭০
আজ পল্টনে আওয়ামী লীগের জনসভা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ (রবিবার) বৈকাল ২টায় আওয়ামী লীগের আহবানে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ দলের অন্যান্য নেতা এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

অদ্যকার জনসভাকে সফল করিয়া তোলার জন্য ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ কর্মিগণ গতকাল (শনিবার) বায়তুল মোকাররম হইতে একটি মশাল মিছিল বাহির করিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। আওয়ামী লীগ ভলান্টিয়ার বাহিনী প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক ঢাকা শহরের প্রত্যেক ইউনিয়ন ভলান্টিয়ার প্রধানকে ২৫ জন করিয়া ভলান্টিয়ার লইয়া পল্টনের জনসভায় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ মহিলা সাব-কমিটির সম্পাদিকা মিসেস সাজেদা চৌধুরী জানাইয়াছেন যে, জনসভায় মহিলাদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Pakistan Observer
12th January 1970
Mujib outlines AL platform
ANTI-ELECTION FORCES CAUTIONED
By A Staff Correspondent

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman in his first election campaign meeting in Dacca on Sunday declared that if voted into power his party would nationalise key industries, jute trade, banks and insurance companies. With regard to foreign policy his party would follow an independent and neutral policy and remain out of any military pacts, he said.

The Awami League chief who was addressing a mammoth public meeting at the Paltan Maidan said that there were some forces outside the government and perhaps also in the government who were trying to sabotage the ensuing elections. He sounded a note of warning against such force and said that the people would not tolerate any attempt to subvert the election by any forces, no matter how powerful they were.

Emphasising the need of full autonomy for East Pakistan on the basis of Awami League's Six-Point Programme, Sheikh Mujibur Rahman said that still there were some people who were trying to restore 1956 Constitution which provided for parity to the detriment of East Pakistan's interests. Sheikh Mujib said in unequivocal terms that he would start a resistance movement if anyone tried to re-impose the 1956 Constitution. He regretted that like the late H. S. Suhrawardy and late Sher-e-Bangla A.K. Fazlul Huq he had also committed a blunder by accepting parity.

Referring to the allegations of Moulana Moududi, Nawabzada Nasrullah and Chaudhuri Mohammad Ali that acceptance of Six-

Point Demands meant secession of East Pakistan, Sheikh Mujib said that those people should know that Six-Point Programme of his party would be implemented and Pakistan would also stay very much.

Refuting the allegation that East Pakistan wanted to secede Sheikh Mujib said, "We shudder even to think of secession when East Pakistan remained uncompensated for the past deprivations."

He stated that there should not be any misunderstanding about the movement for the realisation of autonomy on the basis of Six-Point Programme. He said, "Our involvement is directed against the exploiters in West Pakistan and not the common of West Pakistan"

He further said, "We could share our earnings with the downtrodden brethren in West Pakistan but not with the 22 families who have amassed most of the resources of the country in their hands." "Unfortunately" the Awami League Chief said, "We have nothing to offer."

Referring to his speech at the Race Course in February last year. Sheikh Mujibur Rahman said that his demand for representation in the National Assembly on the basis of population had now been accepted and there would be 168 members from East Pakistan and 132 from West Pakistan in the next National Assembly. Sheikh Mujib asked the agents of the vested interests who then opposed this demand what they had to say now.

Describing those "agents" as parasites he said that the next elections would clear them off. There was no place in East Pakistan for such elements he observed.

Maintaining that his party believed that without sacrifice rights of the people could not be achieved he said that the sacrifices made by Dr. Zoha Asad, Matiur Rahman, Sgt. Zahurul Huq and many others attained some of the rights namely representation on population basis and dissolution of One Unit and also he got a chance to address the people at Paltan. He further said that the issue of autonomy would be decided in the October elections by popular sanction.

Sheikh Mujib said these were some people who were demanding solution of the autonomy issue before the election. "I ask them" he said, "Who are you to demand this?" He said that the representatives of the people would be able to reflect the wishes of the people in this respect.

Alliance Ruled out

In an oblique reference to the demand of NAP led by Mr. Muzaffar Ahmed for an election alliance, Sheikh Mujib said that he would not go for alliance of parties or of leaders again. "I believe in alliance of people", he maintained. He said that had seen enough of election alliance in 1954.

Again referring to the NAP's call for alliance, he said that if they believed in real unity, they believed in real unit, they should scrap their signboard and join Awami League. "Why so much fancy for becoming leaders?"

Economic problems

Dealing with the economic problems of the people, Sheikh Mujibur Rahman said that people were feeling under the burden of heavy taxes, high price of essential commodities and low price of jute and sugarcanes.

He said that when our growers were deprived of fall price for their produce, the jute workers in Dundee were getting ten times higher price than our growers.

He declared that if Awami League could come to power, they would show how fair price could be given to the growers by nationalising jute trade.

The Awami League chief bitterly criticised the government policy with regard to sugar and tobacco. He urged the government to immediately abolish laws restricting preparation of molasses by the growers and also to ensure fair price to the sugarcane growers.

Flood control

Speaking on the flood control, he said that when he had suggested a solution of the menace in cooperation with India, he was branded as an Indian agent. He said when Rs.1500 crore Indus Basin projects could be taken up in collaboration with India pending settlement of Kashmir dispute, why the flood control problems could not be taken up in collaboration with India.

He said that when any demand from East Pakistan was made for cooperation with India for the benefit of people they were branded as Indian agents. That was unfortunate, he said.

He charged the previous regime why the floods which caused an annual damage of crops to the tune of Rs. 700 crores had not been implemented.

He said that the Farakka barrage of India had threatened the economy of entire East Pakistan and in the first four years of

construction of the barrage the Pakistan Government did not lodge any effective protest with the Indian Government.

When the question of any plan of East Pakistan came up there were excuses of shortage of funds, but the projects of West Pakistan were implemented straight without any such obstacles.

He said, “Maududi and like minded people call us ‘kafir’ whenever any demand for justice for East Pakistan is made by East Pakistanis”

He pointed out, “If a Mussalman dubs anothers Mussalman as a kafir, the former himself becomes a kafir.”

He said that since independence upto 1969 an amount of Rs.3,200 crores had been spent by the Central Government on defence and administration. And of this, Rs.2,800 crores was spent in West Pakistan and 400 crores in East Pakistan.

“Would Choudhury Mohammad Ali, Maududi and Nawabzada Nasrullah Khan answer who are responsible for this injustice?” he asked.

He also said that East Pakistan used to earn 70 per cent of the total foreign exchange of the country and that had been reduced to 46 per cent now. He posed, “Were East Pakistanis responsible for such a situation or anybody else?”

He said precisely it was the reason why he wanted autonomy.

He asked why the amount of Rs. 1100 crores was not spent in East Pakistan in the Third Five Year plan. He said the amount must be spent first irrespective of the allocation for the Fourth Five Year plan.

With regard to the Fourth Five Year plan he said that the representatives of the people would frame it and it should not be done now.

He regretted that the question of funds stood in the way when East Pakistan projects of Jamalganj Coal Mine, Rooppur Nuclear Plant or Bridge over the Jamuna were to be implemented. However, he said that there was no dearth of funds for the construction of Capital at Islamabad.

Election funds

About the election campaign Sheikh Mujib said that crores of rupees was being spent on traders of “Fatwa” by the people who were responsible for draining out resources from East Pakistan, during the election, he said, “I do not want money from those who sucked money from the peasants and workers.

Corrupt politicians

Bitterly criticising the activities of Convention League, he called upon President General Yahya to hold an enquiry into the funds of the Convention League which might run into Rs. three and a half crores. He requested the President to confiscate the funds of the party and distribute those among the poor people.

Sheikh Mujib also requested the President to hold an enquiry on the Convention Leaguers and their kith and kin who had amassed huge property during their stay in power.

Replying to those who branded him as a preacher of two economy, Sheikh Mujib said that these people created two economy in the two parts of the country. He asked why the price of commodities were different in East and West Pakistan including gold, rice and clothes. He asked why there was not equal representation in Central services from the two wings, why there was no equal spending in two provinces in the field of defence and Central administration.

He added that after all times and the experience of 1969 War, he came out with Six-Point Programme for autonomy for East Pakistan fully alive to the dangers inherent in such a situation.

In a pointed attack on Mr. Nurul Amin, Sheikh Mujibur Rahman said, “Are you not responsible for firing on the innocent prisoners in Rajshahi Jail? Are you not responsible for firing on students during Language Movement? Did you not compel people to buy sail at Rs. 16 per maund? Did you not sacrifice the interest of the province to your own interest?”

The assured the workers and peasants that they would be entitled to share the profits of industries after nationalisation and the peasant would enjoy land up to 25 bighas revenue-free. He said that if Awami League came to power there will be no land revenue in ten years.

He declared that the Awami League wanted to establish a government of peasant and workers.

Refugee problem

Addressing the refugees, he said that it was a pity that even after 22 years of staying here and building palatial buildings some people introduce themselves as refugees. He called upon the refugees to merge and identify themselves with the people. He also assured the members of the minority community that if his party comes to power they would live in peace and harmony irrespective of their caste and creed.

He warned those who were again trying to make Urdu as the only state language of Pakistan. "Please do not play with fire any more," he added.

He demanded that East Pakistan must be called Bengal, as the Punjab is called Punjab and Sind is Sind. He maintained that Pakistan would develop into a strong nation with Bengalees, Sindhis, Pathans, Baluchis and Punjabees retaining their traits.

Ban on books

Speaking on the ban imposed on certain books, he cautioned the government not to carry out such policies, "Please do not play ducks and drakes with the right expression," he said, He demanded that all such orders should be withdrawn forthwith.

Sher-e-Bangla Nagar

Sheikh Mujib said that the so-called Ayub Nagar would henceforward he called Sher-e-Bangla Nagar and Ramna Race Course as Suhrawardy Park. Incidentally the name Sher-e-Bangla Nagar was put on the Second Capital area during the last mass upsurge.

He also assured the ulema that no law would be passed by Awami League which was contrary to the spirit of Quran and Sunnah.

People in groups and in processions started to gather at the Paltan Maidan since noon from different areas of the city and suburbs. Many came in trucks and buses carrying placards and beating drums. Processionists also carried improvised cannon and boat.

The meeting was punctuated by occasional filling of crackers and slogans glorifying "Bangla Desh."

Autonomy demand

Syed Nazrul Islam, Vice-President of the East Pakistan Awami League, in his speech said that the question of autonomy has acquired moral recognition today. "On this issue we did not want to depend on charity," he observed.

Pledging full support to 11-Point demands, Mr. Islam said that the six-Point demands of his party were reflected in 11-point demands. He cautioned those who were trying to confuse the situation on the issue of six-point and 11-point demands. Such attempts might achieve political ends but it negated political honesty, he observed. Referring to Six-Point demands, Mr. Islam said that it was the demand of autonomy which not only would secure political rights but also achieve economic emancipation for the people of this part of the country. Addressing those who wanted to establish the rights of the students, peasants, and workers of the country. Mr. Islam reminded that in order to strike at the backbone of 22 families in West Pakistan where concentration of country's wealth had taken place, struggle for the realisation of six-Point demands must be continued.

Khondaker Mushtaq Ahmed Vice-President of the East Pakistan Awami League, said that achievement of political freedom was not all economic emancipation was the main issue at the moment. He pointed out that Awami League did not believe in destructive revolution process; it believed in constructive evolutionary process of social development.

Regarding the 1956 Constitution Mr. Ahmed said that his party could never agree to the revival of the Constitution as it contained One Unit and parity. If some ulema and "commission agents" of West Pakistan want 1956 Constitution then they have surely an intention to exploit oppressed people of the provinces of West Pakistan and East Pakistan, he added.

Mr. Ahmed asserted that the people of Bengal were determined to realise their own rights as well as help the people of West Pakistani provinces realise theirs.

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League in his speech narrated the deplorable condition of the peasants of Bengal who were groaning under the crushing weight of land revenue, about 40 kinds of union council taxes, loans and body warrant. He submitted that about 35 per cent of the peasantry of Bengal were now landless. They could not be employed because of the fact that heavy, medium and cottage industries had not been developed in Bengal. He alleged that why West Pakistan had flourished along the past 22 years the Central Government did not even care to take any initiative to implement the flood control scheme in this province.

Talking about the plight of workers, he said that whenever they fought for the realisation of their demands the workers were subjected to various kinds of harassment and percestion.

The meeting was also addressed by Mr. Qamruzzaman.

Earlier the meeting prayed for the martyrs in the struggler for the realisation of Six-Point and 11-Point demands.

Pakistan Observer
12th January 1970
Daultana asks Mujib to review Six Points

KARACHI, Jan. 11: Mian Mumtaz Mohammad Daultana, President of the Council Muslim League, said here yesterday that his party would revolutionise the present social and economic system in accordance with the Islamic principles if it came to power, reports APP.

Addressing a public meeting held here at the Arambagh under the auspices of the Karachi Zonal Muslim League he said his party would emphasize on the integrity and sovereignty of Pakistan, social and economic justice and the unity between people of various regions of the country.

He said his party would welcome cooperation from other political parties which believed in three fundamental principles of his party.

Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana said his party was already working in close cooperation with other organisations which believed in the greater glory and the ideology of Pakistan. He said Sind United Front, Islami Mahaz, Mohajir Front, and the Sharhad Front were some of them.

He said his party was a prepared to enter into electoral alliance with any major political party for the purpose of introducing the proposed constitution within 120 days. Without this alliance, he said, the framing of the new constitution would be a bit difficult as the representatives of various political parties would be advocating the view-point of their respective parties.

As such, he felt, it was necessary that the people return to the new Constituent Assembly such candidates who belonged to two major political parties.

No secret pact

The Council Muslim League Chief made it clear that his party had not entered into a secret pact with either Sheikh Mujibur Rahman or the National Awami Party Chief, Mr. Wali Khan as alleged by Maulana Moudoodi, Chief of the Jamaat-e-Islami.

He said if his party entered into any pact with any political party it would do that openly.

Mian Mumtaz Mohammad Daultana, discussing Sheikh Mujibur Rahman's Six-Point Programme, described it as 'prejudicial' to the integrity of the country.

He asked Sheikh Mujib to review his programme keeping in view the services he had rendered for the creation of Pakistan. He recalled that the Awami League Chief was one of those freedom fighters who deserved all commendations. He recalled that it was in 1944, when in this very city of Karachi he and Sheikh Mujibur Rahman participated as councillors in the All India Muslim League meeting.

Taking into account the services of Sheikh Mujibur Rahman he said he would rather hesitate to cast any aspersions on him in so far as his love and patriotism for the country was concerned.

He, however, said that it was necessary for Sheikh Mujibur Rahman to give a serious consideration to his programme and amend it in such way as not to endanger the solidarity of Pakistan as one Nation.

Autonomy issue

About Sheikh Mujibur Rahman's demand for greater provincial autonomy, he said he was in favour of that to the extent that it did not weaken the centre.

Mian Mumtaz Mohammad Daultana recalled that his party had always supported and backed the demands of the people of East Pakistan which were based on justice and reason. Representation in the new Constituent Assembly on the population basis and equal participation in the national affairs by the people of East Pakistan were some of the demands his party had been supporting forcefully, he said.

His party, he added was the first to support the demand of the people of the smaller provinces for the disintegration of One Unit. He said as his party strictly believed in the democratic values and principles, it wanted that all the problems should be tackled in accordance with the wishes of the people.

About the future status of Karachi, he said his party would support what was decided by the Karachites themselves. He said his party was against keeping Karachi under the centre.

The Council Muslim League Chief paid rich tributes to Karachites for the tremendous sacrifices they had rendered for the restoration of democracy and the end of an autocrat and dictatorial rule.

Recounting the contributions of Karachites made during late Madre Millat Miss Fatima Jinnah's Presidential Elections, he said that it was the dedicated and selfless democratic struggle launched by the people which weakened the foundation of the President's undemocratic and repressive rule.

Tracing the world history, he said a dictator had never been replaced or made to quit within such a short time of a seven week struggle in the face of an 11-year oppressive police rule.

He said the people of Pakistan, by overthrowing the Ayub Regime, had given their verdict that they would never tolerate a dictator.

Mian Mumtaz Mohammad Daultana said he was sure that dictatorship would never again raise its head in Pakistan.

Tracing the history of Pakistan he said it were the Muslims of both Pakistan and India after having launched jointly the freedom struggle brought Pakistan into being.

He said the Muslims of the undivided India, though living in Hindu majority provinces, voted for Pakistan, little caring for their survival.

Paying rich tributes to late Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, he said it was through his dynamic and far-reaching political insight which infused a new life in the All India Muslim League in 1937, and ultimately achieved Pakistan. The Quaio, he said, had killed two birds with one stone. On the one hand he brought an end to the British imperialist rule in India and on the other hand freed Muslims of the undivided India from Hindu and Sikh domination.

After the decline of the Muslim rule and the glory of Islam which began in the sixteenth century, the creation of Pakistan was the magnificent victory in the history of Islam and the revival of the Islamic dignity.

Mian Daultana said he had hopes in the people who in the face of out numbering Hindu enemies kept a loft the banner of Pakistan's solidarity. He recalled in this connection the role played by the people in 1948, 1951 and 1965.

He recalled it was in 1951 that late Khan Liaquat Ali Khan by showing his first had foiled Indian nefarious designs to attack Pakistan.

The Council Muslim League reiterated that it were the people who deserved the credit for India's humiliating and crushing defeat in 1965, and not the regime in power then.

Mian Daultana said the conditions obtaining in the country needed to be revolutionised in accordance with the Islamic principles of justice, equity, brotherhood and tolerance. Discussing the Islamic principles, he said Islam was the only religion which ensured equality and social and economic justice among human beings and stressed for human dignity and honour.

He said his party would strive towards implementing the ideals of Islam and denounce any ism.

The Council Muslim League felicitated President General A. M. Yahya Khan on having taken constitution decisions and thereby respecting the wishes of the people of the country.

During his speech slogans of Islam 'Zindabad' Democracy Zindabad were raised by the enthusiastic gathering.

Mian Daultana believed that sanity will pervail and the representatives of the new Constituent Assembly would find way for the framing of the new constitution and there by restore people's supremacy.

Earlier, Mr. Z. H. Lari said that the future status of Karachi would be decided by the people of Karachi. The residents of the city were most democratic minded and they know what to do. Nobody could dictate to them. The Council Muslim League demanded that the verdict of Karachites should be taken on the issue.

He said the Government had not solved the problems of the people living in Karachi, particularly those of water, rehabilitation, roads etc. He said that the present Government should solve these problems before elections. He said that all the parts of Pakistan should be treated alike.

He said that political parties were accusing each other on this and that before the election, and asked how could the nation expect them to frame the constitution within 120 days. He asked the people to elect only two parties in the next general elections so that the framing of constitution could be facilitated. He warned the people that if numerous parties were elected then the constitution making could not be completed within 120 days.

He said that it was up to the people to decide on the issue. He explained the party's main principles and said that it believed in justice, protection of rights of the people and integrity of Pakistan.

Dawn

12th January 1970

Six-Point programme not secessionist

Mujib lashes out at critics

AL for workers raj, will nationalise key industries

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Jan 11: Addressing a massive public meeting in Paltan Maidan this afternoon the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, reiterated his firm determination to struggle for the

realisation of his party's Six Point programme, and lashed out at those who criticised it as a move for secession.

In a major policy speech, which signalled the formal launching of his election campaign, the Awami League leader said in a note of firm confidence that the Six Points would be achieved and Pakistan shall also stay.

Amidst thunderous applause, the Sheikh said the people of Bengal were determined to realise their demands at the cost of any sacrifice. The sacrifice of the people and their struggle for ameliorating their condition would not go in vain, he told the audience.

In the course of his 45 minute speech, which was punctuated with frequent slogans in favour of the Six Points and the Eleven Point programme, Sheikh Mujibur Rahman warned the people against attempts to subvert the coming elections.

He said not only certain politicians, but also a section in the Government, were trying to see that elections were not held.

He asked the people to be on guard against the designs of these people and frustrate their attempts.

He said his party did not want regional autonomy to be granted by anybody as a charity but would like this to be settled in the elections. Elections would prove conclusively whether the people wanted regional autonomy of the type embodied in the Awami League's Six Points, he said.

WORKERS' RAJ

The Sheikh came out in full support of the just demands of the workers and peasants and assured them that the Awami League wanted to establish workers and peasants raj in the country.

If the Awami League came to power it would nationalise key industries not only in East Pakistan but also in the whole country and give the workers a share of the profit of the industries.

He declared the Awami League would also nationalise the jute trade and ensure a fair return to the growers.

His party, he declared, would also nationalise banks and insurance companies.

The Awami League leader called upon the refugees to consider Bengal as their home and assured them they could live here peacefully with others. "You should forget you are refugees: there cannot be any refugee even after 22 long years," he told the refugees.

LONG LIVE BENGAL

When the Awami League chief asked the people if they supported the Six Point demands, tens of thousands of hands were raised simultaneously. The audience also raised full throated slogans in support of the Six Point programme of the Awami League and the Eleven Point programme of Students Action Committee. They also chanted slogans of "Long live Bengal."

Sheikh Mujibur Rahman in his speech rejected the idea of alliance of political parties. He said he did not want the unity of parties or leaders but believed in the unity of the masses.

The Sheikh lashed out at those leaders who wanted the revival of the 1956 constitution. He told his audience a conspiracy was going on to impose the 1956 constitution on the people.

He warned his party would launch a "resistance movement" to foil any attempt to revive the 1956 constitution.

He described the advocates of the revival of the 1956 constitution as "Mir Zafars of Bengal" and a bunch of political parasites, and said these elements should not only be "weeded out" but completely uprooted.

The Awami League chief asked for the postponement of the launching of the Fourth Five Year Plan. The Fourth Plan could not be launched unless the shortfall in the Third Plan was fully met, he stressed.

He made a strong plea for effective flood control measures in East Pakistan and to take steps for countering the devastating effects of the Farakka Barrage.

RESPONSE TO INJUSTICE

Tracing the history of his Six Point demands, he said it did not fall from heaven all of a sudden. It had been formulated as an answer to the injustices done to East Pakistan over the years.

He asked why during past 22 years flood control measures had not been taken in the light of the Krugg Mission Report, whereas the Indus Basin Project had been undertaken at a cost of Rs. 1500 crores.

He also asked why no action was taken when India started construction of the Farakka Barrage, why the Rooppur Project was not taken up and why a bridge was not built over the River Jumna.

He regretted that whenever the demands of East Pakistan were raised they were declared as "un-Islamic" by a section of politicians. The Sheikh gave comparative figures to show how East Pakistan was "deprived" financially year after year, which had resulted in economic disparity between the two wings.

He said he was often accused for raising the demand for two economies. He asked: was he responsible for this? He said those responsible for creating the difference in the prices of food, clothes, gold etc. between the two wings were in fact the creators of two economies.

He said the people of East Pakistan had made political sacrifices in the past by agreeing to parity. They surrendered six seats of the Constituent Assembly to West Pakistani leaders out of their own quota. They could still make such concessions but certainly not again in favour of the exploiting class but for the oppressed people of West Pakistan.

He explained that this struggle was not aimed at the poor people of that wing but against the exploiters.

He said he had launched his Six Point programme to save the people from further exploitation and suffered long imprisonment and was even involved in the so called Agartala Conspiracy Case. He was sent up for trial before a tribunal by Ayub Khan and Monem Khan but was freed by the “people’s court.”

He gave powerful support to the naming of East Pakistan as Bangla Desh. He said no power could change this name. Bengalees would remain Bengalees, Punjabis, Sindhis, Baluchis and Pathans would be known by their names and together they would make a united Pakistan.

The Awami League chief demanded remission of rent up to 25 bighas of land, and abolition of land revenue up to ten years.

QURAN AND SUNNAH

He assured that if the Awami League came to power it would not pass any law repugnant to the Holy Quran and Sunnah.

He declared in unequivocal terms his party stood for an independent and neutral foreign policy.

The meeting was also addressed by the Secretary General of the All-Pakistan Awami League, Mr. Qamruzzaman, Vice-Presidents of the East Pakistan Awami League Khondkar Moshtaq Ahmed and Syed Nazrul Islam and the Secretary of the East Pakistan Awami League, Mr. Tajuddin.

These speakers in their respective speeches attacked the Extreme Right and Extreme Left elements. They were also critical of those who indulged in slogans against the holding of elections. While they criticised Maulana Maudoodi, Choudhury Mohammed Ali, Nawabzada Nasrullah, Khan Abdul Qayyum Khan by name,

they made obvious reference to Moulana Bhashani’s party without mentioning his name.

Sheikh Mujibur Rahman called upon President Yahya Khan to institute an enquiry to find out how the Convention Muslim League collected Rs. 3.5 crores. He urged the President to confiscate the Convention League’s fund and distribute it among the people. If President Yahya did not do so, the people would. Otherwise they would have to explain to the people. We cannot forgive them, he said.

Our staff correspondent Addressing the meeting Mr. Qamruzzaman, Secretary-General of the All-Pakistan Awami League, said that every political leader in this country must indentify himself with the people. He castigated those who cast doubt in the patriotism of Bengalees.

Besides the Six Point programme of the Awami League, he said that his party stood for ending capitalism, feudalism and all sorts of exploitation.

He said unless the old economy was not done away with exploitation could not be stopped.

The Awami League Secretary said that his party never ran after power but always fought for the rights of the people. And until the rights were achieved the Awami League would not give up its struggle.

Mr. Zaman also said that the Awami League would continue to fight for the establishment of democracy and equal rights for all.

URDU AND BENGALI

Khandker Mushtaq Ahmed, senior Vice-President, East Pakistan Awami League, in his speech paid glowing tributes to the people of East Pakistan and to their leader, Sheikh Mujibur Rahman.

He said in the past East Bengal surrendered Six Constituent Assembly seats to West Pakistan leaders. They also agreed to the principle of parity for the consolidation of the nation, despite numerical majority. They did not claim Bengali as the only state language but as one of the two state languages. But, he regretted, despite all this, Urdu was sought to imposed as the only state language.

Sheikh Mujibur Rahman, who enunciated the Six Point programme, was, he said, accused as secessionist because it embodied the real solution of the problems of the people of Bengal. He challenged the critics of the Six Point programme to prove if any of the points was against the country.

He called the critics of the Six Point programme as the agents of the West Pakistan exploiters and cautioned them by saying that the Six Point programme was the natural corollary of the demands of the people of Bengal.

Condemning a section of the politicians who were trying to undo the Six Point programme by reviving the 1956 constitution, the Awami League leader said that it was never accepted by his party, and was only allowed to carry on till the election.

PARITY AND MAUDOODI

Criticising Moulana Maudoodi for demanding the revival of the 1956 constitution Khondker Mushtaq said that it contained the One Unit provision which had denied the rights of the people of different regions of the country, besides the provision of parity.

He said that the people of Bengal were capable of achieving their rights. In the course of referring to the ultra-Left forces, Khondker Mushtaq said that the Awami League was not in a favour of bringings about any change through destruction as they believed in peaceful transformation. He said his party was opposed to dictatorship in any form.

Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League, said the peasantry of Bengal was overburdened with taxes and were groaning under economic crisis.

Syed Nazrul Islam, one of the Vice-Presidents, said in his speech that there was no difference whatsoever between the Awami Leagues Six Point programme and the Eleven Point Programme of the East Pakistan Students Action Committee. In fact some of the points in both the programmes were completely identical. It was for this reasons that the Awami League had come out in full support of the Eleven Points programme, he said.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই জানুয়ারি ১৯৭০

৬-দফার প্রতীক উপহার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আদমজীর সংগ্রামী শ্রমিকরা ৬-দফার প্রতি দুর্বার আকর্ষণে আকৃষ্ট। তাই গতকাল (রবিবার) আদমজীর শ্রমিকরা শুধু শোভাযাত্রা সহকারে পল্টনের জনসভায় যোগ দেয় নাই, আদমজীর শ্রমিক নেতা মওলানা সাইদুর রহমান আদমজীর শ্রমিকদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে উপহার দিয়াছেন

৬-দফার প্রতীক স্বর্ণ পদক। শেখ মুজিবের বক্তৃতা শেষে যখন মওলানা সাইদুর রহমান তাহাকে স্বর্ণ পদকটি পরাইয়া দেন, তখন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-শ্রমিক জনতা ৬-দফার প্রবক্তার প্রতি উল্লাসধ্বনি সহকারে অভিনন্দন জানায়।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই জানুয়ারি ১৯৭০

পল্টনে পদ্মা মেঘনা যমুনার মাতামাতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বহু উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী পল্টন, অবাক হইয়াছেন! অবাক হইয়াছেন পল্টনের গণ-মহাসমুদ্রের প্রতিটি মানুষ। বাংলার দূর-দূরান্ত জানা-অজানা অখ্যাত-অজ্ঞাত জনপদের কত অজানা মানুষ পল্টনের গণমহাসাগরে আসিয়া নিজের সত্তা বিলীন করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও সাংবাদিককে সাক্ষী রাখিয়া পল্টন অভূতপূর্ব এক ইতিহাস রচনা করিয়াছে। স্বাধীনতার উত্তরকালের শত-সহস্র জুলুমের পিঞ্জির ভাঙ্গা মুক্ত-মানবতা মহাসমুদ্রের পরিব্যাপ্তি লইয়া গতকাল (রবিবার) ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিস্ফোরিত হইয়াছে। বাংলার মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, যমুনা, তিতাসের কূলে কূলে যে অগণিত মানব সন্তান বঞ্চনার জগদ্দল পাথর চাপা পড়িয়া তিলে তিলে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল সেই বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ আজ হিমালয়ের দৃঢ়তা লইয়া মুক্তিপথের যূথবদ্ধ মিছিলের শরিক হইয়াছেন। বাংলার নদীপথে মৃদু সমীরণে যে শিহরণ জাগিয়াছিল, সেই শিহরণ সংগ্রামী ঝঞ্ঝায় উত্তাল তরঙ্গের রূপ পরিগ্রহ করিয়া একের পর এক এবং অগণিত সংখ্যায় গতকাল পল্টনের বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসের ভীমকালনাদ, আর সাইমুমের তীব্রতায় সে তরঙ্গ গর্জন করিয়া উঠিয়াছে। ঐতিহসিক পল্টনে বাংলার ছাত্র কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত আবার নূতন করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। পল্টনের গণমহাসমুদ্রের কম্বুকণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিয়াছে মুক্তিকামী মানুষের মানসলোকের সেই শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী-বাংলার জনগণ ভুল করে না, জনগণ কোন দিন ভুল করিবে না। পলিমাটির দেশ বাংলার পলিমাটি হইতে ফসল ধ্বংসকারী পরগাছার গোষ্ঠীকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া এদেশের মানুষের মুখে চিরস্থায়ী হাসি ফুটাইয়া তোলার ইস্পাত কঠিন শপথ লইয়া বাংগালীরা পল্টন হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছে। আগামী ৫ই অক্টোরের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়া এই যাত্রাকে জয়যাত্রাতে রূপান্তরিত করিতে পল্টনের মহাসাগর সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করিয়াছে।

ঢাকা নগরীর অধিকারসচেতন অধিবাসী ও প্রদেশের মুক্তিপাগল মানুষ ১৯৬৯ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহ্যকে অম্লান রাখিয়া গতকাল পল্টনে সমবেত হইয়া পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে, তাহাদের রায় ঘোষণা করিয়াছে বজ্রকঠোর কণ্ঠে অগ্নি শপথ গ্রহণ করিয়াছে অধিকার আদায়ের অপোষহীন সংগ্রামের। পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনাকারী পল্টন দুর্জয় সংগ্রামের অগ্নি শপথে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার মুক্তি-পাগল মানুষ গতকাল বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের প্রবল স্রোতের মত আসিয়া পল্টন ময়দান কানায় কানায় ভরিয়া দিয়াছে। শুধু ভরিয়াই দেয় নাই, জনজোয়ারের এই স্রোত পল্টনের দেওয়াল উপচাইয়া গুলিস্তান হইতে বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত, জিন্নাহ এভিন্যু হইয়া আদমজী কোর্টে পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা, খালি জায়গা ভাসাইয়া দেয়। সভামণ্ডপ হইতে বহুদূর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা নিজ নিজ স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করার চেষ্টা করেন। পল্টনের সভাকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল সাড়ে ৩ ঘণ্টা পল্টনের চতুষ্পার্শ্বের সকল রাজপথে ট্রাফিক চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

মানুষ মাঠে, মাঠের চারপাশের দেওয়ালে, রাস্তায়, ষ্টেডিয়ামের ছাদে এবং জিন্নাহ ভবনের ছাদেও দাঁড়াবার স্থান না পাইয়া পল্টনের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের দিকে, ওয়ারী ক্লাবের চালের উপরে এবং শেষে জিন্নাহ এভিন্যুর সারিবদ্ধ গাছে উঠিয়া নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। যাহারা রাস্তায়ও ঠাঁই পান নাই তাহারা বিভিন্ন ভবনের সিঁড়িতে, ছাদে, ত্রিতল ষ্টেডিয়ামের ছাদে ছাদে স্থান লন। পল্টনের দেওয়াল ছাড়াও ষ্টেডিয়ামে গেটের উপরও মানুষ দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে নেতান্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই জানুয়ারি ১৯৭০

সেদিন যাঁরা ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ আবিস্কার করেন, আজ তাঁরাই–

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বর্তমানে যে সব 'বিপ্লবী' নেতা ৯-১১-দফার জন্য জান কোরবান করিতেছেন, তাঁহাদের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক গণসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, যখন ১১-দফা প্রণয়ন করা হয় তখন উহাতে ৬-দফার অন্তর্ভুক্তিতে তাহারা (বিপ্লবীরা)

চটিয়া গিয়াছিলেন। যখন ৪টি ছাত্র সংগঠনের নেতাগণ জনৈক বিপ্লবী নেতার নিকট ১১-দফার পক্ষে সমর্থন চাহিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাতে সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ আবিষ্কার করিয়া উহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আজ ইহারাই ১১দফার প্রবক্তা সাজিয়াছেন এবং আওয়ামী লীগের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাইতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই জানুয়ারি ১৯৭০

ঢাকা-ময়মনসিংহের পথে আওয়ামী লীগ প্রধানের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা : ষ্টেশনে ষ্টেশনে সমাবেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনী সফরকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের পথে পথে মুক্তিকামী মানুষ ১৯৬৪ সালের শেষ দিনে দুর্বার জয়যাত্রার যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, গত শুক্রবার শেখ মুজিবর রহমানের রেলযোগে ঢাকা ময়মনসিংহ সফরকে কেন্দ্র করিয়া সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত একটানা ১২০ মাইল পথে গত শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতা সুখ-সমৃদ্ধির সম্ভাবনার হাতছানিতে আবার এক অনন্ত মিছিলের অবতারণা করিয়াছে। ফাঁসির কাষ্ঠ হইতে জনতার রায়ে যে নেতা মুক্তি পাওয়া বঞ্চিত মানুষের পক্ষ লইয়া দুর্বার সংগ্রামে রত সেই নেতার প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষ-কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা রেল পথের প্রতিটি ষ্টেশনে ভীড় জমাইয়াছেন অযুত সংখ্যায়।

যে ষ্টেশনে নেতৃবাহী দ্রুতযানের থামার কথা সেখানে মানুষের ভীড় জমিয়াছে, ভীড় জমাইয়া যেখানে থামার কথা নয়, সেসব ষ্টেশনেও। প্রতিটি ষ্টেশনে তিল ধারণের ঠাঁই না থাকায়, বিলম্বে যাঁহারা আসিয়াছেন তাহাদের নেতা দর্শনের জন্য স্থান নিতে হইয়াছে ষ্টেশনের ছাদে, অদূরবর্তী বৃক্ষশাখে বা ল্যাম্পোষ্টের মাথায়। নেতৃবাহী ট্রেনটি কামরার ভিতরে, পাদানীতে এমনকি ছাদে পর্যন্ত তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত মোট ১৫টি ষ্টেশনে শেখ সাহেব অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। তার মধ্যে ১২টি ষ্টেশনে সুসজ্জিত মঞ্চে গিয়া শেখ সাহেবকে বক্তৃতা করিতে হয়। দুই মাইল অন্তর একটানা এইসব জনসভা দেখিয়া মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ সমূহ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নেতাকে সম্বর্ধনা জানানোর

আয়োজন করিয়াছেন। ঢাকা জেলার শ্রীপুর, কাওরাইদ এবং ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে নেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য যে বিরাট সমাবেশ ঘটে তাকে অনায়াসে পল্টন ময়দানের বড় দলের জনভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

৬-দফা প্রণেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য ৬-দফায় অনুরক্ত মানুষ পথে পথে ভীড় জমাইয়াছে, তোরণ নির্মাণ করিয়াছে, মানপত্র দিয়াছে, মঞ্চ তৈয়ার করিয়াছে, প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়াছে, পুষ্পমাল্যে নেতার আকণ্ঠ ভরিয়া দিয়াছে। ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাহারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে নেতার প্রতি-নেতার গতিপথের উপর। ময়মনসিংহের মানুষ স্নেহাবনতচিত্তে নেতাকে উপহার দিয়াছে একটি তরবারি।

সংবাদ

১২ই জানুয়ারি ১৯৭০

পল্টনে আওয়ামী লীগের আহ্বানে বিরাট জনসভা
দক্ষিণপন্থীদের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র বিরোধী পাঁয়তারার বিরুদ্ধে
শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি
'নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকুন'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম জনসভায় সভাপতির ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, যেমন বাহিরে তেমনি সরকারের ভিতরেও একটি দল নির্বাচন বানচাল করার চক্রান্ত চালাইতেছে। তিনি ইহাদের সম্পর্কে জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত: তিনি মওদুদী, নসরুল্লাহ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নূরুল আমীন প্রমুখ দক্ষিণপন্থীদের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র-বিরোধী পাঁয়তারার বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল অন্যান্য দলের সহিত ঐক্য করিবে না। তবে তাঁহার দলের আদর্শে বিশ্বাসী হইলে তিনি "সাইন বোর্ড" বদলাইয়া আওয়ামী লীগে যোগদান করিতে বলেন। পল্টন ময়দানের এই বিশাল জনসভায় আর যাঁহারা বক্তৃতা করেন তাঁহারা হইতেছেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ।

'সাইনবোর্ড বদলাইয়া আওয়ামী লীগে যোগ দিন'

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সহিত ঐক্যের প্রশ্নে শেখ মুজিব বলেন, "আমরা দলীয় ঐক্য বা নেতার ঐক্য চাই না–আমরা চাই জনতার ঐক্য। তবে কেহ আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী হইলে সাইনবোর্ড বদলাইয়া আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।" এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের ফলাফলের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মন্ত্রিত্বের জন্য যেন আর রাতে কেহ ঘোরাঘুরি না করে, এক দল হইতে অন্য দলে না যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬-দফা, ১১-দফা প্রশ্নে

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, তাঁহার দল ৬-দফা ও চায়, ১১-দফাও চায়। যাহারা ৬-দফা ও চায় না, তাহারা ১১-দফাও চায় না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাইলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ হইবে, ব্যাঙ্ক-বীমা-পাট শিল্প ও ব্যবসায় জাতীয়করণ করা হইবে, শ্রমিককে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করা হইবে, যুদ্ধজোট বর্জন করা হইবে এবং শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লওয়া হইবে।

মীরজাফরদের সম্পর্কে সতর্কবাণী

বাংলার মাটি হইতে পরগাছা আর মীরজাফরেরা যাহাতে আর ক্ষমতায় যাইতে না পারে, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে উহা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। যাঁহারা ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হওয়ার পর তাঁহারা কী বলেন, তিনি উহা জানিতে চান। তিনি বলেন, ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র ক্ষ্যান্ত হয় নাই। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকিলে উহা প্রতিরোধ করা হইবে।

দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনা

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাঁহার ৬-দফা সম্পর্কে আইয়ুব-মোনেম বলিয়াছিল যে, ইহাতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে। আজ আইয়ুব-মোনেম নাই। আজ মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ এই অপপ্রচার চালাইতেছেন। এইসব নেতাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নহে, আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লইয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার দল কর্তৃক এক ইউনিট

বাতিলের দাবী সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। এই পর্যায়ে তিনি জনসাধারণকে হাত তুলিয়া দেখাইয়া দিতে বলেন যে, জনসাধারণ ৬-দফা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, ব্যাঙ্ক-বীমা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ এবং কৃষক ও শ্রমিকের ন্যায্য দাবী-দাওয়া চান কিনা। জনসাধারণ হাত তুলিয়া এইসব দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তাঁহারা পূর্বাহ্নে আলাপ-আলোচনা করিয়া একটা ফয়সালা করার কথা বলিতেছেন, তিনি তাঁহাদেরকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, আপনারা বা আমরা কে? এই দাবী ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনের মাধ্যমেই ঠিক হইবে। উহাতে ভয় পান কেন?

দেশ মহাবিপদের সম্মুখীন

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, দেশ আজ মহাবিপদের সম্মুখীন। নির্বাচন হইবে বলিয়া সব দাবী আদায় হয় নাই। যেমন বাহিরে, তেমনি সরকারের ভিতরেও এই দল নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা চালাইতেছে। তিনি ইহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

মওদুদীর অভিযান সম্পর্কে সতর্কবাণী

মওলানা মওদুদীর ১৯৫৬ সনের শাসতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেন, আজ ফতোয়া দিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিবেন না। আপনার ফতোয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ধর্ম যায় না। তিনি বলেন, যাহারা মুসলমানকে কাফের বলে, তাহারা নিজেরাই কাফের। মওলানা মওদুদীর দলের কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরতরে গোলাম করিয়া রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

চেনামুখদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

প্রসঙ্গতঃ তিনি চেনামুখদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষের স্মৃতিশক্তি খুবই ক্ষীণ, কিন্তু এত ক্ষীণ নহে যে, সেদিনের ঘটনাগুলিও মানুষ ভুলিয়া যাইবে। তাই ১৯৬৯ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী পল্টনের জনসভার সভাপতিকেও জনসাধারণ মানে নাই। জনাব নূরুল আমীনকে উদ্দেশ করিয়া তিনি প্রশ্ন করেন, আপনি কি ১৯৫২ সনের গুলীর জন্য দায়ী নন? আপনি কি রাজশাহী কারাগারে রাজবন্দীদের উপর গুলী চালাইয়া ৭ জন দেশপ্রেমিককে হত্যা করেন নাই? আপনি কি ১৬ টাকা সের দরে লবণ খাওয়ান নাই?

জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আজ নূরুল আমীন আসরে নামিলে আগামী কাল মোনায়েম খানও নামার সুযোগ পাইবে। মোনায়েম খানও বলিবে, "আমিও দেশ সেবা করবাম"।

দুই অর্থনীতি প্রসংগে

দুই অর্থনীতির সমালোচকদের সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ইহার জন্য কী আমি দায়ী? যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে চাউলের মূল্য ৩০ টাকা সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে চাউলের মূল্য ৪০/৫০ টাকা; আটা, কাপড়, সোনা-রূপা সবকিছুর মূল্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য। এই অবস্থায় দুই অর্থনীতির জন্য দায়ী কে?

দেশের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা

দেশের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, গ্রামে গ্রামে হাহাকার বিরাজ করিতেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নাই। পাট ও ইক্ষুর দাম নাই। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী নাই। কিন্তু ট্যাক্স ও জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে।

পাট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, গত ২২ বৎসরে এই সম্পদ ধ্বংস করা হইয়াছে। মালিকেরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। কিন্তু শ্রমিক তাহার ন্যায্য মজুরী পায় নাই, কৃষক পাটের ন্যায্য মূল্য পায় নাই। তিনি বলেন, তাঁহার দল ক্ষমতায় গেলে পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া দেখাইয়া দিবে যে, কৃষক পাটের ন্যায্য দাম পায় কি-না।

ইক্ষু সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইক্ষুর ন্যায্য মূল্য কৃষককে দেওয়া হইতেছে না। মিল ইক্ষু লইতেছে না। গুড় করাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে গুড় নিয়ন্ত্রণ বিধি বাতিলের দাবী জানান। প্রসঙ্গত: তিনি তামাক চাষীদের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করেন।

বন্যা সমস্যার প্রতিকার প্রশ্নে

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন ১৯৫৬ সনে ক্রুগ মিশনের রিপোর্টে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা দেওয়া হয়। কিন্তু সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নাই কেন? ভারতের সহিত সহযোগিতা করিয়া সিন্ধু অববাহিকার লবণাক্ততা দূরীকরণে ১৫শত কোটি টাকা খরচ করিয়া এবং কাশ্মীর সমস্যা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা ভারতের দালাল হয় না; কিন্তু আমরা ভারতের সহিত মিলিয়া বন্যা প্রতিরোধের সুপারিশ করিলে আমাদের ভারতের দালাল বলা হয়। অথচ বন্যায় আমাদের বৎসরে ২ শত কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তিনি ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন এবং ফারাক্কা প্রশ্নে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরুর আহ্বান জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে, যথা সময়ে ভালভাবে, ফারাক্কা প্রশ্নে ভারতের নিকট প্রতিবাদ করা হয় নাই।

অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রশ্নে

প্রসঙ্গতঃ তিনি দেশরক্ষা, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের চিত্র তুলিয়া ধরেন এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নসরুল্লাহ, মওদুদী প্রমুখকে এই সবের জবাব দিতে বলেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান আজ ছাড়খার হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ১১ শত কোটি টাকা ব্যয় হয় নাই। অথচ চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা করিতে যাওয়া হইতেছে। তিনি তৃতীয় পরিকল্পনার ঐ ১১ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া চতুর্থ পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ গণ-সরকারের জন্য রাখিয়া দিতে বলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি রূপপুর প্রকল্প, জামালগঞ্জ কয়লা উত্তোলন, যমুনার উপর ব্রীজ প্রভৃতি প্রকল্প লইয়া গড়িমসির তীব্র সমালোচনা করেন।

টাকার খেলা সম্পর্কে সতর্কবাণী

নির্বাচনে টাকার খেলা সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোটি কোটি টাকা দিয়া দালাল গোষ্ঠীকে মাঠে নামাইবে। অনেকে ফতোয়া দিবে। তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিকট ভোট চাই না। আপনারা ভোট তো দিবেনই। আপনারা আমাকে ৪ আনা ৮ আনা করিয়া চাঁদা দিবেন, তাহাতেই আমার অনেক। কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিকট আমি নিজেকে বিক্রি করিব না।

কনভেনশনের তহবিল বাজেয়াপ্ত কর

প্রসঙ্গতঃ মুসলিম লীগ নেতাদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহারা এখন কাছিমের মত খেলা শুরু করিয়াছে। সবুর সাহেব আবার মাঠে নামিয়াছেন, কেহ কেহ দূর হইতে চ্যালেঞ্জও দিতেছে। কিন্তু মানুষ ইহাদের ক্ষমা করিবে না। তিনি কনভেনশন লীগের অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত সাড়ে ৩ কোটি টাকার তহবিল বাজেয়াপ্ত করার এবং কনভেনশনী নেতাদের শাস্তি বিধানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা ক্ষমতায় গেলে ইহাদের ক্ষমা করিব না। তিনি শ্রমিক, গরীব কর্মচারী, শিক্ষক প্রমুখের দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান জানান।

'বাংলা দেশ' নাম

তিনি বলেন, পাঞ্জাব, সিন্ধু, পাঠানস্থান, বেলুচিস্তান নিজ নিজ নামে বহাল থাকিলে কেন বাংলা দেশের নাম বাংলা দেশ হইবে না? তিনি বলেন, সব প্রদেশ নিজ নিজ নাম লইয়া থাকিবে এবং পাকিস্তানও থাকিবে, আমরা বিচ্ছিন্ন হইব না।

মোহাজেরদের প্রতি আহ্বান

তিনি মোহাজেরদেরকে এই দেশের মানুষের সহিত মিশিয়া যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২২ বৎসর পর আর আপনারা মোহাজের নন।

সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে

তিনি বলেন যে, তাঁহাদের সমান অধিকার থাকিবে।

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

তিনি কারাগারে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ছাত্র ও শ্রমিকের উপর দায়েরকৃত মামলা, মোকদ্দমা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় বই-এর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান এবং আগুন লইয়া ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করিতে বলেন।

কোরান ও সুন্না

পরিশেষে তিনি আলেম সমাজকে নিশ্চয়তা দিয়া বলেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতায় গেলে কোরান ও সুন্নার পরিপন্থী কোন আইন পাস করিবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কর হ্রাস ও দোলাই খালের সংস্কার দাবী করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ৬-দফা ও ১১-দফার মধ্যে বিভ্রান্তির অবকাশ নাই। ১১-দফার ২ নম্বর ও ৩ নম্বর দফায় ৬-দফার সব দাবী রহিয়াছে এবং সেইগুলি হইল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ও ফেডারেল সরকার এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। ১১-দফার অন্যান্য দাবীতে ব্যাঙ্ক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণ, স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের দাবী আছে এবং এইগুলি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আসে না। কাজেই ১১-দফার ২ ও ৩ নম্বর দফা অর্থাৎ ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্রের দাবী তোলা হইয়াছে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আগামীতে পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কামরুজ্জামান

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান বলেন, ৬-দফা প্রতিটি প্রদেশকে সমমর্যাদা দিবে এবং সর্বহারা বলিয়া কেহ থাকিবে না। তিনি বলেন, যাঁহারা ৬-দফায় সব নাই-এই কথা বলেন, তাঁহারা মিথ্যা বলেন। তিনি বলেন, দেশপ্রেম কাহারও একচেটিয়া নহে। তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানেরও কল্যাণ চাহে।

তাজুদ্দীন আহমদ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ দেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র তথা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া উগ্র বামপন্থীদের অরাজকতা সৃষ্টি এবং স্বার্থবাদী ও দালালগোষ্ঠীর পাঁয়তারা সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

খন্দকার মোশতাক আহমদ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ ১৯৫৬ সনের ধুয়া তোলার জন্য মওলানা মওদুদীর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, তাঁহার দল ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চায়। তিনি উগ্র বামপন্থীদেরও সমালোচনা করেন।

আজাদ

১৪ই জানুয়ারী ১৯৭০

ভাসানী-মুজিব ও ১২ জন শিল্পীর বিবৃতি

প্রেস ও পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও প্রদেশের বারজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী তিনটি আলাদা বিবৃতিতে অবিলম্বে কুখ্যাত প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সসহ নিপীড়নমূলক আইনসমূহ বাতিলের আহ্বান জানাইয়াছেন।

মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য নিপীড়নমূলক আইনের সাহায্যে সরকার যথেচ্ছভাবেই বই-পত্র বাজেয়াফত ও আটক করিয়া শিল্প, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সংকট সৃষ্টি করিতেছেন।

'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি' এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া ন্যাপ প্রধান বলেন, 'যে দেশে লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ থাকে না, সেই দেশ চিরকাল অনুন্নত অবস্থায় এবং সাম্রাজ্যবাদের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকে।'

মওলানা ভাসানী লেখক ও সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অহেতুক বাধা সৃষ্টি না করিয়া মুক্তভাবে তাঁহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবী করেন।

শেখ মুজিবর রহমান

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বিবৃতিতে বলেন যে, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য কতিপয় নিপীড়নমূলক আইনের সাহায্যে সরকার দীর্ঘদিন ধরিয়া দেশের সংবাদপত্র ও লোকদের চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে পঙ্গু করিবার এক অশুভ পাঁয়তারা করিতেছেন।

তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, যথেচ্ছ বইপত্র 'আটক ও বাজেয়াফতকরণ এবং লেখক, প্রকাশক ও সাংবাদিকদের হয়রানী করিয়া দেশের কোন কল্যাণ সাধন করা যায় না।'

"লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি" ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

শিল্পীদের বিবৃতি

গতকাল প্রদেশের প্রখ্যাত বারজন চিত্রশিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত নিপীড়নমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে তাহারা আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আহূত প্রতিবাদ সভা ও সভাশেষে গণমিছিলে যোগদানের জন্য সকল শ্রেণীর সংস্কৃতিসেবীর প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন শিল্পী জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, রফিকুন নবী, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আবদুল বাসেত, আমিনুল ইসলাম, মীর মোস্তফা আলী, আবদুর রাজ্জাক, আনোয়ারুল হক, শফি উদ্দীন আহমদ, কাইয়ুম চৌধুরী ও নিতুন কুণ্ডু।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী খান পন্থী) সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গতকাল অপর এক বিবৃতিতে চিন্তা প্রকাশের স্বাধিকার ও সৃজনশীল প্রতিভার অবাধ বিকাশ স্তব্ধ করার জন্য পুনরায় আমলাতান্ত্রিক হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

তিনি প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল, বিভিন্ন পুস্তকের বাজেয়াফতিকরণ, পুস্তক আটক ও প্রকাশকদের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান। ন্যাপ নেতা সৈয়দ আলতাফ 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির' আন্দোলনের কর্মসূচীকে অভিনন্দিত করেন।

Pakistan Observer
14th January 1970
Leaders, teachers, artists, journalists demand
Repeal Press Ordinance lift ban on books
By A Staff Correspondent

Leaders of the political parties, educationists, artists and the East Pakistan Union of Journalists on Tuesday demanded withdrawal of the Press and Publications Ordinance and other laws designed to curtail freedom of thought and expression. They also extended their full support to the movement launched by the Committee for the Preservation of the rights of Writers to establish the right of unfettered expression.

Sheikh Mujib

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman said that with the help of the Press and Publications Ordinance and certain other repressive law, the Government had for a long time been encroaching on the freedom of expression of the newspapers and authors and thereby pursuing an evil design to cripple our language and culture.

He said that it would be doing no service to the country by imposing ban and forfeiture of books indiscriminately and by dealing out harassment to authors, journalists and publishers. He said the Government should immediately withdraw all those ordinances and repeal laws which were designed to curtail freedom of expression, development of language and flowering of culture.

He said that in the light of the resolutions adopted by the committee for the preservation of Author's Rights protesting repressive measures, he condemned those actions in Paltan Maidan meeting on Sunday last.

He assured that he would continue to render full support in future to any movement by the intelligentsia of the country for the cause of our literature and culture.

Maulana Bhashani

National Awami Party President Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani in a statement issued to the Press on Tuesday demanded withdrawal of all repressive laws including the Press and Publications Ordinance and to make an end to harassment meted out to the writers.

Maulana Bhashani said that the Government was out on an evil design to create a crisis in the field of art, language and

literature by imposing ban and forfeiture of books with the help of the Press and Publications Ordinance and other repressive laws.

Extending his support for the movement launched by the Committee for the Preservation of the Writers' Rights, the Maulana said that it was his firm belief that the country where there was no freedom of expression for the creative writers do always remain undeveloped and a prey in the hands of imperialists.

He appealed to the Government to stop creating obstacles to the writers and create a congenial atmosphere for full flowering of their genius.

Syed Altaf

Syed Altaf Hussain, General-Secretary, East Pakistan National Awami Party (Wali Khan Group) in a statement on Tuesday demanded immediate withdrawal of the Press and Publications ordinance and the ban imposed on books and show cause notices served under the ordinance and similar repressive laws.

He also extended full support to the movement of the Committee for the Preservation of the Writers' Rights and the programme chalked out by the committee.

The NAP General Secretary said that contrary to the expectation that the repressive measures imposed during Ayub's dictatorial regime would come to end with the regime itself, the Government was resorting to those black laws for curtailing the freedom of expression.

University teachers

Twenty seven teachers of the Dacca University in a statement issued to the Press on Tuesday demanded repeal of the Press and Publications Ordinance without further delay.

They also urged the authorities to withdraw the ban and show cause notices served on a number of books recently. The teachers considered these actions as undesirable encroachment on the freedom of thought and expression.

The signatories are : Prof. A.B.M. Habibullah, Dr. K. S. Murshid, Mr. Munier Chowdhury, Dr. Abul Khair, Dr. Ahmed Sharif, Dr. Nilima Ibrahim, Dr. Serajul Islam, Dr. Mumtazur Rahman Tarafdar, Dr. Serajul Islam Chowdhury, Mr. Ahsanul Huq, Mr. Rafiqul Islam, Mr. K. M. Saaduddin, Dr. Ajoy Kumar Ray, Dr. Belayet Hussain, Dr. Maniruzzaman, Mr. Nur Mohammad Mian, Dr. B. Wajuhur Rahman, Mr. Lutful Huq, Mr. Anwar Pasha, Mr. Rashidul Hasan, Mr. Zainul Abedin, Dr. Hanif Fauq, Mr. Abu Ayub, Md. Baker, Dr. Delawar Hussain, Mr. Faizul Mahi, Dr. Azhar Ali and Mr. Akhtar Hamid.

Artists, painters

Thirteen eminent artists and painters of the country in a statement on Tuesday protested the indiscriminate forfeiture of books and show cause notices on writers and publishers. They opined that these were designed to cripple the language, literature and the way of living of the Bengalees. They extended their support to the resolutions adopted by the Committee for the Preservation of the Rights of Writers.

They called upon the members of the intelligentsia, litterateurs, musicians and artists to offer their full support to the committee and attend the meeting convened by the committee at 3 p.m. on Thursday.

The signatories are: Joinul Abedin, Qamrul Hasan, Rafiqunnabi, Muhammad Kibria, Abdul Baset, Aminul Islam, Mir Mustafa Ali, Abdur Razzak, Anwarul Huq, Shafiuddin Ahmed, Qayyum Chowdhury and Nitun Kundu.

Journalists union

The East Pakistan Union of Journalist, extended its full support to the writers and intellectuals in the movement to establish the right of free expression.

The union at a meeting held in Dacca on Friday last strongly demanded immediate repeal of the "infamous" Press and Publication Ordinance.

The union said, This meeting of the Executive Council of EPUJ strongly demands the immediate repeal of the infamous Press and Publications Ordinance which has been used indiscriminately to curb the freedom of expression over the last eight years. This meeting recalls that early last year, the Government had assured that the black laws relating to the Press and publications shall be repealed. This is yet to be done. On the other hand, the same black laws are being put to use once again. This meeting demands that this situation must end immediately.

The resolution further said the Executive Council of EPUJ also demands that the Government should withdraw the steps taken against a large number of publications recently and further extends its full support to the writers and intellectuals who have launched a movement to assert the right of "free expression."

Dawn

14th January 1970

Mujib's criticism of Maudoodi for disparity challenged

DACCA, Jan 13: Prof Ghulam Azam, Amir, Jamaat-i-Islarni, East Pakistan, yesterday challenged Sheikh Mujibur Rahman to clearly point out which of the provision of the manifesto of the Jamaat will cause any harm to East Pakistan.

In a statement issued to the Press the Provincial Jamaat Chief expressed his surprise as a reported comment of Sheikh Mujib made at his public meeting on Sunday, blaming Maulana Maudoodi for the disparity.

Prof Azam said even a layman knows that Maulana Maudoodi and the Jamaat-i-Islami were not associated with any Government either at the Centre or, at the Province, during the last 22 years.

He said: "The Awami League chief should have understood that people have not forgotten that Awami League was also in power and their records are yet in the public memory, in this connection. The confessions of Sheikh Mujibur Rahman at Paltan Maidan that the late Suhrawardy and others, including himself, had committed blunder in accepting parity, has amply demonstrated who were responsible for the ills of disparity."

Prof Azam said that his party had constantly been raising demands through resolutions, meetings and election manifesto, for adopting a practical step for the removal of disparity, granting due share of East Pakistan in the Central Services, Armed Forces, in industrial sphere, in foreign exchange loans, besides flood control measures.—APP.

আজাদ

১৫ই জানুয়ারী ১৯৭০

কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভা

৬ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

কিশোরগঞ্জ, ১৩ই জানুয়ারী।–সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় রথখোলা ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, ১৯৬৬ সনের ৭ই জুন সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী গণ-আন্দোলনে ১১ জন শ্রমিকের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ৬ দফা কর্ম্মসূচীর যাত্রা শুরু হয়। ৬৬ সনের ৭ই জুন হইতে শুরু করিয়া বিগত গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত এদেশের ছাত্র, জনতা,

শ্রমিক ও আপামর মেহনতি মানুষ ৬ দফা ও ১১ দফা কর্ম্মসূচীর জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। শত বাধাবিপত্তি ও চরম নির্যাতনকে উপেক্ষা করিয়া শহীদ আসাদ, শ্রমিক মনুমিয়া ও ডক্টর জোহার বুকের রক্তের প্রতি আওয়ামী লীগ কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত এবং শত বাধা বিপত্তি ও চরম উস্কানির মুখে অসীম ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক সুশৃংখলভাবে আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নাম ভাঙ্গাইয়া "মোরা করেছি পণ, হতে দিব না নির্বাচন" জিকির তুলিয়া জনগণকে বিভ্রান্তির মুখে ঠেলিয়া দিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। এদের সমুচিত জওয়াব জনসাধারণ দিতে ভুল করিবে না। অন্যদিকে আর একদল মুখচেনা লোক ধর্ম বিপন্নের কাল্পনিক ফতোয়া জারি করিয়া ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশলে মত্ত হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, এদেশের জনগণ তাহাদের অতীত ভুলিয়া যায় নাই। তাহারাই একদিন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা–মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ মাতৃভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী নেতাদেরকে কাফের ও মোনাফেক ফতোয়া দিতে কুণ্ঠাবেধে করেন নাই। ইহারাই আইয়ুব খানের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া আনুষ্ঠানিক মোনাজাতও করিয়াছিলেন। পরবর্তি কালে আইয়ুব খানের বিপক্ষে ভোট দান কারীদেরকেও কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাহারা ঘোলা জলে মাছ শিকার করিবার মতলবে রহিয়াছেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোস্তাফিজুর রহমান খান। সভায় আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও ৬ দফা কর্মসূচী এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, জনাব জিল্লুর রহমান, সৈয়দ সিরাজুল হুদা, জনাব নূরুল হক, জনাব নূরুল ইসলাম, মৌঃ আঃ কদুছ, খন্দকার আঃ মালেক, ছাত্র নেতা জনাব আবদুল হামিদ, কবির উদ্দিন ভূয়া, জনাব ফজলুর রহমান ও জনাব এ, এফ, এম ওবায়েদউল্লাহ প্রমুখ। সভা শেষে এক শোভাযাত্রা সহকারে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করা হয়।

Morning News
16th January 1970
Mujib leaves for Mymensingh today
(By Our Staff Reporter)

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman is leaving Dacca early this morning for Mymensingh where he will address a

public meeting at the Circuit House maidan. He will be accompanied by other Awami League leaders and Mr. Bader Munir, General Secretary of the Punjab Provincial Awami League.

Sheikh Saheb will also address public meetings in Comilla on January 23 and in Rajshahi on January 30.

দৈনিক পয়গাম
১৬ই জানুয়ারি ১৯৭০
মোমেনশাহীতে অদ্য শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য শুক্রবার মোমেনশাহী শহরের সার্কিট হাউজ ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। শেখ সাহেব অদ্য ভোরে দ্রুতযান যোগে মোমেনশাহী গমন করিবেন। আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মোমেনশাহী গমন করিবেন। শেখ মজিবর রহমান আগামী ২৩শে জানুয়ারী কুমিল্লা ও ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহীতে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

Pakistan Observer
17th January 1970
Mujib warns those who want to subvert elections

MYMENSINGH, Jan, 16: Shiekh Mujibur Rahman, chief of Awami League, said here today his party aimed at establishing a social order free from exploitation of all kinds, and reversing the process of injustice done to East Pakistan reports APP.

Addressing a massive public meeting here in the evening, the Awami League leader said he was fighting for the poor people of both the wings of the country and to undo the concentration of wealth in the hands of 22 families in Pakistan.

He cautioned the people against a section of people who did not want elections to be held. They, he alleged, were out to subvert the election, due to be held on October 5 although people wanted to establish their legitimate rights.

Sheikh Mujib said his party did not get ideological inspiration from Moscow Peking or America. He said his party visualised a

future for the country where the culture of the nation would flourish and development would be done in keeping with our needs.

Sheikh Mujib also called upon the people to be cautious against those who had "betrayed" them for the sake of their selfish interests.

Sheikh Mujib said people had not forgot the role of former Governor Monem Khan and Mr. Nurul Amin who while in power stood against their interest. At their hands, the interests of the people suffered most, he added.

Sheikh Mujib said former Governor Monem Khan would not be allowed to escape inquiry into the properties that he acquired after joining Ayub Government. The properties illegally acquired by him would be confiscated, he told the cheering crowd.

The Awami League leader told the gathering one of biggest held here, that the people had not forgot that Mr. Nurul Amin was responsible for the killing of students in the Language Movement. He should have resigned if he had no hand in it, he said.

The exploitations of East Pakistan during the last 22 years, he added, reduced the province into "A colony" East Pakistan's economic interest was deliberately allowed to suffer and major part of the foreign exchange earned by the province was spent in West Pakistan.

Sheikh Mujib said those who are responsible for this situation present economic distress of the people would have to answer to the people for their "misdeeds." The people would not forgive them he declared amidst applause.

Fighting for justice

Sheikh Mujib said he was not after power, and added, the biggest "treasure" for him was the love and affection of the people he got. He said he was fighting for the justice of poor people and reiterated that he would continue to struggle until people's rights were established.

Referring to the allegation by certain quarters that he was for separation, the Awami League leader said: "Why should we want this? We are majority in Pakistan. We want justice to be established and wrongs to be undone".

He also said some people were now trying to foil election and were trying to bring back the rejected 1956 Constitution, which stood for parity and preservation of One Unit, We would not allow it to happen, he declared.

The Awami League leader said his party would not compromise on the Six-Point programme. If the Awami League had just for Power, they could have not it much earlier at the cost of the interest of the country, but they did not do so.

Sheikh Mujib reiterated that his party would nationalised jute trade, key industries, banks and insurance companies. He also added the land holdings below 25 bighas would be exempted from land revenue.

The Awami League leader, who was on his way to address the first public meeting outside Dacca after relaxation of restrictions, was given rousing reception at every railway station where huge crowds gathered to greet him.

At a number of stations, the local Awami Leaguers and people put up welcome arches to receive their leader. Full-throated slogans were raised to receive Sheikh Mujib. He also got down at stations to speak to the people.

"Jai Bangla", "Jago Jago Bangali Jago," "Tomar Desh Amar Desh Bangla Desh, Bangla Desh" and "Six Point and Eleven Point Programmes Zindabad" are among the slogans which greeted the Awami League leader.

Dawn

17th January 1970

AL aims at society free from exploitation
Mujib pledges to preserve country's ideology

MYMENSINGH, Jan 16: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, declared here today his party aimed at establishing a society free from exploitation- a society where the religion, culture and tradition of the people would be fully preserved.

Addressing a mammoth public meeting in the Circuit House ground here today, Sheikh Mujibur Rahman said his party did not believe in borrowing ideology from Moscow, Peking or the United States of America but was determined to preserve the country's own ideology so that our culture, tradition and religion are fully protected.

Today's meeting was considered by local people as the biggest gathering to be held in this town in recent years.

League leaders strongly refuted the charge that his six-point programme was a move for secession. He said he did not want

secession but wanted to live as true citizen of the country. "Why should I secede; we are 56 per cent" he asked and then said he would not certainly like East Pakistan to see as "colony or market."

He reiterated his determination to struggle for and achieve regional autonomy on the basis of six-point programme and asked the people to return such people in the coming elections who would not barter away their interests and rights.

He lashed out at those who criticised his six-point programme, and particularly mentioned Mr. Nurul Amin. He asked Mr. Nurul Amin why he did not protest as the Chief Minister when East Pakistan was being exploited, and why did he not resign when people were shot down in 1952, during the language movement.

He said former Governor Monem Khan would have to give account of all his property and wealth. "We shall not forgive you," he said addressing Mr. Monem Khan.

Sheikh Mujibur Rahman also lashed out at those elements who were trying to subvert the elections. He asked the audience whether they wanted vote. People raised hands to signify their support for votes.

দৈনিক পয়গাম
১৯শে জানুয়ারি ১৯৭০
পল্টনের ঘটনা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন ও ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা গতকল্য ১৮ই জানুয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশনার্থ নিন্মোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

জামাতে ইসলামের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় সংঘটিত অবাঞ্ছিত ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছি। ইহার ফলে অধ্যাপক, সাংবাদিক, ছাত্র ও শ্রমিকসহ শহরের বহুসংখ্যক লোক জখম হইয়াছে। সামরিক আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জনসভার উদ্যোক্তারা সভা মঞ্চের সংলগ্ন কন্ট্রোল রুমে বহুসংখ্যক লাঠি ছোরা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র স্তুপীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন-ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বক্তৃতামঞ্চ হইতে লাউড স্পীকারের মাধ্যমে আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা সত্যই অকল্পনীয়।

"আমরা এই জনসভার উদ্যোক্তাদের ফ্যাসিবাদী ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিতেছি এবং জামাতে ইসলামীর সুসংগঠিত গুণ্ডাদের আক্রমণের সকল নির্দোষ শিকারদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।" অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উস্কানী সৃষ্টির সকল অবস্থার মুখে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমরা জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছি।

সম্পাদকীয়
Pakistan Observer
20th January 1970
Hooligan Politics

We have always condemned hooliganism and we shall be falling in our duty if we do not condemn what happened on Sunday at the Paltan Maidan. We find no words strong enough to condemn those who perpetrated that shameful scene. This we do without regard to any party, person, colour or creed. Whoever did it and for whatsoever reasons is an enemy of the people.

The Jamaat-e-Islami wanted to hold a public meeting and they were entitled to it. And those who wanted to attend it and hear the speeches were entitled to do so without molestation. Those who wanted to raise slogans and "barrack" speakers were within their democratic rights. Asking harassing questions is one of the forms of democratic debate, but going to such meetings armed with sticks for offensive purposes is beyond the pale of civilized conduct, besides being a blatant breach of the Martial Law Regulation on the subject. On the other hand, when attacked everyone has a right to defend himself to the utmost. Those, however, who did not like the Jamaat-e-Islami and its views should have kept away from the meetings if they had any reason to apprehend that violence might follow. The Jamaat-e-Islami had a right to hold a meeting and have its say and no one had a right to break the meeting in disorder, if anyone wanted it, it would merely prove that he did not want the people to hear what the Jamaat had to say about the present political debate. In other words, he is afraid that points of view other than his own should not be presented to the people. He is intellectually unsure and therefore would deprive the people at large of an opportunity of judging objectively the merits of the different political platforms now in existence.

The fact that late in the evening organized groups came back to the site, broke up the meeting, burned the pandal and so drove away several thousand strong audience shows that it was an organized and determined effort. Otherwise, it would have not been possible within such a short time to complete the wrecking.

The only result of Sunday's disturbances will be that bitterness will increase, even bloodier clashes may follow, drastic action by the Martial Law authority may be found necessary and the election and the restoration of democracy may be again delayed.

Sheikh Mujibur Rahman does not certainly want it and Maulana Bhashani who was busy preparing for his grand show at Santosh would not also have been a party to it. Who are then these infamous characters who were responsible for this massive rowdyism? What do they want?

Any breach of public peace and order is an offence against every single on of us. It is an infringement on my right to live and order my existence the way I like. Therefore it becomes the duty of everyone of us to resist such hooliganism in an organized and effective manner. Unless the people will be ready to fight for their rights, unless they actively resist attempts to prevent them from earning their daily livelihood, unless they organize and resist incendiarism and assaults on passers-by, the life, honour and property of each one of us is in jeopardy. This realization must come to the people now. It must come at some stage. In any case, the creators of mass disorder will have to pay a price for that. We want them.

Every single hartal day means loss of production, of services and goods that may be valued in crores of rupees. The rickshaw-puller who goes without food because he could not ply his trade for the day, will first curse and then actively resist. The vegetables seller who goes empty-handed to his village home will not love the hartal wallahs. A man desperately running to a doctor for attending his mortally ill child will have no cause to be grateful to our politicians when he finds his path barred by street urchins. Bengalis have beaten up Bengalis and the name of Islam has been taken to preach hatred against other Muslims. We can only say a pox on both your houses.

It is vital that if we want to create a peaceful climate for holding the elections, provocative speeches and expression of opinions be eschewed. The Jamaat-e-Islami has been guilty of preaching hatred. Similarly, other parties also have indulged in

extremely provocative language and have been flexing their muscles in a show of force. We condemn all alike. Since this newspaper is not affiliated to any political party of right, left, centre or wherever, we plead for sanity and common sense without "strings." We do so because we believe democracy cannot be practised unless our politicians give concrete evidence of their awareness of responsibility. Let not "vaulting ambition overleap itself and fall on the other."

সম্পাদকীয়

Dawn

20th January 1970

Time for warning

SOME recent incidents revealing a noticeable increase in political fanaticism and intolerance and involving intimidation and the use of violence in the pursuit of political aims have highlighted the grave danger to which the newly revived political process is exposed. It is hardly three weeks since political activities have been revived. And already skirmishes have been reported from different parts of the country. The most shocking of these incidents took place on Sunday at a meeting organised by the Jamaat-i-Islami at Dacca's Paltan Maidan. The clashes that took place on the occasion between the supporters and the opponents of the Jama'at have served to dramatise a situation which is quite capable of jeopardising the endeavour for democratic reconstruction. The fact that two persons lost their lives and about 400 persons suffered injuries is surely enough indication of how serious the trouble was. We do not like to go into the question of how the disturbance began, who started the trouble and whether this was premeditated or the result of some provocative utterances at the meeting. But we are constrained to point out that a lot of people evidently went to the wrong meeting and that they over-stayed there even when they found some speakers saying things they did not approve of. The point in saying this is that people wholly committed to one particular view had better avoid going to a meeting organised by a party holding quite contrary opinions. Or if they find it absolutely necessary to attend, then they must go prepared to listen patiently to their opponents argue their case with all the force at their command. For in an atmosphere charged with emotion, any attempt by groups of people to heckle a speaker or

challenge this or that assertion can easily lead to a noisy quarrel if not a bloody clash.

On the other hand, the organisers of a political meeting must take care that speakers do not resort to character assassination and avoid questioning the patriotism of their opponents. As the time for election draws nearer and the competition among the different political elements becomes keener, we are certainly going to have more and more public meetings where political leaders will strive in argument with their competitors. Unless the right lesson is drawn from the sad incident at Dacca, the political platform will cease to be a means of debating different views on public issues and spreading political enlightenment and will instead degenerate into a highly destructive force.

The country has been provided with a rare opportunity to take the road of democratic rule. It can be enabled to seize this opportunity only if all participants play the political game in accordance with the rules, if peace and tranquility prevail and if the political contest is conducted with restraint and dignity. It is time all political parties and organized groups realised their full responsibility for upholding the decencies and proprieties of public life. That these are today threatened is shown not only by the ugly incident at Dacca but also by other happenings such as the clash that took place on the Karachi University campus and the noisy protest staged by a group of students at a news agency office in Karachi on Saturday. The spirit of intolerance and extremism that is abroad is bound sooner or later to develop into a potent threat to the attempt to rebuild the edifice of democracy. It is time everybody who really cared for democratic rule took heed.

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে জানুয়ারি ১৯৭০

কলঙ্কজনক

গত পরশু পল্টন ময়দানে জামাতে ইসলামীর আয়োজিত জনসভায় যে কলংকজনক কাণ্ডটি সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, উহা যে কোন গণতন্ত্রমনা মানুষের পক্ষে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক ও উদ্বেগজনক। নির্বাচনী অভিযান-পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন দলীয় কর্মসূচী লইয়া জনসমক্ষে হাজির হইবেন এবং রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহাতে কোন অস্বাভাবিকতা নাই

বা উৎকণ্ঠিত হওয়ারও কিছু নাই। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণ ঘটে তখনই, যখন কোন রাজনৈতিক নেতা বল্গাহীন বক্তৃতা ঝাড়িয়া কিংবা উত্তেজনাকর ও আক্রমণাত্মক উক্তি দ্বারা গণমানসে বিভেদ-বিভ্রান্তি ও উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পান। হেন ক্রিয়াকর্ম কেবল দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকেই দূষিত ও বিক্ষুব্ধ করে না--ইহা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা-প্রজ্ঞা ও গণতন্ত্রের প্রথম পাঠের প্রতি 'অজ্ঞতার পরিচায়ক' এবং জাতির পক্ষে চরম অমঙ্গলজনক। নববর্ষের প্রথম দিবস হইতে তাই আমরা জনসাধারণের নিজেদের হস্তে নিজেদের ভাগ্য গড়ার অধিকারপ্রাপ্তির পথ যাহাতে বিঘ্ন-ব্যাহত বা সংকুচিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রাখার ও সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া আসিতেছি। আমাদের আহ্বান যে সর্বতোভাবে নিষ্ফল হয় নাই, শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ইতিপূর্বেকার কতিপয় জনসভাই উহার প্রমাণ বহন করে। ইহাছাড়া নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি নির্বাচনা সম্ভাবনাকে ভণ্ডুল করিতে সদাসচেষ্ট শক্তির পাঁয়তারা সম্পর্কে এ-যাবৎকাল আমরা যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আসিতেছিলাম উহাও যে অমূলক ছিল না, গত পরশুর মর্মান্তিক পীড়াদায়ক, লজ্জাজনক ও অশুভ লক্ষণযুক্ত ঘটনাটি তাহারই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

পল্টনের জনসভার কলংকজনক ঘটনা সম্পর্কিত যে সব খবরাখবর বিভিন্ন বার্তা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র কর্তৃক পরিবেশিত হইয়াছে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, জনসভার উদ্যোক্তারা তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়াই জনসভা করিতে গিয়াছিলেন। উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বক্তাদের আক্রমণাত্মক ও উত্তেজনাকর উক্তির ফলে সমবেত জনতার মধ্য হইতে যখন প্রতিবাদ উঠে তখন 'গোপন অস্ত্রাগার' হইতে অস্ত্রধারণ করিয়া তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবীরা বীরবিক্রমে শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সময় উক্ত সভার কোন কোন নেতার কণ্ঠে যে উত্তেজনা সৃষ্টিমূলক ধ্বনি উচ্চারিত হয়, উহা চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতারই পরিচায়ক। ইহার অপরিহার্য ফলশ্রুতি যাহা হওয়ার ছিল ঠিক তাহাই হইয়াছে। সংঘর্ষের মধ্য দিয়া দুটি প্রাণের অকাল পরিসমাপ্তি ছাড়াও ন্যূনপক্ষে পাঁচ শত লোক আহত হইয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি না, অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জনসভা করিতে যাওয়ার শিক্ষা উক্ত রাজনৈতিক সংগঠনের কর্তাদের মগজে কেমন করিয়া প্রবিষ্ট হইল-- কেমন করিয়াই-বা তাহারা ভাবিতে পারিলেন যে, লাঠ্যৌষধিই জনসমর্থন আদায়ের পথ। ইহাও আমরা ভাবিয়া পাই না 'গোপন অস্ত্রাগার' প্রতিষ্ঠার প্লান ব্যর্থ করার জন্য কেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না। তবে কি

পূর্বাহ্নে ইহা তাহারা জানিতে পারেন নাই? আর না পারিয়া থাকিলে উহা কি তাদের জন্য খুব সুনাম বহন করে?

নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষাকল্পে জারি করা হইয়াছে রাজনৈতিক আচরণবিধি সম্পর্কিত ৬০ নম্বর সামরিক বিধান। অস্ত্রসজ্জিতভাবে জনসভায় গমন ৬০নং বিধিবিরুদ্ধ। উহার প্রকাশ্য লঙ্ঘন কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই দেখিতে হইবে। আলোচ্য ঘটনাটির ব্যাপারে যাহারা দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়াও সরকার এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সকল প্রকার সতর্কতা গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রতিটি গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, সভা বা শোভাযাত্রায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব উহা আয়োজনকারী দলের নেতাদেরই বেশী। শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন কারণ ঘটিলে নেতারা উহার দায়িত্ব কোনক্রমেই এড়াইতে পারেন না। গত পরশুর ঘটনা সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট দলের নেতৃবর্গের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। পল্টন ময়দানে 'গোপন অস্ত্রাগারটি' তাঁহাদের অজ্ঞাতে বা সম্মতি ব্যতিরেকে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

যাই হউক, গত পরশুর ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও আহতদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান--তথা সর্বসাধারণের প্রতি আমরা উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের উস্কানিতে পা না দেওয়ার এবং সতর্কতা অবলম্বনের পুনরাহব্বান জানাইতেছি। গত পরশুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা ও প্রার্থনা।

আজাদ

২২শে জানুয়ারী ১৯৭০

শেখ মুজিবের সফরসূচী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা প্রদেশের বিভিন্নস্থানে এক ব্যাপক বক্তৃতা সফরসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। শেখ মুজিবের বক্তৃতার স্থান ও তারিখ নিম্নে প্রদান করা হইল:

২৩শে জানুয়ারী–কুমিল্লা, ৩০শে জানুয়ারী–রাজশাহী, ১লা ফেব্রুয়ারী–টাঙ্গাইল, ৩রা ফেব্রুয়ারী–সিলেট, ৬ই ফেব্রুয়ারী–চট্টগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী–খুলনা, ৯ই ফেব্রুয়ারী–যশোর, ১১ই ফেব্রুয়ারী–নোয়াখালী, ১২ই ফেব্রুয়ারী–নেত্রকোনা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী–কিশোরগঞ্জ।

Pakistan Observer

22nd January 1970

Mujib's meeting schedule

By A Staff Correspondent

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman will hold a series of public meetings in different district and sub divisional headquarters with effect from January 23.

According to a Press release issued by his Party, he will address a public meeting at Comilla on January 23, Rajshahi on January 30, Tangail on February 1, Sylhet on Feb. 3. Chittagong on Feb. 6. Khulna on Feb. 8. Jessore on Feb. 9. Noakhali on Feb. 11. Netrokona on Feb. 13 and Kishoreganj on Feb. 14.

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে জানুয়ারি ১৯৭০

আইয়ুবের মত শেখ মুজিবকেও রাজনীতি হইতে উৎখাত করুন!!

লাহোরের জনসভায় দেশবাসীর প্রতি মৌলবী ফরিদের ডাক

লাহোর, ১৮ই জানুয়ারী–পিডিপির পূর্ব পাকিস্তানী নেতা, মৌলভী ফরিদ আহমদ আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্টের পদ হইতে যেভাবে উৎখাত করা হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকেও পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে উৎখাত করার জন্য আজ জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি রাজনীতিতে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর উপস্থিতিও দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জনগণের তাহাকেও সহ্য করা উচিত নহে।

মৌলভী ফরিদ আহমদ এখানে মোচি গেটর এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আরও মন্তব্য করেন যে, শেখ মুজিবের ৬–দফা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে এবং একবার ৬–দফা বাস্তবায়িত হইলেই পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হইব। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে; সীমান্ত প্রদেশ পাখতুনিস্তান হিসাবে স্বাধীন হইয়া যাইবে এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তানও স্বাধীন হইয়া যাইবে। ফলে অসহায় ও একাকী পাঞ্জাব হইয়া পড়িবে হরিয়ানাও পূর্ব পাঞ্জাবের করুণার পাত্র। মৌলভী ফরিদ আহমদ ৩০৩ জন অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত কর্মচারীর সহিত সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, সাবেক গবর্নর মুসা ও মোনেম খানেরও প্রকাশ্য বিচার দাবী করেন।-এপিপি

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জানুয়ারি ১৯৭০

অমার্জনীয় ধৃষ্টতা

পূর্ব পাকিস্তান নাকি 'মরিয়া' গিয়াছে। শুধু তাই নয়, 'লাল' হইয়া মরিয়াছে। করাচীর একটি উর্দু দৈনিকে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র চকচকে লাল রঙে ছাপিয়া 'ইনালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেউন' শিরোনামায় ফলাও করিয়া এই 'তথ্য' পরিবেশিত হইয়াছে। সম্প্রতি পল্টন ময়দানে একটি রাজনৈতিক দলের জনসভায় যে গোলযোগ ঘটে উহার প্রেক্ষিতে পত্রিকাটি গোলযোগের পশ্চাতে 'হিন্দু এবং সমাজতন্ত্রী গুণ্ডা'দের হস্ত আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কোরান তেলাওয়াতের সময় প্রতি মুহূর্তে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি শোনা গিয়াছে, ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা বাছিয়া বাছিয়া 'দাড়িওয়ালা' লোকদের উপর হামলা করিয়াছে, ট্রাক বোঝাই ইট-লাঠি ও পাথর আনিয়া মাঠের পাশে জমানো হইয়াছে, 'মুসলমান নয় বাঙ্গালী' এই পরিচয় যাহারা দিয়াছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'মুসলমান' পরিচয়দানকারীদের ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে, আহত দাড়িওয়ালা লোকদের অমানুষিকভাবে হেঁচড়াইয়া নেওয়ার ফলে ফুটপাথগুলি লাল হইয়া গিয়াছে, লা-ইলাহা লিখিত ব্যানার তো জ্বলিয়াছেই মসজিদের একটি দেওয়ালও 'শহীদ' হইয়াছে এবং পরিস্থিতির শেষে পল্টন ময়দানকে দাঙ্গাবিধ্বস্ত 'আহমেদাবাদের' মত দেখাইতেছিল-ইত্যাকার লোমহর্ষক 'বিবরণও' ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশের সাধারণ মানুষ যখন জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত অঞ্চলে অঞ্চলে সকল ভুল বুঝাবুঝির চির অবসান কামনা করিতেছে, দেশ যখন ঈপ্সিত সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং গণপ্রতিনিধিদের হাতে বহু আকাংক্ষিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণিতেছে, এমনকি ক্ষমতাসীন সরকারও যখন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তি নির্মাণে তৎপর রহিয়াছেন, ঠিক তখনই কোন দুঃসাহসে ভর করিয়া এভাবে দিনকে রাত করিবার প্রচেষ্টা হয়েছে, নির্জলা মিথ্যার বেসাতি করিয়া চরম উস্কানিমূলক প্রচারণা শুরু হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা বুঝিতে পারি না কোন অদৃশ্য হস্তের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া কায়েমী স্বার্থের এই মুখচেনা বাহনটি পূর্ব পাকিস্তান ও উহার সাতকোটি অধিবাসীর প্রতি এইভাবে অবমাননা প্রদর্শনের স্পর্ধা দেখাইতে পারিয়াছে। সারা পূর্ব পাকিস্তান এই ধৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশে স্তম্ভিত। সাত কোটি মানুষ অপমানের মর্মজ্বালায় রুদ্ধ কি, জাতীয় সংহতির জন্য কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জনকারী কায়েমী স্বার্থের পূর্ব পাকিস্তানপ্রীতির নমুনা দেখিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল।

ইহা সত্য যে, গত বাইশ বৎসরে আরো অনেকবার এই তথাকথিত দেশদরদী, সংহতিকারীদের চেহারা দেখার সুযোগ দেশবাসীর হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় ইহারাই প্রচার করিয়াছিল যে, ভারতের উস্কানিতে, ভারতের অর্থেই পাকিস্তানবিরোধীরা এই 'ষড়যন্ত্র' পাকাইতেছে, কলিকাতা হইতে আগত হিন্দুরা পায়জামা পরিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছে। শুধু তাহাই নয়, সীমান্তের অপর পার হইতে দলে দলে 'হিন্দু যুবতী' স্থানীয় ব্যক্তিদের উৎসাহ যোগাইতে আসিয়াছে, এই মর্মেও চটকদার গুজব ছড়াইয়াছে। ইহাদেরই কেহ কেহ পূর্ব পাকিস্তানীরা 'খৎনা' করে না বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানীরা 'নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশোদ্ভূত' এবং অদ্যবধি 'হিন্দু-প্রভাবিত' তাহা প্রমাণ করিতে নানা স্বকপোলকল্পিত 'যুক্তি-তর্ক' খাড়া করিয়াছে। যখন-তখন পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে বলিয়া 'গেল গেল' রব তুলিয়াছে। এই সেদিনও ঢাকার উপকণ্ঠে ভোটার গণনা লইয়া সৃষ্ট হাংগামার দায়িত্ব স্থানীয় অধিবাসীদের ঘাড়ে চাপাইবার অপপ্রয়াস চালাইতে গিয়া ইহাদিগকে কি জঘন্য মিথ্যাচারেরই না আশ্রয় লইতে দেখা গিয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, পল্টনের জনসভার গোলযোগকে মূলধন করিয়া ইহারা আবার সেই পুরানো খেলা শুরু করিতে চাহিতেছে। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি কোন প্রকারে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারে এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই বিরত থাকিতেছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় কাগজকে আজগুবি ও বানোয়াট কাহিনী ছাপিয়া পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী জঘন্য প্রচারণায় মাতিতে দেখিয়া আমরা উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। আমরা জানিতে চাই, ইহাদের উদ্দেশ্য কি, ইহারা কি চায়।

দেশে সামরিক আইনের ৬০ নং বিধি বলবৎ আছে। তৎসত্ত্বেও যাহা করা হইতেছে তাহা আঞ্চলিক সংঘাত সৃষ্টির জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের ইতিপূর্বেকার সকল অপচেষ্টাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান, যে পূর্ব পাকিস্তান '৪৬ সালের গণভোটে শতকরা একশত ভাগ ভোট দিয়া পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে, যে পূর্ব পাকিস্তানে দেশের শতকরা ৫৬ জন মানুষের বাস, তাহারই যদি 'ইন্তেকাল' ঘটিল, তবে 'পাকিস্তান' থাকিল কোথায়? যেসব অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে সুস্পষ্ট রায়দানে ব্যর্থ হইয়াছিল, সেখান হইতে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই হীন অপবাদ উঠে কী প্রকারে?

দেড় হাজার মাইল দূরে বসিয়া যাঁহারা ঢাকার পল্টন ময়দানে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন, জনতার মিছিলে 'হিন্দুর হাত' দেখিতেছেন, সেই সব বর্ণচোরার মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেখিতে হইবে

তাহারা আদৌ পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী কি-না। জনতার অত্যাসন্ন বিজয়ের পূর্বাভাস দেখিয়া কায়েমী স্বার্থের হৃৎকম্প শুরু হইয়াছে। 'ইন্তেকাল' পূর্ব পাকিস্তানের ঘটে নাই, কোনদিন ঘটিবেও না, গত বাইশ বৎসরের শোষণ ও দুঃশাসনের জন্য দায়ী যাহারা জনতার দৃপ্ত মিছিলের পদভারে তাহাদেরই 'ইন্তেকালের' দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহারই 'যা-কান্দানী' দেশের সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতএব, সাধু সাবধান।

Morning News

23rd January 1970

Farid denies he urged ouster of Mujib and Bhutto

Maulvi Farid Ahmad, Vice-President of the Pakistan Democratic Party, yesterday denied having asked his Lahore audience at a recent meeting to oust Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Z A Bhutto from the political arena of the country, reports PPI.

In a Press statement in Dacca he described the Press reports attributing such statement to him as a sinister motive to injure me politically and personally. He said the Press reports to this effect were a cross distortion of facts.

Explaining the position. He said "I am surprised and deeply shocked to find that my speech at the Lahore public meeting has been grossly distroted with a sinister motive, in order to injure me politically and personally."

"According to the reports I have asked the audience to oust Shiekh Mujibur Rahman and Mr. Z.A. Bhutto from the political arena of the country. I never made such a statement. What I said was that the dictatorial and unjust rule of Ayub Khan had produced six-point as well as the personlity of Mr. Bhutto and I am confident that the people will deal with the products of Ayub regime in the same manner as they dealt with Ayub."

He said: This is not the first time that a sinister move has been made. During the RTC days also my speeches were broadly distorted by APP Radio Pakistan and Television and subsequently, they had to correct their mistake but not before much fury was raised against me which could have resulted in my assassination. I appeal to the Government of President General Agha Mohammad Yahya Khan to give us minimum protection against such deliberate misrepresentation.

I also propose to take up the Matter legally against those responsible Thousands of listeners at the Lahore meeting would corroborate the truth of my statement. I hope those who have published this news will in all a fairness publish my contradiction.

Later Maulvi Farid stood helpless when it was pointed out that some Press reported him to have described the scenes of January 18 at Paltan meeting in his speech at Rawalpindi meeting on January 16.

He said "I am sorry, I cannot help myself if the move takes such a turn that I described the scenes of January 18 Paltan meeting in my January 16 Rawalpindi meeting two days earlier. What I said in Rawalpindi was that disturbances may take place because some people are making preparations for breaking the projected meeting."

He was taking legal action, he said.

আজাদ

২৪শে জানুয়ারী ১৯৭০

কুমিল্লার জনসভায় শেখ মুজিব

গণতান্ত্রিক পরিবেশ অব্যাহত রাখার আহ্বান

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কুমিল্লা ২৩শে জানুয়ারী।–আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবাধে মতামত প্রকাশের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের জনসভায় শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা ও সহনশীলতা প্রদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এই সাথে তিনি কোন কোন দলকে লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্রের আয়োজনের মাধ্যমে জনসভা করিয়া উস্কানীমূলক বক্তৃতা দান হইতে বিরত থাকারও আহ্বান জানান।

দেশের কৃষক সমাজের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, পতিত খাস জমিসমূহ দেশের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হোক।

পল্টনের জনসভায় নিরীহ শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এছলামের নামে অন্যকে কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করা উচিত নহে। ইহাতে এছলামের আদর্শের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়।

জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সকলেরই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, তাই কাহারও কোন

সভা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা না হইলে বাধার সৃষ্টি করিবেন না। যে কোন সভায় বক্তব্য শ্রবণ করিবেন। আর যদি শুনিতে না চান সেখানে যাইবেন না।

কুমিল্লা শহরের ঐতিহাসিক টাউন হল ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব খোন্দকার মুস্তাক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শেখ মুজিব বলেন যে, ইতিপূর্বে পলটনে কয়েকটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহাতে কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হয় নাই। তাই তিনি লাঠি ও অস্ত্রের দ্বারা জনসভা নিয়ন্ত্রণ করিয়া উস্কানিমূলক বক্তৃতা না করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সকাল সাড়ে আটটার সময় মোটরযোগে কুমিল্লার পথে যাত্রা করেন। পথে মাতুয়াইল, ডেমরা, কাঁচপুর, ধানগড়, বৈদ্যের বাজার, বালুয়াকান্দি, বাউশিয়া, দাউদকান্দি, গৌরীপুর, শ্রীপুর, ইলিয়াটগঞ্জ, সুন্দলপুর, অজিদপুর, চর বতিনিয়া, চান্দিনা বাজার, সোনাকান্দি, কোদালিয়া সহ ২০টি স্থানে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। ডেমরা হইতে কুমিল্লা শহর পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানের রাস্তার উপর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়।

ডেমরায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক তাহাকে সম্বর্ধনা জানান। সেখানে তিনি বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন মিলের শ্রমিকগণ কয়েক ঘণ্টার জন্য কাজ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আগমন করে।

দাউদকান্দি ঘাট পার হইয়া মোটর সাইকেল ও ট্রাকের মিছিল করিয়া শেখ মুজিবকে কুমিল্লায় লইয়া যাওয়া হয়। মিছিলে "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ" "স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে" "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা" প্রভৃতি দাবী সহ বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের গমন কালে রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য জনতা তাঁহাকে শ্লোগান ও হাত তুলিয়া সম্বর্ধনা জানায়।

কুমিল্লায় তিনি নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর পৌছান। কুমিল্লার টাউন হল ময়দান ছাড়াও রাজপথ ও বিভিন্ন দালানের ছাদের উপর অগণিত লোক জমায়েত হয়।

আইয়ুব-মোনায়েমের আমলের শাসন ও শোষণ ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব জনসভায় বলেন যে, আইয়ুব- মোনেম সরকার এই দেশের জনগণকে গাধা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল। কিন্তু সেই জনগণের নিকট তাহাদের মাথা নত করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, অত্যাচার ও অবিচারের জন্য জনগণ তাহাদের কোনদিন ক্ষমা করিবে না।

স্বায়ত্তশাসন কেন দাবী করা হইয়াছে, উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন নাগরিক হইয়াও আমরা

বিগত ২২ বৎসর যাবত শোষিত হইয়াছি। যাহা কিছু ছিল উজার করিয়া দিয়াছি। এখন আমাদের অধিকার আমরা আদায় করিয়া লইতে চাই। সেই জন্যই স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে কোন দল স্বায়ত্তশাসন আগে চাহিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কাহাদের কাছে তাহারা স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছেন। তিনি বলেন, কাহারও দয়ার উপর আমরা স্বায়ত্তশাসনের জন্য নির্ভর করি না। স্বায়ত্তশাসন আমরা আদায় করিয়া লইব।

নির্বাচন বিরোধীদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন যে, যাহারা নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হইতে পারিবেন না, তাহারাই নির্বাচন চাহেন না।

বেকার সমস্যার কারণ

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যসহ সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, শিল্পপতি ট্যাক্স ফ্রি পায়। কিন্তু এই দেশের কৃষকের খাজনা, ট্যাক্সের জন্য হালের গরু ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রোক করা হয়। তিনি কৃষকের খাজনা মওকুফের কথা ঘোষণা করেন।

দেশের বেকার সমস্যার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, দেশে আজ দিনের পর দিন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকের বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। অথচ এই সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ নাই।

দেশের কুটির শিল্প অবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বিদেশী জিনিষপত্র আমদানী করিয়া এই দেশের কুটির শিল্প সম্পদকে ধ্বংস করা হইয়াছে। এই সাথে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, কুটির শিল্পকে বাঁচাইতে না পারিলে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। শ্রমিকদের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, শ্রমিকরা আজ তাহাদের ন্যায্য মজুরী পায়না। অথচ তাহাদের খাটুনির উপর মালিকগণ মুনাফা করিয়া চলিয়াছেন। শিল্প মালিকদের অর্থ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, বিভিন্ন ট্যাক্সের চাপে সাধারণ মানুষ আজ দিশাহারা। পেট ভরিয়া তাহারা খাইতে পায় না, । ট্যাক্সের বোঝা টানিবে কি করিয়া। বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স খাজনা হ্রাসের কথা ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, আমি এই দেশে কৃষক, শ্রমিক ও গরীবের রাজ কায়েম করিতে চাই। তিনি বলেন, বাইশটি পরিবার পাকিস্তানের সম্পদ ভোগ করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম।

৬-দফাকে যাহারা এছলামের পরিপন্থী বলিয়া আখ্যায়িত করেন, তাহাদের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, এছলামের আদর্শ ন্যায় ও সংগ্রামের জন্য আগাইয়া যাওয়া, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। তাই ৬-দফা আওয়ামী লীগ অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে।

তিনি ৬-দফাও ১১ দফার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবের সহিত আওয়ামী লীগের জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব মিজানুর রহমান, জনাব আবদুল মোমেনসহ অন্যান্য নেতা গমন করেন।

Pakistan Observer

24th January 1970

MUJIB'S CALL

Show tolerance while attending public meeting

COMILLA Jan. 23: Sheikh Mujibur Rahman, President of All Pakistan Awami League today called upon the people to show tolerance while attending public meetings organised by political parties, reports PPI.

Addressing a big gathering at a public meeting here this afternoon, the Awami League chief said that democracy had tought us the spirit of tolerance and that violence was opposed to democractic spirit.

He said that the people who did not like to bear something which was against his principle or ideology should not attend such public meeting. If they attend, he added they should listen to the speakers with a patience.

Sheikh Mujibur Rahman also urged the political parties not to hold public meetings being prepared with sticks and arms.

He said that the members of the public should not be provoked by the speakers at political meetings and words like "kafir" should not be used against the true Muslims of East Pakistan.

The Awami League chief said that leaders like Maulana Abul Ala Maudoodi could be backed by moneyed man to exploit the poor people of Pakistan but, he added, the people had identified their well-wishers this time and exploitation would not be so easy.

Sheikh Mujib pointed out that leaders like the Jamaat chief had been talking about the regional autonomy but he had not spoken a single word when the leaders and workers of Awami League were facing oppression and suppression during Ayub regime for demanding full regional autonomy.

He declared amidst applause that the people of East Pakistan would achieve full regional autonomy on the basis of Six-Point programme at any cost. As such they did not require any charity for the purpose, he added.

The Awami League chief called upon the people to guard against those politicians who had betrayed them for the sake of their selfish interests. Those persons, he pointed out did not mind sacrificing people's interest for accepting high offices like Governorship and Minister-ship.

Briefly touching on the economic plight of people created by widening disparity, he said that due to faulty policies adopted by previous governments the country had been brought to the brink of ruination.

He said that the 22 privileged families had concentrated national wealth while millions of people of both the wings of Pakistan had suffered badly.

Sheikh Mujibur Rahman declared that he was fighting for justice to the poor and would continue his struggle until people's rights were established.

Considering the slow development of the province he suggested that the Forth Plan should be deferred till shortfall in planned targets for East Pakistan during the Third Five Year plan was covered.

The Awami League chief demanded that the Government Khash land should be distributed among the landless peasants at once and the cottage industry should be properly developed by the government.

He said that the cottage industry could earn huge foreign exchange for the country as well as could solve the unemployment problem to a great extent by providing large number of people with employment in the industry.

Sheikh Mujibur Rahman pointed out that he had received reports that land revenue were being collected by way of issuing certificate to the peasants. Considering the crops and condition of our peasants, he suggested that the date for collection of land revenue should be extended up to the end of Bengali month Chaitra (Said-April).

Dawn
24th January 1970
Mujib's stress on tolerance
AL to struggle against any obstacle to polls
From MAHBUBUL ALAM

COMILLA, Jan 23: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, today made a fervent plea for tolerance and appealed to the people to allow all political parties to express their own views and not to create disturbance in any political meetings.

Addressing & mammoth public meeting in the local Town Hall maidan here this afternoon, Sheikh Mujibur Rahman said his party believed in democracy and freedom of expression, and firmly believed that no public meeting should be disturbed. He said the recent incident in Paltan Maidan in Dacca was highly regrettable and asked the people not to create disturbance in any meeting. The leaders should be able to speak without disturbance and if anybody was not interested in any meeting or speech, he should leave the meeting, the Awami League chief said.

ADVICE TO LEADERS

He also advised the political leaders not to cause provocation by their words and deeds. They should not carry lathis and swords to their meetings and should not call anyone "Kafir".

On arrival in Comilla town, about 67 miles from Dacca, the Awami League chief was accorded a tumultuous reception by thousands of enthusiastic people, A large number of welcome arches were constructed on the occasion of the Awami League leader's visit. Eighteen motor cycles escorted Sheikh Mujib's car from Daudkandi River Ghat to the Comilla town.

His motorcade was stopped at more than 20 places en route to Comilla from Dacca. He got down at every place and urged the people to rally round the Awami League. He also asked the people to continue their struggle to realise their demands as nothing can be achieved without movement.

In the Comilla meeting which was presided over by prominent Awami League leader, Khondakar Moshtaq Ahmed, Sheikh Mujibur Rahman cautioned those who were trying to subvert the coming elections and warned that he would launch a bitter struggle if they created difficulty in holding elections.

He said the people had achieved their right to vote after great sacrifice, during the 10 years of Ayub regime, and they would not tolerate any further obstacle in the way of elections.

FULL AUTONOMY

The Awami League chief said full regional autonomy as defined in his six-point programme must be achieved at any cost. He assured that they did not want secession but only regional autonomy which was essential for East Pakistan. He stressed Bengal could not survive without autonomy. He said he would not ask for regional autonomy from anyone but would achieve it.

In an obvious reference to Maulana Bhashani's party, Sheikh Mujibur Rahman said while some people want food before vote, "we want both food and vote." He said people had got back their right to vote at the cost of their blood and could not give it up. Agency reports add:

The Awami League chief said that it was easy to talk about "revolution" instead of going to the people for votes. He said that his party did not believe in such "revolution." "It is our firm belief that only through democracy the people's rights can be achieved," he said.

SIX-POINT PROGRAMME

Amidst slogans of "Allah-o-Akbar," Sheikh Mujibur Rahman Zindabad" and "Tomar Desh Amar Desh Bengladesh"; the Awami League chief declared that his party wanted to establish a society free from exploitation. He said that people's emancipation lay in his six-point programme.

Strongly defending his party's six-point programme, Sheikh Mujibur Rahman refuted the allegation that it was a secessionist's move. He said that "we will achieve regional autonomy through the Six-point programme." The Six-point programme he declared would not impair the integrity of the country. "We will implement the six-point and Pakistan will also retain."

VESTED INTERESTS

The Awami League chief said that only the vested interests of both the wings of the country were afraid of his six-point programme because they knew that the Awami League's fight was directed against then.

Ho said, “we have no grudge against the common people of West Pakistan since they were also sufferers at the hands of these vested interests.”

The Awami League chief said that leaders like Maulana Abul Ala Maudoodi could be backed by moneyed men to exploit the poor people of Pakistan. But he added, the people had identified their well-wishers this time and exploitation would not be so easy.

Sheikh Mujib pointed out that leaders like the Jamat chief had been talking about the regional autonomy but he had not spoken a single word when the leaders and workers of Awami League were facing oppression and suppression during the Ayub regime for demanding full regional autonomy.

The Awami League chief called up on the people to guard against those politicians who had betrayed them for the sake of their selfish interests. Those persons, be pointed out, did not mind sacrificing the people’s interest for accepting high offices like Governorship and Minister-ship.

ECONOMIC PLIGHT

Briefly touching on the economic plight of people created by widening disparity, he said that due to faulty policies adopted by previous Governments the country had been brought to the brink of ruination.

He said that the 22 families had concentrated national wealth while millions of people of both the wings of Pakistan had suffered badly.

Sheikh Mujibur Rahman declared that he was fighting for justice to poor and would continue his struggle until people’s rights were established.

Considering the slow development of the province, he suggested that the Fourth Plan should be deferred till short fall in planned targets for East Pakistan during the Third Five-Year Plan was covered.

The Awami League chief demanded that the Government land should be distributed among the landless peasants at once and the cottage industry should be properly developed by the Government.

He said that the cottage industry could earn huge foreign exchange for the country as well as could solve the unemployment problem to a great extent by providing a large number of people with employment in the industry.

Sheikh Mujibur Rahman pointed out that he had received reports that land revenue were being collected by way of issuing certificate to the peasants. Considering the crops and condition of our peasants, he suggested that the date for collection of land revenue should be extended up to the end of Bengali month Chaitra (mid-april).

The Awam League President said Islam teaches us to rise against all kinds of injustices and oppression. He assured his cheering audience that his party would not allow to pass any law repugnant to Islam.

LAST CHANCE

He declared that the forthcoming election was the last chance for the people to establish People's Government. If we loose the chance another might never come, he added.

Sheikh Mujib said “Autonomy is a necessity for East Bengal” since the two parts of the country are divided by about 1500 miles. He said this necessity was felt all the more during the last Indo-Pakistan war.

The Awami League Chief said that after the creation of Pakistan East Pakistan, sent some wisest Pakistanis to the Constituent Assembly from its Quota. “We also accepted parity.” But, he said that it was found that parity was not being maintained, East Pakistan had not more than 10 per cent representation in the Central Service though it has a population of 56 per cent.

The number of East Pakistan is in the Defence Service and the expenditure of Central Government for East Pakistan were too inadequate.

The Province’s foreign exchange earnings was much more than West Pakistan but its spending was much less. In this back ground, his party demanded regional autonomy.

He regretted that the Government could not take the flood control scheme in East Pakistan while giant projects like Mangla and Tarbela had been completed taking money from outside the Plan allocation.

Recalling the situation created during the last war against India, Sheikh Mujibur Rahman said that he had no other alternative but to demand full regional autonomy for East Pakistan and other regions of West Pakistan.

সংবাদ

২৪শে জানুয়ারি ১৯৭০

কুমিল্লার জনসভায় শেখ মুজিব

সকল ব্যক্তি ও দলকে মত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে

কুমিল্লা, ২৩শে জানুয়ারী (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উর্ধে তুলিয়া ধরার জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার।

অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান কালে তিনি বলেন, প্রত্যেক দলকে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে। এমনকি কোন দলের নেতাদের বক্তব্য শ্রবণে অনিচ্ছুক হইলেও জনসাধারণকে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুরূপ ভাবে তিনি রাজনৈতিকদলের সংগঠকদেরকে সভা সমিতিতে লাঠি বা অস্ত্র আনয়ন না করার অনুরোধ জানান।

সম্প্রতি পল্টনে আয়োজিত জামাত-সভার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলেন, জনগণকে কাফের ফতোয়া দেওয়ার অধিকার কোন দলের নাই। জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন খোন্দকার মোস্তাক আহমদ।

আওয়ামী লীগ প্রধান এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, জনতা সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করিবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তাহাদের অধিকার প্রয়োগ করিবে। তিনি বলেন, জনগণ যে কোন শক্তিশালী সরকার বিরোধী সংগ্রাম চালাইতে পারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা চক্রান্তকারীদের জন্য ভীত নহি, প্রয়োজন হইলে এমন আন্দোলন শুরু করা হইবে যাহাতে ইহারা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হইয়া পড়িবে।

তিনি বলেন, একটা দল ভোটের আগে ভাত চায়, আমি ভোট-ভাত উভয়ই চাই। এই দলটি ভোট না চাওয়ার কারণ তাহারা ভোটারদের ভয় করেন। তিনি বলেন, ভোটের জন্য জনগণের নিকট যাওয়ার চাইতে বিপ্লবের শ্লোগান দেওয়া খুব সহজ। তিনি বলেন, তাঁহার দল ঐ জাতীয় বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনতার অধিকার আদায় সম্ভব।

ছয় দফার সমর্থনে তিনি বলেন, উহার ফলে দেশ বিচ্ছিন্ন হইবে– ইহা ঠিক নহে, বরং উহার মাধ্যমে আমরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করিব। তিনি ঘোষণা করেন, ছয় দফাও বাস্তবায়িত হইবে পাকিস্তানও টিকিয়া থাকিবে।

তিনি বলেন, দেশের উভয়াংশের কায়েমী স্বার্থবাদীরাই তাহার ছয়দফাকে ভয় করে। কারণ, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে ইহা তাহারা জানেন। জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, দেশর ৮৫ ভাগ সম্পদের মালিক ২২টি পরিবারের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের কোন শত্রুতা নাই।

সম্বর্ধনা

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা হইতে কুমিল্লা যাওয়ার পথে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে বহু তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

আজাদ

২৫শে জানুয়ারী ১৯৭০

বগুড়ায় আওয়ামী লীগের জনসভা

৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিবে

বগুড়া, ২৩শে জানুয়ারী।– আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী আজ এখানে বলেন যে, ৬ দফা কর্ম্মসূচীতে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য সমপরিমাণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন বিধান রহিয়াছে–৬ দফার বাস্তবায়ন বিচ্ছিন্নতা নহে।

আজ অপরাহ্নে স্থানীয় আলতাফুন্নেসা ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে জনাব চৌধুরী আরো বলেন যে, ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দেশের উভয় অংশের পুঁজিপতিদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবে।

আওয়ামী লীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জম হোসেন বিগত ২২ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীদাওয়া উত্থাপন করিতে গিয়া আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, ৬ দফাই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি।

শাহ মোয়াজ্জম হোসেন ৬ দফার সমর্থনে জনমত যাচাই করিতে চাহিলে সভায় উপস্থিত কতিপয় শ্রোতা ১১ দফার সমর্থনে শ্লোগান দিতে থাকে। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল সভায় গোলযোগ চলিতে থাকে। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ সেবা সম্পাদক জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান মঞ্চে আসিয়া ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগও ১১ দফা সমর্থন করে তখন সভায় পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসে। –এপিপি/এপিএ

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে জানুয়ারি ১৯৭০

নির্বাচনী তৎপরতা : গোলযোগ নহে

গত গণ-আন্দোলনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে দাবী উত্থিত হইয়াছিল, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ ঘোষণার ভিতর সেই দাবীরই স্বীকৃতি ঘটিয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ একটি শাসনতন্ত্র লাভ করিবে, জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর হইবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের সমস্যা, দাবী দাওয়া এবং দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার হইবে, জনগণের সেই প্রত্যাশাই নির্বাচনে মূর্ত হইতে চলিয়াছে। এখন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। বস্তুতঃ শান্তিপূর্ণ পরিবেশই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পূর্বশর্ত।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাইতেছে, পহেলা জানুয়ারীর পর পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর এক মাসও না যাইতেই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা চলিতেছে। কোন কোন মহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্ররোচনা ও তৎপরতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

ধ্বংস ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার মাধ্যমে গণ-উত্তেজনা সৃষ্টি ছাড়াও দেশের উভয় অংশে অনুষ্ঠিত কয়েকটি জনসভায় গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে বাস্তব সত্যকে বিকৃত করার জন্য যদিও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের আশ্রয় লইয়াছে, তথাপি কাহারা এই বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং ধ্বংসাত্মক তৎপরতার হোতা, তাহা জনগণ জানিতে বাকী নাই। এই যে সন্ত্রাসমূলক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা, তাহা সব রকম গণতান্ত্রিক প্রয়াসের মূলেই কুঠারাঘাত করার শামিল। দেশের সকল গণতন্ত্রকামী এবং শান্তিবাদী মহল এই জাতীয় তৎপরতার নিন্দা করিয়াছেন। আমরাও কণ্ঠের সমস্ত শক্তি লইয়া ইহার নিন্দা করিয়াছি। গণতন্ত্রের পথ শান্তির, ধ্বংসের নহে। গণতন্ত্রের শিক্ষা ও পরমতসহিঞ্চুতা, হিংসাত্মক বা নাশকতামূলক কার্যে ইন্ধন যোগান নহে। সম্প্রতি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান শান্তির সপক্ষে অত্যন্ত সময়োপযোগী আহ্বান জানাইয়াছেন। জনসাধাণের প্রতি গণতন্ত্রের শর্তাবলী নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালনের আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী সকলেই নিজ নিজ মত প্রকাশের অধিকার আছে মতদ্বৈততার কারণে ভিন্ন দলের জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি না করার জন্য তিনি

জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। শেখ সাহেব বলেন, 'জনসাধারণ' যদি কোন দলের সভায় যান, সেখানে সেই দলের বক্তব্য শ্রবণ করা উচিত; আর যদি বক্তব্য পছন্দ না হয় বা সেই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সভা হইতে শান্তিপূর্ণভাবে চলিয়া আসা বাঞ্ছনীয়।

শেখ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা গণতন্ত্রকামী, শান্তিবাদী দেশপ্রেমিক জনগণের মনের কথারই প্রতিধ্বনি। সকল অবস্থায় জনগণকে শান্তির পথ অনুসরণ করিতে বলিয়া তিনি গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতিই অবিচল নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ গত গণআন্দোলনে আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের সকল নির্যাতন, নিপীড়ন ও চাপের মুখে যে গণতন্ত্রের জন্য দেশের মানুষের এত রক্ত দেওয়া, এমন আত্মত্যাগ স্বীকার করা, স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষিত হইলে সেই গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব? জনগণের সমস্যা, দাবী-দাওয়া, দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারই বা কিভাবে হইবে? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণদাবী অর্জনের পথ হইল নির্বাচন। ধর্ম বা প্রগতির নামে মানুষকে উত্তেজিত করিয়া, হিংসাত্মক শ্লোগান তুলিয়া, রক্তপাত ঘটাইবার বা আগুন জ্বালাইবার হুমকি দিয়া যাহারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় রত অথবা নির্বাচন বানচালের চেষ্টার তৎপর, তাহারা অনেক মূল্যে অর্জিত গত গণআন্দোলনের সাফল্যকেই বানচালের চেষ্টা করিতেছে মাত্র।

বস্তুতঃ বর্তমান সময় হইতেছে নির্বাচনী তৎপরতার সময়। এই সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহ সভা-সমিতি এবং সব রকমের গণসংযোগ অভিযানের মাধ্যমে জনগণের কাছে স্ব স্ব দলীয় কার্যসূচী পেশ করিবেন, বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে জনগণের রায় গ্রহণ করিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী তৎপরতার বাহিরে কোনরূপ গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা বা উত্তাপ সৃষ্টির সঙ্গত কোন হেতু থাকিতে পারে না। কথায় কথায় ধর্মঘট পালন বা হরতালের আয়োজন করার সময়ও এখন নহে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর পর এই যাবৎ তিনটি হরতাল পালিত হইয়াছে। ইহাদের পিছনে হয়ত যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, তবে ভবিষ্যতে কথায় কথায় হরতাল পালনের ব্যাপারে আরও অধিক বিবেচনার পরিচয় দেওয়া দরকার। প্রধানত কোন দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সরকারকে বাধ্য করার জন্য বা সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত প্রদর্শন বা যাচাইয়ের জন্য হরতালের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন আইয়ুবের স্বৈরাচারী আমলে ইহার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার একান্তভাবেই অন্তর্বর্তীকালীন ও নির্দলীয় সরকার। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ওয়াদাবদ্ধ। এমতাবস্থায় দরিদ্র

জনগণের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কারণ ঘটাইয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের অচলাবস্থা সৃষ্টি করিয়া, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ব্যাহত করিয়া হরতাল পালনের কি স্বার্থকতা, তাহা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কোন রকম গোলযোগ সৃষ্টি বা ঘন ঘন হরতাল পালন নহে, বরং এই ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন দলের কর্মসূচীভিত্তিক নির্বাচনী তৎপরতা চালাইয়া যাওয়াই সকল গণতন্ত্রকামী রাজনীতিবিদ, কর্মী এবং অনুসারীদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ বলিয়া আমরা মনে করি।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে জানুয়ারি ১৯৭০

গ্রামে গ্রামে ৬-দফা সংগ্রামের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া তুলুন

কুমিল্লার জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

কুমিল্লা, ২৩শে জানুয়ারী– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ কুমিল্লা টাউন হল ময়দানের বিরাট জনসমাবেশকে কুমিল্লা জেলার গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া ৬-দফার অজেয় দুর্গ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

৬-দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবর রহমান টাউন হলের বিশাল জনসমাবেশকে ৬-দফার তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, সিন্ধু নদীর অববাহিকায় পানি সেচের প্রশ্ন নিয়া যখন বিভ্রাট দেখা দেয়, তখন ভারত সরকারের সঙ্গে পাকিস্তান সরকার আলাপ আলোচনা করে, সমঝোতা করে। আর যখন গোমতির বাঁধ ভাঙ্গে, জিরাতিয়া প্রজারা ভারতীয় নীতির শিকারে পর্যবসিত হইয়া সর্বস্বান্ত হয়, ত্রিপুরার মুসলমান যখন বিতাড়িত হইয়া উদ্বাস্তু বনে, ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করিয়া ভারত যখন উত্তর বঙ্গকে মরুভূমি করিয়া তোলে, তখন ভারতের সঙ্গে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সমঝোতা করিতে পারে না। তখন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ছাড়া ভারতের সঙ্গে সমস্যাবলীর সমাধান করা যায় না। জিজ্ঞাসা করি, সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির সময় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা হয় নাই কেন? আমরা যখন বন্যা সমস্যার সমাধান চাই, তখন আমরা হই ভারতের দালাল। আর উনারা যখন মারীতে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে সিন্ধু অববাহিকা প্রশ্ন লইয়া

আলাপ-আলোচনা করেন, তখন তাঁহারা থাকেন পাকিস্তানী। আমাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া আমাদের অপবাদ দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের এই সর্বনাশ উনারা কেন করিয়া চলিয়াছেন?

উদ্বাস্তু কর যায় কোথায়?

ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিতাড়িত মুসলমান উদ্বাস্তু এবং জিরাতিয়া প্রজাদের সমস্যাবলীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর হইতে আজ পর্যন্ত আমরা উদ্বাস্তু কর দিয়া আসিতেছি। এই করের টাকা কোথায় যায়? আমাদের উদ্বাস্তুরা এই অর্থ হইতে সাহায্য পায় না কেন? উনাদের উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্তু, আমাদের উদ্বাস্তুরা নন কেন? পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বৎসর বন্যায় ২০০ কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। অথচ এখানে বন্যানিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানে যখন তারবেলা, মঙ্গলা প্রভৃতি বাঁধ একের পর এক নির্মিত হইতেছে, তখন বছরের পর বছর কুমিল্লার গোমতির বাঁধ ভাঙ্গিতেছে কেন?

স্বায়ত্তশাসন কেন?

শেখ মুজিবর রহমান শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন যে, আমরা ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন কেন চাহিয়াছি, স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন কি, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা দরকার। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা কি ছিল? পাকিস্তানের তদানীন্তন সুপ্রীম কমাণ্ডার মহাশক্তিধর প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ইচ্ছা করিলে এখানে আসিতে পারিতেন কি? পারিতেন না। একটি পোষ্ট কার্ডও আসিতে পারে নাই। টেলিফোনের যোগাযোগ ছাড়া কিছু ছিল না। ভারত যখন লাহোর আক্রমণ করে তখন আমরা আমাদের অবস্থার কথা ভুলিয়া সংঘবদ্ধভাবে ভারতের যুদ্ধরাজনীতির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াহয়াছি। লাহোরের উপর আক্রমণ, আমাদের উপর আক্রমণ। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করিত, তবে আমরা আমাদের লাঠি-সড়কি লইয়া স্বদেশভূমি রক্ষার জন্য জীবনমরণ সংগ্রাম করিতাম। কিন্তু হাতিয়ার আসিত কোথা হইতে?

তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, বিদেশ হইতে দুই হাজার কোটি টাকা ঋণ করিয়া যে স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইল, সে স্থলে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইল কেন? আমরা আপনাদের ভাই। আমাদের উপর যখন এই বেইনসাফটা হয়, তখন আপনাদের মুখে রা বাহির হয় নাই কেন? আমাদের দাবী উঠিলেই আমরা অনৈসলামিক কাজ করি, ইসলাম বিপন্ন হয়-আপনারা আমাদের সম্পদ যখন লোপাট করিয়া নেন, তখন ইসলাম বিপন্ন হয় না কেন?

বরকত-সালাম কি হিন্দু ছিলেন?

পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হইলেই পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর মানুষ কর্তৃক উহাতে হিন্দুদের হাত আবিষ্কার করার প্রবণতার উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবীদাওয়া লইয়া যখনই ছাত্র-শ্রমিক-জনতা আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর লোক এই আন্দোলনের পশ্চাতে হিন্দুদের দাবী আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নিকট আমি জানিতে চাই, মাতৃভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকত, সালাম কি হিন্দু ছিলেন? এযাবৎ বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে যাহারা শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের কেহ কি হিন্দু আছেন? আমরা যতখানি জানি, এ যাবৎ খুলনায় একজন খৃষ্টান ছাড়া আর কোন সংখ্যালঘু গণ-অভ্যুথানে শহীদ হন নাই। এই অবস্থায় হিন্দুদের উপর এই দোষারোপ কেন? আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই যে, হিন্দুরা এদেশের নাগরিক, মুসলমান নাগরিকদের মতই তাহাদের সমান অধিকার আছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে জানুয়ারি ১৯৭০

‘সবকিছুতেই শেখ মুজিবকে জড়িত করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে’

পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর রাজনীতিকের ভূমিকা সম্পর্কে

পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ নেতা

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৩শে জানুয়ারী– পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ বদর মুনীর গতকাল বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে। কিন্তু জামাতে ইসলামী একটি আসনও দখল করিতে পারিবে না। তিনি আরও বলেন যে, কেবলমাত্র সেই দলই নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করিবে-- যাহারা নিজেদের পরাজয়ের ভয়ে ভীত।

জনাব মুনীর অভিযোগ করেন যে, জামাতে ইসলামী ঢাকার ঘটনাকে বিকৃত করিয়া শেখ মুজিবর রহমান ও তাহার দলের বিরুদ্ধে এক ‘নতুন অভিযান’ পরিচালনার জন্য মাঠে নামিয়াছে।

এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, প্রকৃত ঘটনা যথাযথভাবে বিবেচনা না করিয়াই আরও কিছু সংখ্যক নেতা ও দল জামাতে ইসলামীর কথায় সায় দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে হৈ-চৈ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছে। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগকে প্রতিটি

ঘটনার জন্য দায়ী করাই যেন কতিপয় নেতা বিশেষতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতা ও দলের ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণও শ্রোতা সাধারণই দেখিয়াছেন, ঢাকায় জামাতে ইসলামীর সভায় সংঘটিত গোলযোগ ও সংঘর্ষের জন্য জামাতের স্বেচ্ছাসেবীরাই দায়ী। তিনি বলেন, এই সকল ‘স্বেচ্ছাসেবী’ বেপরোয়াভাবে শ্রোতাদের ধরিয়া প্রহার করিতে শুরু করেন এবং এমনকি সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদেরও তাহারা ছাড়িয়া দেন নাই।

তিনি আরও স্মরণ করাইয়া দেন যে, পরবর্তী পর্যায়ে লাহোর, করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডিতে সংবাদপত্র অফিস ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিসে গুণ্ডামিমূলক হামলা হইতেই প্রমাণিত হয়, ঢাকার সংঘর্ষের জন্য কাহারা দায়ী। তিনি আগামী কয়েক দিবসের মধ্যেই ঢাকায় অনুষ্ঠিত জামাতের জনসভায় সংঘটিত ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রদান করিবেন বলিয়াও জানান। -এপিপি

Morning News

28th January 1970

Mujib deplores violence, calls for restraint

From Our Special Correspondent

Comilla, Jan. 23: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, yesterday called upon the people to exercise utmost restraint and tolerance while attending the public meetings of different political parties.

Addressing a huge public meeting here this afternoon, the Awami League chief particularly advised his partymen not to go to the public meetings of those with whom they did not see eye to eye he said democracy taught tolerance and restraint and not violence and intimidation. If they attend. They should listen with patience whatever the speakers said.

In a specific reference to the Paltan Maidan disturbance of January 18 at Jamaat’s public meeting, Sheikh Mujib denied the allegation that his partymen were responsible for the incident. He said “no workers of our party went there.”

The Sheikh in his 40-minute speech said that the volunteers of Maulana Maudoodi came to the Paltan meeting armed with lathis and other weapons. No political party should hold meeting armed

with such weapons. He said the members of the public should not be provoked at the meetings by speakers by using abusive languages about other political parties, personalities and their opinions.

Sheikh Mujib cautioned those who often branded the Muslims of East Pakistan as “kafirs”. The Muslims here were as good and faithful as others.

The Awami League Chief said that the leaders like the Chief of Jamaat Islami had been talking about regional autonomy, What sort of autonomy Maulana Maudoodi now wants? he asked.

He said that various people were now trying to capture power and befool people particularly of East Pakistan by giving lofty promises. He said that these people had not spoken a single word when the leaders and workers of Awami League were facing oppression and suppression in the hands of Ayub regime for ventilating the grievance and demands of the people.

PARASITES

The Sheikh called upon the people to identify these persons whom he termed as “parasites”. These persons, he reminded did not mind sacrificing people’s interests for capturing powers and positions.

Outlining his party policy, the Awami League Chief demanded that “khas” lands of the Government should immediately be distributed among the landless peasants. He also demanded that revenues on land up to 25 bighas should be exempted for five years and after ten years the system of land revenue should completely be abolished amidst applause, he declared that his party, if it returned to power, would fulfil all these demands.

Sheikh Mujib while speaking about the present unemployment problem, emphasised that cottage industry should be encouraged and developed properly by the Government. Unless this was done we would not be able to solve our increasing unemployment problem.

Referring to the reports of forcible collection of land revenues in villages by issuing Certificates, Sheikh Mujib urged the Government to immediately stop such collections. He said that the condition of crop this year was far, from satisfactory and peasants were now living in extremely economic hardships. He suggested that the collection period of all arrear land revenues should be extended up to the Bengali month of Chaitra (March-April).

OFFICIALS WARNED

The Awami League Chief warned a section of the Government officials who, he said, were engaged in a conspiracy to sabotage elections. He hoped that the people would foil the design of the conspirators and exercise their rights through elections. He said that in the past the people had proved that they could wage struggle against a Government whatever might be its power and strength. “We are not afraid of these conspirators. If necessary we will build up such a movement that would eliminate them politically”, the Sheikh said.

He said a political party wanted food before elections. I want both food and elections. This particular party do not want elections because it was afraid of the voters.

The Awami League Chief said that it was easy to talk about “revolution” instead of going to the people for votes. He said that his party did not believe in such “revolution”. “It is our firm belief that only through democracy, people’s right can be achieved”, he said.

6-POINT PROGRAMME

Amidst slogans of “Allah-Ho-Akbar”, “Sheikh Mujibur Rahman Zindabad” and “Tomar Desh Amar Desh Bangla Desh”, the Awami League Chief declared that his party wanted to establish a society free from exploitation. He said that people’s emancipation lay in his six-point programme.

Strongly defending his party’s six-point programme, Sheikh Mujibur Rahman refuted allegation that it was a secessionist’s move. He said that “we will achieve regional autonomy through the six-point programme”. The six-point programme, he declared would not impair the integrity of the country. “We will implement the six-point and Pakistan will also remain.”

The Awami League Chief said that only the vested interests of both the Wings of the country were afraid of his six-point programme because they knew that the Awami League’s fight was directed against them.

He told the meeting: “Our fight was against the 22 families who had accumulated 80 percent of the resources of the country”.

He said: “We have no grudge against the common people of the country.”

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে জানুয়ারি ১৯৭০

রাজশাহীর পথে সম্বর্ধনাকারীদের উদ্দেশে শেখ মুজিব

বাংলার গণমানুষের অস্তিত্বের তাগিদেই ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চাই

(ইত্তেফাকের পাবনা প্রতিনিধি প্রেরিত)

নগরবাড়ী (পাবনা), ২৯শে জানুয়ারীথ– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সন্ধ্যায় এখানে বলেন যে, বাংলার গণমানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে কৃষক-শ্রমিকসহ সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব টাকা হইতে রাজশাহী যাওয়ার পথে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সমাগত বিপুল জনতার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেছিলেন। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যখনই স্বায়ত্তশাসন বা কৃষক-মজুরের বাঁচার দাবী উত্থাপন করে, তখনই কায়েমীস্বার্থের দালালরা ইসলাম গেল, 'পাকিস্তান গেল', বলিয়া হৈ চৈ শুরু করিয়া দেয়। তিনি বলেন, ধর্ম ও সংহতির জিগির তুলিয়া যারা পাকিস্তানে শোষণতন্ত্র কায়েম করিতে চায় তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম-দেশের কোন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই।

আগামী সাধারণ নির্বাচন বানচালের জন্য স্বার্থবাদী মহল চক্রান্ত চালাইতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব জনসাধারণের প্রতি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

নগরবাড়ী ঘাটে নির্মিত ৬-দফা তোরণের পার্শ্বে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ হইতে সমাগত বিশাল জনতা বিকাল হতেই শেখ সাহেবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সন্ধ্যায় তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন, মোল্লা রিয়াজুদ্দিন, জনাব ইফতেখার উদ্দিন (খসরু) প্রমুখ দলীয় নেতা ও কর্মী সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে জনতা বিপুল উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা '৬-দফা, ১১-দফা জিন্দাবাদ', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে নেতাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায়।

জনতার অনুরোধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর শেখ সাহেব সদলবলে রাজশাহী রওয়ানা হইয়া যান। আজ (শুক্রবার) সেখানে তাহার একটি জনসভায় বক্তৃতা করার কথা।

রাজশাহী উপস্থিতি

গতকাল (বৃহস্পতিবার) গভীর রাত্রে ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি রাজশাহী হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান গত রাত্রে নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পরে রাজশাহী পৌঁছিয়াছেন। নেতাকে সম্বর্ধনা জানাইবার উদ্দেশ্যে নগরবাড়ী হইতে রাজশাহী পর্যন্ত এক শত মাইল পথে দশটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি বিরাট মশাল শোভাযাত্রা বাহির করিয়া ৬-দফা ও ১১-দফার সপক্ষে ধ্বনি প্রদান করে।

Pakistan Observer

31st January 1970

Fight against vested interest, says Mujib

RAJSHAHI, Jan. 30: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today urged the people of West Pakistan to take of the leadership and launch struggle against "jagirdas" and "Vested interest" who have been exploiting them for the last 22 years, reports APP.

Sheikh Saheb was addressing a big public meeting at Madrasah Maidan.

Sheikh Saheb said people of Bengal always struggled against jagirdas and vested interest who have been exploiting people of both wings of Pakistan. While leadership in Bengal came from middle and lower class of people representing the general mass, leadership remained limited within landlords and 22 families in West Pakistan who also had tried to meet their selfish ends. He, therefore, asked, people of West Pakistan to rise against these elements.

Sheikh Saheb asked Government to dissolve system of basic democracy immediately, particularly Union Councils which were elected during previous regime. He demanded Union Councils of nominated members from amongst teachers and social workers pending election which should also be declared. Chairman and Vice Chairman of these bodies should be elected directly by peoople, he said. Sheikh Saheb criticised the extension of basic democracy system by the Government because, he said, it had created real problem in the country. Sheikh Saheb asked the Government to stall works on next Fourth Plan till shortfalls totalling about Rs. 1100 crores of three last plans for East Pakistan were first spent in the province. He wondered as to how the shortfall should occur in case of East Pakistan while the allocation for West Pakistan was fully utilised.

This deliberate creation of shortfall now amounted to huge sum of Rs.1100 crores which must be spent first in East Pakistan to prepare ground for undertaking Fourth Plan, he said.

Sheikh Saheb regretted that pleas and excuse such as shortage of fund were raised whenever it came to projects which concerned the life and death question of Bangla. He listed flood problems, Farakka barrage, construction of Jumana bridge completion of Teeesta barrage as some of the questions which were deliberately left out but at the same time Indus Basin works which involved construction of Tarbela and Mangla Dam worth crores of rupees were taken up in collaboration with India, ironically rivers for which the treaty was concluded with India flowed through Kashmir the dispute of which was yet to be solved.

He, therefore, asked the Government to take up Farakka and flood problems immediately in the same earnestness as in the case of Indus Basin and Rann of Kutch. He said there would be no problem for money as it was not in the case of others in West Pakistan.

Sheikh Saheb dwelt at length on autonomy and said that it was designed to strengthen Pakistan for which huge sacrifices were made. He said Nasrullah Moudoodi Daultana axis had raised protest against the autonomy demand in the same way as the men of Ayub Khan wanted to throttle it in infancy when autonomy demand under six-point was made. Because, he said, these people want to sustain dictatorship in the country to further their selfish ends. Autonomy was not to divide Pakistan but to establish a society from exploitation for which freedom was won, he said. He referred to 1965 situation which as pointer as to why autonomy was necessary.

Pakistan Observer

31st January 1970

Sabur attacks 6-point programme

From Our Staff Correspondent

KHULNA, Jan. 30: Khan A. Sabur criticised the exponent of Joy Bangla which he said has come from across the border to sabotage the integrity of Pakistan.

Launching his first election campaign in Khulna this evening before a public meeting the former Central Minister made frontal attack on the Six-points. While explaining the utility of the Six Points he pointed out that it did not reflect the hopes and aspirations of the people of the province.

Referring to the truimphant victory of Jukta Front in 1954 and the 21 points Mr. Sabur said that these so-called friends of Bengal were once again trying to rebuff the country in order to capture power.

Speaking about the movement of progressive parties he said that all their activities were directed towards disintegrating Pakistan and in a bid to face those elements. Mr. Sabur pleaded for lifting of the ban on the Communist party which was working underground against the concept of Pakistan. He said “let them come before the public who would face them.”

Commenting on global politics he cautioned the people that in view of the next 1972 American election before which the entire forcers were to be withdraw from Vietnam he said that the imperialist powers would try to open up a new front in Asia to face China and make a new Vietnam in East Pakistan and said further that Six-Points of Sk. Mujibur Rahman was the result of such global strategy.

Dawn

31st January 1970

Mujib wants autonomy on basis of 6 Points
People asked to be on guard against bid to sabotage polls

RAJSHAHI, Jan 30: Sheikh Mujibur Rehman yesterday reiterated that the question of autonomy must be solved on the basis of six-point programme and that the future Constitution be framed with 11-point programme in view.

Addressing gatherings at Nagarbari, Natore and Rajshahi University while on his way to Rajshahi from Dacca the Sheikh called upon the people to beware of “parasites of Bangla Desh” and uproot them through the ballot in the ensuing elections.

Sounding a note of caution to the “exploiters of Bangla Desh” he said the people of Bangla Desh would not allow any more exploitation of their wealth.

He asked the people to be on guard against the elements who were out to sabotage the people’s movement for restoration of democracy in the country.

Thousands of people waited at three places for the Sheikh and made him alight from his car and address the cheering crowd who showered petals and garlanded him profusely.

The Awami League chief is accompanied by Mr Tajuddin Ahmed, General Secretary, and some other members of his Party.

Earlier, Sheikh Mujib asked the people to close their ranks against the "exploiters" who have again been active recently.

Addressing a big welcome crowd at Nagarbari Ghat, the Awami League leader said the people of East Pakistan had made "enough sacrifice." It was time that "the exploiters" paid back their debts.

He told the cheering crowd that these elements had always raised the bogey of "Islam in danger" and "the integrity of the country at stake" whenever East Pakistan's demands were voiced.

Sheikh Mujib said: "We are Muslims to the core of our heart and we shall not be made into new converts that we have to learn from them."

Sheikh Mujibur Rahman warned against any attempt to sabotage the elections and asked people to the vigilant.

He pointed out that huge sums were spent on shifting of the Federal Capital but the Government failed to provide money for solving East Pakistan's flood problem or for the Rooppur nuclear project.

Immediately after his arrival Sheikh Mujib went to Rajshahi Medical College Hospital where Pabna district's Awami League President A. Amjad nursing an accident injury, is improving.

He also addressed a workers rally. -APP.

সংবাদ

৩১শে জানুয়ারি ১৯৭০

শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তোলাই স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য : মুজিব

রাজশাহী, ৩০শে জানুয়ারী (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য স্থানীয় মাদ্রাসা ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিবে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য নয়, বরং এক শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ১৯৫৬ সালের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল তখন যেমন এক ব্যক্তি (আইয়ূব খান) উহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল আজকের নসরুল্লাহ, মওদুদী, দৌলতানা চক্র একইভাবে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিতেছেন। শেখ মুজিব বলেন যে, এই সকল লোক তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশে একনায়কত্ব বজায় রাখিতে চাহিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান অবিলম্বে ফারাক্কা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনা ও কচ্ছ রানের মত একই গুরুত্ব দিয়া আশু সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে অর্থ কোন সমস্যাই হইতে পারে না, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায় তাহা হয় নাই।

শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি জমিদার, জায়গীরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সামন্তবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে এই কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাহাদের শোষণ চালাইয়া যাইতেছে।

শেখ মুজিবর তাঁহার ভাষণে পূর্ববর্তী সরকার আমলে নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং বুনিয়াদী গণতন্ত্র কায়দায় ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের নির্বাচনের প্রথা বাতিলের দাবী জানান। তিনি প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান প্রভৃতি নির্বাচনের দাবী জানান। এই নির্বাচন সাপেক্ষে তিনি শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের মধ্য হইতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়নের সুপারিশ জানান। বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রথার সম্প্রসারণের সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ইহাই দেশে সত্যিকার সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে ১১শত কোটি টাকা অব্যবহৃত থাকিয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, আগে এই টাকা প্রথম কাজে খাটাইতে হইবে, উহার পর চতুর্থ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দেওয়া উচিত। পূর্বাহ্নে শেখ মুজিব রাজশাহীতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সংবাদ

৩১শে জানুয়ারি ১৯৭০

শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক

শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান

রাজশাহী, ২৯শে জানুয়ারী (এপিপি)।– আজ এখানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সকল বিভেদ ভুলিয়া শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন। নির্বাচন প্রাক্কালে শোষকগণ পুনরায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

নগরবাড়ী ঘাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনা দানের উদ্দেশ্যে সমবেত এক বিরাট জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়া শেখ সাহেব বলেন, বাংলার মানুষ এই

পর্যন্ত অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু শোষকদের সামনে এখন এই সকল ঋণ পরিশোধ করার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্লোগান দানরত হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতাদের তিনি বলেন, যখনই পূর্ব বাংলার কোন দাবী দাওয়ার কথা তোলা হইয়াছে, তখনই এই শোষক গোষ্ঠী "ইসলাম গেল" "দেশের সংহতি বিপদাপন্ন" প্রভৃতি বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

১১-দফা কর্মসূচীর মধ্যে কিভাবে ৬-দফা সন্নিবেশিত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, নসরুল্লাহ-মওদুদী চক্র পুনরায় বাংলার অধিকারের বিরুদ্ধে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলেন, 'আমরা মনে প্রাণে মুসলমান, কাজেই তাঁহাদের কাছ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আমরা মুসলমান হইতে চাই না।' জনগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, নির্বাচন বানচাল করিয়া দিয়া এই সকল লোক জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হরণ করিতে চায়।

নির্বাচন বানচালের যে কোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'ভোটের মাধ্যমে আমাদের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হইলে অন্য যে কোন উপায়ে আমরা তাহা আদায় করিব।'

তিনি বলেন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যেখানে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়, সেখানে উত্তরবঙ্গের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যমুনা ব্রিজের জন্য অর্থ বরাদ্দে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। একইভাবে বন্যা সমস্যা, রূপপুর পরিকল্পনা প্রভৃতিও অবহেলিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

পথিমধ্যে শেখ সাহেব আরও অনেক জন-সমাবেশে ভাষণ দেন। নাটোর, পুটিয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে মশাল মিছিলের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

পূর্বদেশ

৩১শে জানুয়ারি ১৯৭০

রাজশাহীর জনসভায় শেখ মুজিবঃ

শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান

রাজশাহী, ৩০শে জানুয়ারী, (এপিপি)।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, গত বাইশ বছর ধরে যে সব জায়গীরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীর দল অত্যাচার আর নির্যাতন চালিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্থানীয় মাদ্রাসা ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষ সব সময়েই কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

চালিয়ে আসছে। পূর্ব বাংলার যেখানে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃত জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে নেতৃত্ব বাইশটি পরিবারের হাতে সীমিত রয়ে গেছে। তাই আজ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের উচিত এদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করা।

শেখ সাহেব মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে সরকারের সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে এ ব্যবস্থা বাতিল করে শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন দিয়ে নতুন ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা উচিত এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের যে সব নির্বাচন মুলতবী রয়েছে শিগ্‌গিরই সেগুলোর ফলাফল ঘোষণা করা উচিত। তিনি বলেন, ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনয়ন দেয়া হলেও চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হওয়া উচিত। গত তিনটি পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে যে ১১ কোটি টাকা কম পড়েছে তা প্রদেশে পাঠিয়ে দেবার পূর্ব পর্যন্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ স্থগিত রাখার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি সিন্ধু অববাহিকা ও কচ্ছের রানের মত ফরাক্কা ও বন্যা সমস্যা সম্পর্কে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্যেই প্রয়োজন অথচ নসরুল্লাহ-মওদুদী- দৌলতানা চক্র এর বিরোধিতা করেছে। এরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে দেশে একনায়কত্ব কায়েম রাখতে চায়।

শেখ মুজিব বলেন, আমরা মনে প্রাণে মুসলমান এবং কারো শেখান পথে আমরা নতুন মুসলমান হতে চাই না। তিনি নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা থেকে রাজশাহী যাবার পথে শেখ মুজিব বেশ কয়েক স্থানে পথি পার্শ্বস্থ জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। তিনি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনকে দেখতে গেলে মেডিকেল ছাত্ররা তাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

দৈনিক পয়গাম

৩১শে জানুয়ারি ১৯৭০

পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি শেখ মুজিবঃ

জাগিরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান

রাজশাহী, ৩০শে জানুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য জাগিরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

স্থানীয় মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দান কালে তিনি বলেন যে, জাগিরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলই বিগত ২২ বৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষকে শোষণ চালাইয়া আসিতেছে। তিনি বলেন যে, বাংলার জনসাধারণ সব সময়ই জাগিরদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে। বাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে যখন মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী হইতে নেতৃত্ব আসিয়াছে, ঠিক সেই সময় পাকিস্তানের নেতৃত্বে আসীন রহিয়াছেন জমিদার ও তথাকার বাইশটি বৃহৎ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা। তাই তিনি ঐসকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব সরকারের প্রতি অতিসত্বর মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া সাবেক শাসনামলে নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করার আহ্বান জানান। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিদের সমবায় ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার তিনি দাবী জানান।

সরকার কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির মেয়াদ বৃদ্ধির তিনি সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ইহা দেশে এক ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করিবে। সরকারের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বিগত তিনটি পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তান প্রায় এগার শত কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োজিত সকল অর্থ যেখানে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘাটতি পড়ে কিরূপে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সিন্ধু বাঁধ ও কচ্ছের রান পরিকল্পনার ন্যায় পূর্বাঞ্চলের ফারাক্কা ও বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যখন অর্থের অনটন হয় না তখন পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও অর্থাভাব ঘটিবেনা বলিয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বহু আত্মত্যাগের ফলে অর্জিত পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য স্বায়ত্তশাসন অতীব প্রয়োজন। কিন্তু নসরুল্লাহ মওদুদী দৌলতানা গোষ্ঠি স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য আইয়ুব যে পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এই নেতৃবৃন্দও একই পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন। কারণ ইহারা আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য দেশে এক নায়কত্ব অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট।

তিনি বলেন যে, স্বায়ত্তশাসন পাকিস্তানকে বিভক্ত না করিয়া বরং শোষণমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে। ১৯৬৫ সালের উদ্ভূত পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া তিনি স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলেন। - এপিপি।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

বাংলার আলো-হাওয়া-মাটি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে আওয়ামী লীগের ৬ দফা

ব্যবসায়ের নামে আর জুয়া নয়:

কর্নফুলী কাগজের কল সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে : শেখ মুজিব

॥ তাহের উদ্দিন ঠাকুর ॥

টাঙ্গাইল, ১লা ফেব্রুয়ারী– বৃটিশ শাসনের বর্বর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া একদিন যে ভূখণ্ডের বীর সন্তান শাসক ইংরাজের মুণ্ড কাটিয়া বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া দিয়াছিল, সেই টাঙ্গাইল জেলার (টাঙ্গাইল বা ঝুলাইয়া দিল) উত্তরসূরী বীর সন্তানেরা বিস্মৃতির আবর্ত হইতে তাহাদের অতীত শৌর্যবীর্যকে ছিনাইয়া লইয়া আজ স্থানীয় পার্কে নির্যাতন-নিষ্পেষণ, অত্যাচার-অবিচারের অবসান ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দুর্বার শপথ গ্রহণ করেন। নূতন জেলা টাঙ্গাইলকে অবাক করিয়া দিয়া, টাঙ্গাইলের মানুষকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া দিয়া, সন্তোষের সাম্প্রতিক 'সর্বহারা সম্মেলনের' বিভ্রান্তিকে ধুইয়া-মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া আঠার লক্ষ মানুষের জেলা টাঙ্গাইলের বুকে আজ এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচিত হইয়াছে। টাঙ্গাইলের শীর্ণ নদী লৌহজঙ্গ আজ উদ্দামবেগে তা তা থৈ থৈ নৃত্য করিয়া সমগ্র জেলার প্রান্তরে প্রান্তরে প্রাণের জোয়ার বহাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেই উদ্দাম জোয়ার দুর্মদবেগে স্থানীয় পার্কে আসিয়া জাগ্রত বাংলার গণজাগরণের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। লাখো জনতার হৃদয়-নিংড়ানো ভালবাসার অনন্ত স্রোতপ্রবাহে অবগাহন করিয়া কৃতজ্ঞ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব বাংলার ৭ কোটি মানুষের উপর তাঁহার অটুট আস্থা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন, জনগণের উপর আমার বিশ্বাস অসীম, এই বিশ্বাসের উপর ভর করিয়াই আমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়িয়াছি। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি দেশবাসীকে আশ্বাস দিতে পারি যে, সংগ্রামের বন্ধুর পথের শেষে জয় আপনাদের অনিবার্য। বিশাল জনসমুদ্র গগনবিদারী গর্জনে নেতার আশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের ইস্পাতকঠিন শপথ গ্রহণ করে।

টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবং আওয়ামী লীগের জনক মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীতে উৎসর্গিকৃত 'ইত্তেফাকে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাপ্রাণ মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং শেখ সাহেবের স্মারক চিত্রে সুসজ্জিত আইয়ুব মণ্ডপ হইতে এদেশের শিক্ষিত সমাজের প্রাণের দাবীর প্রতিধ্বনি করিয়া শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে প্রদেশের প্রাচীনতম কাগজকল কর্ণফুলী পেপার মিলটিকে দাউদদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার দাবী জানান। সরকার যদি এই দাবী পূরণে ব্যর্থ হন, তবে জনগণের সরকার কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণফুলী কাগজকলটিকে জনগণের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া তিনি দেশবাসীকে আশ্বাস দেন।

আইয়ুব সরকার বিনা টেণ্ডারে লোক চক্ষুর অন্তরালে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রদেশের প্রাচীনতম কাগজকলটিকে যেভাবে দাউদদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, উহার কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, গত দশ বৎসর পাকিস্তানে ব্যবসার নামে জুয়াখেলা হইয়াছে। ডিকেডী সরকার ছিলেন সে জুয়াখেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জনসাধারণের আট কোটি টাকা ব্যয়ে সভ্যতার প্রধান বাহন কাগজের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে কর্ণফুলী কাগজ কলটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই কাগজ কলটিকে বিনা টেণ্ডারে নামমাত্র মূল্যে রাতের অন্ধকারে আইয়ুব ও তার সরকার দাউদদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ব্যবসার নামে এই জুয়াখেলা দেশবাসী স্বীকার করে না। দাউদরা দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে ন্যক্কারজনকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। অন্যায়ভাবে মুনাফা লুটিবার জন্য তাহারা কাগজের মূল্য ক্ষেত্রবিশেষে ৬ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। কাগজের দুর্মূল্য আজ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-এককথায় গোটা সভ্যতা বিকাশের পথে দাউদরা অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই আমি সরকারের কাছে দাবী জানাইতেছি, অবিলম্বে কর্ণফুলী কাগজের কল সরকারের নিয়ন্ত্রণে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। গত কয়েক বৎসরে দাউদরা কাগজকল হইতে যে মুনাফা লুটিয়াছে, সেই মুনাফার টাকা তাহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া আনিতে হইবে এবং সে অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। যদি সরকার এ দাবী পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে ইনশাআল্লা দেশে জনগণের সরকার কায়েম হইলে কর্ণফুলী কাগজ কল জনগণের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। বিশাল জনসমুদ্র তুমুল করতালির মাধ্যমে নেতার ঘোষণাকে স্বাগত জানায়।

আইয়ুবের মন্ত্রীরা আবার-

আইয়ুব মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রী সম্প্রতি ৬-দফার বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করিতেছেন, আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, হাতিয়ার বা শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু কোন হাতিয়ার বা কোন শক্তিই মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইতে পারে নাই, এই সত্যটি আপনাদের জানা থাকা উচিত। তিনি বলেন, আইয়ুবের মন্ত্রীরা আবার মুখ খুলিয়াছেন। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রেসকোর্স ময়দানে এবং পরবর্তী বহু জনসভায় আমি দেশবাসীকে অনুরোধ না করিলে তাহাদের অনেকের পক্ষেই পূর্ব বাংলায় ফিরিয়া আসার সুযোগ ছিল না। তাহারা বলেন, ৬ দফা বিদেশে হইতে আসিয়াছে। উহাদের মুনিবও একদিন একথা বলিয়াছিলেন এবং 'অস্ত্রের ভাষা' ও সিভিল ওয়ার দ্বারা ৬ দফাকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার হুমকি দিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে ছাত্র-জনতার সংঘবদ্ধ সংগ্রাম ইতিহাসের গতি রোধ করিয়া সে গতিকে অন্যদিকে সবেগে ধাবিত করিয়াছে। আইয়ুব সাহেবের মন্ত্রী-বাহাদুরেরা শুনুন, ৬ দফা আসিয়াছে এদেশের মাটি হইতে, এদেশের মানুষের মনের মণিকোঠা হইতে। আপনাদের কুশাসনে পূর্ব বাংলার যে মানুষ একপ্রস্থ কাপড় পরিত সে আজ নগ্ন, যে ঘরে বাস করিত সে আজ পথকে সম্বল করিয়াছে, যে দুইবেলা ভাত খাইত সে আজ পেটে পাথর বাঁধিয়াছে। সেই নগ্ন মানুষ, সেই গৃহহারা আদমসন্তান, সেই জঠরাগ্নির শিকার পূর্ব বাংলার ৭ কোটি মানুষের সীমাহীন যন্ত্রণার অবসান ঘটাইবার জন্য এদেশের আলো, হওয়া, মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ৬ দফা।

দৈনিক পয়গাম

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

শেখ মুজিবের খুলনা সফর

খুলনা, ৩১শে জানুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এখানে এক জনসভায় ভাষণদান উপলক্ষে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।

এই উপলক্ষে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ আবদুল আজিজকে সভাপতি এবং এডভোকেট জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফকে আহ্বায়ক করিয়া একটি সম্বর্দ্ধনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। – এপিপি

আজাদ
২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
শেখ মুজিব-আসগর খান সাক্ষাৎকার

ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে এখানে এয়ার মার্শাল আসগর খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শেখ মুজিব এয়ার মার্শাল যে হোটেলে অবস্থান করিতেছেন সেখানে তাঁহার সহিত বিশ মিনিটকাল কাটান। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব ইহাকে সৌজন্য সাক্ষাৎকার বলিয়া উল্লেখ করেন। পরে এয়ার মার্শাল পি ডি পি প্রধান জনাব নুরুল আমীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জনাব নুরুল আমীন তাঁহাকে পিডিপিতে পুনরায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন কিনা সাংবাদিকদের এই প্রশ্ন এয়ার মার্শাল এড়াইয়া যান। -এপিপি

আজাদ
২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
টাঙ্গাইলের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা
বাংলার মাটিতেই আওয়ামী লীগের ছয় দফার জন্ম ও বিকাশ
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

টাঙ্গাইল, ১লা ফেব্রুয়ারী।– আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, ৬-দফা কোন বিদেশী ভাবধারায় প্রণীত হয় নাই। বাংলার মাটি হইতেই ৬-দফার জন্ম ও বিকাশ হইয়াছে।

টাঙ্গাইল পার্কে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা বিরোধীদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বাংলার মানুষের মুক্তি সনদ ৬-দফা যখন প্রথম ঘোষণা করা হয়, কনভেনশন মোছলেম লীগের আইয়ুব-মোনেমের অত্যাচারী ও গণবিরোধী সরকারের তল্পীবাহকগণ সেই সময়ও ইহার বিরোধিতা করিয়া বানচাল করার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল, কিন্তু অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ ৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া সেই সব গণ-ধিকৃত তল্পীবাহকদের সমুচিত জবাব দিয়াছে। গণ-অভ্যুত্থানের কাছে তাঁহাদের মাথা নত করিয়া চোরের মত পালাইতে হইয়াছে। ৬ দফা কর্মসূচীকে বানচাল করার অপপ্রচেষ্টাকে জনগণ কোন দিন ক্ষমা করিবে না।

তিনি বলেন, তথাকথিত আগরতলা মামলা হইতে কৃষক, শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের রক্তের বিনিময়ে মুক্তিলাভের পর রমনার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে শান্তিরক্ষার আহ্বান না জানাইলে এই দেশের জনগণ সেইসব তল্পীবাহকদের জীবিত রাখিত না।

স্বার্থান্বেষী মহল

বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজদুর, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিয়াছে সেইসব বিশ্বাসঘাতকদের হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, সাধারণ মানুষের মুক্তির দাবীকে নস্যাৎ করিবার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল পুনরায় ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য শেখ মুজিব জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শোষণহীন সমাজ

টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ছয় দফা কেন দাবী করা হইয়াছিল উহার ব্যাখ্যাদানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, স্বায়ত্তশাসন, ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার এবং কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী তথা আপামর জনসাধারণের জন্য শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যেই ৬-দফা দাবী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

তিনি এক পর্যায়ে জনসভায় জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, হাত তুলিয়া বলুন যে, আপনারা ৬ দফা, স্বায়ত্তশাসন, ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থা চান কিনা। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সভায় জনসাধারণ দুই হাত তুলিয়া উপরোক্ত দাবীর প্রতি সম্মতি জানান।

সভায় আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগের দুর্গ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

Pakistan Observer
2nd February 1970
Mujib defends 6-point

TANGAIL, Feb. 1: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, declared here today that his party would continue to struggle through the Six-Point Programme for establishing a society free from exploitation, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman told a public meeting held at the local park this afternoon that he was confident, the sacrifices of those who had laid down their lives for the Six-Point Programme would not go in vain.

Defending Six-Point Programme, the Awami League chief said it was not imported from abroad. “It is the product of our soil. It has come from our heart”, he said.

The Awami League chief said that the Six-Point Programme would in no way impair the territorial integrity of Pakistan.

He said, Pakistan has come to stay and it will stay. Referring to the demand of autonomy the Awami League chief said the question of regional autonomy was vital to the people of East Pakistan because, he said, during the last 22 years, the people had been deprived of their rights.

Sheikh Mujibur Rahman said that during the last 22 years East Pakistan’s major problem, the flood, could not be solved for want of money although a new capital in Islamabad could be built at a cost of Rs. 600 crores.

Similarly, in other fields too injustices had been done to the province.

The Awami League chief said “our struggle is however not against the people of West Pakistan but against the vested interests and the exploiters.”

He appealed to the people of West Pakistan to struggle for getting back their rights from the “jagirdars”. He said that the people of East Pakistan were always with the oppressed people of West Pakistan because the vested interests had exploited them all.

Speaking about two-economy Sheikh Mujibur Rahman said that it was not the creation of the people of East Pakistan. He said the two-economy was already there when there was no similarity of prices of commodities between the two wings of the country.

The Awami League chief demanded the return of the Karnaphuli Paper Mills to the government from the Dawood Group. He said, If the Government fall to do this, the government which will be constituted by the people would take back the paper mills.

Strongly criticising Mr. Nurul Amin a former Chief Minister of the Province, the Awami League chief held Mr. Amin responsible for the past ills.

He asked how Mr. Amin could absolve of the responsibility of killing during the language movement of 1952 and killing of the political prisoners in Rajshahi jail when he was the Chief Minister.

Sheikh Mujibur Rahman said that Mr. Shamsul Huq, a former General Secretary of Awami League who hails from Tangail was tortured by the Government of Mr. Nurul Amin.

Dawn

2nd February 1970

Mujib calls on Asghar Khan

DACCA, Feb. 1. Sheikh Mujibur Rahman chief of Awami League, called on Air Marshal Asghar Khan here this morning.

After a 20-minute meeting at the hotel where the Air Marshal is staying, the Awami League leader told APP that it was his “courtesy call.”

Later the Air Marshal called on Mr Nurul Amin, the Chief of Pakistan Democratic Party, which he did not re-join after his re-entry into politics.

He parried the question when newsmen asked him after the meeting if the PDP chief had invited him to rejoin the party. -APP

দৈনিক পয়গাম

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

৬-দফা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় নাই : শেখ মুজিব

টাঙ্গাইল, ১লা ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাহার পার্টি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছয় দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

আজ অপরাহ্নে স্থানীয় পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা কালে তিনি বলেন তিনি এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে ছয় দফা দাবীর প্রশ্নে আত্মাহুতি দানকারী লোকদের ত্যাগ স্বীকার ব্যর্থ যাইবে না। ৬-দফা কর্মসূচী সমর্থন করিয়া তিনি বলেন এই ৬-দফা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় নাই, এদেশের মাটিতে আমাদের হৃদয়ের আহ্বান এই দাবী প্রণীত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন ছয় দফা কর্মসূচী কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট করিবেনা। তিনি বলেন, পাকিস্তান টিকিয়া থাকিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তিনি যখন ছয় দফা কর্মসূচী প্রচার অভিযান শুরু করেন তখন আইয়ুব চক্র তাহাকে ও তাহার বিপুল সংখ্যক পার্টি কর্মীকে কারান্তরালে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহারা এক পর্যায়ে গৃহযুদ্ধেরও হুমকি দিয়াছিলেন। ৬-দফার দাবীতে বেশ কিছু সংখ্যক লোক জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আজ জনগণ ছয়-দফাকে গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে জনগণ আইয়ুব চক্রকে রাজনীতি হইতে উৎখাত করিয়াছে।

স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তিনি বলেন, গত ২২ বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি অতীব জরুরী। শেখ মুজিব বলেন, বিগত ২২ বৎসরে ৬শত কোটি টাকা ব্যয়ে ইসলামাবাদে একটি রাজধানী নির্মাণ সম্ভব হইলেও অর্থের অভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই।

দুই অর্থনীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উহা সৃষ্টি করে নাই। তিনি বলেন, দেশের দুই অংশে এখনই দুই ধরনের মূল্য তালিকা বিরাজ করিতেছে। এখনই দেশে দুই ধরনের অর্থনীতি রহিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন, আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নহে, কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষকদের বিরুদ্ধেই এই সংগ্রাম শুরু করা হইয়াছে। তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণের পাশে থাকিবে।

ঢাকা হইতে টাঙ্গাইল আগমনের পথে শেখ মুজিব ৬০ মাইল পথে বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। জনতা তাহাতে মাল্যভূষিত করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান পথ পার্শ্বে জমায়েত ডজন খানেক স্বতঃ স্ফূর্ত জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন। জনসভাসমূহে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব জনগণের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

হট্টগোলের দায়ে ধৃত কয়েক ব্যক্তি ও পুলিশ

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী নীতি অনুসরণ করিতেছে : নুরুল আমিন

ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী।– পিডিপি প্রধান জনাব নুরুল আমীন আজ অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে সংঘটিত গুণ্ডামীর নিন্দা করিয়াছেন এবং তিনি বলেন অনুরূপ কার্যকলাপ শুধুমাত্র সামরিক আইনকে দীর্ঘায়িত অথবা পুনরাবর্তিত করিবে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আজ ঢাকার পল্টন ময়দানে পিডিপি কর্তৃক আহূত জনসভায় কতিপয় আওয়ামী লীগ কর্মীর গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে আমি মর্মাহত হইয়াছি। তাহারা জয় বাংলা ইত্যাদি ধরনের শ্লোগানও প্রদান করে। গোলযোগ অব্যাহত থাকাকালে মৌলবী ফরিদ আহমদ সহ কয়েক ব্যক্তি জখম হয়।

"অপরের উপর নিজেদের মতবাদ চাপাইয়া দিবার জন্য ফ্যাসিবাদী পন্থা অনুসরণে লিপ্ত আওয়ামী লীগের এ ধরনের কার্য কলাপের নিন্দা

করিবার ভাষা আমি খুজিয়া পাইনা। আওয়ামী লীগ এই নীতি অনুসরণ করিতেছে ইহাই প্রথম নজীর নহে।" "আমি স্বয়ং সভায় গিয়াছিলাম কিন্তু অস্বস্তিবোধ করায় আমি ফিরিয়া যাই।"

জনাব নুরুল আমীন বলেন আওয়ামী লীগের একদল কর্মীর হীন কার্যকলাপের মুখে যে সকল জনসাধারণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাই। –এপিপি

আজাদ

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

টাঙ্গাইলের জনসভায় শেখ মুজিবের দাবী

প্রদেশে ১১ শত কোটি টাকা ব্যয়ের পূর্বে চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলিবে না

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

টাঙ্গাইল, ২রা ফেব্রুয়ারী।– (গত রবিবার টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতায় কতকাংশ অদ্যকার আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রকাশ করা হইল)

আঞ্চলিক বৈষম্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সর্বক্ষেত্রের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে যে ১১ শত কোটি টাকা ব্যয় হয় নাই উক্ত ১১ শত কোটি টাকা অবিলম্বে ব্যয় করা হোক, ইহার পূর্বে ৪র্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলিবে না। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, জনগণের সরকার কায়েমের পর ৪র্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান গ্রামের করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, গ্রামে গ্রামে রেশনিং ও টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক। তিনি কৃষকদের খাজনা মওকুফ ও শিল্পপতিদের উৎপাদনের লভ্যাংশ শ্রমিকদের মধ্যে দেওয়ার দাবী জানান। তিনি বলেন যে, কোরান ও সুন্না মোতাবেক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

রক্ত যেন বৃথা না যায়

বিগত আন্দোলনে যেসব বীর জনগণের দাবী আদায়ের জন্য শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া জনসাধারণের উদ্দেশে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এই দেশের যেসব সন্তান অত্যাচারী শোষক গোষ্ঠীর বুলেটে অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহাদের রক্ত যেন বৃথা

না যায়। তিনি বলেন যে, শহীদদের স্মৃতি ও শপথ আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাহা হইলে তাহাদের আত্মা শান্তি পাইবে না। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস, এই দেশের অত্যাচারিত মানুষ জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জনগণের রাজত্ব কায়েম করিবেই।

স্বাধীনতার পরিবর্তে গুলী

স্বাধীনতার পর শোষণ আর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরের শোষণের ফলে এই দেশের মানুষ আজ সর্বহারায় পরিণত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ সমাজে বাস করার অধিকার পায় নাই। যখন খাওয়া পরা ও বাঁচিয়া থাকার দাবী করা হইয়াছে উহার পরিবর্তে তাহারা পাইয়াছে জেল, জুলুম, গুলী। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যখন ৬ দফা দাবী তুলিয়াছিল তখন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও নেতাদের উপর নির্মম জুলুম চালান হইয়াছিল।

করুণ অবস্থা

কৃষক, শ্রমিক, তথা আপামর জনসাধারণের চরম দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, যে শোষকগণ দেশের সকল সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে, সেইসব শোষকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মজদুরদের অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম।

টাঙ্গাইলের সুসন্তান ও নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতা জনাব শামছুল হকের নিখোঁজ ও ভাষা-আন্দোলনে সালাম-বরকতের মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন নূরুল আমিন সরকারকে দায়ী করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শামছুল হককে পাগল করা হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করেন, সালাম-বরকতের মৃত্যুর জন্য দায়ী কাহারা? তিনি বলেন, জনগণ তাহাদের ক্ষমা করিবে না।

খোন্দকার মোস্তাক

খোন্দকার মোস্তাক আহমদ জনাব শামছুল হকের উপর তদানীন্তন সরকারের নির্যাতনের বর্ণনা দিয়া জনাব শামছুল হকের সন্ধান করিয়া বাহির করার দাবী জানান।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, এই দেশের মানুষ আর একনায়কত্ব শাসন মানিয়া লইবে না। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র চায়। সমাজতন্ত্র চায়। কিন্তু এই সমাজতন্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী হইবে না এবং একনায়কত্ব রাজত্ব কায়েম করিবে না।

তাজউদ্দীন আহমদ

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, এই দেশের মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

মিজানুর রহমান

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, বাংলাকে যাহারা শোষণ করিয়াছে, জনগণ তাহাদের চেনেন। তিনি বলেন, ধর্ম্মের নামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায় না।

শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আমাদের সমাজতন্ত্র এই দেশের মানুষের মতের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পথিমধ্যে ১২টি জনসভা

নির্দিষ্ট সময়ের ৪ ঘণ্টা পর শেখ মুজিব টাঙ্গাইল পৌছান। পথে টঙ্গি, জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর, করটিয়া, মীর্জ্জাপুরসহ প্রায় ১২টি স্থানে আয়োজিত জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন।

রাস্তার বিভিন্ন স্থানে সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব ও শামছুল হক তোরণ নির্মাণ করা হয়। সভা ও রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনসাধারণ "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ" "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা" প্রভৃতি শ্লোগান দিয়া শেখ মুজিবকে সম্বর্দ্ধনা জানায়।

টাঙ্গাইল সভার পূর্বেই গণ-অভ্যুত্থানে গুলীতে নিহত বীর সন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়। টাঙ্গাইল জেলার দূরদূরান্ত হইতে অসংখ্য লোক সভায় যোগদান করেন। টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে মানপত্র ও পবিত্র কোরান শরীফ উপহার দেওয়া হয়। টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান শেখ মুজিবকে রৌপ্য নির্মিত পূর্ব বাংলার একটি মানচিত্র উপহার দেন।

সম্পাদকীয়

Pakistan Observer

3rd February 1970

For Democracy

Condign punishment should be meted out to those found guilty of creating disturbances in Sunday's Paltan Maidan meeting. They, the malefactors, showed scant respect for freedom of expression

and the democratic way of life by trying to prevent the PDP leaders from giving their own views on some of the burning topics of the day. Where a single man is debarred from speaking his mind, we have the negation of democracy. It is palpably dishonest to say that one is a believer in democracy by trying to uphold it by the big stick.

Today we speak for the millions of our countrymen who want nothing more than to live in peace and carry on their lawful vocations. They have the right to be left undisturbed. The silent majority should now turn itself into vociferous multitudes demanding of the political activists the opportunity to hear all sides of the political question, to give their ears to all, their tongues to few, and their innermost counsel to none. They shall have to be given the occasion, at the polling booth, to express their own mandate without fear or favour.

It is quite possible that there are forces at work who do not want general elections and a reversal to normalcy in our political life. We can understand them trying to create a situation in which elections will be found to be impossible. But we do not understand those who swear by democracy and are still trying their best or worst to kill it. Probably we shall have to have a series of elections before democracy can hope to find deep roots in this country. The political channels need more than one "flushing", in the words of Major General Sher Ali Khan. The result of absence of democracy and strangulation of all civil liberties during the last ten years has been that people and parties will take some time to get used to normal politicking and democratic process. The backlog has to be cleared and the country will take time to get mentally conditioned to react normally to the jerks and the peculiarities that are part of the democratic way of life.

The anti-election forces are also anti-democratic forces. Those who are creating chaos are playing with the destiny of the nation. They are playing with fire. The sands of time are fast running out. It is already too late. One shudders to think what will happen if elections are postponed and the return of democracy indefinitely delayed. The prospects are frightening. The economy is tottering and our political future is, at best uncertain. The establishment of people's sovereignty should not be delayed any longer. If the anti-election forces succeed in what they want, the country will be thrown into a sea of chaos. We fear that day. And we warn the nation beforehand.

The democratic forces have to do their duty by the nation. If they do not organize themselves and resist the forces of hooliganism and chaos, history will not forgive them. The silent majority should no longer take its orders from an organized and vocal minority. We say this because we believe that an overwhelming majority of our people want election, a democratic order, and freedom. A few can tyrannise over the many for some time. But the few cannot tyrannise over the many for all time.

We are no admirers of the PDP or, for that matter, any other party. We believe that every man has a right to be heard by others, and hear others. What we want is that the voter should hear all sides and then make his choice. We will continue to crusade against those who want to deny this right to the voter.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

পিডিপি-র জনসভায় গোলযোগের জন্য

আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করার তীব্র নিন্দা

সহনশীলতা এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য জনসাধারণের প্রতি

আওয়ামী লীগ নেতা তাজুদ্দিনের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গত রবিবার পল্টনে পিডিপি'র জনসভায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীনের উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন।

গতকাল (সোমবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব নূরুল আমীনের অভিযোগকে "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার পরিচায়ক" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, নিজেদের দোষ-ত্রুটি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে কোন অজুহাতে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দেওয়ার প্রবণতা একশ্রেণীর স্ব-ঘোষিত নেতার ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। দৃঢ়তার সঙ্গে জনাব নূরুল আমীনের "ভিত্তিহীন, হাস্যকর ও অপবাদসূচক" অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, গোয়েবলসীয় কায়দায় এহেন মিথ্যা প্রচারের অবশ্যই অবসান ঘটাইতে হইবে।

যাহারাই আয়োজন করুক না কেন সকল জনসভায় পূর্ণ শান্তি বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়া জনাব তাজুদ্দিন আহমদ দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য জনগণ চরম ত্যাগ করিয়াছে, সে সব দাবীর প্রশ্নে

জনসাধারণের কোমল অনুভূতিতে আঘাত না হানার জন্য বক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ইতিমধ্যেই কোন পরিস্থিতিতেই প্ররোচনার মুখেও অধৈর্য না হইয়া শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ আরও বলেন যে, সহনশীলতা এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গণতন্ত্রের অপরিহার্য বিধান। আওয়ামী লীগ দেশে নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এজন্য এই দলের নেতা ও কর্মীরা অসীম ত্যাগও তিতিক্ষা বরণ করিয়াছেন। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ উপায় হিসাবে সাধারণ নির্বাচনের যে সুযোগ আসিয়াছে গোলযোগের মাধ্যমে উহা বানচাল হইয়া যাউক, আওয়ামী লীগ নেতা চাহিতে পারে না। যে-কোন মহল হইতেই গুণ্ডামির আশ্রয় নেওয়া হইবে আওয়ামী লীগ বলিষ্ঠতার সঙ্গে উহার বিরোধিতা করিবে।

জনাব তাজুদ্দিন বিবৃতিতে সকলের ঘৃণ্য বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া জনগণকে উস্কানি প্রদান হইতে বিরত থাকার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ১৯৪০ সালের দিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন সেই সময় কতিপয় অত্যন্ত খ্যাতনামা মুসলিম ব্যক্তিত্ব সাধারণ মুসলমানদের মতামতের তোয়াক্কা না করিয়া ভিন্ন মত প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে তখনকার মুসলমানদের সভা সমাবেশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কি ভাগ্য বরণ করিতে হইয়াছিল, দেশবাসীর তা বিস্মৃত না হওয়ারই কথা। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, গত বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে ১১-দফা ও ৬-দফা বিরোধী মনোভাব প্রকাশের ফলে কতিপয় নেতা কি ধরনের "অভ্যর্থনা" লাভ করিয়াছিলেন উহাও এত সহজে ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয়।

দৈনিক পয়গাম

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

আওয়ামী লীগ প্রধানের সিলেট যাত্রা

ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সিলেটের উদ্দেশ্যে অদ্য রাত্রে ঢাকা ত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দিনও তাহার সহিত সিলেট গমন করেন।

আগামীকল্য তিনি সিলেটে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন এবং পরের দিন পুনরায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

টাঙ্গাইলের জনসভায় শেখ মুজিবের জিজ্ঞাসা:
রাজবন্দী হত্যার দায়িত্ব নূরুল আমীন কি অস্বীকার করিতে পারিবেন?

টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের জনসভার সংবাদ গতকল্য রবিবার পয়গামে আংশিক প্রকাশিত হয় অদ্য উহার অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করা হইল।

গত রবিবার টাঙ্গাইলে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা কালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, তাহার পার্টি ক্ষমতায় গেলে তাহারা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং দেশে সর্বত্র কোরান ও সুন্নাহর পরিপন্থি কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না।

টাঙ্গাইল আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী খোন্দকার মোশতাক আহমদ জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ ভাষণ দেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার ৩০ মিনিটের ভাষণে বিগত গণঅভ্যুত্থানে জানমাল ত্যাগ স্বীকার কারী লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বলেন যে, ৬-দফা আন্দোলন ও বিগত গণঅভ্যুত্থানের শহীদানের রক্ত বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে শেখ মুজিব শ্রোতৃবর্গকে তাহারা ছয় দফা ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন কিনা উহার সমর্থনে হস্ত উত্তোলন করিতে বলেন, বিশাল জনতা আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ, নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়িয়া হস্ত উত্তোলন করেন।

শেখ মুজিব বলেন, বিগত সরকার দুর্নীতির মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সন্তুষ্টি বিধান করিয়াছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত কর্ণফুলী পেপার মিলটি সাবেক প্রেসিডেন্ট গোপন সমঝোতায় নাম মাত্র মূল্যে বাওয়ানী গ্রুপের কাছে তুলিয়া দিয়াছে। শেখ মুজিব মিলটি পুনরায় সরকারের হাতে প্রত্যার্পণের দাবী জানান, তিনি বলেন, সরকার ইহা করিতে ব্যর্থ হইলে ভবিষ্যতে গঠিত গণসরকার মিলটিকে জনগণের হস্তে তুলিয়া দিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ করিয়া বলেন যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে ১১ শত কোটি টাকা ব্যয়িত হয় নাই। তিনি সরকারের নিকট এই মর্মে দাবী জানান যে এই অর্থ ব্যয় না করা পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হউক। তিনি বলেন একমাত্র গণপ্রতিনিধিত্বকারী সরকারই চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু করার মালিক।

কৃষকদের দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া শেখ মুজিব বলেন তাহার পার্টি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিবে। শ্রমিকরাও কারখানার লভ্যাংশের অংশীদার হইবে।

নূরুল আমীনের সমালোচনা

সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব তাহাকে অতীতে অব্যবস্থার জন্য দায়ী করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকারী হত্যা এবং তাহার মুখ্য মন্ত্রীত্বের আমলে রাজশাহী জেলে রাজবন্দী হত্যার দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করিবেন কি করিয়া?

কতিপয় সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া মুজিব বকেয়া খাজনার জন্য সার্টিফিকেট ইস্যু বন্ধ রাখার দাবী জানান। তিনি প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে সংশোধিত রেশনিং প্রবর্তনের দাবী জানান। তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যবস্থা বাতিলের দাবী জানান। সভায় বক্তৃতাকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, যাহারা নির্বাচনের বিরোধিতা করে তাহারা এককথায় দেশে একনায়কত্ব কায়েম করিতে ইচ্ছুক।

অপর সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ বক্তৃতাকালে টাঙ্গাইলের অধিবাসী আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হকের কর্মতৎপরতার কথা স্মরণ করেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজ উদ্দিন আহমদ বলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ অতীতে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে প্রয়োজনে তাহারা ভবিষ্যতেও ত্যাগ স্বীকার করিবেন।

আজাদ

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

সিলেটে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা :
নয়া সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ৪র্থ প্রকল্প মুলতবী রাখার দাবী

সিলেট, ৩রা ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নয়া সরকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ স্থগিত রাখার জন্য সরকারে প্রতি দাবী জানাইয়াছেন। তিনি আজ স্থানীয় ষ্টেডিয়াম ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিতেছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন যেহেতু বর্ত্তমান সরকার একটি অস্থায়ী সরকার কাজেই ইহার চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের কোনও অধিকার নাই। তিনি বলেন যে, তৎপরিবর্তে যে ১৬ শত কোটি টাকা ব্যয় হয় নাই বর্তমান সরকারের তাহা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকভাবে কাজে লাগানো উচিত।

তিনি বলেন যে, নয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাহার কাজ আরম্ভের দায়িত্ব আগামী অক্টোবরে যে সরকার নির্বাচিত হইবে উহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী প্রসঙ্গে বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ যে বাংগালিরা শোষিত হইয়া আসিয়াছে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ৬-দফা কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, অতীতে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বল্প আর্থিক বরাদ্দ লাভ করিয়াছে। অথচ কেন্দ্রীয় তহবিলে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থ যোগান দিয়াছে। তিনি বলেন, আজাদী হাসিলের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা বেশী ছিল কিন্তু এখন পরিস্থিতি তাহার বিপরীত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে এখানে আগমন করিলে ছয় দফা সমর্থক শ্লোগানের মাধ্যমে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ মুজিবকে বহন করিয়া সুরমা মেলটি নির্ধারিত সময়ের বহু পরে সিলেট রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিরাট জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। শেখ সাহেব শাহ জালালের মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে তাঁহার কর্মসূচীর কাজ শুরু করেন।

ঢাকা হইতে সিলেট গমনের পথে আওয়ামী লীগ প্রধান ৯টি স্থানে ট্রেন হইতে বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে, মধ্যরাত্রির পরে ভৈরবে অপেক্ষমাণ জনতাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বক্তৃতা দান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আশুগঞ্জ, আখাউড়া, কুলাউড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল এবং মাইজগাঁওয়ে অপেক্ষমাণ জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করেন। সর্বত্রই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথা পুনরুল্লেখ করেন। -এপিপি

Dawn

4th February 1970

Mujib demands equitable distribution of wealth
'Thoughtless planning' slated

SYLHET, Feb 3: The Pakistan Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman today called for a radical change in the economic policy to ensure equitable distribution of wealth, equal opportunities for all citizens and the removal of disparity between the two Wings.

Sheikh Mujib said the economic system would be re-cast according to the needs of the people, if people's Government was established.

Addressing a mammoth public meeting here this afternoon, the Awami League chief said that he wanted to establish a society where there would be no exploitation.

He complained of a widening the two economic gap between the two Wings, particularly in the development sector. He said thought the less planning in past had resulted in grave injustice to East Pakistan. In this connection he referred to the serious depletion in the province's foreign change earnings during the past few years.

Presided over by Mr Habibur Rahman, President of Sylhet District Awami League, the meeting was also addressed by other Awami League leaders including Khondkar Mushtaque Ahmed, Mr Tajuddin Ahmed, Mr Abdus Samad and Mr Muntaqim Choudhury.

Amidst cheers, Sheikh Mujibur Rahman declared that the people's Government, if established, would collect taxes from only the exploiters who had sucked people during the last 22 years. It would exempt the exploited and poor people from taxes.

He pointed out that the people of East Pakistan had always been deprived but time had now come to realise their legitimate rights and privileges.

Sheikh Mujib recalled that the late Hussain Shaheed Suhrawardy had assured the people of Sylhet that a University would be established there. If Awami League comes to power, he promised Suhrawardy's pledge would be fulfilled.

The Sheikh at one point asked the audience to raise their hands and raise slogans if they had full support for the six-point programme. The crowd responded by raising hands and shouting deafening slogans of "Awami League Zindabad." "Allaho-Akbar" and "Six Points Zinda bad."

He defended the six-point programme against the allegations that it came from abroad. He said that the six-point programme was "the product of our own soil " and had "come out of the heart of the people."

He said that his struggle was not against the people of West Pakistan but against the vested interests and the exploiters.

Pointing out that the next general election chance for restoration of democratic rights, the Awami League chief called upon the people to rally round the Awami League for realisation of people's lost strength.

Earlier, on his arrival here this morning, the Awami League President was greeted with pro-Six Point slogans by his partymen. A large crowd received the Awami League chief at Sylhet railway station, when the Surma Mail carrying him reached here at 9 a. m., 90 minutes behind schedule.

Sheikh Mujibur Rahman began his programme in this town, also known as Jalalabad, with a visit to the Mazar of Hazrat Shah Jalal.

On way from Dacca, Awami League chief addressed nine wayside meetings, including one Bhairab, shortly after midnight.

Other meetings were held at Brahmanbaria, Ashuganj, Akhaura, Kulaura, Maglabazar, Fenchuganj, Sreemangal and Maijgaon. Sheikh Mujib reiterated at these meetings the demand for regional autonomy and asked his audience to carry the message to every nook and corner of the province. -Radio Pakistan/APP/PPI.

Morning News

4th February 1970

Put off launching of 4th. Plan, asks Mujib

(From Our Special Correspondent)

SYLHET, Feb. 3: Awami League President Sheikh Mujibur Rahman today demanded that the launching of the Fourth Five-Year Plan should be deferred till the plan target of East Pakistan in the Third Five-year plan were fully met.

Addressing a big public meeting at the local stadium this afternoon Sheikh Mujibur Rahman in an obvious reference to today's meeting of the National Economic Council at Rawalpindi to finalise the guidelines for Fourth Plan, said that the present Government, which was a temporary government, had no right to decide the future plan of the country.

He said that it should be left for the people's government to finalise the plan.

Sheikh Mujibur Rahman told the responsive afternoon crowd that about 60 per cent of the Plan targets for East Pakistan in the Third Five-Year Plan had not been met while West Pakistan at least 1,600 core rupees had yet to be utilised at end of the total allocations for East Pakistan lest 1,600 core rupees had yet to be utilised at the end of the Third Plan in June this year. He said that money allocated to East Pakistan will not be allowed to be lapsed and the remaining money must be placed at the disposal of the Provincial Government.

Sheikh Mujibur Rahman said that due to faulty policies pursued by the previous Government the economy of East Pakistan

had been totally shattered Painting a grim sorrowful pictures of the prosperous and smiling East Pakistan he said that the exploiters had reduced East Pakistan to nothing deriving it of all its shares in all spheres of national life.

While referring to the recurring floods in East Pakistan and lack of active measures by almost all the Government except when Mr. Husseyn Shaheed Suhrawardy appointed Krugg Mission, Sheikh Mujib said that it was really unfortunate that while Central Government got funds for all development projects in West Pakistan it could not procure funds for flood control project in the East Wing.

He said that the people of East Pakistan were disappointed on the step-motherly treatment meted out to this province by the Centre. In this respect he referred to the Rooppur nuclear power plant, Jamalganj coal mines, Farakka Barrage and bad communication system in the province to substantiate his arguments in favour of his contention.

He asked the Government to change its attitude towards East Pakistan and make positive attempts to ensure that injustices done to East Pakistan were properly compensated.

He said that if there was any further attempt to deprive East Pakistan of its due share in all walks of national life, the people of East Pakistan will rise as one man and hit back the exploiters.

The Awami League leader, touching upon the plight of the peasants and workers, said that land up to 25 bighas should be exempted from taxes. He assured a cheering crowd that his Government will abolish land tax within ten years. He also said that attempts will be made to remove existing lag of economic progress between the rural and urban areas.

The Awami League leader said that autonomy was a matter of life and death for East Pakistan and his party was determined to achieve it on the basis of the Six Point Programme through movement. He said that opposition to his demand of autonomy from West Pakistan was due to the fact that it would end the exploitation of East Pakistan by a few West Pakistan capitalists.

Sheikh Mujibur Rahman put forward statistics to argue that gross injustice had been done to East Pakistan in the economic field. He said that the major part of foreign exchange earned by East Pakistan were spent in West Pakistan. He also mentioned about the inadequate share of East Pakistan in loan aid money.

Sheikh Mujib pointed out that it was mainly during the war with India that East Pakistan realised how important it was to have

autonomy. During the war East Pakistan was left on the mercy of God alone and East Pakistan had not enough resources to meet any aggression. He, however, hastened to add that it was due to the determination of the Bengalees that India did not attack East Pakistan.

He said that it was after the war that he placed before a conference of opposition leaders at Lahore the Six Point Programme demanding full provincial autonomy for East Pakistan. He said that it was strongly opposed by Nawabzada Nasrullah Khan, Chowdhury Mohammad Ali and Maulana Moudoodi. He said that despite opposition from all quarters and threat of use of force and civil war, his Six Point Programme had become the symbol of the emancipation of seven core Bangalees. Touching up the local problems of Sylhet he said that tea garden workers must get proper return of their labour. He said that they must get enhanced pay and share in the income earned by the companies.

He also demanded better living and working condition for the tea garden workers.

He told the enthusiastic gathering that his government will establish a University in Sylhet. He said that was promised to the people of Sylhet by Mr. Suhrawardy.

He also referred to lack of industrial growth of Sylhet and extremely bad communication system. He said that it was really unfortunate that the people of Sylhet who were the second highest foreign exchange earners were not even provided with basic facilities. He said that Awami League Government will take special care the requirements of the region.

Sheikh Mujibur Rahman said that his Government will nationalise banks, insurance, heavy industries and jute industry and divert entire resources towards improving the lot of the teeming millions.

Amidst cheers he announced that his government will not make any legislation against the dictates of the Quran and Sunnah.

He asked the people not to attend the meeting of other political parties. He said that they had nothing new to say or give to the people. He, however, said that if the people at all decided to go to a meeting, they should not disturb that whatever the reason, he said that disturbing a public meeting was highly undemocratic.

He criticised the Ayub regime and blamed Ayub Khan and former Governor Abdul Monem Khan for bringing the country on the verge of political and economic bankruptcy.

He said that Muslim League fund should be forfeited and an inquiry should be instituted to find out sources of the fund.

Sheikh Mujibur Rahman appealed to the people to carry the message of Awami League to every nook and corner of the country and launch the movement for achieving provincial autonomy on the basis of Six-Point Programme. He said that emancipation of seven core Bangalees was possible only through the Six-Point Programme. Addressing the meeting Vice-President of the Provincial Awami League Khondaker Mushtaque Ahmed said that his party was determined to establish a government where every individual would live a dignified life without fear of exploitation. He said that capitalists and agents of West Pakistan industrailalists were robbing the poor people and creating a situation to perpetuate their rule in future as well. He asked the people to rally round Awami league which alone could ensure lasting peace and progress in the country.

He strongly criticised the religious fanatics for raising the bogey of "Islam in danger" and creating rift between the people of different regions. He said that these elements were the agents of vested interest and were trying to sabotage elections. He asked the people to be vigilant against these elements and expose them so that they were no more in a position to exploit the poor.

Mr. Tajuddin, General Secretary of the Party, briefly narrated the injustices done to East Pakistan by the vested group of West Pakistan during the last 22 years. He said that East Pakistan was deprived of his due share in all schemes of national life and no government made any effort to alleviate the condition of the poor.

He said that a section of the people were trying to disrupt the changes of election by creating artificial problems. He said that his party was determined to frustrate all attempts to sabotage elections.

Mr. M. A Samad addressing the meeting said that due to faulty politics the economy of East Pakistan particularly of the rural areas was totally shattered. He said that the people particularly the villagers of East Pakistan, were living a miserable life.

He accused Nawabzada Nasrullah Khan a leader of Pakistan Democratic Party and some other West Pakistan leaders for betraying the cause of East Pakistan.

Mr. Mohammad Muntaqeem, former Member of the National Assembly, in his brief speech said that the people of Sylhet made sacrifices for Pakistan and opted for it. He said that time had come

once again for them to decide what would be the future of the country. He claimed that people of Sylhet were behind the Sheikh and his six-Point Programme.

Earlier in a address of welcome presented on behalf of the District Awami League, Sheikh Mujib's services to the cause of the people, particularly of East Pakistan, were recounted and tributes were paid to his determination and political sagacity

Earlier on his arrival at Sylhet railway station from Dacca this morning he was accordance a warm welcome. Thousands of slogan chanting people gathered at the station to receive their leader Sheikh Mujibur Rahman. He went in a procession to the mazar of Hazrat Shah Jalal an offered fateha.

পূর্বদেশ

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

সিলেটে শেখ মুজিব : অপরের সভায় গোলযোগ না করার উপদেশ

(পূর্বদেশের সংবাদদাতা)

সিলেট, ৩রা ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান কালে অপরের জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি না করার জন্য তাঁর অনুরাগী ও সমর্থক দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অপরের জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করা অগণতান্ত্রিক এবং অন্যায়। তিনি যাদের বক্তৃতা শুনতে জনগণ পছন্দ করেন না, তাদের সভায় না যাওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান।

শেখ সাহেব বলেন এসব লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করে, দোষ দেয় আওয়ামী লীগের এবং বলে আওয়ামী লীগ এ কাজ করেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আইয়ুব লীগের ২/৩ কোটি টাকা সম্বলিত তহবিল সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান এবং তা বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় যায় তবে কোরান ও সুন্নাহ্ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করবে না, শিল্পের মুনাফায় শ্রমিকদের ন্যায্য অংশ থাকবে এবং ব্যাঙ্ক বীমা ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ করা হবে বলে ইতিমধ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন।

শেখ সাহেব বলেন, শিল্পপতিরা যদি ট্যাক্স হলিডে পেতে পারেন, কৃষকেরা কেন পাবে না। তাই আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছে যে, ২৫ বিঘা

পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হবে, ১০ বছর পর্যন্ত খাজনা মাফ করা হবে এবং ভুড়িওয়ালাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ট্যাক্স আদায় করা হবে।

তিনি আশ্বাস দেন যে তাঁর দল ক্ষমতায় গেলে সিলেটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে ৬ দফা কর্মসূচী প্রণয়নে বাধ্য করেছে। ২২ বছর আগে পূর্ব বাংলা সুখী ছিলো কিন্তু এখন সেনাবাহিনীতে বাংলার অংশ নেই, এ দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয় না। অথচ সিন্ধু অববাহিকার পানি, মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণ কালে কাশ্মীর প্রশ্ন সরকার ভুলে গেছেন–আর ফারাক্কা প্রশ্নে সরকার কাশ্মীরের জন্য কিছু করতে পারেন না বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

পিপিআই জানাচ্ছে, জনগণের সরকার কায়েম হলে জনগণের উপযোগী অর্থনৈতিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করা হবে। সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুস সামাদ ও জনাব মোস্তাকিম চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

তিনি আজ সকালে সিলেট পৌঁছুলে বিপুল জনতা "আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ", 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব,' 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলা দেশ', 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো' '৬ দফা মানতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে তাঁকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানায়। তিনি হাত নেড়ে মৃদু হেসে জনতার এ সম্বর্ধনার জবাব দেন।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে : শেখ মুজিব

সিলেট, ৩রা ফেব্রুয়ারী।– শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সরকারকে গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করা স্থগিত রাখার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

সিলেট ষ্টেডিয়ামে বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন যেহেতু বর্তমান সরকার অস্থায়ী, চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার অধিকার ইহার নাই। তিনি বলেন ইহা না করিয়া সরকারের উচিত ব্যয় যা করা অতীতের উদ্বৃত ১৬ শত কোটি টাকা সাফল্যজনকভাবে ব্যয় করা। তিনি বলেন চতুর্থ পরিকল্পনা আগামী অকটোবরে নির্বাচিত সরকারই প্রণয়ন করিবেন। আগামী

সরকারের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনা রাখিয়া দেওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার ছয় দফা দাবী সমর্থন করিয়া বলেন ঘোষিত বাঙ্গালীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ছয়-দফা কর্মসূচী দাবী করা হইয়াছে। গত ২২ বৎসর যাবৎ বাংগালিদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে তাহারা এই ছয়দফা দাবী লক্ষ্য করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন ১৯৬৫ সালে ভারতের সহিত যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তখনই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবী অনুভব করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ছয়দফা আইয়ুবকে ভয়ানক বিচলিত করিয়াছিল এবং তিনি অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ ও গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়াছিলেন। শেখ মুজিব বলেন কেন্দ্রীয় কোষাগারে অর্থ সংগ্রহে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর অবদান এবং প্রদেশের জনসংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও অতীতে অর্থ মসঞ্জুবীর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চনা করা হইয়াছে। তিনি পরিসংখ্যান তথ্য উদ্ধৃতি দিয়া বলেন অত্যাদির প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অপর প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় বেশী ছিল কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শোষণের ব্যবস্থামুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন তাহার পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে ব্যঙ্কিং ও পাট ব্যবসার জাতীয়করণ করিবে। তিনি বলেন প্রধানত: সরকারী খাতের অর্থে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এমতাবস্থায় শ্রমিকগণকে মুনাফার অংশ লাভ করিবেনা তাহা বুঝিয়া ওঠা দুস্কর।

সিন্ধু অববাহিকা সমস্যা সমাধানের ন্যায় ভারত ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ফারাক্কা বিরোধ নিস্পত্তি করিতে না পারার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারোপ করেন। বন্যা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি সরকারকে দোষারোপ করিয়া উল্লেখ করেন যে প্রতি বৎসর বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানে দুইশত কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে। বন্যা সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছা থাকিলে অর্থ সংস্থানে কোন অসুবিধা হয় না।

জনসভার শ্রোতাদের তাহার পার্টি ক্ষমতায় গেলে সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কালে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে অর্থ যোগাড় করিয়া দেওয়ার জন্য লণ্ডনে বসবাসরত সিলেটবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। চা বাগান শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি আহ্বান জানান। জনসভায় গোলযোগের জন্য যাহারা আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন শেখ মুজিব তাহাদের সমালোচনা করেন। একই সাথে তিনি পার্টি সমর্থকদিগকে উপদেশ দেন যেন যাহাদের কথা তাহারা শুনিতে চাহেন না তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন। তিনি বলেন অপরের সভায় গোলযোগ বা বিশৃংখলা সৃষ্টি অগণতান্ত্রিক কর্ম।

আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়া বলেন কোরান ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না। -এপিপি

Morning News
5th February 1970
Daultana denies secret pact with NAP, AL

MARDAN, Feb. 4 (APP): Mian Mumtaz Mohammed Khan Daultana, President of the Council Muslim League here yesterday reiterated that his party had no secret pact with any other political party.

Mr. Daultana, was replying to a question from a student, while addressing the students at the residence of Mr. Sarajam Khan, President of the Sarhad Zonal Council Muslim League. He posed a question as to how could his party enter into any secret pact, when it had outlined the basic principles of its programme viz. Islam, democracy, and unity and solidarity of Pakistan on the basis of which it could only co-operate.

He said that his party could co-operate with other parties only if these principles did not clash with their programmes.

Mr. Daultana was asked to comment on the allegations being levelled by Khan Abdul Qayyum Khan, President of the All-Pakistan Muslim League, about the existence of any secret pact, among the Council Muslim League, Awami League about the existence of any secret pact, among the Council Muslim League, Awami League (six points) and the National Awami Party (Wali Group).

Mr. Daultana said that his party had worked with these parties during the struggle against former President Ayub's dictatorship under the banner of the Democratic Action Committee (DAC) but, he added after the dissolution of the DAC there had not been any negotiations of his party with the Awami League, or the NAP.

However, he said, it was Khan Abdul Qayyum Khan who at one stage had said that Wali Khan was his leader and had favoured the renaming of the former NWFP as Pakhtoonistan.

This was exactly the demand of the National Awami Party. He said adding, if there were any party's secret pact with the NAP, it appeared to be the one headed by Khan Qayyum in view of their identical assertions.

Mr. Daultana said that the six points of the Awami League were against the national solidarity and integrity, his party had already launched a campaign against the six points in East Pakistan, he added.

About the Sind United Front Mr. Daultana said that the objectives of the Front were to secure restoration of the former Sind province and to bring about amity among the different sections of people in the Sind Region.

These principles were not in clash with the principles of his party. Earlier, Mr. Abdul Hamid a student leader, in his address of welcome, spoke of the students' problems.

সংবাদ
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
সিলেটের জনসভায় শেখ মুজিব:
জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি না করার আহ্বান

সিলেট, ৩রা ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার অনুসারী এবং সমর্থকদের প্রতি কোন জনসভায় গোলযোগ না করার আহ্বান জানান। জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করাকে শেখ মুজিবর রহমান অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় বলিয়া অভিযোগ করেন এবং বলেন যে, কোন ব্যক্তি কাহারও বক্তৃতা শুনিতে অনিচ্ছুক থাকিলে সেখানে না যাওয়াই তাহার পক্ষে উচিত হইবে।

আজ অপরাহ্নে সিলেট ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন, যে সকল দল গালাগালি করা ছাড়া আর কিছু জানেন না তাহাদের জনসভাসমূহেই গোলযোগ সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল লোক নিজস্ব লোকের মাধ্যমে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া আওয়ামী লীগের উপর দোষারোপ করিতেছে।

উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান আইয়ুব লীগের সাড়ে ৩ কোটি টাকার তহবিল সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান এবং উক্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পূর্বদেশ
৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
রাসেলের মৃত্যুতে শেখ মুজিবের শোক প্রকাশ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে লর্ড রাসেলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁকে "বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তা নায়ক" বলে অভিহিত করেন।

পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

এ ছাড়াও ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি, বাংলা একাডেমী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এবং বাংলা যুব লীগ লর্ড রাসেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

দৈনিক পয়গাম
৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
ইসলামী সম্মেলন
ভাসানী ও মুজিবকে আমন্ত্রণের দাবী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রাদেশিক ইসলামী সম্মেলনের নামে যে সম্মেলন আহবান করা হইয়াছে উহাতে সকল ইসলাম পন্থীদলকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন না করায় নিখিল পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লব পরিষদের চেয়ারম্যান মওলানা শেখ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, মওদুদী পন্থীদের চক্রান্তের ফলেই সকল ইসলামী দলকে উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। মওলানা জালালাবাদী অভিযোগ করেন যে, যেখানে জামাতে ইসলামীর মত ইসলাম বিরোধী শক্তি সক্রিয় রহিয়াছে সেখানে প্রকৃত ইসলাম পন্থীদের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন না করা বিস্ময়কর নহে।

আজাদ
৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
আজ চট্টগ্রামে শেখ মুজিবের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ শুক্রবার সকালে বিমান পথে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইবেন। তিনি সেখানে আজ অপরাহ্নে আয়োজিত একটি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জনাব কামরুজ্জামান শেখ মুজিবের সঙ্গে চট্টগ্রাম যাত্রা করিবেন বলিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার ইংরাজীতে লিখিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ। শেখ ছাহেব আগামীকাল শনিবার ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

Pakistan Observer
7th February 1970
Mujib wants peaceful elections

CHITTAGONG, Feb 6: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, appealed to the people to exercise utmost restraint and create a congenial atmosphere for holding elections peacefully, reports APP.

Addressing a huge public meeting here today the Awami League leader said that if any party tried to sabotage the elections to perpetuate the exploitation of the people it would do greatest harm to the nation. Sheikh Mujibur Rahman said that his party would launch a “resistance movement” against any attempt to frustrate the elections. In this regard he referred to the stand taken by the National Awami Party of Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani and appealed to the NAP leader not to allow his party workers to create conditions which will work against holding elections in the country. He said, “we will ensure that elections are held in time”.

Replying to allegations against his party workers that they were creating disturbances in other meetings the Awami League leader said, “It was a lie”. Nobody could name a single Awami League worker who had created disturbance in any public meeting, he added.

Giving reasons for launching his Six Point programme, Sheikh Mujibur Rahman told the meeting that even after twenty-two years of the creation of Pakistan the conditions of the people had not improved. On the other hand, he said that the economic conditions of the people had deteriorated to the lowest ebb.

This he said, was due to the exploitation of the people by the vested interests.

Sheikh Mujib said that he had launched his Six Point programme to do away with the injustices done to East Pakistan.

Citing example, Sheikh Mujibur Rahman said that since the creation of Pakistan, East Pakistan had received rupees three hundred three crores out of rupees three thousand and two hundred crores of Defence and Central expenditure. The rest of the amount went to West Pakistan.

He told the meeting that East Pakistan’s representation to the Central Services was not even fifteen per cent although the province had fifty six per cent of the population. Similarly, he said

East Pakistan had earned twenty two hundred crores of foreign exchange but spent only rupees sixteen hundred crore while West Pakistan earned rupees seventeen hundred crore and spent rupees three thousand and seven hundred crore.

He said out of two thousand crore of foreign aid East Pakistan got only five hundred crore as against rupees fifteen hundred crore received by West Pakistan.

The Awami League chief said that had no grudge against the common people of West Pakistan who were also exploited by the "vested interest". Our fight is against the group which had exploited both the wings of the country, he added.

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief today called upon the Government of Pakistan to help the Arab countries with soldiers and arms to vacate the Israeli aggression from the Arab land.

The Awami League chief urged peace-loving nations of the world to come to the aid of the Arab countries in their fight against Israel to regain their territories.

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

চট্টগ্রামে মুজিব সম্বর্ধনা

৩ মাইল লম্বা শোভাযাত্রা : ৫৩টি তোরণ

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

৬ই ফেব্রুয়ারী।–আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিমানযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছাইলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আগত হর্ষোৎফুল্ল এক বিরাট জনতা তাহাদের প্রিয় নেতাকে ঘিরিয়া ধরে। আনন্দমুখর মানুষের ক্রমবর্ধমান ভীড়ের মধ্য দিয়াই তাঁহার জীপটি পতেঙ্গা হইতে হোটেল শাহজাহান (৮ মাইল) পৌঁছাইতে ২ শত ৩০ মিনিট সময় লাগে। আইয়ুব সরকারের পতনের পর চট্টগ্রামে শেখ মুজিবের ইহা দ্বিতীয় সফর। আজকের এই ঐতিহাসিক সম্বর্ধনায় চট্টগ্রামবাসীর যে আন্তরিকতা মূর্ত হইয়া উঠে তাহা অবিস্মরণীয়।

বিমান বন্দর হইতে হোটেল পর্যন্ত ৫৩টি তোরণ ও গেইট দ্বারা সম্পূর্ণ পথকে সুন্দররূপে সাজাইয়া তোলা হয়। পথের দুই পার্শ্বে অগণিত মানুষ ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অফিস-আদালতে ও বিভিন্ন সংস্থায় সামান্য সংখ্যক লোকই আজ অফিসে উপস্থিত থাকেন।

এই সকল তোরণ ও গেটের শতকরা ২৫ ভাগই শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক নির্মিত হয়। পি আই এ কর্মচারী ইউনিয়ন, বার্মা ইষ্টার্ণ কর্মচারী ইউনিয়ন, এসো কর্মচারী ইউনিয়ন, পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েলস কর্মচারী ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল ট্যাংক টার্মিনাল কর্মচারী ইউনিয়ন, ইস্পাত মিল কর্মচারী ইউনিয়ন প্রভৃতি জাতীয় শ্রমিক লীগের সদস্য শাখাসমূহ উক্ত তোরণ ও গেট নির্মাণ করে। তাহাছাড়া ছাত্রলীগের বিভিন্ন শাখা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটিসমূহও বহু সংখ্যক তোরণ নির্মাণ করে। কায়েদে আজম রোডেই (আগ্রাবাদ) সর্বাধিক ঘনভাবে তোরণ নির্মিত হয়। ৫ শত গজের মধ্যে ডজনেরও অধিক তোরণ দেখা যায়।

এই সকল তোরণ নির্মাণের ব্যয়ে বিভিন্ন সংস্থা ও কমিটি নিজেদের মধ্য হইতে ব্যয় করে।

শেখ মুজিব বিমান হইতে অবতরণ করিলে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর সিদ্দিকী এবং শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী তাঁহাকে মাল্য ভূষিত করেন।

অতঃপর মুহুর্মুহু স্বতঃস্ফূর্ত জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে শেখ মুজিব একটি জীপে আরোহণ করেন। ৩ মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রার আগে আগে থাকিয়া তিনি জীপের মধ্য হইতে হাত নাড়িয়া ও স্মিত হাসি সহকারে জনগণের আন্তরিক সম্বর্ধনার জবাব দিত থাকেন। তাঁহার জীপের পিছনে পিছনে ট্রাক, মোটর কার, বেবী ট্যাক্সি ও বাসসমূহ অগ্রসর হইতে থাকে।

Morning News

7th February 1970

Mujib asks Govt. to help Arabs with men & arms

CHITTAGONG, Feb. 6 (APP): Sheikh Mujibur Rahman Awami League chief today called upon the Government of Pakistan to help the Arab countries with "soldiers and arms" to vacate the Israeli aggression from the Arab land.

Addressing a huge public meeting here this afternoon at the polo-ground, the Awami Legue chief urged the peace-loving nations of the world to come to the aid of the Arab countries in their fight against Israel to regain their territories.

In his nearly hour-long speech Sheikh Mujibur Rahman spoke on various subjects including regional autonomy, ensuing election, constitution and plight of the farmers and workers.

Morning News
7th February 1970
We will ensure polls schedule, says Mujib

CHITTAGONG, Feb. 6 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief appealed to the people to exercise utmost restraint and create a congenial atmosphere for holding elections peacefully.

Addressing a huge public meeting here today the Awami League leader said that if any party tried to sabotage the elections to perpetuate the exploitation of the people, it would do the greatest harm to the nation.

Sheikh Mujibur Rahman said that his party would launch a 'resistance movement' against any attempt to frustrate the elections. In this regard he referred to the stand taken by the National Awami Party of Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani and appealed to the NAP leader not to allow his party workers to create conditions which will work against holding elections in the country.

He said, "we will ensure that elections are held in time". Replying to allegations against his party workers that they were creating disturbances in other people's meetings the Awami League leader said, "It was a lie. Nobody could name a single Awami League worker who had created disturbance in any public meetings."

Giving reason for launching his Six-Point Programme, Sheikh Mujibur Rahman told the meeting that even after 22 years of the creation of Pakistan the conditions of the people had not improved. On the other hand, he said that the economic conditions of the people had deteriorated to the lowest ebb. This he said, was due to the exploitation of the people by the vested interest.

Sheikh Mujib said that he had launched his Six-Point programme to do away with the injustices done to East Pakistan.

WHY SIX POINTS

Citing example, Sheikh Mujibur Rahman said that since the creation of Pakistan East Pakistan had received Rs.303 corers out of Rs.3,200 core of defence and central expenditure. The rest of the amount went to West Pakistan.

He told the meeting that East Pakistan's representation to the Central services was not even 15 per cent although the province had 56 per cent of the population. Similarly he said East Pakistan

had earned 2,200 corers of foreign exchange but spent only Rs.1,600 core while West Pakistan earned Rs.1,700 core and spent Rs. 3,700 core.

He said out of Rs.2,000 core of foreign aid East Pakistan got only five hundred core as against Rs. 1,500 core received by West Pakistan.

The Awami League chief said that they had no grudge against the common people of West Pakistan who were also exploited by the 'vested interest'. Our fight is against the group which had exploited both the wings of the country, he added.

Sheikh Mujibur Rahman told the meeting that when he launched his Six-Point Programme an East Pakistani leader joined in a conspiracy with the former President Ayub Khan to frustrate the Six-Point Programme which aimed at the emancipation of the people.

PROGRAMME

This leader supported the Ayub regime because he felt socialism would come to Pakistan if Ayub Khan remained in power, he added referring to his party programme. Sheikh Mujibur Rahman said that if voted to power his party would distribute the khas land among the landless peasants and exempt land revenue up to 20 bighas of land.

He said that after a period of ten years the system of land revenue itself would be abolished. Sheikh Mujibur Rahman assured the workers that they would be entitled to share the profit earned by the industries. He also stressed the need for the development of cottage industry which would provide employment to a large number of people.

DEMANDS & PROBLEMS

The Awami League chief demanded the withdrawal of salt manufacturing.

He also demanded the solution of the vital flood problem in the province.

He regretted that funds were not available for the flood control. He was confident that the Government elected by the people would be in a position to acquire funds for the flood control.

Speaking about the local problems the Awami League chief demanded the control of flood in Chittagong caused by the Kaptai project and reopening of the old Medical College Hospital.

The General Secretary of the Awami League Mr. Quamruzzaman told the meeting that his party would continue to struggle for establishing socialism for the welfare of the twelve crore people of Pakistan. He said that Awami League would not rest till the rights of the peasants and workers were realised.

Speaking on the Six-Point Programme he said that there could be no compromise on the Six-Point Programme.

Addressing the meeting Vice-President of the East Pakistan Awami League, Mr. Nazrul Islam mainly spoke on the Six-Point Programme. He said that it had undergone many trials and onslaughts from the Ayub regime and other political parties and leaders.

But the devoted Awami League workers and leaders had strengthened it.

In this connection, he strongly criticised Nawabzada Nasrullah, Maulana Maudoodi and some of the East Pakistani leaders for opposing East Pakistan demands which were enunciated in the Six-Points.

He regretted that some leaders of East Pakistan had not supported Sheikh Mujibur's demands for regional autonomy at the Round Table Conference.

সংবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

চট্টগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণাঃ
নির্বাচন বানচালের চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য 'প্রতিরোধ আন্দোলন' শুরু করিব
ব্যাঙ্ক-বীমা ও ভারী শিল্প জাতীয়করণের অঙ্গীকারের পুনরুক্তি

চট্টগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারী, 'সংবাদ'-এর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধির তার।–আজ অপরাহ্নে পোলোগ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, নির্বাচন বানচালকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য তাঁহার দল প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান মওলানা ভাসানী ও তাঁহার দলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, জনগণ আইয়ুব খানের আগ্নেয়াস্ত্রকে ভয় করে নাই, তাহারা মওলানার দাও আর লাঠিকেও ভয় করিবে না। অতি বামপন্থী শ্লোগান 'আমরা করেছি পণ, হতে দেব না নির্বাচন,' এর সমালোচনা করিয়া তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা করেছি পণ হতে হবে নির্বাচন।' জনাব শেখ মুজিবর রহমান মওলানা মওদুদী, নসরুল্লা এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহাদের তাঁবেদারদের সমালোচনা করেন। নির্বাচনের পূর্বেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের সমাধান করার শ্লোগান সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা কাহারো নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া লইতে চাই না, কিন্তু আমরা জানি কিভাবে অধিকার আদায় করিতে হয়।' তিনি আরও বলেন যে, বাংলা দেশের কতিপয় নেতাই বাংলার দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, বাংলা দেশ অত্যন্ত উর্বর, এখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়, আবার আগাছার মত দালালও জন্ম নেয়। তিনি বলেন, "আপনারা যদি বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করিতে চান, তবে ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে এই সকল দালালদের উৎখাত করেন।"

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই প্রদেশের নাম হইবে বাংলা দেশ এবং পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এই নাম পরিবর্তন করিতে পারে। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহাদের বিরুদ্ধে জেহাদকারীদের মধ্যপ্রাচ্যে গিয়া ইসরাইলীদের সহিত লড়াই করার উপদেশ দেন এবং শুধু কথায় নয় বৈষয়িকভাবে, প্রয়োজন হইলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া আরবদের সাহায্য করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানাটি ক্ষতিজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং প্রতিদিনে এই কারখানাটিতে ৬০ হাজার টাকা করিয়া লোকসান হইতেছে। তিনি উক্ত কারখানায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

নির্বাচনী অভিযানে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের এই প্রথম জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভ করিলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনাই শুধু মওকুফ করিবেনা, দশ বৎসরের জন্য সমস্ত জমির খাজনাই মাফ করিয়া দিবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে তাঁহার দল ব্যাঙ্ক বীমা ও ভারী শিল্প জাতীয়করণই শুধু করিবে না শ্রমিকদিগকে মুনাফার অংশও প্রদান করিবে। তাহার দল শ্রমিক কৃষক রাজ 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, আওয়ামী লীগ কর্মীরা অন্যান্য সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করে এই অভিযোগের জবাবে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে এমন একজন আওয়ামী লীগ কর্মীর নামও কেহ করিতে পারিবে না।

৬-দফা কর্মসূচী প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শুধু অবিচার করা হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে

তিনি উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরে প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় ব্যয়ের ৩ হাজার ২ শত কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান তিন শত কোটি টাকা পাইয়াছে মাত্র। তিনি বলেন, এই প্রদেশের ৫৬ ভাগ জনসংখ্যা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ১৫ ভাগেরও কম। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান ২২ হাজার কোটি টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু এখানে ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৭ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সত্ত্বেও সেখানে ৩৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ২ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পাইয়াছে ৫ শত কোটি আর পশ্চিম পাকিস্তান পাইয়াছে ১৫ শত কোটি টাকা।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি তাহাদের কোন বিদ্বেষ নাই। তাহারা কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা শোষিত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্বদেশ

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

চট্টগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিব:
'নির্বাচন বিরোধীদের প্রতিরোধ করা হবে'

চট্টগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, যদি কোন দল নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করেন তবে তারা জাতির সর্বনাশই করবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, যদি কোন মহল এরূপ কার্যে লিপ্ত হয় তবে তার দল তাদের বিরুদ্ধে "প্রতিরোধ আন্দোলন" শুরু করবেন। এই সম্পর্কে তিনি ন্যাপের ভূমিকার উল্লেখ করেন এবং আসন্ন নির্বাচন বানচাল না করার জন্য দলীয় কর্মীদের বিরত রাখতে মওলানা ভাসানীর প্রতি আবেদন জানান।

আওয়ামী লীগ কর্মীরা অন্যান্য দলের সভাসমিতি বানচাল করে দিচ্ছে এই মর্মে জানতে চাওয়া হলে শেখ মুজিব জনান যে, এই অভিযোগ নেহায়তই মিথ্যা। তিনি বলেন, এসব কাজে লিপ্ত একজন আওয়ামী লীগ কর্মীর নামও কেউ করতে পারবেন না।

ছয় দফা বাস্তবায়নের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেন, গত বাইশ বছর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নানাভাবে শোষিত হয়েছে এবং এদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্যে ছয় দফা কার্যকরী করার প্রয়োজন রয়েছে।

শেখ মজিবুর রহমান এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে দেশরক্ষা ও কেন্দ্রীয় ব্যয় বাবদ মোট তিন হাজার দুশ' কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মাত্র তিনশ' তিন কোটি টাকা পেয়েছে। বাকী সব টাকাই পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়েছে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ছাপান্ন জনের বাস হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় চাকরীর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের হার এমন কি শতকরা ১৫ ভাগও নয়। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান দু'হাজার দু'শ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ব্যয় করতে পেরেছে মাত্র ষোলো শ' কোটি টাকা, অথচ পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র সতেরো কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ব্যয় করেছে তিন হাজার সাতশ' কোটি টাকা।

মোট দু'হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছে মাত্র ৫শ' কোটি টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছে ১৫শ' কোটি টাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যে, তিনি যখন জনতার মুক্তিসনদ ছয় দফার আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন জনৈক পূর্ব পাকিস্তানী নেতা এই আন্দোলন বানচাল করার জন্যে আইয়ুব সরকারের সাথে ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এই নেতা আইয়ুব খানকে সমর্থন করেছেন শুধু এই কারণে যে, তিনি ভেবেছিলেন আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকলে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে। তাঁর দলের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে শেখ মুজিব বলেন, ক্ষমতায় গেলে তাঁরা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন করে দেবেন এবং ২০ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাপ করে দেবেন। দশ বছর পরে খাজনা আদায় প্রথা বাতিল করে দেয়া হবে। তিনি শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, কারখানার লভ্যাংশ বণ্টন করে দেয়া হবে। তিনি কুটির শিল্পের উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান লবণ উৎপাদনের ওপর থেকে কর প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। নির্বাচিত সরকার এই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন বলে তিনি মত প্রকাশ

করেন। তিনি চট্টগ্রামের বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান। বলা বাহুল্য কাপ্তাই প্রকল্পেরই জন্য চাটগাঁয়ে বেশীর ভাগ বন্যা হয়ে থাকে। শেখ মুজিব পুরোনো মেডিক্যাল কলেজ পুনরায় খোলার আবেদন জানান।

ইস্পাত কারখানা সম্পর্কে তদন্ত দাবী

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানার অব্যবস্থার তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। ইপিআইডিসির পরিকল্পনাধীন উক্ত কারখানাটি বার্ষিক ৪ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে আসছে বলে প্রকাশ।
পোলো ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ইস্পাত কারখানার অব্যবস্থা তদন্ত করা উচিত। উক্ত লোকসানের জন্য তিনি কারখানা পরিচালকদের দায়ী করেন বলে প্রকাশ।

দৈনিক পয়গাম

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

সরকারের প্রতি শেখ মুজিব :
সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা আরব রাষ্ট্রবর্গকে সাহায্যের আহ্বান

চট্টগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারী।- আরব ভূমি হইতে হামলাকারী ইসরাইলীদের উৎখাতের উদ্দেশ্যে আরব রাষ্ট্রসমূহকে সৈন্য এবং অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করার জন্য অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্নে এখানে আয়োজিত এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব উপরোক্ত আহবান জানান। হৃত এলাকা সমূহ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আরব দেশ সমূহকে সাহায্য দানের জন্য তিনি বিশ্বের শান্তিকামী দেশ সংস্থার প্রতি আবেদন জানান। প্রায় এক ঘণ্টা কালব্যাপী উক্ত ভাষণে শেখ মুজিব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোক পাত করেন। চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। -এপিপি

Dawn

8th February 1970

Mujib gives reasons for 6-point plan

CHITTAGONG, Feb 7: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman at a big public meeting at Polo Ground here yesterday

said that he launched his six-point programme (partly covered in yesterday's "Dawn") in order to do away with the injustices done to East Pakistan during the last 22 years.

Citing an example, Sheikh Mujibur Rahman said that since the creation of Pakistan East Pakistan had received Rs 303 crores out of Rs 3,200 crores of defence and Central expenditure.

The rest of the amount went to West Pakistan, he added.

He told the meeting that East Pakistan's representation to the Central services was not even 15 per cent, although the province had 56 percent of the population. Similarly, he said, East Pakistan had earned 2,200 crores of foreign exchange but spent only Rs 1,600 crores, while West Pakistan earned Rs 1,700 crores and spent Rs 3,700 crores.

He said out of the 2,000 crores of foreign aid. East Pakistan got only 500 crores as against Rs 1,500 crores received by West Pakistan.

The Awami League chief said that they had no grudge against the common people of West Pakistan who were also exploited by the "vested interest". Our fight is against the group, which had exploited both the Wings of the country, he added.

Sheikh Mujib told the meeting that when he launched his six point programme an East Pakistani leader joined in a conspiracy with former President Ayub Khan to frustrate the six-point programme, which aimed at the emancipation of the people.

This leader supported the Ayub regime because he felt socialism would come to Pakistan if Ayub Khan remained in power, he added.

He stressed the need for the development of cottage industry, which would provide employment to a large number of people.

He also demanded the solution of the vital flood problems in the province.

He regretted that the funds were not available for the flood control. He was confident that the Government elected by the people would be in a position to acquire funds for the flood control.

Speaking about the local problems, the Awami League chief demanded the control of flood in Chittagong caused by the Kaptai project and reopening of the old Medical College hospital.

The General Secretary of the Awami League, Mr Quamaruz-zaman, told the meeting that his party would continue to struggle for establishing socialism for the welfare of the 12 crore people of Pakistan.

Speaking on the six-point programme he said that there could be no compromise on the six-point programme.

Addressing the meeting the Vice-President of the East Pakistan Awami League, Mr Nazrul Islam, mainly spoke on the six point programme. He said that it had undergone many trials and onslaughts from the Ayub regime and other political parties and leaders. But the devoted Awami League workers and leaders had strengthened it.

In this connection, he strongly criticised Nawabzada Nasrullah, Maulana Maudoodi and some of the East Pakistani leaders for opposing East Pakistan's demands which were enunciated in the six-points.

He regretted that some leaders of East Pakistan had not supported Sheikh Mujib's demand for regional autonomy at the round table conference. – APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

শেখ মুজিবের খুলনা উপস্থিতি : যশোর বিমান বন্দরে বিপুল সম্বর্ধনা

আজ খুলনায় জনসভা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

যশোর, ৭ই ফেব্রুয়ারী।–আজ রাত্রি সাড়ে ৮টায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে ঢাকা হইতে বিমানযোগে যশোর পৌঁছিলে বিমানবন্দরে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী এবং বিপুল জনতা রাত্রির শীত উপেক্ষা করিয়া নেতাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিমান বন্দর হইতে যশোর শহর পর্যন্ত ৫ মাইল পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিশাল জনতা নেতাকে অভ্যর্থনা জানান। যশোর শহরে শেখ মুজিবের সম্বর্ধনার জন্য একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়। তোরণের নিকট পৌঁছিলে নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। যশোর বিমানবন্দরে যশোর আওয়ামী লীগের জনাব মসিউর রহমান, জনাব রওশন আলী প্রমুখ নেতা ও কর্মী এবং খুলনা আওয়ামী লীগের জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, জনাব আবদুল বারি প্রমুখ নেতা ও কর্মী শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জানান। যশোরে শেখ মুজিব গরীব পীরের মাজারও জিয়ারত করেন।

নওয়াপাড়া ও দৌলতপুরে শ্রমিকগণ নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখ রহিয়াছেন। মধ্যরাত্রে শেখ মুজিব খুলনা পৌঁছেন।

রবিবার জনসভা

আগামীকাল (রবিবার) বিকালে খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা দান করিবেন।

সোমবার যশোরে জনসভা

শেখ মুজিব আগামী সোমবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী যশোরে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

আজাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

খুলনার বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবঃ

পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

খুলনা, ৮ই ফেব্রুয়ারী।– বিগত ২২ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিয়া আসিতেছে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি আজ খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, একটি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ১৯৫৬ সালের বাসি শাসনতন্ত্রকে পুনরায় জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়ার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।

তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল যদি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে জনগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়, তাহা হইলে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। শেখ ছাহেবের বক্তৃতাকালে বিপুল জনতা মুহুর্মুহ শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, আমার দেশ তোমার দেশ বাংলা দেশ, জাগো জাগো বাংগালী জাগো, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, নির্বাচন চায় না যারা জনগণের শত্রু তারা, ছয় দফা জিন্দাবাদ, ১১ দফা জিন্দাবাদ প্রভৃতি গগন বিদারী ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে।

শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী-গোলা দেখিয়াছেন এবং এই সবের ভয় তাহার আর নাই। আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙ্গালীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বন্যা সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কিছুই করা হয় নাই। অথচ এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমির ন্যায় এলাকাগুলির শস্য শ্যামলা করিয়া তোলা হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিলেই তহবিলে টাকা নাই বলিয়া এই প্রদেশের ৬ কোটি লোকের জীবন মরণের সমস্যাকে চাপা দেওয়া হয় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ, লবণাক্ততা দূরীকরণ এবং এছলামাবাদে ফেডারেল রাজধানী নির্মাণের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা আসে কোথা হইতে?

ফারাক্কা বাঁধ

এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান ফারাক্কা বাঁধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতের এই বাঁধটির জন্য সমগ্র বাংলা দেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের বাস্তব কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। তিনি বলেন, কাশ্মীর বিরোধ ঝুলন্ত থাকা সত্ত্বেও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্প বাস্তবায়িত হইতে পারে তাহা হইলে এই প্রদেশের ৬ কোটি মানুষের ভাগ্যের সহিত জড়িত ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না কেন?

মোহাজের তহবিল

শেখ মুজিব বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরে সরকার মোহাজেরদের পুনর্বাসনের নামে জনসাধারণের নিকট হইতে কোটি টাকা মোহাজের কর আদায় করা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে মোহাজের তহবিলের ব্যয়ের হিসাব দানের জন্য এবং যে অর্থ এখনও ব্যয় হয় নাই তাহা পূর্ব পাকিস্তানকে দিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, দীর্ঘ ২২ বৎসর পরে আর কেহই মোহাজের থাকিতে পারে না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হিসাবে অন্যান্য জনসাধারণের সহিত একাত্মভাবে মিশিয়া যাওয়ার জন্য মোহাজেরদের উপদেশ দেন।

যুদ্ধ তহবিল

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বিগত ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর যুদ্ধ তহবিলের নামে পূর্ব পাকিস্তান হইতে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ কোথায় গিয়াছে সেই সম্পর্কে তিনি আশু তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

খান ছাহেব

শেখ মুজিব বলেন যে, খুলনা শহরে একজন খান ছাহেব আছেন। গত ২২ বৎসরে তিনি কেবল খুলনা শহরেই ৬০ খানা বাড়ী করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি পুনরায় বাঙ্গালীদের স্বার্থ বিরোধী কথাবার্ত্তা বলিতে শুরু করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান এই ধরনের খান ছাহেব সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাহার দল ক্ষমতায় গেলে এই দেশে দরিদ্র জনসাধারণ, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানকে চরমভাবে শোষণ করা হইয়াছে। এখন তাহাদের পরনে কাপড় এবং পেটে ভাত নাই। প্রত্যেক বৎসরই বন্যায় তাহাদের কোটি কোটি টাকা মূল্যের ফসল ভাসাইয়া লইয়া যায়।

তিনি বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে এই প্রদেশের অধিকার বঞ্চিত ৬ কোটি মানুষকে মুক্ত করার জন্যই ৬ দফা কর্মসূচী প্রণীত হইয়াছে।

পাঁচসালা পরিকল্পনা

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বর্ত্তমান সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজেই পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং ইহার কাজ আরম্ভ করার অধিকার এই সরকারের নাই। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি ভাবী নির্বাচিত সরকারের উপর ন্যস্ত করার জন্য বর্ত্তমান সরকারকে পরামর্শ দান করেন। তিনি বলেন যে, বিগত পরিকল্পনাসমূহে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগের যে অর্থ ১১ শত কোটি টাকা ব্যয় হয় নাই, তাহা এখন সরকারের পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা উচিত।

শেখ সাহেব মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, খান আবদুস সবুর খান এবং খান আবদুল কাইউম খান প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, এই সকল পণ্ডিত বর্ত্তমানে আইয়ুব খানের ভূমিকা পালন করিতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কাজ করিতেছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাহাদের ষড়যন্ত্রকে চরমভাবে প্রতিহত করিবে।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সার্কিট হাউস ময়দানে বিশেষভাবে নির্মিত প্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বিপুল ভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। সভা আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বেই লোকে ময়দান ভরিয়া যায়। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য খুলনা আগমন করে। খালিশপুরের শিল্প এলাকার সমস্ত

শ্রমিক বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড বহন করিয়া ৬-দফা জিন্দাবাদ, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, তোমার দেশ আমার দেশ-বাংলা দেশ, জাগো জাগো বাংগালী জাগো প্রভৃতি গগনবিদারী শ্লোগান উচ্চারণ করিতে করিতে সভাস্থলে উপস্থিত হয়।

সভাস্থলে স্থান না পাইয়া অবশ্য ময়দানের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ এবং দ্বিতল ও ত্রিতল ভবনের ছাদে উঠিয়া জনসাধারণ শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

সভা শেষে আওয়ামী লীগ প্রধানকে ৬-দফার প্রতীক হিসাবে একটি রৌপ্য নির্মিত ক্ষুদ্র নৌকা ছাড়াও আরও কয়েকটি উপহার দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান আগামীকল্য সদল বলে যশোর যাত্রা করিবেন। তথায় তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন।

Pakistan Observer
9th February 1970
Mujib's declaration Autonomy is not anti-West Pak move
From Our Staff Correspondent

KHULNA, Feb 8: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, said here this afternoon that he would fight up to his last for the realisation of the demands of East Pakistan. He was addressing a big public meeting at the local Circuit House maidan.

Sheikh Mujib observed that despite a 56 per cent majority of the total population, the people of East Pakistan were exploited by the vested interest of West Pakistan and deprived of their due shares in all fields. The people of East Pakistan would no more tolerate such injustice and were united to achieve their demands at all cost, he said.

Explaining his demand for the provincial autonomy, the Awami League chief said that it was not directed against the common men of West Pakistan. It was a demand for freedom from slavery injustice and exploitations, he added.

Sheikh Mujib assured the crowd that his party, if voted to the power, would not allow any law or regulation repugnant to the Quran and Sunnah to be passed. His party would also stand for nationalisation of major industries, banks and insurance companies and distribution of profits among the workers, he said.

He expressed concern over the mounting wave of thefts and dacoities in the rural areas of Khulna during the last harvesting season and asked the district officers to find out the sorts of such crimes to ensure rural people.

Referring to Khan Abdus Sabur safety to life and security of the bur's threat teeth for teeth and eye for eye, Sheikh Mujib warned him not to provoke the people to create another law and order situation in the country. Expressing his surprise over the appearance of the so-called condemned persons of the Ayub regime in public and to champion the cause of the people, Sheikh Mujib reminded that political figures like Khan Sabur and his friends would not have seen this earth again had he no appealed to the people for calm at his race course meeting.

Awami League leaders Messrs. Syed Nazrul Islam, Khondokar Mushtaq Ahmed, Mollah Jalaluddin, Abdul Mannan and local Awami League leader Mr. Salahuddin Yusuf addressed the meeting among others which was presided over by Sheikh Abdul Aziz President of the Khulna District Awami League.

Dawn
9th February 1970
Mujib demands military aid to Arabs by Pakistan:
Warning against 'moves to thwart general elections'
Dubbing of people's demands as 'un-Islamic' decried
From Our correspondent

CHITTAGONG, Feb 6: Pakistan Awami League President, Sheikh Mujibur Rahman today urged Pakistan Government to render direct assistance to the Arabs in their just struggle against Israel and said: "If required, Pakistan Government should send troops forthwith".

Addressing a mammoth public meeting held at the Polo Ground here, Sheikh Mujib also appealed to the other freedom-loving nations to render all possible assistance to the Arabs who were fighting for their basic rights. He asked the other political parties, who were allegedly threatening to wage Jehad against those who were demanding the right of provincial autonomy, to go to Israel to fight the Zionist for the liberation of the Arab Muslims and drive the usurpers out from the occupation of the Al-Aqsa Mosque.

He said if the Awami League came to power it would take right steps to help liberate the Arabs from the clutches of the Zionists. He then asked the people to raise the slogan of "Allah-o-Akbar" to denote their pledge to fight for the Awami League's six-point programme. The entire gathering responded with thunderous cries of "Allah-o-Akhar" with raised hands.

Sheikh Mujib said that the majority of people of East Pakistan were Muslims "My Kalima is La-ilaha Illillah", he said-and East Pakistanis would not allow any Constitution to be framed which did not incorporate the provisions of Holy Quran and Sunnah.

He said it had become a fashion with some people to dub every opponent as "enemy of Islam" and term any demand of the people as "un-Islamic". He said Maulana Maudoodi's group had been levelling serious allegations that demands for Bengali as one of the State languages was "un-Islamic", joint-electorate was "un-Islamic", provincial autonomy was "un-Islamic" and naming of Bengal as one of provinces of Pakistan was "un-Islamic". But most of these were already implemented and no "harm" could be done to "Islam" and "Pakistan". Similarly there were other demands which would also be implemented without causing any harm to Islam and Pakistan. The people of East Pakistan would give their blood but would not allow any harm to Islam and Pakistan, Sheikh Mujib added amidst thunderous slogans.

He cautioned the meeting about people who were opposing the elections on one pretext or another. He warned Maulana Bhashani's group and asked them to desist from attempts to deny people the chance to govern themselves through their duly elected representatives.

How could it be possible for Maulana Bhashani to have arrangements for free electricity at Santosh when it was not possible for others to have so? he asked. He charged that some important Government officials were in league with those elements who were opposed to the elections because they wanted to establish a dictatorial rule in the country. He asked Maulana Bhashani if he desired that the people of Bengal should be ruled by dictators.

Sheikh Mujib held out the pledge that if his party came to power it would completely with draw excise duty from salt produced by the farmers on the coastal fallow lands.

He also demanded that an immediate enquiry be held into the deteriorating features of the steel mill which was losing Rs. 4 crores annually and its total loss during its three years of operation would amount to Rs. 12 crores whereas the total project cost was about Rs. 35 crores.

Sheikh Mujib said there was no justification of imposing excise duty on salt which was produced in East Pakistan in the manner of an agricultural operation on lands which would remain otherwise fallow along the coastal belts.

He expressed surprised at so huge losses being made by the steel mill every year and criticised official neglect-in revitalising its economy. He asked the Government to make a thorough investigation in this respect and punish those who would be found responsible for it. He said if the charges were proved, the Government should confiscate the properties of those officials who brought the steel mill to such a sorry state.

He said that Awami League would completely exempt land revenue after 10 years but it would now exempt lands upto 25 acres from payment of revenue.

LABOURERS

Sheikh Mujib said that workers should also get shares of profits being made by the big businessmen by investing only 30 percent of capital while the rest was being financed by poor men through IDBP and PICIC loans. They would get shares of profits if the Awami League came to power, he said.

He said the Awami League wanted a society free from all exploitation.

He asked the Mohajirs to so align themselves with the locals that every cause of the Bengalees should be their cause and vice-versa. At present people were suffering from the high prices of the essential commodities and the imposition of taxes beyond proportion. If the Awami League came to power it would be there equally for both the Bengalees and the Mohajirs, he said.

The public meeting was presided over by Zahur Ahmad Chowdhury and was addressed by Mr. Qamruzzaman, General Secretary, Pakistan Awami Awami League and Syed Nazrul Islam. President, East Wing Awami League, while Mr. M A Aziz welcomed him in an extempore address.

An APP report adds: The Awami League chief appealed to the people to exercise utmost restraint and create a congenial atmosphere for holding elections peacefully.

RESISTANCE MOVEMENT

He said that if any party tried to sabotage the elections to perpetuate the exploitation of the people, it would do the greatest harm to the nation. He said that his party would launch a "resistance movement" against any attempt to frustrate the elections.

In this regard he referred to the stand taken by the National Awami Party of Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani and appealed to the NAP leader not to allow his party workers to create

conditions which will work against holding elections in the country. He said we will ensure that elections are held in time.

Replying to allegations against his party workers that they were creating disturbances at others' meeting, the Awami League leader said, "It is a lie." Nobody could name a single Awami League worker who had created disturbance in any public meeting he added.

Giving the reason for launching his Six Point programme, Sheikh Mujibur Rahman told the meeting that even after 22 years of the creation of Pakistan the conditions of the people had not improved. On the other hand he said that the economic conditions of the people had deteriorated to this lowest ebb. This he said, was due to the exploitation of the people by the vested interest.

Sheikh Mujib said that he had launched his six-point programme to do away with injustices done to East Pakistan.

Morning News

9th February 1970

1,600 cr. of 3rd Plan money will not be allowed to lapse : Mujib

(From Our Staff Correspondent)

KHULNA, Feb. 8: Pakistan Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, today reiterated his demand to defer the Fourth Five-Year Plan till such time as the targets of the Third plan for East Pakistan were fully met. He said Rs. 1,600 crores had yet to be utilised at the end of the Third Plan and that money. He said would not be allowed to lapse.

Addressing a mammoth public meeting, surely the biggest in Khulna's living memory, Sheikh Mujib observed that the present regime was just a caretaker government and had, therefore, no justification whatsoever to launch the country's Fourth Plan without the consent of the people.

The meeting, jointly organised by the District Awami League, Jatiya Sramik League and students League was presided over by Sheikh Abdul Aziz. President District Awami League, and was addressed among others by two Vice-Presidents of the Provincial Awami League, Khondkar Mushtaq Ahmed and Syed Nazrul Islam besides Mr. Abdul Mannan of Tangail and Molla Jalaluddin of Faridpur.

Also present on the dais was Sheikh Mujib's 80-year old father, Sheikh Lutfur Rahman.

Sheikh Mujib went on to say that lopsided planning by the previous governments had shattered the economy of East Pakistan. The once cheerful and smiling face of Bengal had been totally disfigured and its prosperous economy reduced to shambles by the exploiters and vested interests.

Paying homage to the martyrs who laid down their lives for six points Sheikh Mujib said their blood will not go in vain. It was their sacrifice that toppled the oppressive Ayub-Monem regime and was destined to usher in a democratic society free from injustices and exploitation. People would have lynched Monem Khan for the unpatriotic role he played to suppress East Pakistan to please his master. Field Marshal Ayub, Guns meant for the enemy were used against our own people but they failed to muzzle the voice of the people. Long jail terms and tortures, the Sheikh said, steeled his determination and by the grace of Allah his struggle triumphed. What was his fault he asked. He had launched the movement to fight against exploitation and injustice perpetrated on the people of East Pakistan by those in power. Once contented peasantry of East Pakistan was today groaning under the burden of poverty. Who had plundered them? he asked. The self seekers and the vested interests he replied. While some had amassed wealth by exploiting others who were starving. The plight of the people, Sheikh Mujib said, compelled me to rise against such tyranny and gave birth to the demand for provincial autonomy based on six points. It came from the heart of the people who could no longer bear the burden of injustice meted out to them during the past 22 years.

When brought to the brink of bankruptcy people revolted against the repression. (Ayub threatened civil war against six points, Nawabzada Nasrullah and Maulana Maudoodi call it a secessionist and anti-Islamic plan. The Sheikh emphatically refuted the allegations and said his Six-Point Programme could alone ensure a social order free from exploitation and injustices.

EXAMPLES OF DISPARTTY

Citing examples of disparity Sheikh Saheb said since the creation of Pakistan East Pakistan had received Rs.303 crores out of Rs.3,200 crores of defence and central expenditure. Having 56 per cent of the country's population East Pakistan had to remain content with only 15 per cent representation in Central Services. East Pakistan, he said, had earned Rs. 2,200 crores in foreign exchange but was allowed to spend only Rs.1,600 crores. While

West Pakistan had earned only 1,700 crores in foreign exchange it had spent Rs. 3,700 crorers, Out of Rs. 2,200 crores in foreign aid East Pakistan got only Rs. 500 crores while the rest went to West Pakistan. Is that the justice taught by Islam? he asked, When Awami League resisted this inequality and offered six points as a solution political, religious and economic vested interests had kicked up a storm against it as if it was un-Islamic to fight for justice and equality.

NOT AGAINST WEST PAKISTAN

Sheikh Mujib said his struggle was definitely not aimed against the common people of West Pakistan who were equally oppressed by the handful of exploiters. Pakistan, he said, was one and indivisible. So were the people of both the wings. They should joint together in resisting exploitation and injustice meted out to them in the name of Islam and integrity.

Sheikh Mujib said if returned to power the Awami League will exempt land revenue on holdings up to 25 bighas. He also assured the workers that they would be entitled to share the profits earned by the industries. He also urged the government to abolish salt tax.

The Awami League chief categorically declared that all key industries, banks, insurance companies and jute trade will be nationalised if his party came to power. He regretted that the West Pakistan based capitalists and industrialists who earned fabulous profits in East Pakistan were hesitant even to pay Zakat in this province. This was monstrous, he added.

Amidst thunderous shouts of Allah o Akbar, Sheikh Mujib announced that no law repugnant to Quran and Sunnah will be enacted if the Awami League came to power.

FLOOD PROBLEM

Referring to the flood control the Awami League chief said while Rs.500 crores could be spent on the building of new capital in Islamabad this gigantic problem affecting the life of seven crores of people in East Pakistan had been left hanging and no allocation was made to tackle it, when he talked of settlement of Farakka Barrage with the Indian Government the was dubbed as Indian agent. He asked, how the Indus Basin Projects including multi-dollar Mangla and Tarbela Dams were being constructed in colaboration with India. Ironically the rivers over which the treaty was concluded flowed from Kashmir which was still a disputed territory.

Sheikh Mujib also touched on the plight of refugees in East Pakistan who, said, were our own flesh and blood and had equal rights as citizens of this country. He called upon the government to account for the refugee tax collected during the last 22-years and transfer the money to the Provincial Government which, he assured, will see to it that each and every Muhajir was peacefully settled here. He appealed to the Muhajir population to mix up with the local people and identify themselves with the current of life.

The meeting unanimously passed 34 resolutions that endorsed the Six-Point Programme.

Earlier Sheikh Abdul Aziz President District Awami League, Khulna, in his presidential speech explained the Six-Point Programme formulate by his party to fight against exploitation and injustice and remove disparity and misunderstanding between the two wings of Pakistan.

A silver replica map of East Pakistan with six flags was presented to Sheikh Mujib on behalf of the people of Khulna.

সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

৪র্থ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন স্থগিত রাখুন : মুজিব

খুলনা, ৮ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্থগিত রাখার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান এবং বলেন, নয়া সরকার ইহা প্রণয়ন করিবে।

খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান কালে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করার পূর্বে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ বিশেষ কার্যকরী করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দকৃত ১১ শত কোটি টাকা কার্যকরী করা হয় নাই।

শেখ মুজিবর রহমান মোট বৈষম্যের খতিয়ান ও ইহার জন্য দায়ীকরণের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, প্রতিবারেই এই প্রদেশের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ তামাদি হইয়া যায় অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থই ব্যয় হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থই এ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যদিও ভারতের সহিত সিন্ধু নদের পানি-বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়াছে, কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয়

নদীসমূহের পানি-বিরোধের নিষ্পত্তি হয় নাই। একইভাবে সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতি নজর দেন নাই বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন সিন্ধু নদের ব্যাপারে তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হয়, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তহবিল নাই ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। তিনি বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিভাবে তহবিল পাওয়া যায় ক্ষমতা লাভ করিলে আমরা তাহা দেখাইয়া দিব।

তিনি বলেন, তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানী বিনিয়োগের বিরোধিতা করেনা, তবে তাহারা এই প্রদেশ হইতে পুঁজি স্থানান্তরের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, এই প্রদেশের উপার্জন এখানে ব্যয় করুক। তিনি আরও বলেন যে, এইভাবে শোষণের ফলে গত ২২ বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশ দুর্দশা ভোগ করিতেছে এবং আমরা যদি পাকিস্তানের কল্যাণ চাই তবে তাহা আর চলিতে দিতে পারিনা। এই প্রদেশের জনগণকে আর বঞ্চনা করা চলিবেনা বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

কতিপয় নেতার '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐ বাতিলকৃত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে সংখ্যাসাম্য পুনরায় চাপাইয়া দেওয়ার ইহা এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যেই দেশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। তিনি এইমর্মে হুঁশিয়ারি জ্ঞাপন করেন যে, সংখ্যাসাম্য চাপাইয়া দেওয়ার চক্রান্ত সফল হইলে দেশকে রক্তস্নানে নামানো হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান পূর্ববর্তী সরকারের যুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত কোটি কোটি টাকা কি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, জনসাধারণের তাহা জানা উচিত।

শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ূব খান- মোনায়েম খানের গণবিরোধী শাসনামল প্রসঙ্গে বলেন যে, তাহারাই জনগণকে প্রায় অনাহারের পথে লইয়া যাওয়ার জন্য দায়ী, কিন্তু জনগণই তাহাদিগকে উৎখাত করিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ৬ দফা কর্মসূচীর আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় জনগণের সহিত অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। আইয়ূব খানও আজ ক্ষমতায় না থাকিলেও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা জনগণের এই আন্দোলনকে বানচাল করার প্রয়াস পাইতেছে।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, আইয়ূব খান যে ভাষায় কথা বলিত আজ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, মওলানা মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, কাইয়ুম খান প্রমুখেরও একই ভাষা ব্যবহার করিতেছে।

তিনি বলেন যে, এই সকল নেতৃবর্গ জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে ব্যর্থ হইবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন খন্দকার মুশতাক আহমেদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সভায় কয়েকটি মিছিল যোগদান করে।

পূর্বদেশ

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

সৈয়দ আলতাফ হোসেন : মুজিব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিশ্বাসী নন

(পূর্বদেশ প্রতিনিধি)

নারায়ণগঞ্জ, ৮ই ফেব্রুয়ারী।– পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গ্রুপ) নারায়ণগঞ্জ শহর শাখার এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সমালোচনা করে বলেন যে, শেখ মুজিব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিশ্বাসী নন। অথচ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না হলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হতো কিনা তিনি এ প্রশ্ন করেন।

নারায়ণগঞ্জ রহমতউল্লা ক্লাবে আজ রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ।

উক্ত সভায় বেশীর ভাগ বক্তা মত প্রকাশ করেন যে, গত আন্দোলন ছিল ১১ দফা ভিত্তিক, ৬ দফা ভিত্তিক নয়।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন শেখ মুজিব প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, শেখ মুজিব এখন সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, অথচ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছেন না।

তিনি বলেন বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিবাদীরাই শোষণ করছে না। আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরাও শোষণ করে চলেছে। এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে একমাত্র উপায় সংগ্রাম এবং তা ১১ দফা ভিত্তিক হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন যে, কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে গণঅধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য জনসাধারণকে ১১ দফা ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরীক হবার আহবান জানান।

ঢাকা জেলা ন্যাপের সভাপতি জনাব আহমেদুল কবীর বলেন যে, শেখ মুজিবের ৬ দফার মধ্যে মধ্যবিত্তদের সমস্যা রয়েছে। গরীব মেহনতী মানুষের সমস্যার কথা তাতে উল্লেখ নেই বলে তিনি বলেন।

তিনি বিগত আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সেই আন্দোলন ১১ দফা ভিত্তিকই গড়ে উঠেছিল, ৬ দফা ভিত্তিক নয়।

ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ জনাব মহিউদ্দীন, জনাব মোস্তফা, জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখ উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ জনাব মহিউদ্দীন আহমদও বলেন যে, গত আন্দোলন ছিল ১১ দফা ভিত্তিক, ৬ দফা ভিত্তিক নয়।

পূর্বদেশ

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

খুলনার জনসভায় শেখ মুজিবঃ
পূর্ব বাংলার মানুষ আর প্রতারিত হতে পারে না

(পূর্বদেশ প্রতিনিধি)

খুলনা, ৮ই ফেব্রুয়ারী।– পূর্ব পাকিস্তানের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য শেষ বিন্দু রক্ত দিয়েও তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য জনগণ প্রস্তুত রয়েছেন এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

সার্কিট হাউস ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আর প্রতারিত হতে পারে না। শোষণ করার কোন সুযোগ আর চলতে দেয়া হবে না।

জনগণের উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন যে, জাতির সম্পদ যে সমস্ত ব্যক্তির হস্তে কুক্ষিগত রয়েছে ৬ দফা আর ১১ দফা কর্মসূচী হচ্ছে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্থগিত রাখার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন যে, নয়া সরকারের হাতে উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার দেয়া হউক। চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকরী করার আগেই তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১১ শত কোটি টাকা ব্যয় করার জন্যে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট আবেদন জানান।

শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সিন্ধুনদের পানি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হলেও পূর্বাঞ্চলের নদীসমূহের পানি সংক্রান্ত বিরোধ এখনও নিষ্পত্তি করা হয়নি। সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার প্রতি কোন রকম দৃষ্টিপাত করেন নি। সিন্ধু বিকল্প বাস্তবায়নের বেশী অর্থের কোন অভাব হয়নি কিন্তু পূর্বাঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেই শুধু অর্থের অভাব দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তারা দেখিয়ে দেবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

আইয়ুব খান ও মোনেম খানের গণ-বিরোধী শাসনের কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন যে, দেশের জনগণের দুরবস্থার জন্য আইয়ুব খান ও মোনেম খান সম্পূর্ণ দায়ী এবং জনগণ শেষ পর্যন্ত তাদের উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছেন। এপিপি পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় যে, ১৯৬৫ সালের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর উদ্দেশ্যে যে অর্থ আদায় করা হয়েছে তা' প্রকাশ করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানান।

সার্কিট হাউস ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ আবদুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে খন্দকার মোস্তাক আহমদ, নজরুল ইসলাম, আবদুল মান্নান, মোল্লা জালালউদ্দিনসহ বিশিষ্ট আওয়ামী নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দান করেন।

আজাদ

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

যশোরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব
গণস্বার্থ বিরোধী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

যশোর, ৯ই ফেব্রুয়ারী।–এখানে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দেশের গণস্বার্থ বিরোধী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে এরূপ দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু করা হইবে যাহার জোয়ারে এইসব 'পরগাছা' চিরদিনের জন্য নির্মূল হইয়া যাইবে।

তিনি বলেন, কতিপয় আমলা এবং ষড়যন্ত্রকারী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে 'বাংলা দেশের' জনসাধারণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, এ ব্যাপারে ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, কৃষক এবং রাজনৈতিক দলের নির্ভুল সংগ্রাম অব্যাহত রাখা উচিত এবং এবার কোন প্রকার ভুল করা হইলে বাঙ্গালীর বাঁচার উপায় থাকিবে না।

এমতাবস্থায় পূর্ববাংলার স্বার্থবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধের আগুন জ্বালাইয়া তাহাদের তৎপরতাকে স্তব্ধ করিতে

হইবে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলা দুঃখের জন্য এখানকার নেতারাই দায়ী। কেননা, তাঁহারা বরাবর মন্ত্রীত্ব ও পারমিটের লোভে মীরজাফরী ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছেন।

দাবী আদায় করিবই

শেখ সাহেব বলেন, বিগত ২২ বৎসর যাবৎ শোষিত এবং নিঃশেষিত পূর্ব্ব বাংলার ন্যায্য দাবী তিনি আদায় করিয়া লইবেনই। এ ব্যাপারে এখানকার মানুষকেও আর কোনদিনই 'বুলেট' ও নির্য্যাতন দ্বারা ক্ষান্ত করা যাইবে না। তিনি জানান, এই প্রদেশকে এতদিন যাবত শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী ও 'বাজার' রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। এই অবস্থার এখন পরিবর্তন অপরিহার্য।

অপর এক হুশিয়ারীতে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নির্বাচিত হইলে আইয়ুব, মোনেম ও তাহাদের অন্যান্য খয়ের খাঁদের সম্পত্তির হিসাব তিনি নিবেনই।

তিনি বলেন, পাকিস্তান আল্লাহর সৃষ্ট হইলে সেখানে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত, কেহ সুবিধাভোগী ও কেহ গরীব থাকিতে পারিবে না। যশোরের জনসভায়ও তিনি ব্যাঙ্ক, বীমা ও পাট শিল্পকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যশোর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি হাজী নূর বখশ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা দেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান, মোল্লাহ জালাল উদ্দিন, জনাব আবদুল মান্নান ও বেগম আশরাফুন্নেসা। আজ খুলনা হইতে যশোর গমনের পথে নোয়াপাড়া, অভয় নগর ও ফুলতলীতে শেখ সাহেবকে ব্যাপক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

Dawn

10th February 1970

Mujib to resist bid to thwart polls:
Last chance for establishing democracy, end of exploitation

JESSORE, Feb 9: Sheikh Mujibur Rahman said here today the Awami Lengue would launch a strong "resistance movement" if the anti-democratic forces did not give up their "conspiracy" to stand in the way of general elections.

Addressing a largely attended public meeting at the Idgah Maidan, the Awami League leader said the election scheduled to

be held on Oct 5 offered the last chance to have democracy and establish a society free from exploitations of all kinds.

In his 40-minute speech Sheikh Mujib appealed to the people to foil the game of some leaders who during the last 22 years hatched conspiracies one after another not to allow the common man to re-establish their rule.

6-POINT MOVEMENT

Sheikh Mujib said the Awami League was left with no choice but to launch the Six-point Programme movement to free people from economic exploitations by a few. The people of East Pakistan were the worst sufferers during the last 22 years.

The Awami League leader said although East Pakistan represented 56 per cent population, they were not allowed to have more than fifteen per cent employment in the Army. There are host of other similar instances of injustices, he added.

Referring to a report appearing in a section of the Press alleging that a big industrialist from West Pakistan was going to supply Awami League with two helicopters and two hundred jeeps, the Sheikh said it was a "canard and lie".

The Awami League leader sounding a note of warning said: "If you do not dare to say the truth, don't tell a lie. Take lessons from what had happened in the past for reporting untruth. Don't play with fire and don't deviate from honesty.

PEOPLE POWER

Sheikh Mujib said people cannot be denied their legitimate rights for too long. People rose against the oppressive Ayub regime to get back democracy, they were confronted with bullets by the Ayub-Monem Government. But ultimately Ayub Government was overthrown by the people.

The Awami League leader told the cheering crowd that people would not tolerate those leaders who for the sake of becoming Ministers and Governor did not hesitate to sacrifice the interest of the people.

Referring to a recent speech of a former Minister in Khulna threatening "eye for eye and tooth for a tooth" Sheikh Mujib said people were normally peace-loving, otherwise "the former Minister", would not have been allowed to return to East Pakistan from Rawalpindi.

SACRIFICE

Sheikh Mujib said no amount of threat from any quarter would deter Awami League from its struggle to have regional autonomy based on the Six-point Programme. He said they were prepared for any sacrifice for this.

He said it was at Jessore where he was first arrested by the Government in 1966 followed by a series of arrests and releases on bail until he was put behind the bar and was not freed till the people's movement forced the Government to do it.

Sheikh Mujib said it was an irony of fate that former Governor Mr Monem Khan now finds himself confined to his house, which is surrounded by 14-ft high wall protected by barbed wire.

But the people would not forgive the former Governor, he added.

The Awami League leader said he launched the Six-point Programme movement only when the meeting of the opposition leaders in Lahore after Indo-Pakistan war refused to consider the position of "helplessness" of East Pakistan during the war.

He said East Pakistan was cut off from the rest of the country during the 17-day war and he wanted the Lahore meeting to discuss the position of East Pakistan's defences but, he added, Nawabzada Nasrullah, Maulana Maudoodi and Choudhury Mohammad Ali refused to listen to him.

Sheikh Mujib was also critical of the role of Jamaat-i-Islami and said it did not raise voice against the injustices the Ayub Government. The Jamaat, he added, did bother how East Pakistan suffered during floods.

But, the Awami League leader said the Jamaat- leaders raised hue and cry in the name of Islam when East Pakistan demanded regional autonomy. Their sole purpose is to "subvert people's cause", he said.

Sheikh Mujib disclosed that former President Ayub Khan was ready to offer any post to him but he did not accept it. "I am not ready to compromise the interests of people and hence I prefer imprisonment to posts. I am prepared to go to jail again if necessary for the cause of the people"

FARAKKA

The Awami League leader said under the Ayub rule East Pakistan suffered heavily. India is going ahead with the construction of Farakka Barrage, but nothing positive has been done by that Government to save people from the adverse effects of it.

He said former President Ayub Khan could go to New Delhi to negotiate on the Indus waters - dispute and sign a treaty with the neighbouring country, but did nothing to settle the dispute on sharing waters of eastern rivers.

Sheikh Mujib said the legitimate question which arises in the mind of the people was why former President Ayub Khan did not go to the United Nations to raise the Farakka dispute.

East would turn into desert if nothing was done about the Farakka issue, he added.

BANGLA

Sheikh Mujib strongly criticised those leaders who are allergic to the demand for renaming East Pakistan as "Bangla". He said there could be the Punjab, Sind, Baluchistan and others in West Pakistan but not Bangla, he said, "We will build a happy and prosperous Pakistan".

He reiterated his stand that the province would be renamed as Bangla after the break up of One Unit.

Earlier the Vice-President of East Pakistan Awami League, Syed Nazrul Islam, said it was the only party which has given "constructive programme".

Six Points to free East Pakistan from exploitation.

He said the Awami League wanted to establish socialism in the country for the emancipation of common man from economic exploitations. The implementation of six-point programme would root out the exploiters, from the country, he added. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

স্মরণ রাখিবেন–

আগামী নির্বাচনই প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের শেষ সুযোগ :
যশোরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

যশোর, ৯ই ফেব্রুয়ারী–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, "আগামী সাধারণ নির্বাচন শুধুমাত্র ক্ষমতার হাত বদলের নির্বাচন নয় -এই নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলার শোষিত বঞ্চিত গণমানুষের ভাগ্য চিরতরে নির্ধারিত হইয়া যাইবে। বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ইহাই হইতেছে শেষ সুযোগ। তাই

বাংলার আপামর মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানাই, ৫ই অক্টোবর ব্যালটের মাধ্যমে ছয়-দফার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করুন। শোষক, জালেম আর দালালদের জানাইয়া দিন বাংলার জনগণ ন্যায্য অধিকার চালাইয়া পাকিস্তানী হিসাবে বাঁচিতে চায়–কাহারও কলোনী বা বাজার হইয়া থাকিতে চায় না।”

স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে হাজী নূর বক্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব আরও বলেন, “জনগণের যে স্বতস্ফূর্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা আমি পাইয়াছি, উহার চাইতে বড় কিছু আর আমার পাওয়ার নাই। তাই অর্থের লোভে নয়, মন্ত্রীত্ব বা ক্ষমতার লোভে নয়, বিবেকের সুতীব্র দংশনে আর অপরিহার্য দায়িত্ববোধের তাগিদেই ৬-দফা কর্মসূচী দিয়া বাংলার অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়বিহীন দুর্ভাগা মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি।” তিনি বলেন, “আমার ভাইয়েরা বুকের রক্ত দিয়া জালেমের জিন্দানখানা হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছে–প্রয়োজন হইলে বুকের রক্ত দিয়া আমি বাংলার গণমানুষকে শোষণ অবিচার আর বঞ্চনার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিব।”

আওয়ামী লীগ দেশে দুই অর্থনীতি চালু করার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া জনৈক ডিকেডী মন্ত্রী সম্প্রতি যে অভিযোগ করিয়াছেন উহার জবাব দান প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, ডিক্টেটর আইয়ুবই দেশে দুই অর্থনীতি চালুর পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। দুই অঞ্চলের মধ্যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের খতিয়ান পেশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, সোনার বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া মরুভূমিকে মরুদ্যান বানানো হইবে আর দারিদ্র্য-বুভুক্ষা জর্জরিত বাংলার মানুষ উহার প্রতিবাদ করিয়া ন্যায্য পাওনা চাহিবেনা, তাহাদের এত দুর্বল ভাবার কোন কারণ নাই।

বাংলার নিদারুণ অর্থনৈতিক দুর্দশার উপর আলোকপাত করিয়া তিনি বলেন, চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনসহ সকল ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর প্রদেশ এই বাংলাকে ক্ষমাহীন দয়াহীন নিষ্ঠুরতায় বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি বলেন, ব্যবসার নামে বাংলার সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করিয়া একশ্রেণীর অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি আজ ধনকুবের বনিয়াছেন– দেশের মোট সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ জমা হইয়াছে মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে–যাদের সকলের ‘ঠিকানা’ বাংলার বাহিরে। শেখ সাহেব আরও অভিযোগ করেন যে, একই দেশের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের খাদ্যশস্য চাউলের মণ ৫০/৬০ টাকা, পশ্চিমাঞ্চলের খাদ্যশস্যের মণ ২০ টাকা, পূর্ব পাকিস্তানে সোনার দাম ১৬০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ১২০ টাকা, কর্ণফুলীর কাগজ পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম

পাকিস্তানে সস্তা, এখানে যে কাপড়ের গজ ৬ টাকা ওখানে উহা ২ টাকা; উর্বর মাটির দেশ পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য ঘাটতি ১৭ লক্ষ টন, মরুবালুর দেশ পশ্চিমাঞ্চলে উদ্বৃত্ত ৮ লক্ষ টন, পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমিকের বেতন ১২৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪০ টাকা। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ইহার নাম ইনসাফ, ইহাই কি এক অর্থনীতির নমুনা? আওয়ামী লীগ-প্রধান প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বহু দ্রব্যের মূল্য বিশ্বের যে-কোন দেশের তুলনায় বেশী। আর এই বাড়তি মূল্য পূর্ব পাকিস্তানীদের ঘাড়েই চাপাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরী ও লভ্যাংশের হিস্যা এবং পাটের ন্যায্যমূল্য দাবী করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, দুনিয়ার কোথাও ব্যবসায়ীরা শতকরা ১৫ ভাগের বেশী লাভ করে না, কিন্তু শতকরা ২শত ৩ শত ভাগ লাভ করিয়াও এদেশের ব্যবসায়ীদের খাই মেটে না।

আন্তরিকতার অভাবই বেশী

তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা, গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প, রূপপুর প্রকল্প, জামালগঞ্জ কয়লা উত্তোলন প্রশ্ন এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে টালবাহানা এবং অর্থাভাবের অজুহাত প্রদর্শনের কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায় যখন টাকার অভাব হয় না এখানকার ব্যাপারেও টাকা অভাব হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে টাকার চাইতে আন্তরিকতার অভাবই বেশী বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

ইহাদের আসল উদ্দেশ্যে হইতেছে-

ইসলাম ও সংহতির নামে ছয়দফার বিরোধিতায় লিপ্ত নসরুল্লা-মওদুদী প্রমুখের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার জনসাধারণের প্রাণপ্রিয় ৬-দফা ও ১১-দফা দাবী বানচাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, “বাংলার মানুষের উপর এই যে শোষণ ও অবিচার চলিতেছে, ইহা কোন ইসলামের বিধানে আছে?” তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, বাংলার গ্রামে অদূর অতীতেই জারী-সারি-ভাটিয়ালি-সেথা পার্বনের প্লাবন জাগিত, পুঁথিপড়া-লাঠিখেলা হইত, মোটাভাত-কাপড়ের সংস্থান হইত, কে সেই সোনার বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে, কেন আজ সন্ধ্যার পরে গ্রামে আর বাতি জ্বলে না? তিনি বলেন, জবাব দাও ভাঁওতাবাজের দল, কোন ইসলামে আছে যে, একজন না খাইয়া মরিবে আরেকজন শত শত কোটি টাকার স্তূপের উপর বসিয়া থাকিবে?

এ সংগ্রাম শোষকের বিরুদ্ধে

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এই অবিচার আর বৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই ছয়দফা কর্মসূচী দিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ

হইয়াছি। এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়—শোষক আর অর্থলোভীদের বিরুদ্ধে। শেখ সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, কুচক্রীরা যতই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার বিস্তার করুক না কেন, ইসলাম আর সংহতির নামেই যতই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেন, বাংলার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন এবং ১১ দফা বাস্তবায়ন করিবেই। তিনি বক্তৃতাকালে নির্বাচনী বিরোধী মহলের অশুভ তৎপরতা বানচালের জন্যও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সিয়াটো-সেন্টো প্রসঙ্গে

ইহার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমাজ সেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মেসার্স আবদুল মান্নান, মোল্লা জালাল উদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার বক্তৃতায় ৬-দফা কর্মসূচী, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েমের জন্য আওয়ামী লীগ নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়া বলেন যে, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির স্বার্থেই তাহার দল সিয়াটো সেন্টো সামরিক চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ সকালে খুলনা হইতে যশোর আসার পথে বিভিন্ন ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানায়। রাজঘাট, নওয়াপাড়া, চেঙ্গুটিয়া, রূপদিয়া বাজার এবং যশোর শহরে তোরণ নির্মাণ করিয়া জনতা শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানায়। যশোরে পৌঁছিলে বিপুল সংখ্যক লোক বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে শোভাযাত্রাসহকারে আওয়ামী লীগ প্রধানকে ডাক বাংলায় লইয়া আসে। শোভাযাত্রাকারীদের শ্লোগানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "তোমার দেশ আমার দেশ বাংলা দেশ", "৬-দফা, ১১-দফা মানতে হবে"। "শেখ মুজিব এসেছে যশোরবাসী জেগেছে" "মোরা করেছি পণ হতেই হবে নির্বাচন"।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০

সত্য কথা লিখিতে যদি মন না চায়— আল্লার ওয়াস্তে মিথ্যা প্রচার করিবেন না: একশ্রেণীর পত্রিকার অপপ্রচারের জবাবে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

যশোর, ৯ই ফেব্রুয়ারী—আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সততা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য দেশের সংবাদপত্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর স্বীয় অবিচল আস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জাতির প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে হইলে সংবাদপত্রকে অবশ্যই সততা ও শালীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সম্প্রতি করাচীর একটি সান্ধ্য দৈনিকে এবং উহার বরাত দিয়া ঢাকার কতিপয় কাগজে 'নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্য জনৈক শিল্পপতি আওয়ামী লীগকে ২শত জীপ ও ২টি হেলিকপ্টার যোগাইতেছেন' বলিয়া যে খবর ছাপা হইয়াছে, শেখ সাহেব উহাকে "ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যমূলক এবং ভাঁওতাবাজি" বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করিয়া, মন্ত্রিত্ব, গভর্নরগিরির লোভ দেখাইয়া আমার মাথা কিনিতে পারে নাই। কোন শিল্পপতিরও সাধ্য নাই শেখ মুজিবের মাথা কিনিতে পারে।" তিনি অভিযোগ করেন যে, শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদের দালালরাই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য অপপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া শেখ মুজিব বলেন, "সত্য কথা লিখিতে যদি মন না চায়, আল্লার ওয়াস্তে মিথ্যা প্রচার হইতে বিরত থাকুন। মিথ্যাশ্রয়ী হইয়া দেশবাসীর স্বার্থ লইয়া এমন করিয়া আর খেলিবেন না।" শেখ সাহেব বলেন, "যে সব পত্রিকা উল্লেখিত মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছে, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তা আমি করিব না। কারণ, আমি আসামী হইতে অভ্যস্ত-বাদী হইতে নয়। তাই, দেশসেবার ও সাংবাদিকতার নামে এহেন মিথ্যা প্রচারণার বিচারের ভার আমি জনগণের উপরই ছাড়িয়া দিতেছি।"

আওয়ামী লীগ-প্রধান জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর কিছুটা তোয়াক্কা রাখার জন্য সংবাদপত্র-জগতের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

আগামীকাল বেগমগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (বুধবার) নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ এই জনসভায় আয়োজন করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, দফতর সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ প্রমুখও এই জনসভায় যোগদান করিবেন বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে।

Morning News
10th February 1970
AL may launch resistance movement, warns Mujib

JESSORE, Feb. 9 (APP) : Sheikh Mujibur Rahman said here today the Awami League would launch a strong "resistance movement" if the antidemocratic forces did not give up their "conspiracy" to stand in the way of general elections.

Addressing a largely attended public meeting at the Idgah Maidan, the Awami League leader said the election scheduled to be held on October 5 offered the last chance to have democracy and establish a society, free from exploitations of all kinds.

In his 40-minute speech Sheikh Mujib appealed for unity of the people to foil the game of some leaders who and their masters during the last 22 years hatched conspiracies one after another not to allow common man to reestablish their rule.

Sheikh Mujib said the Awami League was left with no choice but to launch the Six-Point Programme movement to free people from economic exploitations by a few. The people of East Pakistan were the worst sufferers during the last 22 years.

The Awami League leader said although East Pakistan represented 56 per cent population, they were not allowed to have more than 15 per cent employment in the army. There are host of other similar instances of injustices on us, he added.

Referring to a report appearing a section of the Press alleging that a big industrialist from West Pakistan was going to supply Awami League with two helicopters and two hundred jeeps, Sheikh Mujib said it was a canard and life.

The Awami League leader sounding a note of warning said: If you do not dare to say truth, don't say lie. Take lessons from what had happened in the past for reporting untruth. Do not play with fire and do not deviate from honesty of journalism.

Sheikh Mujib said people cannot be denied their legitimate rights for too long. People rose against oppressive Ayub regime to get back democracy but were given bullets in return by the Ayub-Monem Government was overthrown by people.

The Awami League leader told the cheering crowd that people would not tolerate those leaders who for the sake of becoming Ministers and Governors, did not hesitate to sacrifice the interest of the people.

Referring to a recent speech of a former Minister in Khulna threatening "eye for eye and teeth for teeth, Sheikh Mujib said people were normally peace loving, otherwise" the former Minister would not have been allowed to return to East Pakistan from Rawalpindi.

REGIONAL AUTONOMY

Sheikh Mujib said no amount of threat from any quarter would deter Awami League from its struggle to have regional autonomy based on the Six-Point Programme. He said they were prepared for any sacrifice for this.

He said it was at Jessore where he was first arrested by the Government in 1966 and was followed by series of arrests and bails until he was put behind the bar not to be freed till people's movement forced the Government.

Sheikh Mujib said it was irony of fate, that former Governor Mr. Monem Khan now finds himself confined to his house, which is surrounded by 14-ft. high wall with barbed wire on the top. The people would not forgive the former Governor, he added.

The Awami League leader said he had launched the six-point programme movement only when the meeting of the opposition leaders in Lahore after Indo-Pak war refused to consider the situation arising out of the "helplessness" of East Pakistan during the hostility.

He said East Pakistan was cut off from the rest of the country during the 17-day war and he had wanted the Lahore meeting to discuss how the province's defence could be made secure, But Nawabzada Nasrullah, Maulana Maudoodi and Choudhury Mohamad Ali refused to listen.

JAMAAT SLATED

Sheikh Mujib was also critical of the role of Jamaat-e-Islami Party and said it did not raise voice when injustices were done by Ayub Government, The Jamaat, he added, did not bother when East Pakistan suffered from floods.

But, the Awami League leader added, the Jamaat leaders raised "hue and cry" in the name of Islam when East Pakistan demanded regional autonomy. Their sole purpose is to "subvert people's cause", he said,

Sheikh Mujib disclosed that former President Ayub Khan was ready to offer any post to him but he did not accept it. "I am not ready to compromise on the interest of people and hence I prefer imprisonment to posts I am prepared to go to jails if necessary for the cause of the people".

FARAKKA

The Awami League leader said under the Ayub rule East Pakistan suffered heavily. India is going ahead with the construction of Farakka barrage, but nothing positive has been done by that Government to save people from the adverse affect of it.

He said former President Ayub Khan could go to New Delhi to negotiate on Indus water dispute and sign a treaty with the neighbouring country, but did nothing to settle dispute on sharing waters of eastern rivers.

Sheikh Mujib said the legitimate question which arises in the mind of the people was why former President Ayub Khan did not go to United Nations to raise the Farakka dispute, East Pakistan would go desert if nothing is done on Farraka.

The Awami League leader blamed the past Government for the deteriorating condition of people.

He said the rich became richer and the poor became poorer during the last 22 years. The jute growers of East Pakistan do not get legitimate price of their produce.

INDUSTRIAL PROFIT

Sheikh Mujib said not a single country in the world allowed industrial profit beyond 140 per cent but in Pakistan they are allowed to have it unlimited with the result that Pakistani industries were earning more than 200 per cent profits.

He said the workers must be given the due share of the profit earned by the industries, which are set up with the financial assistance from the banks. The banks lend them people's money and hence, people must have the share of the profit.

DISPARITY

Referring to the growth of disparity he said the people of East Pakistan were not going to suffer any more. He said the shares of the Karnafully Paper Mills in East Pakistan were sold in West Pakistan at a lesser price than in Eastern Wing.

He blamed in particular the Ministers from East Pakistan who did not hesitate to sacrifices the interest of the province for the sake of their selfish ends. Those people should be weeded out from politics through the coming elections, he added.

Sheikh Mujib strongly criticised those leaders who are "allergic" to the demand for renaming East Pakistan as "Bangla Desh". There would be the Punjab, Sind, Baluchistan and others in West Pakistan. All taking together, we will build a happy and

prosperous Pakistan. He reiterated his stand that the province would be renamed as "Bangla Desh" after the break of One Unit.

Earlier, the Vice-President of East Pakistan Awami League Syed Nazrul Islam said it was his party alone which gave a "constructive programme," to free East Pakistan from exploitations.

He said the Awami League wanted to establish socialism in the country for the emancipation of common from economic exploitations. The implementation of Six-Point Programme would root out the exploiters from the country, he added.

Mr. Islam also said that Awami League believed in independent foreign policy and as such demanded the withdrawal of membership from CETNO and SEATO,

The meeting was also addressed by Messrs Mollah Jalaluddin Abdul Mannan and Obaidur Rahman. They said the six-point programme was aimed at reversing the process of injustices to East Pakistan and appealed to people to rally under the banner of their party.

The Awami League chief was accorded warm reception by the people at different places on his way to Jessore from Khulna by road earlier in the day. He also addressed a few wayside meetings.

Several welcome arches were also put up on the 40-mile route to greet the Awami League leader.

The people garlanded Sheikh Mujib and raised welcome slogans demanding among others, regional autonomy on the basis of six-point programme.

সংবাদ

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুজিবের হুঁশিয়ারি

যশোর, ৯ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ যশোরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা বানচালের উদ্দেশ্যে গত ২২ বৎসর যাবৎ একের পর এক ষড়যন্ত্র সৃষ্টিকারীদের তৎপরতা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে সকল রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী ও গভর্ণর হওয়ার জন্য জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়াছেন দেশবাসী তাহাদের ক্ষমা করিবে না।

সম্প্রতি জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত লওয়া হইবে বলিয়া খুলনায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তদ সম্পর্কে

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণ সাধারণভাবে শান্তিতে বিশ্বাসী। জনগণ শান্তিতে বিশ্বাসী না হইলে উক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী রাওয়ালপিণ্ডি হইতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেন না বলিয়া শেখ মুজিব মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন, জনগণকে বেশী দিন ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যায় না। জনগণ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার জন্য স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে আইয়ুব-মোনায়েম সরকার বুলেটের আশ্রয় লইয়াছেন বটে কিন্তু পরিণামে জনগণ আইয়ুব সরকারকে উৎখাত করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান জনসভায় বলেন, আগামী ৫ই অক্টোবর ধার্যকৃত নির্বাচন গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন এবং সকল প্রকার শোষণমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগ।

গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি আগামী সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র ত্যাগ না করিলে আওয়ামী লীগ উহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করিবে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান পুনরায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনৈক ধনকুবের আওয়ামী লীগকে ২টি হেলিকপ্টার ও ২ শত জীপ প্রদান করিতেছে বলিয়া এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে খবর পরিবেশিত হইয়াছে শেখ মুজিবর রহমান উহাকে মিথ্যা ও গুজব বলিয়া অভিহিত করেন। আগুন লইয়া না খেলা এবং সাংবাদিকতা হইতে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া শেখ মুজিব মিথ্যা খবর পরিবেশনের জন্য অতীতে কি ঘটিয়াছে উহা মনে রাখার আহ্বান জানান।

ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন

খুলনা ও যশোরে দুইটি জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সন্ধ্যায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্বদেশ

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

সাংবাদিকদের প্রতি: দেয়ালের লিখন পড়ুন–

যশোর, ৯ই ফেব্রুয়ারী (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ দেশের সাংবাদিকদের প্রতি তথ্যনির্ভর সংবাদ প্রকাশে ব্রতী হবার আহবান জানিয়েছেন।

আজ যশোরের ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান উল্লেখ করেন যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী অভিযানে সাহায্যের জন্যে শিল্পপতিরা দুটি হেলিকপ্টার ও দুশো জীপ সরবরাহ করবে বলে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে এক খবর বেরিয়েছে। তিনি বলেন, এ খবর ডাহা মিথ্যে এবং এর আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। যে খবর সত্য নয় এবং যে খবরের কোনো ভিত্তি নেই তেমন কোন সংবাদ পরিবেশন ও প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্যে তিনি আহবান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকগণকে দেয়ালের লিখন পড়ে দেখার অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আইয়ুব খানের মতো স্বৈরাচারী একনায়কও গত ১১ বছর ধরে শত অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখতে অথবা কিনে নিতে পারেননি।

তিনি বলেন, নির্বাচনী অভিযান চালানোর জন্যে তাঁর হেলিকপ্টারের প্রয়োজন নেই।

দৈনিক পয়গাম

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

নির্বাচন বানচালের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হইবে : শেখ মুজিব

যশোর, ৯ই ফেব্রুয়ারী।- শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, যদি কোন গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে তাহাদের ষড়যন্ত্র ত্যাগ না করে তাহা হইলে তাহার দল ইহার প্রতিরোধের জন্য সংগ্রাম শুরু করিবে।

এখানে ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সকল ধরনের শোষণের হাত হইতে একটি সমাজ গঠন গণতন্ত্র কায়েমের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং নির্বাচন ৫ই অকটোবর নিধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কতিপয় নেতার খেলা বন্ধ করার জন্য শেখ মুজিব জনগণকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে শতকরা ১৫ ভাগের অধিক নিয়োগ করা হইতেছে না। তিনি বলেন যে, এই ভাবে আমাদের প্রতি অবিচার করার উদাহরণ রহিয়াছে। আওয়ামী নেতা হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন যে, যাহারা জনগণের স্বার্থের জন্য ত্যাগ করিতে ইতস্তত করে এবং আগামী নির্বাচনে গভর্ণর মন্ত্রী হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছে জনগণ তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন না।

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর খুলনায় সাম্প্রতিক বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, জনগণ শান্তি প্রিয় লোক অন্যথায় সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া হইত না। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, কোন পক্ষ হইতে হুমকীর মুখেও ৬-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম হইতে আওয়ামী লীগকে হটাইতে পারিবে না।

তিনি বলেন যে, এই যশোরে তিনি ১৯৫৬ সালে প্রথম গ্রেফতার হন এবং তাহার পর একের পর এক তাহাকে গ্রেফতার ও জামিন দেওয়া এবং পরে গণঅভ্যুত্থানে মুক্তির প্রদান পর্যন্ত তাহাকে আটক রাখা হয়। শেখ মুজিবর রহমান জামাতে ইসলামী পার্টির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, আইয়ুব সরকারের অবিচারের সময় এই দল কোন প্রতিবাদ করে নাই। পূর্ব পাকিস্তানীদের বন্যায় সর্বস্বান্ত ব্যাপারে তাহার কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। আওয়ামী লীগ নেতা আরও বলেন যে, যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী যখনই ওঠে তখনই তাহারা ইসলামের নামে চীৎকার করিতে শুরু করে। তাহাদের আসল উদ্দেশ্য হইল জনগণের দাবী ধ্বংস করা। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদ দেওয়ার প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন জনগণের স্বার্থে তিনি কোন রকম আপোষ করিতে প্রস্তুত নন।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, আইয়ুব শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারত ফারাককা বাঁধ তৈরী করিয়াছে। এই বাঁধের অভিশাপ হইতে রক্ষার জন্য সরকার কিছুই করেন নাই। আইয়ুব খান নয়াদিল্লীতে গমন করিয়া পানির বিরোধের ব্যাপারে আপোষ আলোচনা এবং প্রতিবেশী দেশের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পৃথিবীর এমন একটি দেশের নজির নাই যে, শিল্পে শতকরা ১০ ভাগের অধিক লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তান শিল্প শতকরা দুই শতাধিক লাভ অর্জন করিতেছে। তিনি বলেন, শিল্পে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ দিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলা করার দাবী করায় যাহারা সমালোচনা করেন শেখ মুজিবর রহমান তাহাদের সমালোচনা করেন। উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোল্লা আলাউদ্দীন, আবদুল মান্নান ও ওবায়দুর রহমান। অদ্য সকালে খুলনা হইতে যশোরের পথে শেখ মুজিবকে বিভিন্ন স্থানে বিপুল সম্মর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি পথিমধ্যে কয়েকটি স্থানে ভাষণ দেন। যশোর গমনের পথে শেখ মুজিবর রহমানকে সমর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে তোরণ নির্মাণ করা হয়।-এপিপি

সম্পাদকীয়

দৈনিক পয়গাম

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

ভোটার তালিকা মুদ্রণ প্রসঙ্গে

সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান প্রিন্টিং কর্পোরেশন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রেস মালিকদের মধ্যে দর সম্পর্কিত মত বিরোধের ফলে ভোটার তালিকা মুদ্রণের ব্যাপারে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কিছু বলার কথা নয়। কারণ দরাদরি করার দস্তুর রহিয়াছে। এ পক্ষ কম দিতে এবং অপর পক্ষ বেশী পাইতে চাহিবে বা চেষ্টা করিবে ইহাতে কাহারও কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান দরাদরির সংগে দেশবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ দর দস্তুর লইয়া গোলযোগের ফলে শেষ পর্যন্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন অসম্ভব কিংবা বিলম্বিত হইলেও আসন্ন নির্বাচন বিঘ্নিত হইতে পারে। তাই সময় থাকিতে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত আমরা একটির বেশী সাধারণ নির্বাচন দেখিতে পাইলাম না। যে একটি সাধারণ নির্বাচন একবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও কি অসাধারণ পদ্ধতিতে ভণ্ডুল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা দেশবাসীর মনে আছে। তাহার পর দেশের বুকের উপর দিয়া অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। কিন্তু অবাধ এবং সাধারণ নির্বাচন আর আসিল না। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র প্রভৃতির পরীক্ষা শেষ হইল। দেশের সাধারণ মানুষের হাত হইতে দেশ শাসনের ক্ষমতা চলিয়া গেল। এই ভাবে বছরের পর বছর গিয়াছে। মানুষ গণতন্ত্র হারানোর জন্য দুঃখ করিয়াছে। হতাশা পোষণ এবং প্রকাশ করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছে। আন্দোলন করিয়াছে। পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে সেই আন্দোলনের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই দাবীর গণ-আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ পর্যন্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

এই অবস্থার পটভূমিতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রশ্নটিকে বিচার করিতে হইবে। এবং এ জন্যই কোনক্রমে ভোট গ্রহণ বিলম্বিত কিংবা বিঘ্নিত না হইতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রেস মালিকদের দাবী সঠিক কিংবা বেঠিক সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই। সঠিক হইলে ইহা পূরণ করা দরকার। বেঠিক হইলে উহা বাতিল হইয়া যাক। এ সমস্ত

ব্যবসায়ীর ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ নাই। কিন্তু আমাদের আগ্রহ রহিয়াছে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ গোটা দেশবাসীর স্বার্থ ইহার সংগে জড়িত। সুতরাং কর্তৃপক্ষকে আমরা অবিলম্বে বিষয়টির দিকে নজর দিতে বলিব এবং যাহাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন কারণে এক দিনের জন্যও বিলম্বিত না হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে বলিব।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা চলে। সভা, সমিতি, বক্তৃতা বিবৃতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া ইদানিং বেশ কিছু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত সংবাদও রিতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহার ফলেও নির্বাচন বিলম্বিত হইতে পারে। তাই আমরা জনসভায় গোলযোগের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। কারণ এইসব গোলমাল হইতে শেষ পর্যন্ত কোন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে।

মোট কথা এবং মোদ্দা কথা এই যে আমরা চাই সময়মত দেশে বহু প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। এবং এই পথে কোন অসুবিধার সৃষ্টি এবং কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে সমূলে তাহা দূর করিতে হইবে। আগামী সাধারণ নির্বাচনকে সকল দিক দিয়া নিরঙ্কুশ ও বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে।

Pakistan Observer

12th February 1970

Mujib warns those who try to wreck election

BEGUMGANJ, Feb 11: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief today warned a section of the people who were out to wreck the ensuing elections and said that his party would resist such attempt, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman told a public meeting here this afternoon that those who did not want elections, were not the friends of the people or the well-wishers of the country.

The Awami League chief told the people to prepare themselves for the coming elections which would afford them opportunities to exercise their democratic rights of choosing their representatives who would frame the constitution of the country.

In his nearly thirty minute speech, the Awami League Chief discussed a variety of subjects such as the question of regional autonomy, elections disparity and problems now facing the country. The meeting was presided over by Mr. Abdul Malek Ukil, President of the Noakhali District Awami League.

The Awami League chief told the meeting that his party would continue its struggle till the realisation of regional autonomy which he said was so vital for East Pakistan.

He said that the question of autonomy was a matter of life and death to us.

The Awami League chief referred to injustices meted out to the province during the last 22 years and said that he had launched his Six Point programme to do away with this injustice. He said that the emancipation of the people lay in the realisation of his Six-Point programme which he said was based on the historic Lahore Resolution.

Refuting the allegations against his Six Point programme, the Awami League chief said that only the exploiters and the vested interests were afraid of his programme.

He reiterated that his fight was not directed against the common people of West Pakistan but against the vested interest who had exploited the people of both wings of the country.

The Awami League denied that his Six Point programme was against Islam.

He regretted that a section of the people were propagating that his Six Point programme as anti-Islamic. He asked them not to mislead the people in the name of religion.

Sheikh Mujibur Rahman asked the Ulema not to give mis-interpretation of his party programme.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

বেগমগঞ্জের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবঃ

পূর্বাহ্নে বাজারদরে ক্ষতিপূরণ না দিয়া জমি হুকুমদখল করা চলিবে না :

বাত্যা জলোচ্ছ্বাসের হিংস্রতা হইতে জানমাল রক্ষার ব্যবস্থার সুপারিশ

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী), ১১ই ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্বাহ্নে বাজার দরে ক্ষতিপূরণ না দিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিকল্প ভূমির ব্যবস্থা না করিয়া জমি হুকুম দখল করার রেওয়াজ বন্ধ করিয়া দিয়া অবিলম্বে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

বেগমগঞ্জ ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল এক জনসভায় শেখ সাহেব ভাষণ দিতেছিলেন। উপকূল অঞ্চলে বনভূমির

সৃষ্টির অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বিশেষভাবে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জালমাল এবং ফসল রক্ষার জন্য ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসের নিশ্চিত প্রতিরোধ হিসাবে উপকূল অঞ্চলে সুপরিকল্পিতভাবে বন সৃষ্টি করার প্রয়োজন। প্রতি বৎসর ঘূর্ণিবাত্যা, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার ছোবলে যে সব অসহায় আদম সন্তান সর্বহারা হইতেছেন, তাঁহাদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, ঘূর্ণিবাত্যা বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইহাদের হিংস্র ছোবল হইতে রক্ষা করা আমাদের সার্বিক দায়িত্ব। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজনবোধে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। উপকূলাঞ্চলে বন সৃষ্টির দ্বারা সামুদ্রিক দুর্যোগকে বহুলাংশে যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার প্রমাণ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এমনকি খুলনার উপকূলাঞ্চলেও রহিয়াছে।

ডিকেডি আমলের কুশাসন ও তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, উন্নয়নের দোহাই দিয়া ডিকেডি আমলে সরকার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু জমি হুকুম দখল করিয়াছেন। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সরকার পাঁচ-সাত-দশ বৎসরের মধ্যে এই সব হুকুম দখলকৃত জমির ক্ষতিপূরণ দেয় না। দরিদ্র ভূস্বামীরা তাহাদের জমি হারাইয়া জমির ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে ধরনা দিতে দিতে সর্বস্বান্ত হইতেছে। জমির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারেও সরকারী রেওয়াজ গণস্বার্থবিরোধী। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অবশ্যই বাজার দরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইতে হইবে। বিশাল জনতাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারকে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নয়নের স্বার্থে জনসাধারণের সর্বনাশ সাধনের কোন অধিকার সরকারের নাই। জমি হুকুমদখল করিয়া মানুষকে ভূমিহীন করার পর যখন ইচ্ছা তখন এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক রেওয়াজের অবসান ঘটাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, জনগণের স্বার্থেই উন্নয়ন; উন্নয়নের স্বার্থে জনগণকে বলি দেওয়া যাইবে না। তাই, আমি সরকারের কাছে দাবী করি, ভূমি হুকুমদখলের সকল বকেয়া ক্ষতিপূরণ অবিলম্বে দিতে হইবে। আর এখন হইতে হুকুমদখল করার পূর্বেই বাজার দরে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বিকল্প ভূমির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই মর্মে অবিলম্বে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করার জন্য আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করিতেছি। ইয়াহিয়া সরকার যদি এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে গণসরকার কায়েম হইলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হইবে, এই আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি। আওয়ামী লীগ প্রধানের আশ্বাসকে স্বাগত জানাইয়া বিশাল জনতা বিপুল করতালির দ্বারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে।

আগামী নির্বাচনে জনগণের কর্তব্য নির্দেশ প্রসঙ্গে

বহু শহীদের রক্ত, বহু রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকের অপরিসীম নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে শেখ সাহেব নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আগামী নির্বাচনে সঠিকভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব আজ ঢাকা হইতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, দফতর সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ সমভিব্যাহারে নোয়াখালী পৌঁছেন। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের মোল্লা রিয়াজুদ্দিন, জনাব ইফতেখার উদ্দিন (খসরু) প্রমুখও দলীয় প্রধানের সঙ্গে রহিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের জনসভা উপলক্ষে ঝড়-প্লাবনের ক্রুদ্ধ ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত অথচ গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্গ বলিয়া পরিচিত অগণিত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামী বীরের জন্মস্থান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের দেশ নোয়াখালীর নিভৃত পল্লী বেগমগঞ্জে জনজোয়ারের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি হয়। শেখ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য অভূতপূর্ব জনসমাবেশ ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিত হইয়া উদ্যোক্তারা মাঠ-ময়দানের পরিবর্তে বেগমগঞ্জের অদূরে একটি অব্যবহৃত ধান ক্ষেতে এই জনসভার আয়োজন করেন। সকাল হইতেই নোয়াখালী জেলার দূর-দূরান্তবর্তী এলাকা হইতে দলে দলে নৌকা ট্রেন-বাস-ট্রাকযোগে লোক বেগমগঞ্জে আসিয়া সমবেত হইতে থাকে। বেলা একটার দিক সাংবাদিকগণ চৌমুহনী শহরেরও প্রায় ৪ মাইল দূরে থাকিতে দেখিতে পান কয়েক হাজার লোকের তিনটি মিছিল পদব্রজে সভাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বেলা দুইটার পূর্ব হইতেই চারিদিক হইতে অগণিত জনস্রোত সভাস্থলের দিকে আসিতে থাকে। বেলা সাড়ে ৩টায় সভার কাজ শুরু হওয়ার আগেই সমগ্র সভাস্থল এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ধানক্ষেত ছাড়াইয়া সেই জনসমুদ্রের ধারা গিয়া পতিত হয় পার্শ্ববর্তী উঁচু রাস্তা, বাড়ী ঘর এবং বৃক্ষশাখায়। আর বার বার সেই বিশাল বিপুল জনসমষ্টি কেবলই সঘন গর্জনে শ্লোগানে শ্লোগানে ঘোষণা করিতে থাকে, ‘নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ আমার নেতা তোমার নেতা–শেখ মুজিব, শেখ মুজিব,’ ‘ছয় দফা মানতে হবে, ১১ দফা মানতে হবে’, ‘বাঙ্গালীরা আছে– শেখ মুজিবের পিছে।

সুউচ্চ বক্তৃতামঞ্চের পিছনে মুহুর্মুহু 'তোপ ধ্বনি' এবং সামনে অগণিত মানুষের বিরামহীন উল্লাস ও করতালির মধ্যে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান প্রথমেই সার্জেন্ট জহুরুল হক, আসাদ, মতিউর, সেনবাগের শহীদানসহ বিগত গণ-আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "নিজের বুকের রক্ত দিয়া হইলেও আমি শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করিব।" শেখ সাহেব নোয়াখালীবাসীর অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নোয়াখালী খাল কাটিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। তিনি বলেন, ইসলামাবাদে নয়া রাজধানী নির্মাণে অর্থের অভাব না হইলে পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলায় খাল কাটার জন্য টাকার অভাব হইবে কেন? নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরুল হক প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

পথে পথে সম্বর্ধনা

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কুমিল্লার বিয়রাবাজার হইতে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ গমনের পথে তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে বিপুল জনতা প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। জনতা বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। উক্ত রাস্তায়, আওয়ামী লীগ নেতা সন্দর্শনে জনতা "হতেই হবে নির্বাচন", "৬-দফা ১১-দফা মানতে হবে" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে।

জনতার বিপুল সম্বর্ধনার জবাবে কয়েক স্থানে শেখ সাহেবকে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে হয়। একস্থানে তিনি বলেন যে, আমরা ইনসাফ চাই এবং নিজেদের সম্পদ নিজেরা ভোগ করিতে চাই আর এই কারণেই আমার ৬ দফা। শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আগত সমবেত জনতার উদ্দেশে আগামী নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, এই নির্বাচনই হইল শেষ যুদ্ধ। এইবার স্বায়ত্তশাসন আদায় হইবেই। নতুবা প্রদেশবাসীর স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সুযোগ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শেখ সাহেব বলেন, জনগণের দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কাছে, বেইমানীর কাছে মাথা নত করিব না। একদল ইসলামের নামে, আরেক দল সংহতির নামে বাঙ্গালীর বাঁচা-মরার দাবী বানচালের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়া তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন, আগামী নির্বাচনের ৬-দফার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করিয়া গণদুশমনদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ সহ শেখ সাহেব ফেনীর অদূরে কুমিল্লা- নোয়াখালী সীমান্তে পৌঁছিলে জনাব আঃ মালেক উকিল ও জনাব নূরুল হক, আঃ শঃ মুঃ রব সহ বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী সম্বর্ধনা জানায়। ফেনীতে পৌঁছাইলে বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়। চৌমুহনীতে আগমনের পর এক বিরাট জনতা শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানায়।

Morning News

12th February 1970

Demands can be realised only through polls: Mujib

(By Our Special Representative)

BEGUMGANJ, (Noakhali), Feb. 11: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman told a massive public meeting here today that democracy could be restored & people's demands realised only through elections and the consequent formation of people's government.

Referring to his party's six-point programme, he said the main spirit and aim of the programme was to establish a society free from all exploitation and injustices.

The meeting held at a big paddy field was attended by a vast multitude of a slogan-chanting crowd. People young and old, came in processions carrying banners, posters from distant places to listen to the Sheikh. Many had been waiting for hours for the meeting. They raised slogans of "Awami League Zindabad", "Sheikh Mujib Zindabad", "Tomar Desh Amar Desh, Bangla Desh", Tomar Neta, Amar Neta, Sheikh Mujib Sheikh Mujib Sheikh Mujib" and "Jai Bangla."

The meeting presided over by Mr. Abdul Malek Ukil, President of Noakhali District Awami League, was addressed among others by Khondoker Mushtaque Ahmed, Vice-President of the League and Mr. Nurul Huq, General Secretary of District League, Mr. Shahiduddin Eskindar (Kachi Miah), Organising Secretary, presented the address of welcome on behalf of the Noakhali District Awami League.

COMPENSATION

The Sheikh in his address called upon the government to make immediate provision for prompt payment of compensation to those whose land was acquired by the authorities. He said that compensation money should be given to the owners of acquired land before taking possession on it.

Sheikh Mujibur Rahman regretted that vast areas of land had been acquired by the government in the past but due compensation was not paid to many as yet. The poor people whose land was acquired by the government should be paid compensation money before hand or be given alternative land for cultivation or construction of houses.

NOT AGAINST QURAN, SUNNAH

The Awami League chief again made it clear that his party, if voted to power, would not pass any law contrary to the holy Quran and Sunnah. He also pointed out that the Awami League was not against the common and poor people of West Pakistan but, he added, "we were and continue to be with them in their fight against exploitation and oppression of zemindars, zagirdars and the 22 families".

Sheikh Mujibur Rahman said that most of the Martial Law cases in Noakhali were against the workers of the Awami League and the Students League. He said that the people of Noakhali had always been economically neglected and subjected to oppressive and suppressive measures by the previous autocratic regime only because they voted against it (the regime). He warned those who were responsible for the miseries of the people of the district and called upon President Yahya Khan to immediately institute an inquiry commission to investigate into the administrative negligence and oppressions on the people of Noakhali.

The Sheikh reminded the officials that they were no more working under Ayub-Monem regime and said if President Yahya could take action against 303 officers, the people's government to be established in the near future would not hesitate to take action against corrupt officials of all cadres and status.

WRECKERS WARNED

APP adds : The Awami League chief also warned a section of the people who were out to wreck the ensuing elections and said that his party would resist such attempt. He said those who did not want elections were not friends of the people or the well-wishers of the country. He called upon the people to prepare themselves for the coming elections which he reminded would afford them opportunities to exercise their democratic rights of choosing their representatives who would frame the constitution of the country.

Sheikh Mujib regretted that during the past years the people of this wing were being deprived of their legitimate rights and shares in the wealth of the country.

He said the people of East Pakistan made many sacrifices to establish their rights and realise their demands. Whenever any person raised his voice for the cause of East Pakistanis he was described as the enemy of the country. He said President Yahya Khan had given the rights of votes to the people who were going to the pools in October next to elect their representatives.

Sheikh Mujib said some forces were out to sabotage the coming elections and warned that nobody would be allowed to do so. He said it was the last effort to restore democracy in the country and called upon the people to resist the forces who were acting against the cause of democracy.

REGIONAL AUTONOMY

The Awami League chief told meeting that his party would continue its struggle till the realisation of regional autonomy which, he said, was so vital for East Pakistan.

He said that the question of autonomy was a matter of life and death to us.

The Awami League chief referred to injustices meted out to the province during the last 22 years and said that he had launched his Six-Point Programme to do away this injustice. He said that the emancipation of the people lay in the realisation of his Six-Point Programme which, he said, was based on the historic Lahore resolution.

Refuting the allegations against his programme, the Awami League chief said that only the exploiters and the vested interests were afraid of his programme.

The Awami League chief denied that his Six-Point Programme was against Islam.

He regretted that a section of the people were propagating that his Six-Point Programme was anti-Islamic. He asked them not to mislead the people in the name of religion.

Sheikh Mujibur Rahman asked the ulema not to give mis-interpretation to his party programme.

He said that his party aimed at establishing a society free from exploitation.

সংবাদ
১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
বেগমগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবঃ
যাহারা নির্বাচন চায় না তাহারা জনগণের বন্ধু নহে

বেগমগঞ্জ, ১১ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, যে সকল লোক আসন্ন নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টায় মাতিয়াছে তাঁহার দল তাহাদের প্রতিহত করিবে।

আজ বিকালে এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, যাহারা নির্বাচন চায় না তাহারা জনগণের বন্ধু বা দেশের মঙ্গলকামী নহে।

তাঁহার ৩০ মিনিটব্যাপী ভাষণে শেখ সাহেব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন, আঞ্চলিক বৈষম্যসহ বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়া আলোচনা করেন।

নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল মালেক উকিল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার দল সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। কেন না পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আমাদের বাঁচা মরার প্রশ্নে সামিল।

শেখ সাহেব পুনরায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ নাই। তাঁহার অভিযোগ হইতেছে কায়েমী স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে যাহারা গত ২২ বৎসর ধরিয়া উভয় অঞ্চলের জনগণকে শোষণ করিয়াছে।

পূর্বাহ্নে ঢাকা হইতে বেগমগঞ্জ যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ প্রধান কুমিল্লা জেলার জগন্নাথ দীঘিতে এক জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

এখানে তিনি বলেন যে, ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালানোর মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জন সম্ভব। স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হইলে পূর্ব বাংলার অস্তিত্ব বিলীন হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গত বৎসর জনগণ যে সংগ্রাম চালায় সেইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, আগামী নির্বাচন এ দেশ বিশেষভাবে বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। গত ২২ বৎসর ধরিয়া বাংলা শোষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

শেখ সাহেব বলেন, নিজেদের দাবী আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই অঞ্চলের জনগণ বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। যখনই কেহ পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বার্থে কথা বলিয়াছে তখনই তাহাকে দেশের শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

সম্পাদকীয়
পূর্বদেশ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
গণতন্ত্রের উপর হামলা

দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে মাঝে মাঝে যে বিশেষ প্রবণতাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে এই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনেই জাগছে যে, আমাদের দেশের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে তাঁরা সকলেই কি সত্যি সত্যি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী? ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্যে তাঁরা মুখে গণতন্ত্রবাদের যে মহান বাণী উচ্চারণ করছেন–তাঁদের কারো কারো মুখের সেই কথার সঙ্গে কাজের কি কোন সঙ্গতি আছে? সত্যি কথা বলতে, কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের আচরণ, হুমকি এবং তাঁদের সমর্থকবৃন্দের উগ্র জঙ্গী আচরণ থেকে একথা মনে করার কারণ ঘটেছে যে, তাঁদের কোন কোনটির কথা ও কাজের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন সঙ্গতি নেই।

গণতন্ত্রকে সেই সকল দল শ্লোগানের মই হিসেবে ব্যবহার করছেন কেবলমাত্র ক্ষমতার সোপানে আরোহণের উদ্দেশ্যে। ক্ষমতার বলদর্পী সিংহাসনে আরোহণই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেটাই মুখ্য এবং মোক্ষ। সে জন্যে যুদ্ধে এবং প্রেমে ন্যায় অন্যায়ের কোন নৈতিক বন্ধন নেই বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে তাঁদের অনেকেই সেই প্রচলিত আপ্তবাক্যের আশ্রয় নিতে চান। গণতন্ত্রের চলতি শ্লোগানগুলোও তাঁদের কাছে সেই যুদ্ধ জয়ের বহুবিধ অস্ত্রের মধ্যে একটি মাত্র নীতি হিসেবে যেন প্রতিপালনীয় নয়।

কোন কোন দল প্রকৃতপক্ষেই গণতন্ত্রবাদী তা নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে? সবাই গণতন্ত্রের সাধারণ শ্লোগান আউড়ে চলেছেন, তাঁদের কারো কারো কার্যকলাপ ও আচরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, গণতন্ত্রের কথা তাদের কাছে নিছক শ্লোগান মাত্র। আবার কোন কোন দল সত্যি সত্যি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। জনসাধারণকে এখনই শ্লোগানসর্বস্ব গণতন্ত্রবাদী এবং প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী দলের পার্থক্যটি বুঝে নিতে হবে। কারণ সাম্প্রতিককালে এশিয়া, আফ্রিকার কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে এমন কি ইউরোপেরও কোন কোন দেশে গণতান্ত্রিক অধিকারের শ্লোগানের আড়ালে জনগণকে বিভ্রান্ত করে উগ্র জঙ্গীবাদের সাহায্যে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হতে দেখা গিয়েছে। গণতন্ত্রের নামে জনগণকে স্বৈরশাসনের যুপকাষ্ঠে বলি দেবার মত মর্মান্তিক পরিহাস আর কিছু হতে পারে না। কাজেই একথা স্পষ্টরূপে বুঝে নেবার প্রয়োজন রয়েছে যে, গণতন্ত্রের নামে যারা বলপ্রয়োগ করে থাকেন,

ফ্যাসিবাদী কায়দার আশ্রয় নেন, ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করেন তারা কখনও জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। হিংসাত্মক রাজনীতি ও সশস্ত্র জঙ্গীবাদী ক্ষমতার কুচকাওয়াজ দ্বারা অন্যের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার হরণ দ্বারা গণতন্ত্র নয়–ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হবার পর থেকে আমরা এক দলের বিরুদ্ধে অপর দলের সহিংস আক্রমণ লক্ষ্য করেছি, মানুষ খুন হতে এবং বিরোধী মতাবলম্বী মানুষের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিতে দেখেছি। শুধুমাত্র ভিন্ন মত পোষণের জন্যে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে এবং সন্ত্রস্ত ও নিরাপত্তাহীন সশংক জীবন যাপন করছেন, এমন অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সকলেই স্বীকার করবেন যে, এর কোনটাই গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অনুকূল নয়।

যে বা যাঁরা এই অবস্থা সৃষ্টির জন্যে দায়ী তাঁরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের ঘাতক। যাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ, যাঁরা প্রেস অর্ডিন্যান্স, ট্রাষ্ট প্রভৃতি বাতিল করার জন্যে সরবে দাবী করেন তাঁরা সকলেই কি এ ব্যাপারে আন্তরিক। আন্তরিক হলে সম্প্রতি কেউ কেউ শুধুমাত্র প্রকাশিত সংবাদ বা মতামত মনঃপুত হচ্ছে না বলে ভীতি প্রদর্শন করতেন না। সভামণ্ডপ থেকে চিঠিপত্রের মারফত এবং টেলিফোন যোগে ইদানিং বিরোধী মতের সংবাদপত্রকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। অথচ গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত রাখার অন্যতম প্রহরী হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদী ও একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের এই অধিকার হরণ করা হয়ে থাকে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এখানকার সংবাদপত্রকে হুমকী ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা সেই ফ্যাসিবাদী পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শ থাকবেই তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসারী সংবাদপত্রও থাকবে। কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে শুধু সংবাদপত্র কেন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে দশজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে ব্যবধান ঘটে যায়। বিভিন্ন জনসভায় যোগদানকারী দর্শক ও শ্রোতার মনের প্রতিক্রিয়া বিবরণের পার্থক্য আমরা অহরহ দেখছি। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটার কোন কারণ নেই। বরং এই ব্যতিক্রম ও মত-বিভিন্নতার বিকাশই গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের একটা বড় কথা। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁর বিবেচনায় ঘটনাকে যেভাবে দেখলেন সেই দেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটলেই সেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধির উপর হামলা করার কিম্বা তার ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলার অধিকার জন্মায় না। অথচ ইদানিং এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা আমরা হরহামেশা ঘটতে দেখছি। তাদের একমাত্র অপরাধ ঘটনার স্বাধীন বিবরণ কিম্বা সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত দলবিশেষের জন্যে খুব সুখকর না হওয়া।

এই ধরনের মনোভাবাপন্ন যে দলই হোক না কোন, সেই দল প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের বিরোধী। কারণ বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী সংবাদপত্র যে মতবৈচিত্র্য ও চিন্তার দিগন্ত খুলে দিয়ে থাকে পাঠকবর্গের চেতনা, জ্ঞান বিকাশ ও স্বাধীন মতামত গঠনের জন্যে তা একান্ত অপরিহার্য–বস্তুতপক্ষে গণতন্ত্রের একটি পূর্বশর্ত। কাজেই যারা বা যে দল গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র বিরোধী কাজের প্রশ্রয় দিচ্ছেন তারাই আসলে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার পক্ষে সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। তাই আজ যাঁরা প্রকৃত গণতন্ত্রমনা তাঁদের সকলের এক জোট হয়ে এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা রোধ করবার সময় এসেছে। নইলে ফ্যাসীবাদের হাতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু রোধ করা দুরূহ হয়ে উঠবে।

পূর্বদেশ

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

ভবিষ্যত সরকার যে-কোন অসাধু অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন : শেখ মুজিব

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী), ১১ই ফেব্রুয়ারী (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ অপরাহ্নে এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া যেখানে দুর্নীতির অভিযোগে ৩০৩ জন সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেখানে দেশের জনগণ অদূর ভবিষ্যতে যে সরকার নির্বাচিত করবেন সেই জন-নির্বাচিত সরকার যে- কোন শ্রেণীর যে কোন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

তিনি বলেন, নোয়াখালী জিলায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও ছাত্র লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধেই সাধারণতঃ সামরিক আইনে মামলা-মোকদ্দমা করা হয়েছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। এ জন্যে যারা দায়ী শেখ মুজিব তাদের হুঁশিয়ার করে দেন এবং বলেন যে, আইয়ুব খাঁর একনায়ক সরকার যে আর নেই, এ কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

সম্পাদকীয়

Pakistan Observer

13th February 1970

Threat to Democracy

There is enough reason to every right-minded person to be perturbed over what is happening in the country's newly activated political sphere. The political parties are going ahead with their

election campaigning in right earnest. There is nothing wrong with it. They must go to the people with their party programmes and canvas the voters for their support.

But how are they performing this normal democratic function? The way some of the parties are conducting their campaign raised some serious questions in the public mind, questions that must be answered now so that the people may be able to judge correctly the real credentials of all the parties and decide which party or parties they are going to support.

The most urgent and pertinent question is: Do all the political parties campaigning for election really believe in democracy? If they do, none of them can defend their own freedom of assembly and association by interfering with the other's enjoyment of the same freedom, or assert and exercise their right to expression of views by seeking to stifle other's voice. For, tolerance of different views and opinions is the true criterion of real democracy and nothing is more fatal to it than the slightest attempt at imposing the opinion of one on another by force and coercion.

Yet we have seen how some people have resorted to violent methods to disrupt political meetings, how murderous elements have been let loose to prevent leaders and workers of some parties from addressing the public, how difference of opinion has been sought to be settled by liquidating the dissenters. All this presents a weird spectacle of threatened annihilation of democracy. Every word of vendetta uttered by one party against another sounds it death-knell. This voice has been frequently raised and heard.

But the most dismaying symptom is that some of the political groups are not only demonstrating their naked physical strength in meetings, streets, factories and educational institutions, but are also trying to frighten some newspapers into silence. We have received threats on the telephone and through anonymous letters warning us of dire conequences unless we do domething in favour of certain parties and stop doing anything that is not palatable to them. This is the biggest and the nastiest threat to democracy because news papers perform the most vital democratic function of amplifying the voice of the people, and this voice cannot be stilled without eliminating democracy itself. Such an attempt to gag the press, if successful, will be the last nail in the coffin of democracy.Those who try to abridge the freedom of the people by curbing the freedom of the press are nothing, if not disciples of fascism.

The anonymous persons holding out such threats with a view to hindering the normal functioning of newspapers and obstructing them from giving free and unfettered expression of views and presentation of events in an objective manner and without party or group bias are really out to thwart and destroy the endeavours of those who are working for a peaceful transfer of power to the people. Their sole aim is to grab power through election for which they consider no means too foul to resort to. There is no dearth of instances in history, particularly that of the under developed countries, to show how some ambitious political elements work out a mechanism of establishing party or personal dictatorship under a thin veneer of a democractic pattern. The slogans of democracy and demand for repeal of press ordinances raised and made by some political parties here are apparently meant for public consumption and for deceiving the people about their false loyalty to democratic ideals in which they do not realy believe. Their purpose is to terrorise the independent newspapers into submission and turn this strongest weapon of democracy into an obliging press.

The only effective remedy for this malignant growth of powercrazy political factions is an awareness on the part of the people of the danger that threatens to enchain their minds and enslave them permanently. And it is the sacred duty of every section of the press crusading for the rehabilitation of democracy to make the people conscious of this menace to their rights and expose the pseudo-democrats and crypto-fascists masquerading as the champions of the nation. As for ourselves, we are committed and dedicated to the cause of democracy and service of the nation and we shall play our part by lending our support to the parties that we honestly believe to be working for democracy and criticising those that are not. We owe allegiance to no party, nor bear a party any grudge.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

নেত্রকোনার পথে শেখ মুজিবের ময়মনসিংহ যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা

জালালউদ্দিন প্রমুখ সমভিব্যাহারে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে মোটরযোগে নেত্রকোনার পথে ময়মনসিংহ রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহে দলীয় প্রধানের সঙ্গে মিলিত হইবেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন পূর্বেই নেত্রকোনা চলিয়া গিয়াছেন। শেখ সাহেব এবং অন্যান্য নেতা আজ (শুক্রবার) নেত্রকোনায় এক জনসভায় ভাষণদান করিবেন।

আগামীকাল (শনিবার) বিকালে শেখ মুজিব কিশোরগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী ঢাকা হইতে আগামীকাল সরাসরি কিশোরগঞ্জে গিয়া এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী চাঁদপুরের জনসভায় বক্তৃতা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী চাঁদপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখও এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

এদিকে চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী জানাইয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান ও দলের অন্যান্য নেতার চাঁদপুর সফর উপলক্ষে জনাব রফিউদ্দিন আখন্দকে সভাপতি করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পূর্বদেশ
১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
মওলানা ভাসানী বলেন : আল্লা আমাকে রক্ষা করবেন

ঢাকা, ১১ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা প্রেরিত)।– ন্যাপ প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন যে, "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, মওলানা মওদুদী ও প্রফেসর মোজাফর প্রমুখ নেতারা নিজ নিজ দলীয় পত্রিকা, বুকলেট ও প্রচারণা দ্বারা আমার ও আমার দলীয় সহকর্মীদের ধ্বংসের জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ন্যাপের সৃষ্টির পর থেকে এরূপ বহু হামলা আমাদের উপর এসেছে। এসব হামলা ও নির্যাতন আমরা দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করেছি এবং করব"।

মওলানা ভাসানী আরও বলেন যে, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন কায়েম এবং ঘুষখোর, চোরা কারবারী, টাউট, সুদখোর মহাজন, শোষক জোতদার, পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী এবং সর্বহারা মানুষের চির শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। বৃদ্ধ নেতা বলেন, "আমাদের কোন সংবাদপত্র নেই, লক্ষ লক্ষ টাকার পার্টি তহবিল নেই, আমাদের একমাত্র পুঁজি জনগণের সহযোগিতা ও ভালবাসা আর আমাদের একমাত্র ভরসা আল্লাহ্। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন।"

মওলানা ভাসানী বলেন, সম্প্রতি আসাদ নগরে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনের খরচপত্র, অর্থাৎ শত শত গরু ও হাজার হাজার মণ চাউলের ব্যাপারে নানা মহল নানা প্রশ্ন তুলেছেন। এই ব্যাপারে শেখ মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাগমারী সম্মেলনে এর চেয়ে বেশী পরিমাণ চাল ও গোস্তের সদ্ব্যবহার হয়েছিল এবং দরিদ্র কৃষকরাই সে সব দিয়েছিল। সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানের তিন দিনের সম্মেলনেও কৃষকরাই চাল-ডাল, গরু, বকরী দান করেছে।

মওলানা ভাসানী সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, "যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক জয় কয়েকজন নেতার দ্বারা হয়নি, হয়েছিল পল্লীর কৃষক-মজুরদের দ্বারা–যাদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবির কারণ।"

Pakistan Observer
14th February 1970
Election is an opportunity, says Mujib

NETRAKONA Feb. 13: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman today criticised Nawabzada Nasrullah, Moulana Maudoodi and Chowdhury Mohammed Ali for their role played in the political and economical fields of the country, and said that these people were afraid of the Awami League's 6-point programme which pledged for regional autonomy, reports APP.

He was addressing a public meeting here today.

Speaking about coming general election in October Sheikh Mujib said, it was to offer opportunity to the people to elect their representatives in the proposed National Assembly to frame a constitution with the provisions of the rights and previleges of the people.

Sheikh Mujibur Rahman, expressed, concern at the "near famine" conditions prevailing in the rural areas of the province and urged the Government to take immediate measures for relief of people.

Earlier Syed Nazrul Islam Vice-President of Provincial Awami League addressing the meeting said, his party would not compromise in the question of regional autonomy. He said the people and his party would resist those forces who wanted to sabotage the elections.

Referring to the call given by Mr. Muzaffar Ahmed of Wali Khan NAP for electoral alliance between Awami League and both NAP factions Syed Nazrul Isam said his party disfavoured the idea and they would not go polls sacrificing their programme.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

আগামী নির্বাচন স্বায়ত্তশাসন আদায়ের শেষ সুযোগ, তাই বাংলার সত্যিকার দরদী ও নির্ভীক সৈনিকদের জয়যুক্ত করিতে হইবে : নেত্রকোনায় শেখ মুজিব

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

নেত্রকোনা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাকালে আগামী নির্বাচনে সত্যিকার জনদরদী এবং বাংলার স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিকদের নির্বাচিত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আগামী ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, এই নির্বাচন ক্ষমতা দখল বা গদী দখলের নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনেই পূর্ণ গণতন্ত্র এবং বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে চূড়ান্ত ফয়সালা হইয়া যাইবে।

তাই জনগণকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় ঘোষণা এবং প্রকৃত জনদরদী ব্যক্তিদের নির্বাচিত করিতে হইবে। তিনি বলেন, যে সব পেশাদার দালাল বাইশ বছর ধরিয়া মন্ত্রীত্ব আর পারমিটের লোভে বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কায়েমী স্বার্থের পায়রবি করিয়াছে, তাহারা আবার নির্বাচিত হইতে পারিলে বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় এবং অবিচার ও শোষণ বিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ সুযোগও বানচাল হইয়া যাইবে।

সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব প্রাদেশিক শিক্ষক সমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়াসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে জাতি গঠনের গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষককুলের উপর বরাবরই অবিচার চলিয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন যে শিক্ষকদের পরিবার-পরিজন লইয়া স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা নাই, তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ–দারিদ্রের ব্যথা বুকে

চাপিয়া দিনের পর দিন দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলার কঠিন দায়িত্ব পালন করিতে হইতেছে। শেখ সাহেব বলেন, সমাজের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত এবং সব চাইতে সম্মানিত শিক্ষক সমাজকে ভদ্রভাবে নিরাপদ জীবন যাপনের মত বেতন-ভাতা অবশ্যই দিতে হইবে। সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি প্রদেশের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নেও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সংস্কার ও পুনর্খননের ব্যবস্থা না থাকায় প্রদেশের নদীগুলি ক্রমাগত যে ভাবে ভরাট হইতে থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, পলি জমিয়া নদ-নদীগুলির জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় বন্যা সমস্যা প্রদেশে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি নেত্রকোনার কংস, মুগড়া ও সোমেশ্বরীসহ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীগুলি সংস্কার ও পুনর্খননের দাবী জানান।

প্রদেশে বর্তমানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, নিদারুণ খাদ্য সঙ্কট এবং অর্থাভাবের ফলে বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। এই সঙ্কট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে রেশনিং ও টেষ্ট রিলিফ চালু এবং বকেয়া খাজনা ও ট্যাক্স আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বাংলার গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের পন্থাস্বরূপ ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতা, ছয়দফা পেশের পটভূমি ও কারণ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন। ছয় দফা বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ছয়দফার বিরুদ্ধে বিষোদগারের আগে নসরুল্লাহ-মওদুদীদের জবাব দিতে হইবে কেন বাংলার আজ এই সর্বনাশা চেহারা? কে আমার সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়াছে? কেন তোমরা এতদিন প্রতিবাদ কর নাই? শেখ মুজিব পুনরায় ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল ইসলাম বিরোধী যে- কোন আইন পাসের বিরোধিতা করিবে এবং ক্ষমতায় গেলে ব্যাঙ্ক, বীমা ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিবে।

নেত্রকোনা মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে মোক্তারপাড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালালউদ্দীন, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিউদ্দিন ভুঁইয়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
নেত্রকোনায় বীরোচিত সম্বর্ধনা
(বিশেষ প্রতিনিধি)

নেত্রকোনা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সদলবলে মোটরযোগে ময়মনসিংহ হইতে নেত্রকোনা পৌঁছিলে নেত্রকোনাবাসী নেতৃবৃন্দকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ময়মনসিংহ হইতে নেত্রকোনা পর্যন্ত ৩৫ মাইল পথে ৭টি স্বাগত তোরণ নির্মাণ করা হয়। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও বঙ্গবন্ধু স্মরণে তিনটি তোরণ নির্মাণ করা হয়। পথিমধ্যে শেখ সাহেব বেশ কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। দীর্ঘপথের দুইধারে শেখ সাহেবকে দেখার ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সহস্র সহস্র লোক সকাল হইতে ভীড় জমায়।

নেত্রকোনার প্রবেশদ্বার শ্যামগঞ্জে পৌঁছিলে নেত্রকোনা মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মোমেন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ প্রধানকে বরণ করিয়া নেন। এখানে শেখ মুজিবর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখ নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। এখান হইতে ২০টি মোটরসাইকেলেরে একটি মনোরম শোভাযাত্রা করিয়া নেতৃবৃন্দকে এক দীর্ঘ মোটর মিছিল সহকারে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েকটি ট্রাক ও বাস বোঝাই ছাত্র ও আওয়ামী লীগ কর্মী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে নেতৃবৃন্দের মোট মিছিলের অনুসরণ করেন। নেত্রকোনা পৌঁছার অব্যাহতি পর শেখ সাহেব আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে স্থানীয় একটি মসজিদে জুম্মা নামাজ আদায় করেন। মদনপুর শাহ সুলতানের দরগাহ শরীফও জিয়ারত করেন।

Morning News
14th February 1970
Mujib urges stop to certificate notices
(From Our Special Representative)

NETRAKONA, (Mymensingh), Feb. 13: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today strongly demanded that the Government immediately put a stop to issuing certificate notices and collection of taxes and revenue from villagers.

Addressing a huge public meeting here at Mukhtarpara maidan organised by the subdivisional Awami League, Sheikh

Mujib said, "Near famine" conditions were prevailing in almost all the villages throughout the province. The Government should immediately provide modified and free ration test relief and distribute rice free among the poor peasants and others.

The meeting presided over by Abdul Momen, President, Netrakona Awami League, was addressed among others by Khondaker Mushtaque Ahmed, Syed Nazrul Islam, Rafiquddin Bhuiya and Molla Jalaluddin. Attended by people from far off places and villages, the meeting raised slogans of Narayae Takbir Allahuakbar, Pakistan Zindabad, Amardesh Tumardesh Bangladesh Bangladesh and Awami League Zindabad.

The Awami League chief in his 30-minute address also demanded improved pay scale and other facilities for teachers and Class III and IV employees. Without betterment of the lot of these teachers and lower class employees there could not be a balanced and real progress of our society, he said.

FOOD IMPORTS

Sheikh Mujibur Rahman said that the Government was making publicity about import of food from foreign countries to meet the food deficit in the province. Wherever he went in connection with his public meetings he had not heard anything about the distribution of these imported food to poor villagers. Where the imported foodstuff were going and why they were not properly distributed among the needy the Awami League chief demanded.

Sheikh Mujib regretted that East Bengal which was once famous as the "granery" in the world had now become a food deficit area and the condition had deteriorated during last 22 years to such an extent that East Bengal could not now even produce its own required foodstuff. People were starving and suffering from diseases in villages in East Pakistan, he said and demanded who was responsible for this. The Sheikh was criticial in his address about destructive and anti-people role of Nawabzada Nasrullah and Maulana Maudoodi during the past 22 years and demanded that they should answer to the people for their past misdeeds.

1956 Constitution

The Awami League chief said that certain political parties and leaders were making desperate attempts to restore 1956 constitution and the principle of parity which he noted, had proved

unworkable and had been rejected by the people during the past movements. He warned that if Jamaat and the PDP leaders like Maulana Maudoodi and Nasrullah Khan did not desist from demanding restoration of the discarded 1956 Constitution. "we will start a resistance movement against them." Nobody would then be able to stop us, he said.

Sheikh Mujibur Rahman also expressed his deep concern about the flight of capital from East Pakistan, he said that most of the banks and insurances companies were sending money to the other wing without reasonable grounds. He called upon the owners of industries, banks and insurance companies, particularly those from West Pakistan, to continue their business. He, however, asked them not to deprive the people of the province from their profits and sale proceeds of the industries here.

OCTOBER ELECTIONS

The Awami League chief reminded the people that October 5 election would not merely be a vote for going to power. It would be a vote to elect representatives who would prepare a constitution for the country. Whether rights and demands of the people of Bengal would be incorporated in that constitution would depend "how you exercise your vote and pass the crucial test."

Earlier, in his address Khondaker Mushtaque Ahmed, Vice-President of the League explained the party's policies and objectives and said that the movement of the Awami League was to minimise existing wide difference between the poor and the rich. The Awami League would strive for a change in the present economic structure in the country, he said and added, but the change must be through democratic and constitutional process.

Khondaker Mushtaque said that his party was in no way against Islam and if elected to power would pass no law contrary to Holy Quran and Sunnah.

Syed Nazrul Islam, another Awami League leader, in his speech said that movement against autocratic regime of Ayub-Monem Khan leading to its final ouster was initiated by the Awami League through the Six-Point Programme struggle. The Six-Point programme was not a movement for separation but, he reminded, was a movement of the seven crore people of Bengal to establish their rights and freedom.

সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করায় মুজিবের উদ্বেগ: জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান

নেত্রকোনা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।–অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশে বিরাজমান প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জনগণের দুর্দশা লাঘবে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

এখানে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবর রহমান বিশেষ করিয়া নেত্রকোনা ও উহার পার্শ্ববর্তী সিলেটের সুনামগঞ্জ মহকুমা এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানের কথা উল্লেখ করেন। এসব স্থানে পোকায় ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করায় জনগণ দুর্দশায় পতিত হইয়াছে।

গ্রামের লোকেরা আজ সংকটের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছে। তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের জন্য অবিলম্বে সাময়িকভাবে সার্টিফিকেট ইস্যু বন্ধ, টেষ্ট রিলিফের কাজ প্রবর্তন, স্কুল শিক্ষক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার ত্রিশ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, বিগত সরকারের কার্যকলাপের ফলে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

যে পূর্ব পাকিস্তান একদিন দেশের মধ্যে সমৃদ্ধশালী ছিল তাহা আজ শোষকদের দ্বারা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন, যাহারা সাধারণ মানুষকে বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বঞ্চিত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করিতেছে তাহারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে।

আওয়ামী লীগ নেতা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, মওলানা মওদুদী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ভূমিকার জন্য তাঁহাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এইসব লোক আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীতে ভয় পায়, কারণ তাহাতে স্বায়ত্তশাসনের কথা রহিয়াছে। দেশরক্ষা, কেন্দ্রীয় চাকুরী ও বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ অর্থ আয় করা সত্ত্বেও এই প্রদেশে সামান্য অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। তিনি দেশের দুই অংশের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কাপড়, কাগজ প্রভৃতির মূল্যে আকাশচুম্বী পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, একই পণ্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় অধিক মূল্য দিতে হয়। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, উপমহাদেশের শস্যাগার পূর্ব পাকিস্তান আজ খাদ্য ঘাটতি এলাকায় পরিণত হইয়াছে।

অক্টোবরের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, জনগণের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার বিধানসহ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য জনগণকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বদেশ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

মুক্তাগাছায় শেখ মুজিবঃ

বুনিয়াদী গণতন্ত্র ভেঙ্গে দেয়ার আহ্বান

ময়মনসিংহ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– শেখ মুজিবুর রহমান দেশ থেকে দুর্নীতি, দুরাচার ও ক্লিকের অবসান ঘটানোর জন্যে বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলো তুলে নিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আহবান জানিয়েছেন। তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবী জানান। তিনি বলেন, ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মনোনীত স্কুল-শিক্ষক ও সমাজকর্মিগণ বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবেন।

আজ মুক্তাগাছার এক জনসভায় বক্তৃতা করার সময় শেখ মুজিবর উপরোক্ত দাবী করেন।

শেখ মুজিবর রহমান গত বছর ঠিক এইদিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলীতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তথাকথিত আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবের সঙ্গে সার্জেন্ট জহুরুল হকও ক্যান্টনমেন্টে অন্তরীণ ছিলেন।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গত বাইশ বছর ধরে শোষণের এক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেন।

জনগণকে প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন যে, বর্তমান স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা না হলে বাংলার ভবিষ্যত অন্ধকার।

Pakistan Observer

15th February 1970

Remove parasites from politics by ballots: Mujib

KISHOREGANJ Feb.14: Sheikh Mujibur Rahman today said the coming general elections in the country would decide the fate of Bangla Desh and asked the people to remove the parasites from political life, permanently through ballots this time, reports APP.

Addressing the people gathered at the wayside stations from Mymensingh to Kishoreganj to greet him the Awami League Chief said the Bengalee leaders were responsible for the miseries of this wing. The politicians from this soil sacrificed the interest of Bengal to their selfish ends like ministership, governorship and permit.

He said the people should judiciously so that the right judiciously so that the rightmen were elected to serve the country justly. No people should be allowed to join the assembly who would betray East Pakistan like meerjafer. The Meerjafars did more harm to the country from behind the scene, he added.

Sheikh Mujibur said he had no grievance against the people of West Wing. His fight was against the exploiters who during the last 22 years deprived Bengal of her rightful share, he added. “We have brought about Pakistan and have love for it”. People wanted that the people should enjoy their due share of nation’s wealth and no body would be allowed to deprive or exploit others, he said.

Referring to last ten years under Ayub regime Sheikh Mujib said the country had been led to the brink of ruination.

“Those people who raised the demands of this province had always been blamed. The Government undertook repressive measures against them. Their only fault was that they raised the voice that the Bengalees should be given their due share in the economic and others sectors.”

Speaking about the represive measures taken against him and others Sheikh Mujib said he was imprisoned because he protested against the injustice to Bengal. “The rights and due shares of this wing had yet to be achieved and for this the struggle have to be continued”. He called for unity “among the people to achieve regional autonomy under Six Points which offer equality and justice to the regions and the people.”

Later addressing a public meeting Awami League chief asked the Government to stop immediately levying of paddy in the border areas of province in order to save the agriculturists.

Sheikh Mujib also demanded that collection of land revenue etc. through certificate system should immediately be stopped for the time being in view of the food crisis in the villages of the province.

Referring to refugees the Awami League leader appealed to President General Yahya Khan to immediately sanction adequate money for rehabiliation of those who had left their anncestral

homes in India. He also demanded that the Government should submit before the public the full account of the fund collected as refugee taxes.

Sheikh Mujib said about seven lakhs of Muslims had taken shelter in East Pakistan from Assam alone till now and several lakhs of refugees from West Bengal, Cooch Bihar and other provinces in India. He said the door for Indian refugees in West Pakistan had already been closed though it had got vast land whereas all the unfortunate people were still pouring into East Pakistan which had got very limited land.

He said the Government was collecting refugee taxes for all the years to rehabilitate them but no account of it had been placed.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

মন্ত্রিত্ব পারমিট ও লাইসেন্সের লোভে যাঁহারা বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছেন তাঁহারা নির্বাচিত হইলে প্রদেশের দাবী আদায়ের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইবে : কিশোরগঞ্জের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

কিশোরগঞ্জ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন যে, অতীতে যাঁহারা মন্ত্রিত্ব, পারমিট ও লাইসেন্সের লোভে বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালী করিয়াছেন, তাহারা নির্বাচিত হইতে পারিলে বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাই আগামী নির্বাচনে প্রকৃত জনদরদী, সৎ ও নিঃস্বার্থবান ব্যক্তিদের নির্বাচিত করিতে হইবে।

মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে স্থানীয় ষ্টেডিয়াম ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে শেখ সাহেব আরও বলেন যে, বাংলার আজিকার এই নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার জন্য জালেম, শোষক ও কায়েম স্বার্থবাদীদের মতই দায়ী এখানকার একশ্রেণীর পেশাদার দালাল। তিনি বলেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য ইহারাই বার বার বাংলার স্বার্থকে শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের পদতলে বিলাইয়া দিয়াছে–যার ফলে এই দুর্ভাগ্য দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এতিমে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বছরের পর বছর ধরিয়া বাংলার জনগণ যেভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হইতেছে, একমাত্র ছয়দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই উহার অবসান ঘটান সম্ভবপর।

নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠুতর করার উদ্দেশ্যে

নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠুতর করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে সকল রাজবন্দীর মুক্তি, বিচারাধীন রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক কারণে দণ্ডপ্রাপ্তদের দণ্ডাদেশ রহিত করিয়া দেওয়ার জন্য শেখ সাহেব সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

চিকিৎসা সুযোগ সম্প্রসারণের দাবী

প্রদেশে ক্রমবর্ধমান হারে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান প্রদেশে হাসপাতালসমূহে বেডসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জনগণের চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, ৫ কোটি পশ্চিম পাকিস্তানীর জন্য যেখানে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ২৪ হাজার, সেক্ষেত্রে ৭ কোটি বাঙ্গালীর জন্য মাত্র ৬ হাজার হাসপাতাল- বেড রহিয়াছে। বাংলার অতীত ও বর্তমানের বেদনাদায়ক পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, একদিন এই বাংলার ঘরে ঘরে অফুরন্ত আনন্দ উৎসবের ধারা বহিয়া যাইত; কিন্তু আজ শোষক, জালেম, দালাল, ঘুষখোর আর দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়িয়া দারিদ্র্য, বুভুক্ষা আর রোগ ব্যাধির অভিশাপে বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সীমান্ত এলাকায় লেভী প্রত্যাহার দাবী

শেখ সাহেব তাহার বক্তৃতায় সীমান্ত এলাকায় ৫ মাইলের মধ্যে লেভী আদায় এবং অন্যান্য বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার দাবী করিয়া বলেন যে, সীমান্তে চোরাচালানী বন্ধ করা সরকারেরই দায়িত্ব। এজন্য অযথা জনগণকে হয়রান করার অধিকার কাহারও নাই।

রিফিউজীদের পুনর্বাসন দাবী

আসাম ও ত্রিপুরা হইতে আগত প্রায় ৭ লক্ষ মোহাজেরের দুর্দশায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব অবিলম্বে তাহাদের পুনর্বাসনের দাবী জানান। তিনি এই সব মোহাজেরের মধ্যে খাস জমি এবং অর্থ বণ্টনেরও সুপারিশ করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার সেখানে রিফিউজিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় পৃথিবীর সবচাইতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এই প্রদেশেই বাড়তি জনসংখ্যার চাপ পড়িতেছে। তিনি এযাবৎ প্রদত্ত রিফিউজি ট্যাক্সের আয়-ব্যয়ের হিসাবও দাবী করেন।

বিভিন্ন কাউন্সিল বিলোপ দাবী

এই জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব তাহার পূর্ব দাবীর পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমান ইউনিয়ন কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা কাউন্সিল বিলুপ্ত করিয়া অবিলম্বে এই সব লোকাল বডির নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

স্থানীয় সমস্যার প্রশ্নে

ইপিআইডিসির নিয়ন্ত্রণাধীন কালিয়াচাপড়া চিনির কল এবং কুলিয়ারচর বাদাম তেলের কারখানা বন্ধ থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব অবিলম্বে এই কারখানা দুইটি পুনরায় চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

বিপুল সম্বর্ধনা

ইহার আগে মধ্যাহ্নে ময়মনসিংহ হইতে ট্রেনযোগে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোল্লা জালাল উদ্দিন, রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া প্রমুখ সমভিব্যাহারে কিশোরগঞ্জ আসিয়া পৌঁছিলে শেখ সাহেবকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা রেল ষ্টেশনে শেখ সাহেবকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। ষ্টেশনে আওয়ামী লীগ প্রধানকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। শেখ সাহেবকে লইয়া ট্রেনটির ময়মনসিংহ হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী কিশোরগঞ্জ পৌঁছিতে ৫ ঘণ্টা অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের চাইতেও তিন ঘণ্টা বেশী সময় লাগে। পথিমধ্যে নান্দাইল, আতাহার বাড়ী, সুভাগী, ঈশ্বরগঞ্জ, বুকাইনগর, গৌরীপুরসহ প্রতিটি ষ্টেশনে অসংখ্য লোক আওয়ামী লীগ প্রধানকে সম্বর্ধনা জানায় এবং প্রায় সব কয়টি ষ্টেশনেই তিনি অভ্যর্থনাকারী জনতার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। কিশোরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ডাক বাংলা পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা, মানিক মিয়া, শেখ মুজিব প্রভৃতি নামে সাতটি তোরণ নির্মাণ করা হয়।

Morning News

15th February 1970

Levy system in border areas should go: Mujib

(From Our Special Representative)

KISHOREGANJ, (Mymensingh), Feb. 14: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today made an appeal to President Yahya Khan to immediately release money and allot land for the rehabilitation of refugees from West Bengal, Assam, Bihar and other parts of India.

Addressing a huge public meeting this afternoon here, about 40 miles from Mymensingh, Sheikh Mujib said the Government had collected huge sum of money as refugee tax during last 22 years but no account of amount collect spent so far was made public. He demanded that the Government should disclose figures of refugee tax and take necessary action without delay.

The meeting held at the local stadium, was presided over by Mr. Mustafizur Rahman, President Kishoreganj Sub-divisional Awami League. Among those who spoke in the meeting were Syed Nazrul Islam, Mizanur Rahman Chowdhury and Molla Jalaluddin.

Sheikh Mujib said that lakhs of refugees from various parts of India have been pushed into East Pakistan. According to Government figures, he said about five lakh refugees came from the Indian state of Assam alone. Unofficial figure of the same was about seven lakhs, he said and added, the influx was still continuing.

The Awami League chief said that refugees were continuing to come to East Pakistan though “we do not have sufficient land here”. He said that while the problem of refugee rehabilitation was increasing day by day in East Pakistan, the West Pakistan Government had closed all doors for entry and settlement of refugees there. This was unfortunate, he observed.

LEVY SYSTEM

Sheikh Mujib in his address also demanded that levy system for procuring rice by the Government along the border belts in East Pakistan must be stopped and strong measures should be taken against smuggling of food grain and other products. He said that the people of the border areas hard hit by levy system which was claimed by the Government as a measure against smuggling. “I strongly protest to that” he said and added that checking smuggling was a responsibility of the Government for which the people of border areas should not be subjected to suffering.

The Awami League chief reiterated his party’s demand for immediate dissolution of existing Union Councils, District Councils and Municipalities and alleged “these bodies have become places of corruption and cliques”. He said that during interim period of dissolution of these bodies and re-election through direct votes, the administration of respective Councils should be run by nominated bodies consisting of social workers, independent persons and teachers.

The Awami League chief criticised those who were trying to undo the ensuing elections through raising slogans of food before vote. He called upon them to desist from such attempts otherwise, he warned, “we will start a resistance movement against them and their designs”.

Referring to the contribution and sacrifices of Muslims of Bengal, Sheikh Mujib said during the 1946 elections, over 97 per cent Muslims of Bengal under the leadership of Suhrawardy and Muslim League voted for Pakistan. He regretted that certain leaders of West Pakistan, including Nawabzada Nasrullah, Maulana Maudoodi, Choudhury Mohammad Ali and Daultana were questioning the patriotism of Bengalees and raising bogy of "move for secession" and "Islam in danger" whenever anyone spoke in favour of the demands and grievances of the people of East Pakistan. Being majority in respect of population how could we be secessionists he questioned.

Referring to injustices done to the people of East Pakistan during last 22 years Sheikh Mujib said expenditure on defence and administration of the Central Government till 1968 was about Rs.3,200 crores. Out of this, he noted only Rs. 303 crores was spent in East Pakistan and the rest in West Pakistan. He asked leaders of West Pakistan to justify this gross injustice done to the people of East Pakistan.

The Awami League chief called upon the people to organise Awami League in cities and villages and make them (villages) strong forts of Six-Point.

সংবাদ
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
কিশোরগঞ্জে শেখ মুজিবঃ
সীমান্ত এলাকায় ধান সংগ্রহ অভিযান বন্ধের দাবী

কিশোরগঞ্জ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ গ্রামে বিরাজমান প্রায় দুর্ভিক্ষাঅবস্থা হইতে কৃষকদিগকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রদেশের সীমান্ত এলাকা হইতে ধান সংগ্রহ অভিযান বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

কিশোরগঞ্জ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে খাদ্যদ্রব্যের চোরাচালান বন্ধের উদ্দেশ্যে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ধান সংগ্রহের যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তিনি উহার কঠোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ২৬ শত মাইল দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা আছে। সুতরাং সরকারের আরোপিত বিধি-নিষেধের ফলে এই সকল এলাকায় বসবাসকারী কৃষকগণ খুবই অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্য নষ্ট হওয়ায় কৃষকগণ যে দুর্দশায় কালাতিপাত করিতেছে শেখ মুজিব উহার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরেন।

ইহা ছাড়া শেখ সাহেব বর্তমানে প্রদেশের গ্রামগুলিতে বিরাজমান অর্থনৈতিক দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় আপাততঃ বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ তুলিয়া শেখ সাহেব ভারত হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট দাবী জানান। ইহা ছাড়া তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য সংগৃহীত সকল ট্যাক্সের প্রকাশ্য হিসাব দানেরও দাবী জানান।

দৈনিক পয়গাম
১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
কিশোরগঞ্জে শেখ মুজিবঃ
আগামী নির্বাচনে বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে

কিশোরগঞ্জ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী।- শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ হইবে। এই সময়ে জনগণকে ব্যালটের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য রাজনীতি হইতে পরগাছা উচ্ছেদ করিতে হইবে।

মোমেনশাহী হইতে কিশোরগঞ্জে গমনের পথে পথিপার্শ্ব ষ্টেশনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে তিনি এই কথা বলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এই প্রদেশের দুর্দশার জন্য বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দই দায়ী। এই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বার্থপরের মতো মন্ত্রীত্ব, গভর্ণরের পদও পারমিটের বিনিময়ে বাংলা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়েছেন।

তিনি বলেন, জনগণকে এমনভাবে ভোট প্রদান করিতে হইবে যাহাতে করিয়া দেশের সেবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারেন। অতীতের ন্যায় এমন কোন ব্যক্তিকে পরিষদে যোগদানের জন্য সুযোগ না দেওয়া হয় যাহাতে করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তাহার কোন অভিযোগ নাই। তাহার সংগ্রাম হইল সেই সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যাহারা গত ২২ বছর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া শোষণ করিতেছে। আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি এবং দেশের জন্য

আমাদের ভালোবাসা রহিয়াছে। তাই জনগণ চায় জাতীয় সম্পদের ন্যায় অংশ লাভ করিতে চায়। গত ১০ বছরের আইয়ুব শাসন আমলের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, দেশের প্রায় ধ্বংসের মুখে গিয়াছে।

তিনি বলেন, এই প্রদেশের জনগণ যখনই কোন দাবী করে তখনই অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের একমাত্র অপরাধ এই যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য খাতে বাঙালীদের ন্যায্য পাওনার দাবী উঠাইয়াছে। তিনি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে নির্যাতন চালানো হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাদের কোন অপরাধ ছিলনা। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ফলেই তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য তিনি জনগণের মধ্যে ঐক্য কামনা করেন। কিশোরগঞ্জ যাত্রার পথে ৮টি ষ্টেশনে তাহাকে বিপুল সমর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

পল্লীতে দুর্ভিক্ষাবস্থা হইতে কৃষকদের রক্ষার জন্য প্রদেশের সীমান্ত এলাকা হইতে অবিলম্বে লেভী বন্ধ করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। কিশোরগঞ্জে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত আবেদন জানান। তাহার সংক্ষিপ্ত মোমেনশাহী সফরের ইহা তৃতীয় জনসভা। সীমান্তবর্তী এলাকায় বাধ্যতামূলক লেভীর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি শেখ মুজিবর রহমান তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানে ২৬ মাইলব্যাপী সীমান্ত এলাকা রহিয়াছে তাই সরকারের নিষেধাজ্ঞা আদেশের বলে সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকদের জীবনধারণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তিনি গ্রামের করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, পোকার আক্রমণে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হইতেছে। চোরাচালান বন্ধ করার ব্যবস্থা হিসাবে কৃষকদের উৎপন্ন শস্য যদি লেভী আদায়ের ফলে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে কৃষকরা চরম দুর্দশার মধ্যে পতিত হইবে। তিনি বলেন যে, চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব হইল সরকারের। কিন্তু তাহা লেভীর মাধ্যমে নহে। এই চোরাচালান বন্ধ করিতে হইলে যথা বিহিত করিতে হইবে।

প্রদেশের গ্রামগুলিতে খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সার্টিফিকেট জারীর মাধ্যমে খাজনা আদায়ের প্রথা অবিলম্বে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য শেখ মুজিবর রহমান দাবী জানান। যাহারা ভারতের পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে আসিয়াছেন শেখ মুজিবর রহমান সেইসব মোহাজিরদের পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থপ্রদানের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। - এপিপি

দৈনিক পয়গাম

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

৬-দফার আবরণে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে : কাইয়ূম খান

বান্নু, ১৩ই ফেব্রুয়ারী।- মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ূম খান গতকল্য এখানে বলেন পাকিস্তানের সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট পাখতুনিস্তান শ্লোগান এবং ৬-দফার আবরণে দেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহার সম্পর্কে তিনি জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন।

তিনি বলেন এই সকল শ্লোগানের আসল উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রকে দুর্বল করা এবং তিনি আশঙ্কা করেন যে, এই কর্মসূচী কার্যকরী হইলে সংহতি বিনষ্ট হইবে এবং ভারত সরকারের অখণ্ড ভারতের অনেক দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইবে। ৬-দফার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবের এই ৬-দফা যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে দেশের সংহতি বিনষ্ট হইবে।

খান আবদুল কাইয়ূম খান সরকার বাহাদুর খানের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে রক্ষার জন্য তিনি আসিয়াছেন। ৩শত ৩০ জন সরকারী দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে, এই সকল দুর্নীতিপরায়ণদের যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন সেই আইয়ুব খানের বিচার করা উচিৎ।

তিনি বলেন যে, তাহার দল ক্ষমতা লাভ করিলে আইয়ুব খান এবং তাহার পুত্র ও তাহার আত্মীয় স্বজনের বিচারের ব্যবস্থা করিবেন। তাহার দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান ইসলামের ভিত্তিতে সৃষ্টি হইয়াছে তাই ইসলামের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের উন্নতিকল্পে তাহাদের জীবনের মূল প্রয়োজন যেমন চাকরী বাসস্থান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তার জন্য একটি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করিবে। -এপিপি

আজাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

মুক্তাগাছায় শেখ মুজিব:
অবিলম্বে মৌলিক গণতন্ত্র বাতেলের দাবী

মোমেনশাহী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দেশ হইতে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি বাতেলের জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

এখান হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত মুক্তাগাছায় এক অনির্ধারিত জনসভায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাদানকালে শেখ সাহেব উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি ইউনিয়ন ও জেলা কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও টাউন কমিটির প্রত্যক্ষ নির্বাচনও দাবী করেন। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্কুল, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের মধ্য হইতে সদস্য মনোনীত করিয়া সংস্থা গঠনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কাজ চালানো যায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পূর্ব্বাহ্নে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের স্মৃতিবার্ষিকীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রায় দেড় শতাধিক ব্যক্তি একটি ট্রাকে চাপিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তিনি মুক্তাগাছায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেখানে অপেক্ষমাণ বিরাট জনতা শেখ সাহেবের গাড়ী দেখা মাত্র উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে এবং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে।

জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন যে, আজ হইতে এক বৎসর পূর্বে এই দিনে সার্জেন্ট জহুরুল হক কুর্মিটোলার সেনানিবাসে বন্দী অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বিগত ২২ বৎসর যাবৎ এই প্রদেশের প্রতি চরম অবিচার করা হইয়াছে এবং যাহারাই ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়াছে, তাহাদের উপরই নির্য্যাতন চালানো হইয়াছে। বহু ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে এবং বহুজনকে জীবন দিতে হইয়াছে। দেশের স্বার্থের জন্য এই আত্মদান বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, দেশের সকল অঞ্চলের জনগণই সমান অধিকার ভোগের অধিকারী এবং দেশের সম্পদের উপর বিভিন্ন অঞ্চল ও উহার জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যই আমি স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলিয়াছি। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব বলেন 'এইবার স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় না হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার'।

শেখ সাহেব জনগণকে এই মর্মে হুশিয়ার করিয়া দেন যে, যাহারা এই পর্যন্ত জনগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে তাহারাই আবার জনগণকে সেবা করার বাসনা প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচন চাই। জনগণ ও আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের কোন প্রচেষ্টাই সহ্য করিবে না বলিয়া তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমান আজ মোমেনশাহী হইতে ঢাকা আগমনের পথে ঘাটাইলে 'পথিপার্শ্বস্থ এক বিরাট

জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে গণবিরোধী চক্র ও কায়েমী স্বার্থের দালালদের ধ্বংস করার জন্য দেশের প্রতিটি ঘরকে আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আগামী অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচন বাংলা দেশের মীরজাফরদের নির্মূল করার একটি মোক্ষম অস্ত্র এবং আমাদের দাবী আদায়ের সর্বশেষ সুযোগ। খোদা না করুক এই সুযোগ ব্যর্থ হইলে বাংলা দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসনই বাংগালী, সিন্ধী, বেলুচি ও পাঠানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক স্বকীয়তা বজায়ের নিশ্চয়তা দিতে পারে। শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এবং জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার না পাওয়া পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিবে। –এপিপি

Pakistan Observer

16th February 1970

Mujib suggests Nominated bodies for UC's during interim period

MYMENSINGH, Feb. 15: Sheikh Mujibur Rahman Awami League chief, today called upon President General Yahya Khan to dissolve immediately the Basic Democracy institutions to weed out the corruption and old clique from the country, reports APP.

In his brief speech at an unscheduled public meeting at Muktagacha, about 10 miles from here, he demanded direct election to the union councils, district councils and municipal and town committees. He said nominated bodies consisting of school teachers and social workers could run the organisations during the interim period till a direct election took place in the country.

Asking the people to prepare themselves for the coming elections he said, the future of Bengal was "dark" if the regional autonomy was not realised now.

Sheikh Mujib also alerted the people that those elements who so long deprived them (people) of their due rights and shares would again come forward now to serve them as the election was nearing. He said, "We want election". The people and his party would not allow those persons who wanted to sabotage the elections, he warned.

PPI adds: The Awami League chief reminded the people at Ghatail of the role of Nawabzada Nasrullah Khan, Maulana Abul Ala Maudoodi and Ch. Mohammad Ali and said that these people

who as members of the Majlis- Ahrar, an associate of the All India Congress Party, opposed the creation of Pakistan, had now been claiming the champions of democracy and behaving as monopoly agent of Islam. It is all fantastic to listen to the demons delivering sermons, he said and asked what did these people do when the democratic elements in East Pakistan were being brutally tortured during the decade of dictatorship under Ayub Khan, where did they live when the democratic and fundamental rights of the people were usurped by an adventurer? He reminded them that the days of the palace politics were gone and the feudal lords would in no way be able to hoodwink the people by their tall talks and high promise.

He warned Maulana Maudoodi to keep off playing with the religious sentiments of the people. He said that the people were themselves religious minded and any attempt to confuse them by the stunt that the religion was in danger would be registed by the people. He reminded the Maulana of the grave consequences of bringing religion into politics. The Maulana these days is dealing in the religion and is propagating that Islam is now in danger, the Sheikh said and posed a question to the Maulana, is concentration of country's wealth into a few hands permissible under Islam? Is the exploitation of one party of the country by the other permissible under Islam? If so what did he do when the people of East Pakistan were being exploited by the few "usurpers of powers"?

He asked the Maulana to shun creating bad blood among the patriotic people of East and West Pakistan by his self-contradicted speeches in the two provinces. He reminded him that Islam forbids dual role of any one.

Dawn

16th February 1970

Mujib urges immediate dissolution of BDs
Demand for regional autonomy retreated

MYMENSINGH, Feb 15: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, today called upon President Yahya Khan to immediately dissolve the Basic Democracy institutions "to weed out corruption and old clique from the country."

In his brief speech at an unscheduled public meeting at Muktagacha, about 10 miles here, he demanded direct election to the Union Councils, District Councils and Municipal and Town

Committees. He said nominated bodies consisting of school teachers and social workers could run the organisations during the interim period.

The people awaiting him there when sighted his car burst into cheers and raised slogans.

Addressing the meeting the Sheikh in a choked voice paid tributes to late Sergeant Zahurul Huq who was killed on this day last year while he was under detention with Sheikh Mujib.

Sheikh Mujibur Rahman said that injustices have been done to the people of East Wing during the last 22 years and those who raised their voice were imprisoned and many people were killed.

He said: "Sacrifices made by the people for the cause of the country will not go in vain. No nation could prosper without sacrifice", he added.

The Awami League leader said that the people irrespective of their professions, faith and regions were all equal citizens and would enjoy rights.

Sheikh Mujib said that he demånded regional autonomy to ensure equitable distribution of the nation's wealth among its citizens and regions. He asked the people to prepare themselves for the coming elections, and said that the future of Bengal was "dark" if the regional autonomy was not realised now.

Sheikh Mujib said that those elements who so long deprived them (people) of their due rights and shares would again come forward "to serve them" as the election was nearing. The people and his party would not allow those persons who wanted "to sabotage the elections", he warned,

Sheikh Mujib also made brief speeches at Madhupur and Ghatail. He returned to Dacca in the afternoon after a two days, visit to Mymensingh.

Speaking at Ghatial, Sheikh Mujib warned Jamaat-i-Islami leaders to keep off playing with the religious sentiments of the people and said that the people were religious minded and any attempt to confuse them by the stunt that the religion was in danger would be resisted by the people. He also reminded them of the grave consequences of bringing religion into politics.

The Sheikh asked the Jamaat leaders whether concentration of country's wealth into few hands and exploitation of one part of the country by another was permissible under Islam. If not what were they doing when the people of East Pakistan were being exploited by the few "usurpers of power."

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ দুই দিনব্যাপী সফর শেষে গতকাল (রবিবার) দ্বিপ্রহরে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

ঢাকা ফেরার পথে শেখ সাহেবকে পথিপার্শ্বে সমবেত হাজার হাজার জনতার অনুরোধে অর্ধডজন অনির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা করিতে হয়। এইসব জনসভায় প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ প্রধান স্বীয় দলের ছয় দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা এবং আগামী নির্বাচনে জনগণের কর্তব্য নির্দেশ করেন। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে পথিপার্শ্ব হইতে জনতা হাত নাড়িয়া এবং শ্লোগান দিয়া শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনিও হাত নাড়িয়া জনতার অভ্যর্থনার জবাব দেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান মোটরযোগে মুক্তাগাছা হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী মধুপুর চলিয়া আসার পর পিছন হইতে একদল আওয়ামী লীগ কর্মী ট্রাকযোগে দ্রুত সেখানে আসিয়া শেখ সাহেবকে জানান যে, তাহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য মুক্তাগাছায় প্রায় ১৫ হাজার লোক অপেক্ষা করিতেছে। অতঃপর আওয়ামী লীগ প্রধান দশ মাইল পশ্চাদগমন করিয়া মুক্তাগাছায় অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

Morning News
16th February 1970
Revolution if votes fail, warns Sheikh Mujib
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman yesterday said that his party launch massive revolution it people's rights were not realised through votes.

He was speaking at a seminar held on the occasion of the observance of the first Anniversary of Sergeant Zahurul Huq, an accused in the so-called Agartala conspiracy case who was killed while in detention. The seminar was organised by the city Awami League.

Several other organisations including East Pakistan Students League and both the factions of the East Pakistan Students Union observed the death anniversary of Sergeant Zahurul Haq in a solemn manner.

Sheikh Mujibur Rahman while recalling the sacrifice made by Sergeant Zahurul Huq asked the people to prepare themselves to make greater sacrifices for establishing democracy in the country.

Millions of Bengalees would shed the last drop of their blood to ensure that a people's government was established in the country as soon as possible, he added.

Sheikh Mujibur Rahman said that the revolution will be against the oppressors and exploiters. He said that his party was committed to root out all kinds of conspiracy against the people and the country. But for this, he said, more and more sacrifices will be needed.

He said that after the death of Quaid-e-Azam the country became a hotbed of conspiracy. He said that Quaid-e-Millat Liaqat Ali Khan and Dr. Khan Saheb fell victims to the conspiracy. The agents of the same vested interests were active in the country to perpetuate oppression and exploitation. He however, said that the people knew the game of these elements and would frustrate all their evil designs against establishment of democracy.

ASSOCIATION RECALLED

Recollecting his brief association with Sergeant Zahurul Huq, Sheikh Saheb said that he laid down his life so that we could live in freedom. He said that those who sacrifice that their lives for a noble cause never die, Sergeant Zahurul Huq, he said, though dead will live in the history of Pakistan as a great martyr.

Sheikh Mujibur Rahman briefly narrated the tortures inflicted on the persons involved the so-called Agartala conspiracy case. He said that despite everything Sgt. Zahurul Huq had always an innocent smile on his face demonstrating utmost determination to meet any challenge with courage and fortitude. He asked the Awami League workers to develop the courage and quality of sacrifice as shown by Sgt. Zahurul Huq.

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League, in his presidential address said that the blood of Sgt. Zahurul Huq had shown the path of salvation to the millions of Bengalees who had lived a miserable life for the last 22 years. He said that the manner in which Sgt. Zahurul Huq laid down his life, had served as an inspiration to milions of the oppressed people in Pakistan who were also ready to make sacrifices for the greater glory of the mother land.

Mr. Tajuddin demanded an inquiry into the circumstances led to the killing of Sgt. Zahurul Huq. He assured the gathering that

the people's government would surely make all efforts to find out the truth behind the conspiracy that resulted in the death of Sgt. Zahurul Huq.

Meanwhile the death anniversary of Sgt. Zahurul Huq observed all over the province.

"In Dacca, a day-long programme was chalked out by the City Awami League, Cerntral Students" Action Committee (CSAC), both factions of the East Pakistan Students Union and a number of socio-cultural organisations, which included seminars and meetings morning processions. Quran Khwani besides offering prayers at the grave side of the martyr at the Azimpur New Graveyard and placed floral wreaths.

The accused persons of the so-called Agartala conspiracy case, students, political workers, and friends and admirers of late Sgt. Zahurul Huq wore black badges and prayed for salvation of the departed soul.

In the morning, the accused persons of the case accompanied by the members of the family of martyr paraded through the streets and laid floral wreaths on the mazar. Fateha and Quran Khwani were also held for the soul of the shahid.

Under the auspices of the CSAC black flags were hoisted atop the educational institutions in the city. From the mazar of the Shahid a big procession was brought out which later assembled at the Central Shahid Minar and took fresh vow to continue their struggle till people's rights were established.

The CSAC also organised an exhibitiion of paintings and photographs at the Central Shahid Minar premises which was inaugurated by Lt. Matiur Rahman, one of the accused of the So-called Agartala case.

Later in the afternoon, CSAC organised a discussion meeting of the life and ideology at the Bengali Academy premises. Mr Shamsur Rahman, an accused in the case was the chief guest.

The meeting was addressed by a number of accused persons of the so-called Agartala conspiracy case including Mr. Mahbubul Huq, Lt. Matiur Rahman, Sgt. Abdul Jalil, Mr. Mahbubuddin Ft. Lt. Abdur Razzak and Mr. Mahfujul Bari.

Speakers of the meeting paid tributes to memory of late Sgt. Zahurul Huq and called for the materialisation of the ideology of the martyr.

They held that the sacrifice of late Sgt. Zahurul Huq would be Honoured in its true sense of the term if we continue our struggle

for the realisation of just society free from all injustices, corruption and social evil.

EPSU PROGRAMME

East Pakistan Students' Union (Menon Group) held a seminar at the Dacca University Madhu's Canteen to observe the day. They also visited the Mazar of the martyr in the morning.

The Awami League leaders and workers also visited the Mazar of the Shahid in the morning and offered Fateha for the salvation of the departed soul and placed floral wreaths.

In Noakhali, the home district of the late Sgt. Zahurul Huq, the day was also observed in a befitting manner.

PPI adds: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday visited the mazar of late Sgt. Zahurul Huq, at Azimpur graveyard and offered Fateha for the salvation of the departed soul.

The Sheikh drove straight from Mymensingh to the Mazar this afternoon and placed floral wreaths.

A discussion meeting held here under the auspices of the PLAC Employees Union urged the authorities to name the streets of the city and towns of East Pakistan after the name of late Sgt. Zahurul Huq.

The meeting also paid rich tributes to the Shahid and called for keeping the tradition for which Sgt. Huq dedicated his life.

সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

শেখ মুজিব কর্তৃক বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রথা বাতিলের দাবী

ময়মনসিংহ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য মুক্তাগাছাতে এক অনির্ধারিত জনসভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণদানকালে দেশ হইতে দুর্নীতি ও চক্রান্ত উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রথা বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। জনাব মুজিব ইউনিয়ন কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যাল ও টাউন কমিটিসমূহ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠনের দাবী জানান। তিনি বলেন যে, এই সকল কাউন্সিলে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এই কার্য পরিচালনার জন্য স্কুল শিক্ষক ও সমাজ কর্মীদের সমবায়ে মনোনীত সংস্থা গঠনের দাবী জানান।

পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবের ময়মনসিং হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে প্রায় ১৫০জন লোক একটি ট্রাকে করিয়া শেখ মুজিবের গাড়ীর পিছু পিছু ১৮

মাইল পথ আসিয়া তাহার গাড়ী থামায় এবং মুক্তাগাছার যাওয়ায় অনুরোধ জানায়। শেখ মুজিবের গাড়ী ইতিমধ্যে মধুপুরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। সেখান হইতে তাহাকে আবার মুক্তাগাছার দিকে যাইতে হয়। মুক্তাগাছায় তখন বিপুল সংখ্যক লোক প্রতীক্ষায় ছিল। দূর হইতে শেখ মুজিবের গাড়ী দেখিতে পাইয়া সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া ওঠে।

শেখ মুজিব সমাবেশে ভাষণ দান কালে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, এক বৎসর আগে এমনি দিনে কারাগারে বন্দী অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হন। পূর্বপাকিস্তানী জনসাধারণের প্রতি বিগত ২২ বৎসরের বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যে কেহ উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিত তাহাকেই নির্যাতনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বহু লোককে এইজন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং বহু লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। তিনি বলেন যে, জনগণের এই আত্মদান বৃথা যাইবে না। তিনি বলেন যে, ত্যাগ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি করিতে পারে না।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই দেশের নাগরিক, তাহারা সমান অধিকারই ভোগ করিবে। তিনি সকল অঞ্চলের জনসাধারণ যাহাতে দেশের সম্পদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারে, উহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, যে সকল লোক এক সময়ে দেশের জনগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছিল নির্বাচন সম্মুখে দেখিয়া তাহারাই আজ দেশের খেদমত করার নাম করিয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের সম্পর্কে তিনি জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, আমরা নির্বাচন চাই। যাহারা নির্বাচন চাহেন না দেশের জনসাধারণ ও তাহার দলের কর্মীরা তাহাদের উদ্দেশ্য ফলবতী হইতে দিবেন না।

তিনি মধুপুর ও ঘাটাইলেও দুইটি সমাবেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। অপরাহ্নে তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন।

আজাদ

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

১০৩ জন আইনজীবীর বিবৃতি : শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের নিন্দা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পিডিপি মহল কর্তৃক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মূলক প্রচারণার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া ঢাকার একশত তিনজন আইনজীবী গতকাল বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন

যে, বিভিন্ন জনসভায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি উস্কানীমূলক বক্তৃতা ও প্রচারণা করিয়া আসন্ন নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছেন। এইসব উস্কানীমূলক প্রচারণার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক মহলের প্রতি অতি বামপন্থী ও অতি দক্ষিণ পন্থীদের কার্য্যকলাপের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তাহারা আহ্বান জানান। ইহাছাড়া ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিবৃতিতে তাহারা সকল প্রকার উস্কানীমূলক প্রচারণা ও কার্য্যকলাপের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মী ও গণতন্ত্র জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

আজাদ

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের চাঁদপুর সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ শুক্রবার সকালে লঞ্চযোগে চাঁদপুর যাত্রা করিবেন।

আজ চাঁদপুরে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করিবেন। তাঁহার সহিত খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থাকিবে।

আজাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

চাঁদপুরে শেখ মুজিবের বক্তৃতাঃ

সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার দাবী

চাঁদপুর, ২০শে ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল এয়াহিয়া খানের প্রতি ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার এবং এখনও যাহারা আটক রহিয়াছেন, তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তিদানের আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ বিকালে স্থানীয় কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব আরও বলেন যে, আইয়ুব সরকারের শাসনামলে দেশে ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে প্রায় ২শত রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। ইহাছাড়া সামরিক আইন জারীর পরও অনুরূপ কিছু মামলা দায়ের করা হইয়াছে। এই সকল মামলা এখনও মুলতবী রহিয়াছে। তিনি এই সমুদয় মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান।–পিপিআই

Pakistan Observer
21st February 1970
Mujib demands Bengali in all spheres

CHANDPUR Feb.20: Sheikh Mujibur Rahman Awami League chief, today demanded immediate introduction of Bengali in all spheres, reports APP.

Addressing a public meeting here this afternoon, the Awami League chief paid homage to the martyrs of the Language Movement.

The Awami League chief regretted that although Bengali has been recognised as one of the state languages through the sacrifices of the martyrs, it had not yet been introduced in various sphers.

In his nearly forty minute speech, Sheikh Mujibur Rahman reiterated the demand of regional autonomy, abolition of the system of Basic Democracies, and withdrawal of cases against students and labourers instituted by the Ayub regime.

The Awami League chief said that his party would continue to struggle for achieving regional autonomy which he said was a matter of life and death to the people of East Pakistan. He said his party would also fight to restore democratic rights of the people through the six point and 11 point programme.

The Awami League chief told the meeting that the condition of the common man has deteriorated during the last 22 years. During these years, he said, the poor had become poorer and the rich richer. The vested interest has exploited the common people of both the wings of the country.

Referring to the elections, the Awami League chief said that the ensuing elections would decide whether the people wanted regional autonomy or not and whether the people wanted to restore democracy.

The coming elections will not only be a means to go to power, he said.

The Awami League chief told the meeting if the people wanted autonomy and democracy they must rally round the Awami League.

Referring to the criticism of his adversary Sheikh Mujibur Rahman said when he was not afraid of the might of former President Ayub Khan, he was not afraid of the criticism of Choudhury Mohammad Ali, Maulana Maudoodi and Nawabzada Nasrullah Khan and Quayyum Khan.

Dawn
21st February 1970
Qayyum to fight all anti-Islamic elements:
Wali, Ghaffar, G.M. Syed, Mujib, Daultana listed as threats
By Our Staff Correspondent

Khan Abdul Qayyum Khan, President of the Pakistan Muslim League, flew into Karachi from Peshawar yesterday, reiterating his party's firm resolve to fight tooth and nail all such elements who were opposed to the Islamic Ideology and dared to undermine Pakistan's integrity and solidarity.

Addressing the party workers at the Quaid-i-Azam's Mazar where he earlier offered Fateha-he exhorted them to rise as one man to rid the country of all fissiparous, divisive and chauvinistic trends meant to wean them away from the basic ideals set for them by the Father of the Nation.

He expressed his confidence that the Muslim League which had struggled successfully against the combined British-Hindu machinations to establish Pakistan will also succeed in warding off dangers now posed against Pakistan with the Quaid-i-Azam's motto of Unity, Faith and Discipline.

Khan Qayyum, without naming his political adversaries need the people to beware of persons who either wanted Pakistan to confederate with India, or were finding fault with the country's two nation theory or others who were seeking to make the Centre weak.

All these trends, he said, were anti Pakistan in concept, scope and character and must be scotched totally in order to preserve the hard-won freedom as a sovereign Muslim nation.

The PML Chief's speech, punctuated with slogans of "Quaid-i-Azam Zindabad," "Nazariyya-e-Pakistan Zindabad", and "Muslim League Ittehad Zindabad", was emphatic on the vital need of unity and solidarity to steer the country clear from what Khan Qayyum said the "most crucial year of Pakistan's existence".

He vowed at the Quaid's Mazar that he had rededicated "my last period of life" for the protection of Islamic ideology and for the strength and consolidation of Pakistan.

He claimed that his party was the real representative Muslim League and had already taken steps to unite a great majority of Muslim League workers and supporters for the common cause...

PML regarded all citizens as Pakistani first and then Punjabis, Pathans, Bengalis, Sindhis or Baluchis. He urged the people to emulate the imperishable footprints of the Quaid-i-Azam and unite solidly to preserve his immortal heritage-Pakistan-braying all odds now as before.

ISLAMIC SOCIAL JUSTICE

Later, while talking to newsmen at the Beach Luxury Hotel where he is staying, he said that the Quaid-i-Azam was a Mussalman first and last and he did not like "any addition to or subs traction from Islam".

He was asked whether during the Pakistan Movement the Quaid ever preached or subscribed to "Islamic Socialism" as claimed by some political leaders.

Khan Qayyum said Pakistan was achieved in the name of Islam. The Quaid-i-Azam had no other magic wand, and the Muslims of the sub-continent supported him wholeheartedly and braved their all for the sake of a sovereign Islamic homeland.

He said as the Quaid's "humble follower" he believed in Islamic social justice and claimed that during his tenure of office as the Chief Minister of the former NWFP, he had undertaken several socio-economic and educational measures to bring about Islamic social justice as far as possible within the limited means available.

Khan Abdul Qayyum said categorically that his party will fight on every conceivable front Khan Abdul Wali Khan's National Awami Party which, according to him, was in reality Khan Abdul Ghaffar Khan's party, opposed to the basic ideology of the country.

CONFEDERATION & GHAFFAR

Ghaffar Khan he pointed out, had shown himself in true colours by proposing a Confederation between Pakistan and India, and thus undo the lasting verdict of the NWFP Referendum. Besides, Ghaffar Khan, he said had collected huge sums of money from India which would be used Pakistan against Pakistan freely.

He said in all NAP meetings and processions in the NWFP, the portraits of Ghaffar Khan were being openly displayed and slogans raised in his favour. Whatever Wali Khan may try to explain, the fact of the matter was that it was not he, but his father, Ghaffar Khan, who in fact headed the National Awami Party, he added.

Khan Qayyum was highly critical of Sheikh Mujibur Rahman's six-point Awami League for its bid to weaken the Centre and, thereby, weaken the very edifice of Pakistan. The six-point programme, if accepted, will prove the negation of national integration and solidarity he contended.

The PML chief also lashed out at Mr. G M Syed for he stand that the two-nation theory had failed and said that this assertion of his was anti-Pakistan, aimed at cutting at the very root of the country's unity, solidarity and ideology.

In answer to another question he ruled out any truck with Mian Mumtaz Daultana's Council Muslim League which, he said, had joined hands with Mr. Syed, Shaikh Mujibur Rahman, and Khan Wali Khan- persons hostile to Pakistan's integrity and ideology.

"The Council Muslim League, as far as I am concerned, is eliminated and I will not come to terms with it or with NAP or the six-point Awami League", he said bluntly.

He emphasised he did not recognise the Council Muslim League as "a party inheriting the Quaid's ideals" after it had entered into covert or overt understanding or agreement with the Syed Group, the NAP and the six-point Awami League.

MAUDOODI, BHUTTO PRAISED

Khan Qayyun, however, listed Maulana Maudoodi's Jamaat-i-Islami, Maulana Bhashani's NAP, Mr. Bhutto's Pakistan Peoples' Party and Mr. Nurul Amin's Pakistan Democratic Party among the like-minded elements who in concert with the Pakistan Muslim League believed in the integrity and ideology of Pakistan.

He, however, parried a correspondent's question regarding the possibility of an alliance of his party with any of these parties. He said there was no move for the present for merger or alliance. Whatever the PML will decide will be followed, he added.

Asked how efforts towards achieving unity in the Muslim League rank and file were faring, Khan Abdul Qayyum replied that the response had so far been encouraging and a large number of Muslim League workers and supporters had already come to the PML's fold.

He, however, scooted at the nomination of Mr. Fazlul Quader Chowdhury as Acting President of the Convention Muslim League by Field Marshal Ayub Khan whose election as President of the Party, he pointed out, was itself illegal and unconstitutional.

About himself he explained he had been duly elected as President of the PML at the January last convention in Lahore. He said some of the workers still had the lure of party funds and were, therefore, holding on to the Convention Muslim League.

Closing the subject he stated: "It is the masses who will decide which is the real Muslim League".

He said his party proposes to contest elections from all seats and on all fronts.

This is Khan Abdul Qayyum's first visit to Karachi since the resumption of unrestricted political activities in January last.

He will address a meeting of the Karachi Bar Association today. On Sunday he will inaugurate a mobile dispensary in a textile mill in the SITE area.

He will fly back to Peshawar on Feb. 23.

Dawn

21st February 1970

Mujib demands due place for Bengali

Withdrawal of cases against students, workers also urged

From Dacca Correspondent

CHANDPUR, Feb 20: Sheikh Mujibur Rahman demanded that Bengali must be given its due place in all spheres of Government and non-Government affairs without delay. Only recognising it as one of the state languages would not be sufficient, he said.

The Awami League chief was addressing a big public meeting here today at the Aziz Ahmed Maidan. The meeting was presided over by Mr Mizanur Rahman Chowdhury, a former MNA and organising secretary of the Awami League.

The meeting organised by the Chandpur sub-divisional Awami League was addressed by Mr Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League and Mr Sheikh Abdul Aziz, President of the Khulna district Awami League.

Earlier Sheikh Mujib was given a warm welcome at the launch terminal by thousands of slogan chanting people after the launch carrying the Sheikh's entourage arrived here.

Sheikh Mujib exhorted the people and reiterated that regional autonomy must be ensured on the basis of the Six and Eleven Point programmes. He urged the people to be on guard so that the election was held in October whatever the machinations came from the vested quarters.

Warning Khan Abdul Qayyum Khan, Chowdhury Mohammad Ali and the section of Ulema trading on religion since the Pakistan Movement, the Awami League chief said nothing would deter him and his party from realising the right of Bengalees.

He referred to the days Nurul Amin, Chowdhury Mohammad Ali and Mohammad Ali of Bogra governments and wondered how those people were shedding crocodile tears in the name of democracy. He asked those leaders "What did you do when the Ayub-Monenı regime let loose indescribable repression on me and my party."

Sheikh Mujib urged the Government to do away with the BD system immediately. Instead he suggested incorporation of local bodies with members of the public such as doctors, teachers and social workers.

FAMINE CONDITIONS

He warned the Government saying that famine condition was prevailing in East Pakistan when food-grains through test relief was necessitated to save the millions of Bengal. He accused the regimes, which ruled the country during the last 22 years, and brought this state of condition in East Pakistan.

The Sheikh narrated how East Pakistan was deprived of the valuable foreign exchange it earned by jute alone which was being spent in West Pakistan.

At one stage of his speech he told the audience that when Bengal was rendered deficient in food to the tune of 17 lakh tons West Pakistan was exporting food.

The Awami League Chief assured the people that if his party was in power it would exempt land revenues of holdings between eight to nine acres of land. He said that already the industrialists had been enjoying a tax holiday.

Sheikh Mujibur Rahman narrated how the industrialists accumulated the 80 percent wealth of the country when the teeming millions had been rendered poorer day by day. He strongly advocated that the already deprived people of the country could be salvaged if the accumulated profits of the 22 families were distributed among them.

Sheikh Mujib said further that he did not agree that a fund could not be arranged for East Pakistan's flood control. He posed a question saying that if 1500 crores of rupees could be arranged then the fund should have been arranged for flood control. He

apprehended that if immediate measures were not taken East Pakistan might be rendered a desert within 50 years.

The AL chief also urged President Yahya to defer the Fourth Five-Year Plan. He asked for spending the Rs. 1600 crores to cover the shortfall in comparison to the expenditure done in West Pakistan. The amount was due to East Pakistan from the RS 2,000 crores Pakistan borrowed.

Referring to the wide disparity existing in the defence forces service, Sheikh Mujib accused the past regimes of depriving East Pakistan from its 56 percent representation to a meagre 15 percent only.

Dismissing one allegation labelled against his party by interested quarters, the Sheikh told his audience that no law would be passed by his party repugnant to the Quran and Sunnah if it was elected to power in the coming election.

WITHDRAWAL OF CASES

He strongly urged the Government to withdraw the political cases still in process against the students and workers. He also asked the authorities to drop the cases against the workers brought under the MLR.

Sheikh Mujib lashed out at the Nurul Amin and Chowdhury Mohammad Ali coterie for not accepting Bengali as the state language. He charged these people also raised the bogey of "Islam and Pakistan in danger" whenever the demand for regional autonomy was voiced. He vowed to achieve it whatever the sacrifice was necessary.

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

চাঁদপুরের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিব :

বাংলাভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা

ও শহীদদের আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

চাঁদপুর ২০শে ফেব্রুয়ারী।–মাতৃভাষা বাংলাকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা এবং দেশে শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটাইয়া নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েমের যে মহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাষা-আন্দোলনের বীর সেনানীসহ যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন সেই আদর্শ

বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

শহীদ দিবসের প্রাক্কালে আজ বিকালে চাঁদপুর কলেজ ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বেদনাবিধুর কণ্ঠে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, ওয়ালিউল্লাহর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, দেশমাতৃকার এই সোনার সন্তানদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে, আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেছি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, ১৯৫২ সালে জনাব নূরুল আমিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে শহীদের বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইয়া যাওয়ার পর দেড় যুগ পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজো বাংলা ভাষা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদার আসন লাভ করিতে পারে নাই। অযুত জনতার অবিরাম উল্লাস ও করতালি ধ্বনির মধ্যে শেখ সাহেব ঘোষণা করেন, "আগামী কালকের শহীদ দিবসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বাংলার গণমানুষের পক্ষ হইতে আমি দাবী জানাইতেছি, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদা দিতে হইবে– বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন হামলা বরদাশত করা হইবে না।"

স্বভাবসুলভ বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "বাংলার সর্বহারা চাষী-মজুর, বাংলার ছাত্র-যুবক শুনিয়া রাখো– ২২ বছর ধরিয়া যে অগণিত শহীদের ত্যাগের বিনিময়ে আগামী নির্বাচনের সুযোগ আসিয়াছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়াছে, সেই শহীদদের ভূষিত আত্মা আজ বাংলার ঘরে ঘরে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। চরম ত্যাগের প্রস্তুতি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো–নির্বাচনের মাধ্যমে জালেম আর দালালদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া, বাংলার স্বায়ত্তশাসন আর জনগণের সরকার কায়েম করিয়া শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধ কর।"

ডিকেডী আমলের মামলা প্রত্যাহার দাবী

এই বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান আইয়ুব-মোনেম খানের আমলে রাজনৈতিক কারণে ছাত্র-শ্রমিক ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এবং অদ্যাবধি বিচারাধীন ২ শত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানান।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত এই জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

ইহার আগে দলীয় সহকর্মীদের সমভিব্যাহারে লঞ্চযোগে চাঁদপুর আসিয়া পৌঁছিলে এক বিরাট জনতা আওয়ামী লীগ প্রধানকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায় এবং শোভাযাত্রা সহকারে সভাস্থলে লইয়া যায়।

Morning News

21st February 1970

Mujib demands Bengali introduced at all levels

CHANDPUR, Feb. 20: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief today demanded immediate introduction of Bengali language in all spheres.

Addressing a huge public meeting here this afternoon, the Awami League chief paid homage to the martyrs of the language movement.

The Awami League chief regretted that although Bengali has been recognised as one of the state languages through the sacrifice of the martyrs it's has not yet been introduced in various spheres.

Sheikh Mujibur Rahman reiterated the demand of regional autonomy, abolition of the system of Basic Democracies, withdrawal of cases against students and labourers instituted by the Ayub regime.

The Awami League chief said that his party would continue to struggle for achieving regional autonomy which he said was a matter of life and death for the people of East Pakistan. He said his party would also fight to restore democratic rights of the people through the Six-point and 11-point Programme.

Referring to the elections, the Awami League chief said that the ensuing elections would decide whether the people wanted regional autonomy or not and whether the people wanted to restore democracy.

"The coming elections will not only be a means to go to power", he said.

The Awami League chief told the meeting if people wanted autonomy and democracy, they must rally round the Awami League.

Referring to the criticism of his opponents Sheikh Mujibur Rahman said, when he was not afraid of the might of former

President Ayub Khan, he was not afraid of the criticism of Choudhry Mohammad Ali, Maulana Maudoodi and Nawabzada Nasrullah Khan and Qayyum Khan.

The Awami League chief told the meeting that the condition of the common man has deteriorated during the last 22 years. During these years, he said the poor has become poorer and the rich richer. The vested interest has exploited the common man of both the wings of the country.

The Awami League chief regretted that 20 families have accumulated eighty per cent of the national wealth. This wealth, he said, must "come back to the people".

The Awami League chief said they had no grudge against the people of West Pakistan.

He said the common people of West Pakistan were equally suffering. So he said, our struggle was against the exploiters of the people of both the wings of the country.

Strongly criticising Qayyum Khan, the Awami League chief said that Mr. Qayyum was arrested by the regime of President Ayub Khan twice and twice he was released after furnishing bonds. He said Mr. Qayyum has again entered the political arena with the help of some of the associates of Mr. Ayub Khan only to sabotage the interest of the people.

The Awami League chief said Mr. Qayyum Khan was given a Constituent Assembly seat from East Pakistan as a gesture of goodwill and fellow feeling. But Mr. Khan always acted against the interest of East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman said that he was confident that the people would not be misled by Mr. Khan who had deprived the people of their democratic rights.

Referring to some of the problems, the Awami League chief regretted that East Pakistan, which was once self-sufficient in food, was now deficit and has to import 17 lakh tons of food grains to meet the shortage. He said that "near famine" condition existed in some of the rural areas and demanded immediate introduction of test relief and modified rationing. The Awami League chief demanded the abolition of the local bodies under the Basic Democracies system and constitute those with the representations of doctors, teachers and social workers.

The Awami League chief also demanded solution of flood problem which he said was causing damage to properties worth two hundred crores annually.

He did not agree with those who said that availability of funds stood in the way of the solution of flood problem. He said, "If there's sincerity, it is not difficult to procure funds". He wondered when 1,500 hundred crores of rupees could be arranged for the Indus Basin replacement works why funds for flood control could not be arranged.

Sheikh Mujibur Rahman said that the farmers were groaning under the burned of taxes. He assured that if voted to power his party would exempt land revenue upto 25 bighas of land and after ten years there would be no land revenue at all.

He also said that the industrial labourers should get share of the profit of industries.

The Awami League chief, speaking on the country's economic planning, reiterated his demand to defer launching of Fourth Five-Year Plan unless the unspent amount of 100 crores of rupees fully utilised in East Pakistan.

Sheikh Mujib also appealed to President Yahya Khan to withdraw 200 cases against students, peasants and political leaders which he said were instituted by the Ayub regime.

Addressing the meetings which was presided over by Mr. Mizanur Rahman Choudhury Organising Secretary of the Awami League, the General Secretary Mr. Tajuddin Ahmed, regretted that the common man could not enjoy the fruits of freedom as a result of exploitation by the vested interest.

Mr. Tajuddin said that those who were shedding tears for democracy, wrecked the victory of the people in 1954 elections.

সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

শহীদদের প্রতি শেখ মুজিবের শ্রদ্ধাঞ্জলি

চাঁদপুর, ২০শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান কালে অবিলম্বে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনের দাবী জানান। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, শহীদদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা ভাষাকে যদিও দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা এখনও প্রচলন করা হয় নাই।

তিনি বলেন যে, স্বায়ত্তশাসন পূর্ব পাকিস্তানের জীবন-মরণ প্রশ্ন। তাহার পার্টি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবে। তিনি বলেন যে, ৬-দফা ও ১১-দফা দাবীর মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার দল সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

জনাব মুজিব বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে দেশের উভয় অংশের জনগণই শোষিত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি তাহাদের কোন বিদ্বেষ নাই। কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ উভয়ই শোষিত। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে ইহাই স্থির হইবে যে, জনসাধারণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাহে কিনা–তাহারা গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে কিনা।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণ যদি গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন চায় তবে তাহাদের উচিত আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়া। মুসলিম লীগ নেতা কাইয়ুম খানের সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, আইয়ুব খানের শাসনামলে কাইয়ুম খানকে দুইবার গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু দুইবারই তিনি বণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনিই আবার রাজনীতিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আইয়ুব খানের কতিপয় সহচরের সাহায্য উদ্দেশ্য হইল জনগণের সার্থ নস্যাত করা। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে প্রথম গণপরিষদে কাইয়ুম খানকে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আসন দান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সব সময়ই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

অবিলম্বে সর্বস্তরে বাঙলা ভাষা প্রচলন করুন : শেখ মুজিব

চাঁদপুর, ২০শে ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ অবিলম্বে সর্বস্তরে বাঙলা ভাষা প্রবর্তনের দাবী জানাইয়াছেন। আজ অপরাহ্নে এখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রায় ৪০ মিনিট কালের বক্তৃতায় শেখ মুজিব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিলের দাবীর পুনরুল্লেখ করেন এবং আইয়ুব সরকার কৃষক, ছাত্র, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের

দাবী জানান। তিনি বলেন, তাহার পার্টি ৬-দফা ও ১২ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও দুর্যোগের সমান অংশীদার। তিনি ঘোষণা করেন, ২২টি পরিবার জাতীয় সম্পদের বিপুল অংশ কুক্ষিগত করিয়াছে। এই সম্পদ অবশ্যই ফিরাইয়া আনিতে হইবে। -এপিপি

আজাদ
২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০
শেখ মুজিবের সতর্ক বাণী

বরিশাল, ২২শে ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এই মর্ম্মে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন যে, যাহারা আসন্ন নির্ব্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টায় নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে এমন এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবেন যাহাতে তাঁহাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

কীর্ত্তন খোলার তীরে হেমায়েত উদ্দীন খেলার মাঠে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ অপরাহ্নে বক্তৃতাদান করেন।

Pakistan Observer
23rd February 1970
NAP leaders meet Mujib

Mr. Muzaffar Ahmed and Syed Altaf Hussain, President and General Secretary of the East Pakistan National Awami Party (Wali group) on Saturday met Sheikh Mujibur Rahman and Mr.Tajuddin Ahmad, President and General Secretary of the Awami League separately, says a Press release issued on Sunday by EPNAP, reports APP.

The NAP leaders while discussing the present political situation with the Awami League leaders stressed upon the necessity of a united movement of the democratic forces of the country, especially of the NAP and the Awami League on the political and economic demands of the people and also against the forces out to disrupt the coming general elections. The discussion was held in a friendly and cordial atmosphere.

The Press release said that the National Awami Party had earlier formed a negotiation committee and directed it to carry on

negotiations with the Awami League, NAP (Bhashani group) and other democratic forces of the country.

The negotiation committee appointed by the NAP will very soon meet Maulana Bhashani to explore the possibilities of launching a united movement on the political and economic demands of the people, the Press release added.

Bhashani on alliance

PPI says: Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, chief of the National Awami Party (pro-Peking) said that his party is ready for an election alliance with those parties which subscribed to the basic issues he had earlier outlined.

The issues included settlement of autonomy before the election, reservation of seats in the legislatures for the peasants, labourers and workers and guarantees for the fulfilment of rights of the peasants, labourers and workers.

The Maulana who was talking to our Dinajpur-based correspondent on board Rocket Mail on his way from Rangpur to Panchbibi on Sunday morning said any party which subscribed to these demands would be welcomed to form an election alliance with the NAP.

Replying to a question the Maulana said the council meeting of the NAP which is scheduled to be held on April 16 at Lahore will decide whether National Awami Party will take part in the next election.

Dawn
23rd February 1970
Resistance against election saboteurs to be launched soon: Mujib to fight for autonomy on basis of 6 points

BARISAL, Feb 22: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, reiterated here today that his party would launch such a strong resistance against those who were trying to sabotage the ensuing election that all their attempts would be shattered.

Addressing a huge public meeting held at the Hemayetuddin playground by the river Kirtankhola here this afternoon Sheikh Mujib said the people had achieved the right to vote through much sufferings and sacrifices. There were people who were now conspiring to frustrate the election so that they could perpetuate the exploitation of the people. He said, he hoped, his party would ensure that the elections were held.

The Awami League chief said that democracy and people's rights could be restored through election and called upon the people to prepare themselves for it. He said his party would fight to the last to achieve autonomy on the basis of six-point programme and also realise other demands on the basis of the 11-point programme.

He further said that 22 years rolled by, but the economic condition of the people had deteriorated to the lowest ebb. The history of all these years was a history of exploitation and miseries of the people, he said, and added that an alarming disparity was existing between the two Wings of the country.

During the 22 years, he went on, nothing had been done so far to save East Pakistan from the onslaught of recurring floods. Its problems including the questions of Farakka barrage, construction of bridge over Jamuna etc. were left out deliberately.

But reverse was the case of West Pakistan. In that Wing, he said, development works took place in full swing and its problems, including those of the rivers flowing through Kashmir, were solved by the signing of the Indus Basin Treaty with India.

Since the creation of Pakistan East Pakistan received only Rs. 303 crore out of Rs. 3,200 crore of defence and central expenditure, he said, and added that the rest went to West Pakistan. Similarly East Pakistan earned Rs.2,200 crore of foreign exchange but spent only Rs.1.600 crore, while West Pakistan earned Rs.1.700 crorcs of foreign exchange, but spent RS, 3700 crore, he added. Furthermore, he said out of Rs. 2,000 crore of foreign aid East Pakistan got only Rs. 500 crore. But the rest went to the other Wing. He regretted that though the population of East Pakistan was 56 percent her representation in the Central Services was not more than 15 per cent. He reiterated that his struggle was not against the poor people of West Pakistan but against the vested interests.

Sheikh Mujibur Rahman further said that Ayub Khan had robbed the people of their rights and pledged that he would continue the struggle till the restoration of the people's rights. He explained the two economies as envisaged in the six-point programme and said that during the lifetime of Husain Shaheed Suhrawardy and A, K. Fazlul Haque the principle of parity was agreed to in good faith, but he regretted that their hopes were shattered as parity was never maintained by the Centre. He criticised leaders like Mian Mumtaz Daultana, Nawabzada Nasrullah Khan, Abdul Qayyum Khan and Maulana Maudoodi

who, he said, did not protest against the injustices done to East Pakistan in the past. These leaders were now speaking in favour of autonomy and the people's cause, but in fact they always acted against the interest of East Pakistan.

He also criticised the leaders opposing his six-point programme and said that they were now attacking this programme in the name of Islam only to hoodwink the innocent people. But he expressed that the people had come to understand their designs and would not allow themselves to be influenced by them anymore.

In the course of his speech the Awami League chief demanded the postponement of the collection of land revenue by issuing a certificate system since the condition of crops and peasants in the East Wing was very deplorable.

He also demanded the abolition of salt tax so as to save about 10,00,000 people who depended on salt for their livelihood. He urged the Government to treat salt in this province as an agricultural product. Sheikh Mujib also urged the acceptance of the demands of the poor teachers who, he said were the real nation builders.

Sheikh Mujib reiterated his pledge that his party, if voted to power, would nationalise banks, insurance companies, key industries and jute trade and would except land revenue up to 25 bighas of land.

Besides, he said, his party would allow everyone to do business in East Pakistan. Permission would only be needed in matters of sending capital from East Pakistan to the other Wing of the country. Pakistan was achieved to set up a society in the country free from all kinds of exploitation. The Awami League chief added emphatically that when the people's Government was established there would be a society in Pakistan where every citizen would enjoy his rights free from all the evils to the past.

Earlier Sheikh Mujibur Rahman was accorded a rousing reception by the people of Barisal when he arrived here from Dacca this morning.

Thousands of slogan-chanting people were present at the Ferry Ghat when the steamer carrying the Sheikh Mohammad Khan Raisani, convener of the Baluchistan Awami League, Mr. Tajuddin Ahmed, Central Secretary East Pakistan Awami League and other leaders and workers of the party anchored. Scores of banners and placards inscribed with pro-Awami League, 6-point and 11-point programme slogans were carried by the people standing on the bank.

As soon as he alighted from the steamer, Sheikh Mujibur Rahman and his companions were taken in an open jeep towards the Circuit House in the form of a procession. -PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
বাংলার বিরুদ্ধে পুনরায় চক্রান্ত করা হইলে ফল মারাত্মক হইবে : বরিশালের বিরাট জনসভায় কায়েমী স্বার্থীদের প্রতি শেখ মুজিবের সতর্কবাণী
(বিশেষ প্রতিনিধির তার)

বরিশাল, ২২শে ফেব্রুয়ারী–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ স্থানীয় হেমায়েত উদ্দীন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিপীড়িত দেশবাসী এবং বাংলার বিরুদ্ধে গত ২২ বৎসর যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই কায়েমী স্বার্থীদের এই ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে যাহার ফলে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের কুক্ষিগত হইয়াছে, আর লক্ষ লক্ষ লোক পরিণত হইয়াছে ভিক্ষুকে।

শেখ মুজিব এই স্বার্থবাদী মহলের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারাই লিয়াকত আলী ও ডঃ খানকে হত্যা করিয়াছেন, শেরে বাংলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়াছেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জেলে দিয়াছেন, আমাকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইয়াছেন, আর লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ ঘটাইয়াছেন।

শেখ মুজিব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া পুনরায় কোন ষড়যন্ত্র করা হইলে উহার ফল খুবই খারাপ হইবে।

মওলানা মওদুদী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ, কাইয়ুম খান প্রমুখের সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তান অর্জনে আপনাদের কোন দান নাই, আপনারা ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাই আপনাদের মুখে সংহতি ও ইসলামের কথা শোভা পায় না।

শেখ মুজিব বলেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচালের জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছে তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার দল একটি শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের প্রধান আবদুল মালেক খান।

আজ সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান সদলবলে ষ্টিমারযোগে বরিশাল আসিয়া পৌঁছিলে শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

শেখ মুজিবকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য ষ্টিমার ঘাট ছাড়াও তাহার চলার পথের দুইপাশে অগণিত নারী-পুরুষ ভীড় করিয়া দাঁড়ায় এবং “বাঙ্গালীরা আছে–শেখ মুজিবের পিছে” এই শ্লোগানে চতুর্দিকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে। আওয়ামী লীগ প্রধানের আগমন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা, মানিক মিয়া এবং শেখ মুজিবের নামে কতকগুলি সুদৃশ্য তোরণও নির্মাণ করা হয়।

মুন্সীগঞ্জে বক্তৃতা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ষ্টিমারযোগে বরিশাল আসার পথে গতরাত্রে মুন্সীগঞ্জে এক বিরাট জনতা তাহাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। অভ্যর্থনাকারী ছাত্র-জনতার অনুরোধে শেখ সাহেবকে এখানে অদূর ভবিষ্যতে জনসভায় ভাষণ দানের ওয়াদা প্রদান ছাড়াও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হয়। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণ করিয়া বলেন যে, যে কোন মূল্যে বাংলাকে যোগ্য মর্যাদার আসনে সমাসীন করিয়া জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া অগণিত শহীদানের রক্তের ঋণ শোধ করিতেই হইবে।

Morning News
23rd February 1970
AL will launch movement against bid to foil polls

BARISAL, Feb. 22 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, Awami League President said today that his party would launch a strong mass movement if there was any attempt to foil coming general elections.

Sheikh Mujibur Rahman addressing a large public meeting at Hemayetuddin Ground said people had restored right of franchise through tremendous suffering and sacrifice and they were now determined to frustrate those who might still conspire to sabotage elections. We want elections on October 5, he said.

Sheikh Mujibur Rahman recounted how in past independence years East Pakistan has been deprived of her legitimate rights and how Bengalees have suffered miseries. He accused the Central Administration of exploiting East Wing in the past and pointed out the injustices done in the spheres of development allocation defence expenditure, foreign aid distribution and central services.

Sheikh Mujib made particular mention of flood problem in East Pakistan and blamed the Central Government for failure to solve those with Indian cooperation in the way they had solved Indus water problem.

Awami League chief demanded justice for East Pakistan and said that it could be ensured through his party's Six-Point Programme and students 11 Point Programme. He said that vested interests in West Pakistan and their agents in East Pakistan had become alarmed at six points for they knew it would end their exploitation.

Sheikh Mujibur Rahman referred to Bengal's miseries in past years and while blaming the ruling clique in West Pakistan for it also, he accused those Bengalee leaders who he said had always acted as their agents in exploitation of masses. He said when people in Bengal had fought for Pakistan; they wanted to establish a society free from exploitation but the history of past years was the history of exploitation only.

PARITY

Referring to acceptance of parity by East Pakistan Sheikh Mujibur Rahman said late Fazlul Haq, Suhrawardy and he himself had agreed to it on the understanding that parity would be implemented in all spheres. But, he said subsequently it was found that gross injustice was done of East Pakistan and there was wide disparity between two Wings.

The Awami League chief was critical of those who were raising cry of Islam at a time when East Pakistan was demanding its legitimate share but he said same forces did not oppose when East Wing was being exploited. He made particular mention of Jamaat-e-Islami leader Maulana Maudoodi. He was also critical of Nawabzada Nasrullah Khan, Abdul Qayyum Khan and Mian Daultana.

পূর্বদেশ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

বরিশালে শেখ মুজিব:

নির্বাচন বিরোধীদের চেষ্টা ধূলিসাৎ করার আহ্বান

বরিশাল, ২২শে ফেব্রুয়ারী (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় বলেন যে, যারা আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে চায় তাঁর দল তাদের বিরুদ্ধে এমন প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবে যে তাদের সমস্ত চেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

আজ অপরাহ্নে কীর্তনখোলা নদীর তীরে হেমায়েৎউদ্দীন খেলার মাঠে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ এবং রক্ত

বিসর্জনের পর জনগণ ভোট দানের অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু জনগণকে চিরদিন ধরে শোষণ করার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি এই নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কিন্তু তিনি আশা করেন যে, জনগণ আর তাদের ধোকায় পড়ে বোকা বনে থাকবে না।

শেখ সাহেব বলেন যে, নির্ধারিত সময়ে যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য তাঁর দল সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

নির্বাচন বিরোধীদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান গড়িয়া তুলিব : শেখ মুজিব

বরিশাল, ২২শে ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচন নস্যাৎ করার যদি কোন চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ এক গণঅভ্যুত্থান গড়িয়া তুলিবে।

এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনগণ সীমাহীন নির্যাতন ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। আগামীী ৫ই অক্টোবর নির্বাচন। স্বাধীনতার পর হইতে পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে শেখ মুজিবর রহমান তাহার বর্ণনা দেন।

পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা সমস্যার কথা বলিতে গিয়া শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন এবং ভবিষ্যতে যে ভাবে সিন্ধু নদীর সমস্যা সমাধান করা হইয়াছে সেইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতার জন্য তিনি সরকারকে দোষারোপ করেন। উক্ত জনসভায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমানের হস্ত শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। উক্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বক্তৃতা করেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক। -এপিপি

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

পটুয়াখালী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বরিশাল হইতে একটি বিশেষ মোটর লঞ্চ যোগে আজ অপরাহ্নে এখানে আগমন করিলে তাহাকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও কয়েক মিনিটব্যাপী শিলাবৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক শেখ সাহেবকে দেখার জন্য নদী-কূলে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা গগনবিদারী শ্লোগান ও হাততালি দিয়া তাহাকে অভিনন্দন জানায়। ছাত্রগণ তাহাকে বিপুলভাবে মাল্যদান করেন। এমন কি স্থানীয় ছাত্রলীগের সহ-সভানেত্রী মিস মমতাজ বেগমসহ বহু ছাত্রীসহ বিরাট জনতা শেখ সাহেবকে তাহাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান।

শেখ সাহেব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের অভিনন্দনের সাড়া দেন। পরে এক বিরাট জনতা মিছিল সহকারে তাহাকে সার্কেট হাউসে লইয়া যায়। –পিপিআই

Dawn

24th February 1970

Mujib demands early completion of coastal embankment

PATUAKHALI, feb.23: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, demanded immediate construction and completion of embankment along the coastal belt in East Pakistan.

Addressing a huge public meeting here this afternoon, the Awami League chief said that the province was the target of recurring onslaught of flood, cyclone and tidal bore which took heavy toll of human life and property amounting to Rs. 200 crore every year,

But he regretted nothing concrete had been done so far to save the province from the menace and urged the Government to take immediate steps in this respect.

Sheikh Mujib said the election to be held on Oct. 5 was of great importance especially to the people of Pakistan.

It was through this election that people could get a constitution that would guarantee regional autonomy envisaged under the six-point programme of his party. -PPI.

আজাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

ভোলার জনসভায় আলেমদের প্রতি শেখ মুজিব:
কায়েমীস্বার্থের পক্ষে ফতোয়া জারী না করিয়া জনগণকে সমর্থন করুন

ভোলা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল কায়েমী স্বার্থবাদীদের সপক্ষে ফতোয়া জারী না করিয়া জনগণের স্বার্থকে সমর্থন করার জন্য দেশের আলেমদের প্রতি এক আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল অপরাহ্নে এখানকার সরকারী বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য নহে। শেখ মুজিব দুঃখ করিয়া বলেন যে, গত ২২ বৎসর যাবত দেশের সাধারণ মানুষ শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কতিপয় নেতা এছলামের দোহাই দিয়া এই ঘোষণা চালাইয়া আসিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, আলেমদের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা রহিয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে এখনও এছলামের দোহাই পাড়িতেছেন। শুধুমাত্র বাঙ্গালীরাই নহে বরং বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষেরাও এই শোষণের শিকারে পরিণত হইয়াছে। শেখ মুজিব তাহার ৬ -দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দানের জন্য আলেমদের আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

৬ দফা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, ইহা শুধু একটি কার্যকরী সমাধানই নহে বরং এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তঃ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকৃত হইতে পারে এবং জনগণ তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইতে পারে। শেখ মুজিব বলেন, অনেক ত্যাগের মাধ্যমে জনসাধারণ তাহার ভোটের অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছে। তিনি জনগণকে আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানাইয়াছেন। সরকারী খাস মহলের জমি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য তিনি দাবী জানান।

শেখ মুজিব তাহার বক্তৃতায় বন্যা সমস্যা এবং দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের কথা আলোচনা করেন। ইলশা নদীতে লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি শেখ মুজিব গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। –পিপিআই

Dawn

26th February 1970

Mujib calls for united struggle

BHOLA (Barisal). Feb 25: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League President said here yesterday the coming election was going to decide the fate of Bengalis and whether they will get provincial autonomy and their other rights.

The Awami League Chief, who was addressing a public meeting at Government school ground asked the people to unite for achieving their rights.

He called for unity to foil at tempts by exploiters to sabotage Bengali interests.

Sheikh Mujibur Rahman highlighted inter-wing disparity in different spheres and accused the past Governments of denying East Wing their legitimate rights. He said, if the people were determined to get back their rights there was no power that could stop them from getting it.

Sheikh Mujibur Rahman explained his Party's six-point programme and said that only this programme could ensure provincial autonomy. He criticised opponents of Six-Points, including those who called it un-Islamic.

The Awami League Chief called for abolition of certificate system.

The Awami League Chief also made out the following points; (1) Government should take measures to increase production of betel-nuts in Bhola and (2) communication in Bhola sub-division should be developed.

Mr Mohammad Khan Raisani, Convener of Baluchistan Awami League described the condition of people of his Province and complained of injustice done to them by the Central Administration.

Mr Raisani said, Baluchistan had been exploited as the ruling circles had exploited Bengal. The exploitation was done in the name of Islam.

The Baluch leader paid tributes to Sheikh Mujibur Rahman for supporting the cause of smaller provinces.

Mr Tofail Ahmed also paid tributes to Sheikh Mujibur Rahman and asked the people to support him in the fight for the cause of Bengal.

APPEAL TO ULEMA

PPI adds: At a huge public meeting at Barisal Sheikh Mujibur Rehman appealed to the Ulema to support the people's cause and not to pass Fatwa in support of vested interests. He said that Pakistan was achieved for the benefit of the common man and not to serve the vested interests. He regretted during the past 22 years, the masses had been the victims of exploitation.

A handful of leaders who had been hoodwinking the people in the name of Islam were responsible for this. He said that he had great regard for the Ulema but deplored that a section of so-called Ulema was using name of Islam to serve the vested interests and thereby perpetuating the exploitation and miseries of the suffering masses.

Not only the Bengalis but also the people of Baluchistan, Sind, North West Frontier and even the common man of the Punjab were the prey of this exploitation, he said and urged the Ulema to come forward to serve the cause of the down-trodden.

Explaining his Six-Point programme, he maintained that it was conceived as only a workable solution which could stop the inter-regional exploitation and restore the rights of the people. He claimed that the people were overwhelmingly in support of his programme.

Sheikh Mujib further said that the people had gained back their right to vote through enormous sacrifices and it must not be allowed to go in vain. He appealed to the people to prepare themselves for the ensuing election which, he claimed, offered them an opportunity to realise their just demand for regional autonomy.

During the course of his speech, Sheikh Mujib demanded the distribution of Government Khas land among the poor and the landless peasants. He also talked about flood problem and the disparity existing between the two wings in all affairs including the Central Services.

He reiterated that his party, if voted to power, would exempt land revenue up to 25 bighas of land. -APP/PPI.

আজাদ

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

প্রেস শ্রমিকদের দাবীর প্রতি শেখ মুজিবের সমর্থন

ঢাকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী।- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সংবাদপত্র প্রেস শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান এপিপির প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, সংবাদপত্র প্রেস শ্রমিকদের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে এবং তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে আমি সমর্থন করি।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সংবাদপত্র মালিকগণ সংবাদপত্র প্রেস শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে মানিয়া লইবেন। কতিপয় সংবাদপত্র মালিক প্রেস শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইয়াছেন জানিয়া আমি খুবই খুশি হইয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপত্র মালিকগণ এখনও শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লন নাই বলিয়া শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
মুজিব-সৈয়দ বৈঠক সমাপ্ত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সিন্ধু যুক্ত ফ্রন্টের সভাপতি জনাব জি এম সৈয়দের মধ্যকার দুইদিনে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠক গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় শেষ হইয়াছে। গতকল্যকার বৈঠক হোটেল শাহবাগে জনাব সৈয়দের কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং তিন ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়।

বৈঠক শেষে জনাব জি এম সৈয়দ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ এবং সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, যদি কোন মহল নির্বাচন বা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করিতে চায়, তবে আওয়ামী লীগ ও সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট তাহা যৌথভাবে প্রতিহত করিবে।

জনাব সৈয়দ সাংবাদিকদের বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধানের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের এবং একই ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচন নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ ও সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে চায়।

গতকল্যকার বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা মেসার্স খোন্দকার মোশতাক আহমদ, তাজুদ্দীন আহমদ, এম এ সামাদ, হাফেজ হাবিবুর রহমান, আবদুল মান্নান ও জহিরুল কাইউম উপস্থিত ছিলেন। করাচী আওয়ামী লীগের শেখ মঞ্জুরুল হকও উপস্থিত ছিলেন।

আজাদ
১লা মার্চ ১৯৭০
ফরিদপুরের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণাঃ
ধনীদের উপর কর ধার্য্য করিয়া দরিদ্রদের রেহাই দেওয়াই আঃ লীগের নীতি

ফরিদপুর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান সরকারকে ভারতের সহিত ফারাক্কা প্রশ্ন মীমাংসার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে উহা জাতিসংঘে উত্থাপনের আহ্বান জানান। শেখ মুজিব আজ এখানে তাহার নিজের শহরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতে ছিলেন। ফারাক্কা প্রশ্নটি মীমাংসা করিতে ব্যর্থতার জন্য তিনি অতীত সরকারকে দোষারোপ করিয়া বলেন, ফারাক্কা সমস্যা প্রদেশের স্বার্থের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা চাহিবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং বলেন, ভারতকে সুস্পষ্টভাবে ইহা বলিয়া দিতে হইবে যে প্রদেশকে পানি হইতে বঞ্চিত করার কোন অধিকার উহার (ভারতের) নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্যে আইয়ুব সরকারকে দোষারোপ করেন।

তিনি বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নটি প্রদেশবাসীর পক্ষে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার কারণ। প্রতি বৎসর বন্যায় দুইশত কোটি টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে।

শেখ মুজিব তাহার দলের ৬ দফা কর্ম্মসুচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাহার সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে নহে বরং তাহাদের স্বার্থের ব্যাপারেও তাহার দল সমান সমর্থন দান করিবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি জায়গীরদারীর বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সংগ্রামে তাহাদের সমর্থন করিব।

তিনি তাঁহার পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন, ২৫ বিঘা পর্য্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

তিনি বলেন, তাহার দলের নীতি হইল ধনী লোকদের কর ধার্য্যের মাধ্যমে গরীবদের খাজনা হইতে রেহাই দেওয়া।

শেখ ছাহেব তাহার বক্তৃতায় নুরুল আমীন, খান আবদুল কাইয়ুম খান, মওলানা মওদুদী ও নসরুল্লা খানের তীব্র সমালোচনা করেন।

জেলা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব আদিলুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ ও কে এম ওবায়দুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শেখ ছাহেব বাংলা দেশের মাটি হইতে পরগাছাদের সমূলে উৎখাত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এইসব পরগাছা ও মীরজাফররাই বাংলার জনগণের আজিকার দুঃখ-দুর্দুশার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

৬ দফা কর্মসুচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেবলমাত্র উহার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলা দেশ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, বাংলা দেশের কোন সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন উঠিলেই তখন অর্থাভাবের অজুহাত খাড়া করা হয়। –এপিপি/পিপিআই

Dawn

1st March 1970

Mujib's call to raise Farakka issue in United Nations:

6-Point plan to strengthen relation with Centre

AL will ensure industrial workers' share in profit

FARIDPUR, Feb. 28: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Pakistan Awami League, today called upon the Government to take the Farakka issue to the United Nations if Indian Government did not agree to share the Waters of the Ganges.

Addressing a mammoth public meeting at the Faridpur College Maidan here this afternoon the Sheikh maintained that if the construction of the Farakka barrage completed almost all the rivers of East Pakistan would dry up and Bangla Desh would become desert.

He asked the Government to seek Indian co-operation in solving the problem and said India should be clearly told that she had no right to deny river waters to the province.

Presided over by the District AL chief Mr. Adeluddin Ahmed, the meeting was addressed among others by Syed Nazrul Isalm, Khandakar Mustaque Ahmed, Molla Jalaluddin Ahmed and Obaidur Rahman.

PARASITES

Amidst thunderous applause the Sheikh called upon the people to completely uproot the parasites of Bangla Desh. He said that these parasites and Mir Jaffars were fully responsible for today's sufferings of the people of Bangla.

Explaining the Six-Point programme of his party the Sheikh observed that only the implementation of these programmes could save the Bangla Desh from ruination. He said that realisation of these programmes would cement the relationship between the Provinces and the Centre, and it would not weaken the solidarity of the country. He regretted that the Government did not solve the flood problems of Bangla Desh during the past two decades which, he added, damaged crops worth Rs 200 crores annually. He said that when the question of solving any problems of Bangla Desh came up the pretext of shortage of funds was brought up. He alleged that the question of shortage of funds did not arise when constructions of Tarbela and Mangla Dams started.

Briefly describing the economic positions of the peasants and the workers, he said, that the "economic backbone of our people had been broken" altogether.

He said there was nothing un-Islamic in the Six-Point programme and added that it had alarmed only those who had so long exploited the people.

The Awami League chief said that his struggle was not directed against the people of West Pakistan whose cause, he said, his party would fully support. We will support West Pakistani brethren in their struggle against "Jagirdari" he said.

Sheikh Mujibur Rahman said his party's policy was to ensure share of profit to industrial workers and industries were mostly financed by the public money. He reiterated his earlier assertion that land upto 25 Bighas should be exempted from payment of land revenue. He said his party's policy was to give tax relief to poorer section by taxing big people.

The Awami League chief criticised Mr Nurul Amin, Khan Abdul Qayyum Khan, Maulana Maudoodi and Mr Nasrullah Khan.

Sheikh Mujibur Rahman criticised the Ayub regime for injustice to East Pakistan and suppression of demands of the province. He described how past regime had detained him and many of his party-men in jail for demanding justice to the province. He said Ayub Khan and Monem Khan, who had once jailed him, were themselves now living in virtual imprisonment while he was addressing public meetings.

Awami League chief dwelt at considerable length on inter-wing disparity and injustice to East Pakistan and said his struggle was to end that injustice. -PPI/APP

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মার্চ ১৯৭০

খাজনা মওকুফ জনিত ক্ষতিপূরণ করা সহজেই সম্ভব :

নূরুল আমীনের বক্তব্যের জবাবে শেখ মুজিবের মন্তব্য

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ফরিদপুর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।– আজ রাজেন্দ্র কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করিব।

পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীন জমির খাজনা মওকুফের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, সে সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি (জনাব নূরুল আমীন) যেভাবে শাসনকার্য চালাইয়াছেন, আল্লাহ তেমনভাব যেন অন্য কাহাকেও দিয়া ইহা না চালান।

জেলা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব আদেলউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ সাহেব বলেন যে, পুরাতন মডেলের রাজনীতির কাল শেষ হইয়াছে, এখন সকলকে সমাজের নূতন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিধারার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে। তিনি জনাব নূরুল আমীনকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, পৃথিবীর ১৩৭টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারত–শুধু এই দুইটি দেশেই জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্র হইতেছে জনসাধারণের, ইহা শুধু ভুঁড়িওয়ালাদের নয়।

শেখ মুজিব উল্লেখ করেন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হইলে সরকারের ৪ হইতে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হইবে। কিন্তু যেসব ভুঁড়িওয়ালা বহুদিন হইতে ট্যাক্স হলিডে ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহাদের উপর আরও বেশী কর ধার্য করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান আজ সড়কপথে ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়া পৌঁছিলে হাজার হাজার লোক তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। পথে গোয়ালন্দেও তিনি জনসাধারণের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা লাভ করেন এবং সেখানে জনতার উদ্দেশে তাঁহাকে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিতে হয়। রাজেন্দ্র কলেজ ময়দানে জনসভার সময় অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক শেখ সাহেবের বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করে।

এখানে শেখ মুজিব জনাব নূরুল আমীনকে উদ্দেশ করিয়া আরও বলেন, আপনার অভিমত ছিল বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে পাকিস্তান টিকিবেনা। কিন্তু রক্তের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে এবং পাকিস্তানও ধ্বংস হয় নাই। একইভাবে ইনশাআল্লাহ জমির খাজনাও আমরা মওকুফ করিব। সেইসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু রাখা হইবে।

বন্যায় প্রদেশবাসীর জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান উল্লেখ করেন যে, প্রতি বৎসর এখানে ২০০ কোটি টাকার ফসল বিনষ্ট হইলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের ফারাক্কা বাঁধের দরুন পদ্মা নদী শুকাইয়া যাইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকা অনুর্বর ভূমিখণ্ডে রূপান্তরিত হইবে। আলোচনার মাধ্যমে গঙ্গার পানির হিস্যা বণ্টনে ভারত রাজী না হইলে এই সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপনের জন্য তিনি কেন্দ্রীয়

সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, প্রদেশকে অবশ্যই বন্যার অভিশাপমুক্ত করিতে হইবে।

শেখ মুজিব বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের আশায় জনসাধারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। কিন্তু গত ২১ বৎসরের ইতিহাস হইতেছে দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার, শোষণ এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরই ইতিহাস। জনসাধারণ লাভ করিয়াছে অন্যায় অবিচার আর বুলেট।

এ ব্যাপারে আবার বাঙ্গালীরাই ঘা খাইয়াছে বেশী। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের কথা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, এই অন্যায় অবিচার শোষণের ধারা চিরকালের মত শেষ করিয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ৬-দফা ও ১১-দফার শহীদগণ তাঁহাদের জীবন দিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসনসহ বাঙ্গালীদের সকল অধিকার আদায়ের জন্য শহীদের আত্মা আজ বাংলার দ্বারে দ্বারে ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে।

শহীদের এই ডাকে আমাদিগকে সাড়া দিতে হইবে। স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যান্য অধিকার আদায়ের জন্য আগামী নির্বাচনে ব্যালটের সদ্ব্যবহার করিয়াই আমরা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে এই কাজ করিতে পারি।

সভায় খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোল্লা জালালুদ্দীন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আজ মাদারীপুরে জনসভা

আজ (রবিবার) মাদারীপুরের জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করিবেন।

পূর্বদেশ

১লা মার্চ ১৯৭০

ফরিদপুরের জনসভায় শেখ মুজিব : ফারাক্কার সমাধান চাই

ফরিদপুর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক জনসভায় ভাষণ দান কালে ভারতের সাথে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনবোধে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপনের আহ্বান জানান। সাবেক কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সমাধান ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তার কঠোর সমালোচনা করেন। ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে ভারতের সহযোগিতা কামনা করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানান এবং ভারতকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, নদীর পানি থেকে পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার তার নেই।

প্রদেশের দুর্দশার অন্যতম কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণে আইয়ুব আমলের ব্যর্থতার জন্য তিনি এক অভিযোগ উত্থাপন করেন বন্যায় প্রতি বছর পূর্ব বাংলায় দু'শত কোটি টাকার ফসল ও সম্পত্তি বিনষ্ট হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব তাঁর দলের ৬ দফার কর্মসূচী বিশ্লেষণ করে বলেন যে, পূর্ব বাংলাকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা এবং দীর্ঘকাল থেকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত প্রদেশবাসীর সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যতের জন্য এই ৬ দফা কর্মসূচী প্রণীত।

তিনি বলেন, তাঁর সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়–পরন্তু জায়গীরদারী প্রথা ও অন্যান্য শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানী সাধারণ মানুষের জন্যও তিনি সংগ্রাম করে যাবেন।

তিনি মওলানা মওদুদী, নূরুল আমিন, নসরুল্লাহ খান ও খান আবদুল কাইয়ুম খানের তীব্র সমালোচনা করেন।

আজাদ
২রা মার্চ ১৯৭০
বিডি ব্যবস্থার সমালোচনা : মাদারীপুরে শেখ মুজিব
বাংলা দেশের প্রতিটি গৃহকে শোষণ বিরোধী দুর্গরূপে গড়িয়া তুলুন

মাদারীপুর, ১লা মার্চ্চ।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে পুনরাক্রমণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে অতীতে এই ব্যবস্থার সহিত জড়িত কিংবা সমর্থনকারীদের ভোট না দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব আজ এখানে পৌছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। ফরিদপুর হইতে মাদারীপুর যাত্রারকালে পথিমধ্যে দিগনগরে এক জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন।

তিনি বাঙলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে পরগাছা বলিয়া উল্লেখ করেন এবং উহার সমূলে উৎখাত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি প্রসঙ্গত বলেন, বিগত অভিশপ্ত দশকে শোষণের ফলে বাঙলা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, বাঙলা দেশের শস্যভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং জনগণের মুখে খাদ্য দেওয়ার জন্য বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গত বলেন, একমাত্র ৬ দফার বাস্তবায়নই দেশকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। তিনি জনগণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য এবং বাংলা দেশের প্রত্যেকটি গৃহকে এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন তাহা হইলেই কোন পরগাছা কিংবা মীরজাফরই তাহাদের (জনগণ) শোষণ করার কোন সুযোগ পাইবে না।

আজাদ
২রা মার্চ ১৯৭০
আওয়ামী লীগের সহিত একযোগে সংগ্রাম করিব : জি এম সৈয়দ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সিন্ধু যুক্ত ফ্রন্টের সভাপতি জনাব জি এম সৈয়দ গত শুক্রবার ঢাকায় বলেন যে, আওয়ামী লীগ এবং সিন্ধু যুক্ত ফ্রন্ট দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করিবে।

সিন্ধ নেতা গত শুক্রবার অপরাহ্নে তাহার হোটেল কক্ষে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তাহারা ৬ দফা ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং একই ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী সমর্থন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতার সহিত দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা আলোচনার পর জনাব জি এম সৈয়দ সাংবাদিকদের সহিত দেখা করেন। সাংবাদিকদের সহিত তাহার আলোচনার সময় শেখ মুজিবর রহমানও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

জনাব জি এম সৈয়দ সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি এক সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, কোন মহল হইতে যদি নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বানচালের ষড়যন্ত্র করা হয় তবে আওয়ামী লীগ ও সংযুক্ত সিন্ধু ফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে উহা প্রতিরোধ করিবে। জনাব জি এম সৈয়দ আজ শনিবার করাচীর পথে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

Dawn
2nd March 1970
Mujib wants weeding out of bd proponents

MADARIPUR, March. 1: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, today attacked the Basic Democracy system and

called upon the people not to vote in the ensuing election for those who supported or were associated with it.

Sheikh Sahib who was accorded a rousing reception on his arrival here today for addressing a public meeting, was speaking to a wayside gathering at Dignagar on his way from Faridpur to Madaripur.

Terming them as "parasites" in the political history of Bangla Desh, the Awami League chief asked the people to eliminate them totally.

He observed that the economic backbone of the Bangla Desh was shattered by exploitation during the last decades. He said that the granary of Bangla Desh was completely exhausted and food-grains had to be imported to feed the people.

Sheikh Mujib said that the implementation of his Six-Point programme could only save the country from ruination.

He appealed to the people to rally round the Awami League and to build up each and every house of Bangla Desh an invincible fortress so that no parasites or Mir Jafars could any more get scope to exploit them. –PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা মার্চ ১৯৭০

মাদারীপুরে শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

মাদারীপুর, ১লা মার্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নদীর ভাঙ্গনের ফলে যাহারা আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের দাবী জানান।

বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতিও সমর্থন জানান।

শেখ মুজিব আজ ফরিদপুর হইতে এখানে আগমন করিলে হাজার হাজার লোক তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

Morning News

2nd March 1970

Six Points a fraud, says Malik Qasim

Malik Mohammad Qasim, Secretary General Pakistan Muslim League (Convention), said yesterday that the Awami League's Six-Point Programme to rectify the wrongs done to East Pakistan was

not only a negotiation of Pakistan but a fraud being played with the people of East Pakistan.

Mr. Qasim was talking to PPL at the Tejgaon Airport here on the eve of his departure for Lahore yesterday afternoon.

He said one would fail to understand particularly when East Pakistanis were going to be in majority how the exponents of such an extreme autonomy believe, visualise and expect that a Centre without the power of taxation would be able of allot extra funds for the development of East Pakistan.

Moreover, he continued, this type of autonomy would not be meant for East Pakistan alone but also for so many provinces in West Pakistan after the break-up of One Unit.

It is going to hit the underdeveloped areas of the provinces of West Pakistan, he added.

Mr. Qasim further said that the people must begin to realise that if this be the situation, then what was the real motive behind the demand of the persons who wanted a weak centre. He posed question, "Are they working for the break-up of the country"?

DEMOCRATIC

Commenting on the recent demand of Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman for the abolition of Basic Democracy and nominating members thereto, Mr. Qasim said that Sheikh Sahib's demand was undemocratic as the Basic Democrats were elected on the basis of adult franchise.

He further said that the persons who had not captured power yet were talking of undemocratic things. Only God knows what they will do with democracy if they return to power, he said and remarked "in spite of weaknesses, Basic Democracy has done useful work in the rural areas of the country".

He said that the leaders who talk of regionalism did not have any national stature, and in order to preserve their leadership, they had given vent to regional slogans.

But, he regretted, these they were doing at the cost of the integrity of the country. He said that they we exploiting the sentiments of the simple people who realise that such slogans which, were being made for their own personal benefit would put them in such a situation that they would not be able to get out of it.

They will become the victims of these slogans once they have excited and misled the feelings of the people, Mr. Qasim opined.

He was seen off by Muslim League workers at the Airport.

Morning News
2nd March 1970
Six Points mean total reliance on aid, says Daultana

LYALLPUR, Mar. 1 (APP): Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana, President of the Pakistan Muslim League (Council) on Friday lashed out at the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman and said: "The scheme of government envisaged in them means destruction of Pakistan."

Addressing the Lyallpur Bar Association, Mian Daultana said if these points were implemented Pakistan would not remain a single country.

The centre, he said, would become incapacitated financially and would be reduced to an "orphanage."

He said the supporters of six point programme were deliberately playing a game to harm the unity of the country and fully knowing its implications that both the provinces would fall apart, and instead of depending on each other, they would always depend on foreign countries for economic existence.

Mr. Daultana categorically denied that his party had entered into an alliance with the Awami League. He said the question of alliance with any party which did not subscribe to the basic ideology of Pakistan, national solidarity and democracy did not arise at all.

He said his party had three basic principles: Islam as way of life, democracy and national solidarity. On these principles, he stressed, depended the future of the country.

He said it was wrong to suggest that the constitution should be passed by a dare majority, such a constitution, he feared, would not be acceptable to the people nor would it be workable.

The constitutional frame-work should be such that it satisfied the majority of the people of all the provinces.

Replying to a question on socialism, he said it was complete negation of Islam. Those who were advocating socialism, in fact meant the brand of socialism evolved by Karl Marx. Such socialism was not acceptable to the Muslims because it ordained a godless society or stood for creation of a godless society.

Islamic socialism, he said was a meaningless term and did not explain anything or, convey any sense. He said on the same pattern the term "Islamic socialism atheism can also be coined."

He said the people of Pakistan had earlier directed all their efforts at getting rid of dictatorship. They worked on negative lines at that time. The situation had now totally changed. They should

now work with a positive mission. He was confident that if their efforts proved fruitful, no one would dare to dream of dictatorship in this state.

Mr. Daultana appealed to all political parties to adopt a tone of cooperation and understanding. They must adjust themselves in such a way as to usher in a popular government in the country irrespective of any consideration as to the party which came to power.

Talking to pressmen later in the local Press Club, he said the elections would not be held for choosing or offering Ministership Efforts should be made to enforce Islamic law and ensure national solidarity.

Asked about the desire some leaders to name the former NWFP as Pakhtoonistan, he said every province would be at perfect liberty to adopt whatever name it liked, but the name Pakhtoonistan should not be used for NWFP because it was inspired by India and India was enemy number one of Pakistan. He recalled that this name was given by India at the time of referendum in 1947.

সম্পাদকীয়
পূর্বদেশ
২রা মার্চ ১৯৭০
শেখ মুজিবের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

নির্বাচনের তারিখ যত এগিয়ে আসছে, কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতির বহরও ততই বেড়ে চলেছে। আমরা দেশের গত বাইশ বছরের তিক্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বহুবার একথা উল্লেখ করেছি যে, ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে জনসাধারণকে এমন কোন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত নয়, ক্ষমতায় গিয়ে যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষেও সম্ভব হবেনা। এ ধরনের অসার ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতি প্রদানের ফলে শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে; যে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের কাজে মোটেও সহায়ক হবেনা। অতীতেও ভুয়া ও অসার প্রতিশ্রুতি থেকে সৃষ্ট বিভ্রান্তি গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বিপদ ডেকে এনেছে।

ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগের ছোট তরফের জনৈক নেতা যখন এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ২৫ বিঘা

পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুব করে দেবে, তখন আমরা তার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা দরকার মনে করিনি। অতীতে পনর টাকা মণ দরে জনসাধারণকে চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ সেই প্রতিশ্রুতি কতটা পালন করতে পেরেছিলেন উক্ত দলের নেতাদেরও তা ভালোভাবে জানা আছে। সুতরাং এতশীঘ্র নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের কোন দায়িত্বশীল নেতা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুব করার আগাম প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে পারেন, তা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু গত শনিবার ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ ময়দানের জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুব করা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেছেন তাতে আশঙ্কা হয়, প্রদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ দ্বারা সস্তায় নির্বাচনী বাজিমাতের ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছে। ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানী ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুব করার কথা বলেছিলেন। শেখ মুজিব ২৫ বিঘা পর্যন্ত উঠেছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জামাতে ইসলামীর নেতারা ৩০ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ শুরু করেছেন। মনে হয়, গোটা ব্যাপারটাই নির্বাচনী ষ্টান্ট এবং অসার প্রতিশ্রুতির ঘোড়দৌড়ের পাল্লায় পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে এখনই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল এবং নেতারা সতর্ক ও সচেতন না হলে দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যর্থতার অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রয়েছে।

শেখ মুজিব বলেছেন, "বিশ্বের ১৩৭টি দেশের মধ্যে শুধু পাকিস্তান ও ভারত এই দুইটি দেশে জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুব করা হলে সরকারের চার পাঁচ কোটি টাকার মত ক্ষতি হবে। কিন্তু যে সব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি দীর্ঘদিন থেকে ট্যাক্স হলিডে ভোগ করে আসছেন তাদের উপর আরো বেশী কর ধার্য করে এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব।" শেখ সাহেবের এই অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারলে আমরা সর্বাধিক খুশি হতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভাবাবেগ বর্জিত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গোটা বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুবের প্রস্তাব দ্বারা শেখ সাহেব প্রকৃতপক্ষে একটি নিস্কর নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে চাইছেন, যে ব্যবস্থা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের কোন উপকারই সাধিত হবেনা। শেখ সাহেব ভূমি রাজস্বের প্রথা নেই এমন ১৩৫টি দেশের কথা বলেছেন। কিন্তু এই দেশগুলোর মধ্যে ক'টি দেশ পাকিস্তান ও ভারতের মত বিপুলভাবে ভূমি ও কৃষি অর্থনীতির উপর একতরফা নির্ভরশীল এবং কোন কোন দেশে

ভূমি, রাজস্বের অনুপস্থিতিতে কি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে, সেকথা উল্লেখ করেননি। সম্ভবতঃ যে শহুরে উপদেষ্টাদের কাছ থেকে শেখ সাহেব ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত এই তত্ত্বটি গ্রহণ করছেন, তারা প্রদেশের ভূমি ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তত্ত্বটি যাচাই করে দেখার সময় পাননি।

এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, দেশের বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন সরকার যদি ২৫ বিঘা পর্যন্ত কেন, জমির গোটা খাজনা মওকুব করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে পারেন, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাবো। আমরাও দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার ট্যাক্স ও সুদ-সহ বকেয়া খাজনা মওকুব, ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন ও পতিত জমি আবাদের ব্যাপক ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট বহুবার আবেদন জানিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের কথা হল, ২৫ বিঘা বা ৩০ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা স্থায়ীভাবে মওকুব করার প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব তা ভেবে দেখা দরকার। শুধু জমির খাজনা মওকুব করার মধ্যে সমস্যার সমাধান নেই, বরং সমস্যার জটিলতা বাড়তে পারে। আসলে প্রদেশের কৃষি সমস্যার মূলে রয়েছে জমির উপর অত্যাধিক চাপ, ক্রমাগত জমির খণ্ডিকরণ, কৃষিপণ্যের মূল্যের স্থিতিহীনতা ও বাজার সঙ্কোচন এবং বেকার কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি। কেবল জমির খাজনা মওকুব করে ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে গেলে ব্যবসায়ীরা কৌশলে তাদের পণ্যের দাম বাড়িয়ে কৃষকদের পকেট থেকেই তাদের ক্ষতিটা আবার পুষিয়ে নেবেন। সুতরাং প্রদেশের কৃষি অর্থনীতির সমস্যাটা আসন্ন নির্বাচন বা ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে হাল্কাভাবে গ্রহণ করে অবাস্তব শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতি উচ্চারণের পরিবর্তে এখন প্রয়োজন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা ঘোষণা করা। তাই পূর্ব বাংলার বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতির প্রেক্ষিতেই শেখ সাহেবের বক্তব্যের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

আজাদ

৩রা মার্চ ১৯৭০

কোরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

ংমাধবদি (ঢাকা), ২৮শে ফেব্রুয়ারী।– "গত তেইশ বছরে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন তারাই এদেশের জনগণের সমস্যা সমাধানের বড় বড় বুলি

আউড়িয়ে ক্ষমতায় গিয়ে জনসাধারণের আশা আকাংখার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তাঁরা ইছলামের ওয়াদা দিয়েছেন কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়ে ইছলামের পক্ষে কোন কাজ করেন নি। এবারের নির্বাচনে ইছলামের নাম নিয়ে অনেকেই আসবেন কিন্তু ভোট দেয়ার সময় দেখতে হবে যে অতীতে ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি কি কাজ করেছেন, বর্তমানেও নিজের জীবনে কতদূর ইছলাম আছে এবং তাঁর দল কতটুকু কাজ করছে ইছলামের পক্ষে। সম্প্রতি মাধবদীতে ঢাকা জিলা জামায়াতে ইছলামীর আমীর জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান কালে অধ্যাপক গোলাম আযম উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জামায়াতে ইছলামী আয়োজিত এ জনসভায় প্রাদেশিক জামায়াত প্রধান দুঃখের সঙ্গে বলেন, "শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলন করার সময় ধর্মনিরপেক্ষতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাবাহী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, অথচ বর্তমানে তিনিই ধর্ম্মনিরপেক্ষতার দাবী জানিয়ে কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধরদের মতবাদকে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলাদা করার জন্য তিনি বলেছেন অথচ রাসুল (দঃ) নিজেই রাজনীতি করেছেন এবং কোরানেও রাজনীতি সংক্রান্ত বহু আয়াত রয়েছে। অধ্যাপক সাহেব শেখ মুজিবকে কোরান ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শেখ মুজিবকেও আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ছাহেব আরও বলেন: তেইশ বছর আগের ভোট ছিল পাকিস্তান চাই বনাম চাইনা তথা মুছলিম লীগের ধর্মযুক্ত রাজনীতি বনাম কংগ্রেসের ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির আর বর্তমানে ভোট হল ইছলাম বনাম ধর্ম্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি মোছলেম লীগ হইতে আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পরে মোসলেম বাদ দিয়া শুধু আওয়ামী লীগ গঠন ও পরবর্তী পর্যায়ে কোন্দলের ফলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, তারপর পাকিস্তানপন্থী না হয়ে মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী ন্যাপের জন্ম ও অন্যান্য দল উপদল সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করেন। গগণবিদারী শ্লোগানের মধ্যে অধ্যাপক ছাহেব ঘোষণা করেন যে, জামায়াতে এছলামী গত ২৩ বৎসরের ইতিহাসে ক্ষমতায় অংশ নেয়নি এবং অবিচার ও শোষণের, অন্যায়ের ছোয়াচ তার গায়ে লাগেনি বরং জামায়াত এছলামের ইনসাফভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে গত ২৩ বৎসরের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিকার করতে বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গতঃ তিনি জামায়াতের মেনিফেষ্টো পড়িয়া দেখিবার জন্য সকলকেই অনুরোধ করেন। সভায় আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্র

নেতা বক্তৃতা করেন। সভায় এছলামী শাসনতন্ত্র জারী, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, ফ্যাসীবাদ ও নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টার নিন্দা, পলটনের শহীদানের মাগফেরাত ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কৃত বৈষম্য দূরীকরণ ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দানের দাবী জানাইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৩রা মার্চ ১৯৭০

'একশো বিশ দিন'

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার সম্প্রতি ঢাকায় বলিয়াছেন যে, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন 'অতি শীঘ্র' জারি হইবে। নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে ইলেকশন কমিশন তথা সরকারের প্রস্তুতিমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে এ যাবৎ সময়সূচী প্রতি ক্ষেত্রেই রক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব, ইহাও অবশ্যই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ইলেকশন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্মেও সময়সূচী রক্ষায় কোন ব্যত্যয় হইবে না।

সময়সূচী অনুযায়ী কাঁটায় কাঁটায় কাজ করিতে হইবে সকলকেই। জনপ্রতিনিধিগণ–যাঁহারা জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হইয়া আসিবেন, তাঁহাদেরও দায়িত্ব নির্ঘণ্ট অনুযায়ীই পালন করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার ২৮শে নবেম্বরের ঘোষণায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহা তিনি অকারণে করিয়াছেন, এমন নয়। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ নয়টি বৎসর লাগিয়াছিল প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে। তাহাও একটি গণপরিষদের সাধ্যে কুলায় নাই, প্রথমটি বাতিল করিয়া দ্বিতীয় গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইয়াছিল। অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই এবার শাসনতন্ত্র রচনার সময়-সীমা ১২০ দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট আশা করিয়াছেন, ১২০ দিনের পূর্বেই সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন হইবে। কিন্তু যদি না হয়, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইবে? গণ-পরিষদ বাতিল হইবে। আরেক পরিষদ গঠনের জন্য দেশকে নির্বাচন যাইতে হইবে। অর্থাৎ তদবস্থায় দেশ আবার এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হইবে এবং সবাই বোঝেন, সেটা হইবে এক বিরাট অনিশ্চয়তা।

তাই নির্বাচনের তারিখ যতই আগাইয়া আসিতেছে, ততই ‘একশো বিশ দিনের’ সময়-সীমা এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসাবে সকলের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। অনেক রাজনৈতিক নেতা, এমনকি রাজনীতির সহিত সম্পর্ক শূন্যচিন্তাবিদও এই ‘একশো বিশ দিনের’ সময়সীমার বিষয়ে আপন-আপন ভাবনা-চিন্তার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ মুনিরও সম্প্রতি এ সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন।

জাষ্টিস মুনির নৈরাশ্যবাদী নন, তিনি আশাবাদী মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন, আমরাও আশাবাদী। শাসনতন্ত্রের অনেক-কয়টি মৌল বিষয় দেশের জনমত ও গণদাবীর ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট তাঁহার ২৮শে নভেম্বরের ঘোষণাতেই সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। দেশবাসী উহা গ্রহণ করিয়াছে। তাছাড়া পার্লামেন্টারী ফেডারেল শাসনতন্ত্রের পূর্বেকার কয়েকটি নমুনা সম্মুখে রহিয়াছে। খসড়া রচনাকারী বিশেষজ্ঞগণ অনায়াসেই উহার ছায়া অবলম্বনে ও ইতিমধ্যে মীমাংসিত মৌল বিষয়গুলির ভিত্তিতে একটি শাসনতান্ত্রিক খসড়া দাঁড় করাইতে পারেন। মৌলিক যে প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে তাহা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে গঠিতব্য প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ-ঘটিত ব্যাপার। এটাও যে একেবারে অমীমাংসিত, তাহাও ঠিক বলা যায় না। কারণ, কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা-এই কয়েকটি বিষয় দিয়া অপরাপর বিষয় ও ক্ষমতা অঞ্চলের হস্তে ন্যস্ত করার বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এতএব, সর্বোচ্চ দেশপ্রেম ও সদিচ্ছা লইয়া কাজ করিলে জনপ্রতিনিধিগণ ১২০ দিন কেন, তাহারও পূর্বেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন। এবং তাহা তাঁহাদের করিতেই হইবে, কারণ ইহাই সারা দেশের জনগণের সর্বসম্মত দাবী। নূতন নূতন ইশু তুলিয়া জটিলতা পাকাইতে চাহিলে অতীতের ন্যায় এবারও তাহা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু দেশবাসী তাহা বরদাশত করিবে না। দেশের এই ক্রান্তিকালে কোন দেশদরদী দলই তাহা করিবেন না এবং কোন প্রকার কালক্ষেপণ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিমূলক নীতি গ্রহণ করিবেন না, ইহা অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে।

এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্বকার পার্লামেণ্টারী শাসনামলে ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভায় আইন দফতরের রচিত শাসনতান্ত্রিক বিল গণপরিষদে উত্থাপন করিতেন। এখন সেটা কে করিবে? প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে সেরূপ শাসনতান্ত্রিক বিল উত্থাপন করার মত এখন কোন পার্টি-গভর্নমেন্ট নাই। এমতাবস্থায় দেশের অতগুলি পার্টি যদি প্রত্যেকেই এক-একটি খসড়া পেশ করেন তবে গাজন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। পরিষদের বিভিন্ন পার্টি যদি একটি

ড্রাফটিং কমিটি গঠন করিয়া উহার মারফৎ একটি সর্বসম্মত খসড়া উত্থাপন করিতে পারেন তবে সবচেয়ে ভাল হয়।

কিন্তু দলীয় রাজনীতির পোলারাইজেশন যেভাবে সংঘটিত হইতেছে তাহাতে সেরূপ সম্ভাবনা কতটা আছে, বলা শক্ত।

এমতাবস্থায়, বর্তমান শাসন-কর্তৃপক্ষের সাহসিকতার সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণের উপর সমস্যার উত্তরণ অনেকখানি নির্ভর করে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী নীতিমালা দিয়াছেন, নির্বাচনের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দিবেন এবং গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সংবাদপত্র-সম্পাদক-সমাবেশে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি একটি ‘ওয়াকিং পেপারও’ দিবেন। অবশ্য সেটা গ্রহণ করা না করা পরিষদের ইচ্ছা। যেসব বিষয়ে কোন মত- দ্বৈধতা নাই, যাহা মীমাংসিত বিষয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে–যথা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি, ইসলামী বৈশিষ্ট্য, এক লোক এক ভোট, পার্লামেন্টারী ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রভাষা, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, পশ্চিম পাকিস্তানে সাবেক প্রদেশসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা–ইত্যাদি বিষয় পূর্ব হইতেই নীতিগতভাবে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি এইসব পূর্ব-মীমাংসিত মূলনীতির ভিত্তিতে তাহাদের প্রতিশ্রুত ‘ওয়াকিং পেপার’-কে মোটামুটি একটা কাঠামো হিসাবে প্রদান করেন তবে তাহা পরিষদের সদস্যগণের কার্যসম্পাদনের পক্ষে সহায়কই হইবে বলিয়া বিভিন্ন মহল মনে করেন। মোটকথা, দেশ যত শীঘ্র সম্ভব একটা শাসনতন্ত্র চায়, চায় ক্ষমতা হস্তান্তর। ১২০ দিনের সময়-সীমার মধ্যে সেই শাসনতন্ত্র দিতে হইবে। এমতাবস্থায় ‘ওয়াকিং পেপারের’ সহায়তা গ্রহণে জনপ্রতিনিধিদের আগ্রহশীল না হইবার কোন কারণ দেখি না। অবশ্য সেটা কতটুকু গ্রহণ করা হইবে, তা’ গণ-পরিষদেরই নিজস্ব এখতিয়ার।

১২০ দিনের সময়-সীমার মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যর্থ হইয়া পরিষদ বাতিল হউক, ইহা নিশ্চয়ই কোন দেশপ্রেমিকের কাম্য নয়। এবং নয় বলিয়াই এই বিরাট কার্য সম্পাদনে সরকারের তরফ হইতে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বা ওয়াকিং পেপারের মাধ্যমে যতটা সহায়তাই আসুক, সংশ্লিষ্ট সকল মহল ও দেশবাসী তাহাকে অভিনন্দিতই করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জনগণের গ্রহণযোগ্য একটা শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবর্তিত হইয়া গেলে পরে সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রয়োজনানুসারে উহা পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত করিয়া লইতে পারিবেন। দেশে দেশে এইভাবেই শাসনতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। এদেশেও করিবে। অতএব, কোন কারণেই, এমনকি ‘একশো বিশ দিনের’ সময়-সীমার জন্যও নৈরাশ্যগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই।

Morning News
3rd March 1970
Mujib Back in City

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Pakistan Awami League returned to Dacca yesterday afternoon on conclusion of his two days of election campaigns in Faridpur district, reports PPI.

During the two-day tour the Awami League chief addressed two public meetings one at Faridpur town and the other at Madaripur. In Addition he addressed about a dozen wayside meetings.

His entourage included, among others East Pakistan Awami League Vice-President Syed Nazrul Islam and Khandakar Mustaque Ahmed.

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা মার্চ ১৯৭০
শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ সফরসূচী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাঁচদিনব্যাপী উত্তরবঙ্গ সফরের উদ্দেশ্যে সদলবলে আগামী ৬ই মার্চ বিকালে মোটরযোগে কুষ্টিয়ার পথে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

এই সফরকালে তিনি আগামী ৭ই মার্চ কুষ্টিয়ায়, ৮ই মার্চ পাবনায়, ৯ই মার্চ বগুড়ায়, ১০ই মার্চ রংপুরে এবং ১১ই মার্চ দিনাজপুরে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান প্রমুখ উত্তরবঙ্গ সফরকালে শেখ সাহেবের সঙ্গে থাকিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ৪ দিনব্যাপী সফর উপলক্ষে আগামী ৭ই মার্চ রাতে লঞ্চযোগে পিরোজপুর সফরকালে তিনি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

Morning News
4th March 1970
Mujib to tour northern districts from March 7

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Pakistan Awami League will leave Dacca on Friday next by car to address a series of Public meetings in the districts of North Bengal. Reports PPI

The Awami League chief will address a public meeting at Kushtia on March 7 Pabna on March 8, Bogra on March 9 Rangpur on March 10 and Dinajpur on March 11.

The Party chief, during his tour will be accompanied by Syed Nazrul Islam, Khandakar Mustaque Ahmad Vice-Presidents and Mr Tajuddin Ahmad General Secretary of the East Pakistan Awami League.

Mr. A H M Kamruzzaman, Secretary General of the All Pakistan Awami League will also accompany the Party chief during the tour.

Morning News
5th March 1970
Bahadur Khan meets Mujib

Sardar Bahadur Khan, a former Leader of Opposition in the National Assembly, yesterday met Sheikh Mujibur Rahman, Chief of Awami League at his residence, reports APP.

Sardar Bahadur met Mr. Nurul Amin, Chief of Pakistan Democratic Party and PDP leaders Mr. Yusuf Ali Chowdhury (Mohan Mian) and Mr. Mahmud Ali on Tuesday.

Sardar Bahadur Khan told APP that he is here on a private visit to meet more political leaders. He said that he would meet also Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, Chief of National Awami Party if Maulana Saheb's is available here.

Sardar Bahadur is expected to leave here on March 8.

পূর্বদেশ
৫ই মার্চ ১৯৭০
শেখ মুজিব ও ভাসানীর বিরুদ্ধে পিয়াসী সম্পাদকের অভিযোগ

করাচী, ৪ঠা মার্চ (এপিপি)।–গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত রেফারেণ্ডামে পি আই এসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমান ও মওলানা ভাসানী এক যোগে কাজ করেছেন। পি আই এ সি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মজিদ ছাবির গতকাল এই মর্মে অভিযোগ করেন।

সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক লিখিত বিবৃতিতে জনাব মজিদ বলেন যে, তার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় শ্রমিক লীগের সাথে যুক্ত

কিন্তু রেফারেণ্ডামের সময় জাতীয় শ্রমিক লীগ পি আই এ সি এয়ার ওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নকে সমর্থন করেছেন এবং তার পক্ষে কাজ করেছেন। এয়ারওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রেফারেণ্ডামে জিতেন।

পি আই এসি জয়ী হলে জামায়াতেরই বিজয় হবে– শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানী এটা চাননি। তিনি অভিযোগে আরো বলেন যে, পি আই এ সি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য শেখ সাহেব ও মওলানা ভাসানীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি ও শিল্পপতি তাদের অর্থ প্রদান করেছেন।

জনাব মজিদ দুঃখ করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তার ইউনিয়নের নেতৃত্ব এমন সব ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়েছে যারা পাকিস্তানের আদর্শ এবং সংহতি বিরোধী। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ তার দলের লোকদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনি সরকারের প্রতি তাদের রক্ষার আবেদন জানান।

আজাদ
৬ই মার্চ ১৯৭০
আজ শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গ যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উত্তর বঙ্গ সফররের উদ্দেশ্যে আজ শুক্রবার ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তিনি কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোস্তাক আহমদ, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা এইসব জনসভায় যোগদান করিবেন বলিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার ইংরাজীতে লিখিত আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

Pakistan Observer
6th March 1970
North Bengal districts
Mujib to address public meetings from Mar. 7

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief of the Pakistan Awami League will address a series of public meetings in the districts of North Bengal from March 7. reports PPI.

On March 7 he will address a public meeting at Kushtia, on 8 at Pabna, on 9 Bogra, on 10 at Rangpur on 11 at Dinajpur.

He will leave Dacca for Kushtia tomorrow afternoon by car. He will be accompanied by Syed Nazrul Islam and Khandakar Mustaque Ahmad, Vice-Presidents, Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League and other party leaders.

Mr. A. H. M. Kamaruzzaman Secretary General of the All Pakistan Awami League who will remain with the Party chief during the tour will leave Rajshahi on Saturday morning to join the entourage at Kushtia.

Shiekh will return to Dacca on March 12.

Morning News
6th March 1970
Ghulam Azam criticises AL Six Points

KHALNA (Rajshahi), March (PPI): The East Pakistan Jamaat-e-Islami chief Professor Ghulam Azam said here yesterday that lack of Islamic social order under an Islamic Government was the single reason of the peoples sufferings and frustration of the day.

Addressing a public meeting organised by the local Jamaat at Noagaon town last night, Professor Azam regretted that though Pakistan had been achieved on the basis of Islam, no Islamic Government had ever been established during the 22 years of National Independence. This gap he said, had helped the capitalists in exploiting the people with the result of utter economic deterioration and widespread corruption in every sphere of national life. Deviation from Islamic principles of life was at the root of today's sufferings and frustration, he said.

The Jamaat leader criticised the six-point programme of the Awami League as being against the principles of not Islam only but also against federation. He said, the Six-Point envisaged interference with the central subject and was 'far away from the principle of autonomy'. The programme was influenced by the Indian secularism, he said.

Dawn
7th March 1970
Shah meets Mujib, Ata of reception

DACCA, March 6: Shahanshah Mohammad Reza Pahlavi of Iran today had a chance meeting with two political leaders of East Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Ataur Rahman Khan, at the civic reception here this afternoon.

The Shahanshah while moving freely among the guests at the reception first met Sheikh Mujib and warmly shook hands with him.

Sheikh Mujib, when approached by Pressmen said that it was his first meeting with the Shahanshah. It was just a "how are you", he said.

The Shahanshah next met Mr Ataur Rahman Khan and recognising him said: "You look younger". President Yahya Khan who was also with the Royal guest remarked: Yes, he (Mr Ataur Rahman) knows the secret of health.

The Iranian monarch had met Mr. Ataur Rahman Khan when he was Chief Minister in 1957 while passing through Dacca on way to Bangkok.

Among other political leaders who attended the reception were the Provincial Convention Muslim League chief, Nawab Hasan Askari and PDP leader Syed Azizul Haque. –APP/PPI

Morning News
7th March 1970
Shah Talks to Mujib, Ata
(By Our Staff Reporter)

The Shahinshah of Iran Mohammad Reza Shah Pahlavi had a chance meeting with the Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman and National Progressive League chief Mr. Ataur Rahman Khan at the civic reception held in his honour at the Governor's House yesterday.

The Shahinshah, accompanied by the President, while moving among the guests at the reception first met Sheikh Mujibur Rahman. The President spotted the Awami League leader and said "what are you doing there" and added "come along with us". He then introduced Sheikh Saheb to the Shahinshah.

While shaking hands with the Shahinshah Sheikh Mujibur Rahman welcomed him to East Pakistan and wished him good-stay. The Shahinshah reciprocated his feelings by saying "its nice meeting you".

Sheikh Mujibur Rahman when approached by newsmen said "this is my first ever meeting with the Shahinshah".

The Shahinshah next met Mr. Ataur Rahman Khan and remarked "you look younger". The President who was with the royal guest said "yes he (Mr. Ataur Rahman Khan) knows the secret of health"

The Iranian monarch recognised Mr. Ataur Rahman whom he had met when the latter was the Chief Minister of East Pakistan in 1957 while passing through Dacca on way to Bangkok.

Morning News
7th March 1970
Mujib reiterates appeal to defer Fourth Plan

PABNA, March 8, (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, reiterated here today his appeal to the Government to defer the launching of the Fourth Five-Year Plan and leave the issue to be decided by next Government.

Addressing a big public meeting at the Idgah Maidan the Awami League chief added that the unutilized allocations 1100 cores under Third Plan-should be spent in East Pakistan.

He said the entire allocation under Third Plan for West Pakistan was utilized but the substantial part of the allocation for East Pakistan remained unutilized.

The meeting was also addressed by other leaders of the party, Messrs Tajuddin Ahmed, Syed Nazrul Islam and Obaidur Rahman who mainly dwelt on the political situation in the country and the problems of East Pakistan in particular.

In his half-an-hour speech Sheikh Mujib gave a brief account of the injustice done to Eastern Wing during the last 22 years and said the next polls present a crucial fight for the people of the province. "We are ready to give blood for the realisation of our legitimate demands", he said.

The Awami League leader said people of East Pakistan were no longer ready to tolerate injustices and added the - six-point programme of his party was the positive approach to undo the injustices done to the province and close the scope for further exploitations by a few privileged people.

Sheikh Mujib said the interest of the province suffered neglect by the successive government since independence. People continue to suffer the exploitations and declared amidst cheers that his party was determined to realize the legitimate demands of the province without encouraging upon the due share of others in the country.

He said the history of East Pakistan is the history of exploitations and deprivations. The work on Rooppur Atomic Project was yet to be taken up while similar project in Karachi was implemented long two years back. There were many other similar examples of injustices to East Pakistan, he added.

Flood Control

Sheikh Mujib regretted that funds were stated to be not available wherever the question of implementation of project arise. As such nothing positive was done about flood control although Krugg Mission made recommendations long 16 years back.

He said East Pakistani leaders were mainly responsible for the present economic condition of East Pakistan. These leaders including Mr. Nurul Amin paved the way for the exploitation of the province's wealth.

The Awami League leader was critical of the role of Moulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan and others and said they were trying to befool the people in the name of Islam. These are the leaders who never spoke in favour of justice to East Pakistan, he charged.

Sheikh Mujib said his fight was not against the people of West Pakistan, but against those who stood in the way of economic injustice to Eastern Wing. We want to get our due share and protect our legitimate interest without injuring anyone's legitimate interest. Speaking earlier Syed Nazrul Islam accused Messrs Nurul Amin and Monem Khan of betraying the interest of the province.

AMIN, MONEM CRITICISED

Nurul Amin paved the way for exploitation of the province while Monem Khan gave the process of exploitation a "solid footing", he said.

Mr. Islam held the Ayub regime responsible for allowing the concentration of nation's wealth at the hands of 22 families at the cost of poor people. Ayub policy of free economy was against the interest of the people, he told the meeting.

Mr. Tajuddin said the six point programme was a positive approach to realize the legitimate demands of the people of East Pakistan. He regretted that some leaders were trying to mislead people in the name of Islam and they were giving fatwa to befool people.

Mr. Tajuddin criticised Nurul Amin and said it was he who had held up over 30 by-elections after his party suffered defeat in the Tangail by-election. That is an example of democracy he practised while he was in power.

The Awami League leader was given a warm welcome when he reached Pabna earlier in the day from Kushtia by road. People raised welcome slogans when he reached the town.

The Awami League leader also addressed a few public meetings at Bheramara, Paksey and other places.

In the outskirts of Kushtia town the Awami League_leader stopped at Barakhada and placed a floral wreath at the Shaheed Minar in a school compound.

আজাদ

৮ই মার্চ ১৯৭০

কুষ্টিয়ায় দুই লক্ষাধিক লোকের সভায় শেখ মুজিবের ঘোষণাঃ
নির্বাচনে না হইলে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিব

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কুষ্টিয়া, ৭ই মার্চ্চ।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ অপরাহ্ন ইউনাইটেড হাইস্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বলেন যে, ৫ই অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হইলে তাহার দল গণ-আন্দোলন শুরু করিবে। গত বাইশ বছরে প্রদেশের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

শেখ মুজিব তাঁহার প্রায় চল্লিশ মিনিট কাল বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই প্রদেশেরই একশ্রেণীর জননেতারা। তিনি বলেন, জনাব নুরুল আমীন '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের গুলী করিয়া হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁহার আমলেই রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর গুলী চালানো হইয়াছিল আর এইজন্য তিনিই ছিলেন দায়ী। অপর একজন পূর্ব পাকিস্তানী হইলেন জনাব মোনায়েম খান। পূর্ব পাকিস্তানের বহু অমূল্য জীবন হত্যা করার জন্য তিনিই দায়ী। যে সকল 'পরগাছা' এই দেশে মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদিগকে উৎখাত করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

কৃষক ও শ্রমিকদের সীমাহীন দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, সাধারণ মানুষ আজ করভারে জর্জ্জরিত। কৃষকদের যদি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদিগকে কর হইতে

রেহাই দিতে হইবে। ৬৬ সালে তাহার পার্টি ২৫ বিঘা জমি পর্য্যন্ত খাজনা মওকুফ করার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার এই সোপারেশ গ্রহণ করেন নাই। সরকার অজুহাত তুলিয়া ছিলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ভূমিরাজস্ব অপরিহার্য্য। তিনি বলেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতাসীন হইলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিয়া দিবে। শেখ মুজিব বলেন যে, যদি শিল্পপতিরা পাচ বছর পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে লইতে পারে তাহা হইলে গরীব চাষীরা কর হইতে রেহাই পাইবে না কেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিল সাধারণ শ্রমিক বড় লোকেরা নয়। কিন্তু আজাদী লাভের বাইশ বছর পরও সাধারণ শ্রমিকের ভাগ্য উন্নয়ন হয় নাই। শুধু তাই নয় গরীব আরও গরীব হইয়াছে আর এদিকে ধনী আরও ধনী হইয়াছে। তাহার দল শ্রমিকদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বন্টন করিবে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাটচাষীরা আজ পাটের ন্যায্য মূল্য পায় না। তাহার দল ক্ষমতাসীন হইলে পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বন্যায় প্রদেশের বার্ষিক দুইশত কোটি টাকা বিনষ্ট হয়। স্থানীয় সমস্যাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার দরুন গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্পে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। সাগরখানী নদীর উপর বাধ নির্ম্মাণের ফলে জেলার কতিপয় এলাকায় বন্যা দেখা দিতেছে। তিনি সরকারী কর্ম্মচারীদের জনগণের সেবা করার আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের মনে রাখিতে হইবে যে, জনগণের তাহারা প্রভু নয় বরং খাদেম। কারণ জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থ হইতে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হয়।

শেখ মুজিব ঝিনাইদহ হইতে কুষ্টিয়া আগমনের পথে বহু স্থানে বক্তৃতা করেন। সর্বত্রই তাঁহাকে বিপুলভাবে জনগণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে।

কুষ্টিয়ার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আখতার হোসেন জোয়ারদার। জনসভায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হয়। জনসভায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় গৃহের ছাদে ও গাছের উপর উঠিয়া বহু লোক শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণ করে। জনসভায় শেখ মুজিব ছয়দফা সমর্থন করার জন্য উপস্থিত জনতাকে হাত উঠাইতে বলিলে জনতা দুই হাত তুলিয়া সাড়া দেয় এবং বিপুলভাবে করতালি দিতে থাকে।

জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইছলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুসতাক আহমদ বক্তৃতা করেন।

Dawn

8th March 1970

Autonomy vital for E. Wing, says Mujib:
'Mass movement' if objective not achieve through polls

KUSHTIA, March 7: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, told a public meeting here this afternnon that if the regional autonomy was not achieved through the election of Oct 5 his party would launch a "mass movement."

The Awami League chief listing injustices done to the Province during the last 22 years said that the question of regional autonomy was vital for East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman in his nearly 40-minute speech referred to the disparity in the spendings of the of the Central Government, representation in the Central Government services between East and West Pakistan, lot of the peasants and workers and similar other problems.

Sheikh Mujib regretted that the cause of East Pakistan had been betrayed not by others but by a section of the leaders of East Pakistan. He said that Mr. Nurul Amin, who was responsible for the killing of students during the language movement of 1952 and firing on the political prisoners in the Rajshahi jail, was an East Pakistani. Similarly Mr. Monem Khan, who was responsible for killing so many was an East Pakistani. The Awami League chief asked the people to "eliminate those parasites" who had betrayed the cause of East Pakistan.

The Awami League chief narrating the plight of the peasants and workers said that the common man today was burdened with taxes.

The Awami League chief told the meeting that if the peasantry was to be saved from the verge of ruination they must be relieved of the burden of taxation. He said that as far back as in 1966 his party had appealed to the Government to exempt land revenue upto 25 bighas. But he regretted that the Government had not accepted their suggestion on the plea that land revenue was essential for running the states.

Sheikh Mujibur Rahman said that if his party was voted to power they would exempt land revenue upto 25 bighas.

He said that if the industrialists could enjoy tax holiday for five years why the poor peasants should not be given tax relief. – APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই মার্চ ১৯৭০

সংখ্যাগুরু প্রদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইলে ১২০ দিনের অনেক কম সময়েই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব:
কুষ্টিয়ার বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা:
ইক্ষুচাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রদানের দাবী

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

কুষ্টিয়া, ৭ই মার্চ।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন, "সংখ্যাগুরু প্রদেশের জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইলে ১২০ দিনেরও অনেক কম সময়ের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভবপর হইবে।" কায়েমীস্বার্থবাদ ও গণ-দুশমনদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটাইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে দেওয়া না হয়, তবে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হইতে বাধ্য।

স্থানীয় ইউনাইটেড স্কুল ময়দানে জনাব আখতার হোসেন জোয়ারদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদও বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আজ-জেলার দূর-দূরান্ত হইতে হাজার হাজার লোক কুষ্টিয়ায় আসিয়া সমবেত হয়। সভা শুরু হইবার বহু পূর্বেই সমগ্র স্কুল ময়দানটি এক বিশাল জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয় আর সেই বিপুল জনসমষ্টির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা কালে শেখ সাহেব একের পর এক পরিসংখ্যান উল্লেখপূর্বক দেশের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তেইশ বছর ধরিয়া এই প্রদেশের উপর যে শোষণ ও অবিচার চালান হইয়াছে উহার বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এই বৈষম্য ও বঞ্চনার চির পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া বাংলাসহ দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। তিনি বলেন, যদি ভোটের মাধ্যমে ও দফার ভিত্তিতে বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে না দেওয়া হয়, দুর্জয় সংগ্রামের মাধ্যমেই বাংলার জনগণ উহা আদায় করিবে।

বাংলার গণ-মানুষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলারই একশ্রেণীর লোক দায়ী বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ সাহেব বলেন, ইহারাই মন্ত্রিত্বের লোভে,

গভর্নরগিরির লোভে, পারমিটের লোভে বার বার বাংলার স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছে-বাংলার জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালাইয়াছে। তিনি বলেন, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালে ছাত্রহত্যার জন্য, রাজশাহী জেলে রাজবন্দী হত্যার জন্য দায়ী জনাব নূরুল আমীন এবং অগণিত ছাত্র-জনতার রক্তপাতের জন্য দায়ী জনাব মোনেম খান এই বাংলারই লোক। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আগামী নির্বাচনে বাংলার স্বার্থের প্রতি বেঈমানীতে লিপ্ত দালাল পরগাছাদের নির্মূল করিয়া দিন।"

বাংলার কৃষককুলের অর্থনৈতিক দুর্গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বন্যা, অনাবৃষ্টি, কীট-পতঙ্গের উপদ্রব আর কৃষিজাত দ্রব্যের নিম্নমূল্যের দরুন গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, কৃষককুলকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিতে হইবে। তিনি বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৬ শত কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ক্রুগ মিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ত্যাগের পর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করা হয় নাই।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার কারিগরি ত্রুটির সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, ইহার ফলে এই পরিকল্পনাধীন এলাকার এক জায়গায় বন্যা অপর জায়গায় জলাভাবের অভিশাপ নামিয়া আসিতেছে। তিনি বলেন, সঠিকভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে হইবে।

ইক্ষুচাষীদের সমস্যার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ইক্ষুচাষীদের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে নতুবা তাদের গুড় নির্মাণের অধিকার প্রদান করিতে হইবে। শেখ সাহেব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার প্রতিও সমর্থন প্রদান করেন।

কুষ্টিয়ায় বিপুল সম্বর্ধনা

ইহার আগে আজ সকালে সদলবলে ঝিনাইদহ হইতে লালনশাহের শহর এই কুষ্টিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলে অগণিত জনতা শেখ মুজিবকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। অভ্যর্থনাকারী জনতা নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। শোভাযাত্রাসহকারে আওয়ামী লীগ প্রধানকে ডাক বাংলায় লইয়া যাওয়ার সময় রাস্তার উভয় পার্শ্ব হইতে তাঁহার উপর পুষ্প বৃষ্টি করা হয়। ঝিনাইদহ হইতে কুষ্টিয়া আসার পথে গোলাগঞ্জ, বসন্তপুর, হরিনারায়ণপুর, বামনডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁহাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানায়।

Morning News

8th March 1970

AL stands for land revenue exemption upto 25 bighas: Qamruzzaman

RAJSHAHI, Mar. 7 (PPI): Mr. A H M Qamruzzaman, Secretary General of the All-Pakistan Awami League said here on Thursday that his party stood for total exemption of land revenue on all holdings up to 25 bighas.

Addressing a public meeting at Durgapur, 25 miles off the town, he maintained that such a measure was essential for raising standard of living of the people, the majority of whom, he added, inhabited the villages and entirely depended on agriculture for living.

He said that it would be the first concern of the Awami League to implement this policy it was voted to power.

The party leader further said that his party had decided to nationalise the jute trade in the country to bring relief to the rural population. The party would ensure that the profit on jute went direct to the growers to ameliorate their condition and not to the intermediaries or farias to swell their already bloated bank balances, he added.

Mr. Qamruzzaman also called for winding up all the relics of the dictatorial regime of Ayub Khan like the union, district and divisional councils. These institutions must be dissolved forthwith and pending the formation of the substitute bodies, he said, impartial bodies comprising teachers and social workers should be brought into existence to discharge the functions.

He maintained that divisional councils were not required. Up to the district and municipal levels, the local self-Government functions must ultimately be performed by representatives elected through direct votes of the people, he added.

Citing the glaring instances of Disparity between the two wings of the country, Mr. Zaman said that the backbone of the people of Bangla Desh was shattered by the indiscriminate exploitation during the last two decades. He said that 22 families had concentrated the national wealth while millions of people of both the wings had been miserably suffering.

Amidst slogans of "Allah-O Akbar" "Sheikh Mujib Zindabad", "Tomar Desh Amar Desh Bangla Desh, Bangla Desh," Mr. Zaman said that Awami League wanted to establish a society free from exploitation.

Explaining the six-point formula of the party, he observed that people's emancipation lay in the six-point programmes and believed that Bangla Desh could not survive without full regional autonomy on the basis of six point programme.

He called upon the people only to elect those persons who supported the six-point and the eleven-paint programmes and also to uproot the political Mirzafars from this sacred soil in the ensuing election.

Dawn

9th March 1970

Mujib reiterates call to defer 4th Plan: Implementation of Rooppur project urged

PABNA, March 8: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Pakistan Awami League, reiterated here today his appeal to the Government to defer the launching of the Fourth Five-Year Plan and leave the issue to be decided by the next Government.

Addressing a public meeting at the Idgah Maidan here, the Awami League chief added that the unutilized allocations of 1,100 crores under Third Plan should be spent in East Pakistan before the Fourth Plan takes effect.

He maintained that the entire allocation under the Third Plan for West Pakistan was utilized, but a substantial part of the allocation for East Pakistan remained unutilized.

The meeting was also addressed by Messrs Tajuddin Ahmed and Obaidur Rahman who mainly dwelt on the political situation in the country and the problems of East Pakistan in particular.

Sheikh Mujib also called upon the Government to complete the Rooppur Nuclear Power project without further delay. The project would help industrialisation of the districts of North Bengal, he said.

Addressing a big public meeting at the Jinnah Park in the afternoon, Sheikh Mujib remarked that no definite decision on the fate of the project has been taken while the Karachi Nuclear Power Project taken up much later, had already been completed.

LAND REVENUE

Replying to the criticism against his Party's decision to exempt land revenue up to 25 bighas, Sheikh Mujib said that such exemption was likely to cost the exchequer Rs three crores annually, But, he said, if the tax-holidays being enjoyed by the big

capitalists were done away with, then the annual income in East Pakistan would amount to Rs 20 crores. So the question of land revenue exemption is not at all a headache, he added.

He asked Nawabzada Nasrullah Khan, Chaudhri Mohammad Ali, Maulana Maudoodi and Khan Abdul Qayyum Khan to make it clear how long they would take to compensate what they had taken away from East Pakistan during the last 22 years.

He mentioned that a total sum of Rs 3200 crores had been spent by the Central Government in West Pakistan as against Rs 303 crores in East Pakistan.

Sheikh Mujib said that if the Federal Capital itself could be shifted at three different places in West Pakistan and money did not prove a problem for that purpose, it was difficult to understand why the flood problem of East Pakistan could not be undertaken as yet. He described the recurring devastation of flood and their affect on the economy of East Pakistan and added that if was a "life and death question for the Bengalees".

The Sheikh made it clear that his "Jehad" was not against any individual or any particular group but against the exploitation and economic subjugation of common people of the country.

NATIONALISATION

He declared himself in favour of nationalising the jute trade, banks and insurance companies.

The meeting which was presided over by Mr Amjad Hussain, President of the Pabna District Awami League, was also addressed by Syed Nazrul Islam, Mr Tajuddin Ahmed and Mr U. M. Obaidullah.

Sheikh Mujib said that the next October's election would be the last chance for the Bengalees to eliminate all the 'parasites' of the country.

KUSHTIA

Earlier on arrival from Kushtia, the Sheikh was accorded a warm welcome by enthusiastic crowds. He was profusely garlanded and taken round the town in an open jeep from the outskirts of the town. Slogan-chanting crowds on both sides of the road cheering the AL chief as the jeep passed by. Many people climbed rooftops and other high places to witness the scene of reception.

Addressing wayside meetings at Bheramara and Paksey, the Awami League chief called upon the people to stand united for the causes of Bangala Desh.

He observed that if the Bengalees failed to achieve their autonomy on the basis of Six Points, they would remain slaves of Nasrullahs and Maudoodis forever.

He advised them to stand like rock behind his Party for the realisation of their just rights.

'Bengalees want to live like Pakistanis', but will never allow Bangala Desh to continue as a colony, he declared.

The Sheikh leaves here tomorrow morning for Bogra to address a public meetings there in the afternoon. –APP/PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই মার্চ ১৯৭০

কালবিলম্ব না করিয়া রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবী : পাবনায় শেখ মুজিব

পাবনা, ৮ই মার্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় আর কালবিলম্ব না করিয়া রূপপুর পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, এই প্রকল্প উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নের সহায়ক হইবে। আজ অপরাহ্নে স্থানীয় জিন্নাহ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ সাহেব দুঃখ করিয়া বলেন যে, রূপপুর প্রকল্প সম্পর্কে এখনও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু করাচী পারমাণবিক প্রকল্পের কর্মসূচী অনেক পরে হাতে নেওয়া হইলেও তাহার কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান ইহাকে ভাগ্যেরই পরিহাস বলিয়া মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শুরু না করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাইয়া বলেন যে, বর্তমান সরকার হইতেছে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সুতরাং বিষয়টি জনপ্রতিনিধিদের জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন যে, বিগত পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ১১শত কোটি টাকা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে এবং বর্তমান সরকারের উচিত চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শুরু করার পরিবর্তে উক্ত ঘাটতি পূরণ করা।

২৫ বিঘা পর্যন্ত জমি রাজস্ব মওকুফ করার প্রশ্নে তাহার দলের যে সমালোচনা কোন কোন মহল করিয়াছে তাহার জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, ইহার ফলে বার্ষিক মাত্র ৩ কোটি টাকার মত রাজস্ব হইতে সরকারী তহবিল বঞ্চিত হইবে। কিন্তু অপর পক্ষে বড় বড় পুঁজিপতিরা বর্তমানে কর মওকুফের যে সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা বাতিল করিয়া দিলে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই বার্ষিক ২০ কোটি টাকা অধিক আয় হইবে। তাই ভূমি রাজস্ব বাতিলের প্রশ্নটি মাথাব্যথার কারণ হইতে পারে না।

নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা মওদুদী এবং খান আবদুল কাইয়ুম খানের উদ্দেশে আওয়ামী প্রধান জিজ্ঞাসা করেন যে, বিগত ২২ বৎসর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তান হইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে তাহার ক্ষতি-পূরণে কত সময় প্রয়োজন হইবে?

শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে ৩২ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে এবং ইহার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হইয়াছে মাত্র ৩ শত কোটি টাকা।

শেখ সাহেব বলেন : খোদ ফেডারেল রাজধানীই যদি ৩ বার পশ্চিম পাকিস্তানের ৩টি স্থানে স্থানান্তরিত করা যায় এবং ইহার জন্য যদি টাকার কোন সমস্যা না হয় তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটি কেন এখনও শুরু করা গেল না, তাহা উপলব্ধি করা দুষ্কর।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ও জনজীবনের উপর বন্যার উপর্যুপরি ধ্বংসলীলার প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ইহাকে বাঙ্গালীদের জীবন-মরণের প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার সংগ্রাম কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গ্রুপবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। শোষণ এবং দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক গোলামীর বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম। তিনি পাট ব্যবসায় ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসমূহ জাতীয়করণের দাবী জানান।

পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং জনাব কে এম ওবায়দুর রহমানও বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, আগামী অক্টোবরের নির্বাচন "পরগাছাদের" নির্মূল করার জন্য বাঙ্গালীদের শেষ সুযোগ। তিনি বলেন যে, এই নির্বাচন কোন দলকে ক্ষমতাসীন করার জন্য নয়, বরঞ্চ একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শেখ সাহেব বলেন যে, কোরান-সুন্নাহবিরোধী কোন আইন দেশে থাকিতে পারিবে না।

কুষ্টিয়া হইতে এখানে আগমন করিলে উৎসাহী জনতা আওয়ামী লীগ নেতাকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয় এবং শহরের প্রান্তদেশ হইতে একখানি খোলা জীপে করিয়া তিনি জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শহর প্রদক্ষিণ করেন। জননেতাকে একনজর দেখার জন্য জনতা পথের দুই পার্শ্বের ঘরবাড়ীর ছাদে পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করে।

কুষ্টিয়া হইতে পাবনা আসার পথে তিনি পথিপার্শ্বে ভেড়ামারা ও পাকশীতে দুইটি সভায়ও ভাষণ দান করেন। পথিপার্শ্বের সভায় তিনি বলেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে না পারিলে বাঙ্গালীরা চিরদিনের মত নসরুল্লাহ ও মওদুদীদের গোলাম হইয়া থাকিবে।

তিনি আরও বলেন যে, বাঙ্গালীরা পাকিস্তানীরূপে বাঁচিতে চায়। কিন্তু বাংলাকে কলোনীতে পরিণত করিতে দিবে না।

আগামীকাল সকালে তিনি পাবনা হইতে বগুড়া রওয়ানা হইবেন। –পিপিআই

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই মার্চ ১৯৭০

ভোটার তালিকা ও প্রিন্টিং কর্পোরেশন

পাকিস্তান প্রিন্টিং কর্পোরেশন ও মুদ্রণ শিল্প সমিতির মধ্যে ভোটার তালিকা মুদ্রণের বিষয় লইয়া যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে, উহা শেষ পর্যন্ত 'কতদূর গড়ায় তাহা ভাবিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইতেছি। প্রিন্টিং কর্পোরেশনের উপর সমগ্র পাকিস্তানের ভোটার তালিকা মুদ্রণের দায়িত্বভার যখন দেওয়া হয়, তখনও আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রিন্টিং কর্পোরেশনকে তৃতীয়পক্ষ হিসাবে দাঁড় না করাইয়া সরাসরি কাজ বিতরণের সুপারিশও আমরা করিয়াছিলাম। আমাদের মতে, উহার ফলে একদিকে যেমন ভোটার তালিকা মুদ্রণের কাজ দ্রুত শেষ হইত, অপরদিকে তেমনি প্রদেশের প্রায় তিন সহস্রাধিক ছোট-বড় ছাপাখানার মালিক এবং কর্মচারীদেরও স্বার্থ রক্ষিত হইত।'

কর্তৃপক্ষ সেই যুক্তিতে কান দেন না। এদিকে মুদ্রণ শিল্প সমিতি প্রিন্টিং কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত রেট অনুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রিন্টিং কর্পোরেশন ও মুদ্রণ শিল্প সমিতির এই টাগ-অব-ওয়ার অনির্দিষ্টকাল চলিতে থাকিলে ভোটার তালিকা মুদ্রণে বিলম্ব ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়। তেমন অবস্থায় আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচীতেও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। দেশ ও জাতির জন্য উহা নিঃসন্দেহেই একটি বিরাট ক্ষতির কারণ হইবে।

আমরা বুঝিতে পারি না, প্রিন্টিং কর্পোরেশন নামধারী সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানটিকে বিনাশ্রমে মুনাফার অংশ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ এত উদগ্রীব কেন। নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন এলাকার ভোটার তালিকা স্থানীয়ভাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলে তদারকীর যেমন সুবিধা হইত, তেমনি মফস্বলের

ছোট ছোট ছাপাখানাকেও সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইত। তাহা না করিয়া প্রিন্টিং কর্পোরেশনকে দায়িত্ব হস্তান্তর করার ফলে সরকারের খরচ বাড়িয়া যাওয়া একান্তই অবধারিত। তদুপরি ইহাতে ছোট ছোট প্রেসকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া একটি আমলা-সর্বস্ব সংস্থাকে অযৌক্তিক সুবিধা প্রদান করা ছাড়া কোন লাভ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশে মুদ্রণ শিল্প এখনো মনোপলি গড়িয়া উঠে নাই। ইহা এখনও মূলতঃ স্বল্প ও মধ্যম শ্রেণীর পুঁজির আওতায় রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সরকারী মালিকানাধীন প্রিন্টিং কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। শোনা যাইতেছে, শুধু ভোটার তালিকা মুদ্রণের দায়িত্বই নয়, আগামীতে পাঠ্য পুস্তকাদি মুদ্রণের দায়িত্বও এককভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হইবে। যে ক্ষেত্রে দেশে বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া মুনাফা শিকারের পথ ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে, সেক্ষেত্রে সুতীব্র প্রতিযোগিতার মুখে কোন প্রকারে টিকিয়া থাকা ছাপাখানাগুলিকে 'ভাতে মারিয়া' কি ফায়দা হইবে, তাহা একমাত্র কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসর পূর্ব পাকিস্তানীরা গত বাইশ বৎসরে শুধু মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রেই কিছুটা কর্তৃত্ব অর্জন করিতে পারিয়াছিল, প্রিন্টিং কর্পোরেশনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে তাহাও বুঝি আর থাকিবে না।

যাহাই হোক, সমঝোতার এবং পুনর্বিবেচনার সময় চলিয়া যায় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের উচিত এ ব্যাপারে আশু হস্তক্ষেপ করিয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা। মুদ্রণ শিল্প সমিতির পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৭ সালে যেক্ষেত্রে ভোটার তালিকা মুদ্রণের রেট ছিল পৃষ্ঠা প্রতি ১৮ টাকা, সেক্ষেত্রে বর্তমানের উচ্চমূল্যের দিনে পৃষ্ঠা প্রতি মাত্র ১৯ টাকা নিতান্তই অপ্রতুল। এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে, যে-কোন অবস্থাতেই ভোটার তালিকা মুদ্রণে কোন প্রকার বিলম্বের কারণ না ঘটুক, মুদ্রণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হউক, এবং দেশবাসীর বহু-আকাংক্ষিত নির্বাচন যথাসময়ে যথাযথভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, তাহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

পূর্বদেশ

৯ই মার্চ ১৯৭০

শেখ মুজিব রূপপুর প্রকল্প সম্পন্নের দাবী জানিয়েছেন

পাবনা, ৮ই মার্চ (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে সরকারের প্রতি আর বিলম্ব না করে রূপপুর পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকেলে এখানকার জিন্নাহ পার্কে এক বিরাট জনসভায় দুঃখ প্রকাশ করেন যে, করাচী পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের কাজটিতে বহু পরে হাত দেয়া হলেও ইতিমধ্যে তা সম্পন্ন হয়েছে। অথচ রূপপুর প্রকল্প সম্পর্কে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

৪র্থ ৫-সালা প্রকল্প প্রসঙ্গে

তিনি এখানে বর্তমান সরকারের প্রতি চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজে হাত না দেয়ার অনুরোধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে সর্বমোট ১১শ' কোটি টাকা কম পড়েছে এবং বর্তমান সরকারের চতুর্থ পরিকল্পনায় হাত না দিয়ে সে ঘাটতিটুকুই পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত।

শেখ মুজিবর রহমান সভায় বন্যা সমস্যা সম্পর্কে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি ভিন্ন স্থানে ফেডারেল রাজধানী স্থানান্তরের বেলায় টাকার জন্য কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। অথচ কি কারণে যে এখনও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের কাজে হাত দেয়া হয়নি তা বোধগম্য করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজে পাট ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী জাতীয়করণের পক্ষপাতি।

পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবর রহমান কুষ্টিয়া থেকে এখানে এসে পৌঁছুলে তাঁকে বিরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ সাহেব ভেড়ামারা এবং পাকশিতেও দুটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে জনসাধারণের প্রতি বাংলা দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার আবেদন জানান।

Dawn

10th March 1970

Autonomy at any cost, says Mujib: AL fighting for justice for both Wings

BOGRA, March 9: Sheikh Mujibur Rahman, chief of Pakistan Awami League, today called upon the people of the country to unitedly resist the exploiters and jagirdars.

While addressing a big public meeting here this afternoon, the Sheikh maintained that it would be a 'Sonar Pakistan' (Pakistan of gold) if we could successfully resist these elements who had been inhumanly sucking the blood of the nation since its inception.

Explaining the Six Point programme of his party, the AL chief reiterated that full regional autonomy as defined in the programme must be achieved at any cost. He stressed that Bangla Desh would not survive without autonomy and added that if the people failed to realise it this time they would even remain "Slaves".

The Sheikh told the cheering crowd that only the vested interests of both the Wings of Pakistan were afraid of his Six-point formula because they knew the Awami League's fight was directed against them.

He alleged that Maulana Maudoodi could be backed by moneyed men to exploit the poor people of Pakistan and added that the people had identified their well-wishers this time and exploitation would not be so easy.

The AL chief cautioned the people to guard against those politicians who had betrayed them for the sake of their own interests. Those persons, he pointed out did not mind sacrificing the people's interests for accepting high offices like Government-ship and Ministership.

He said that the 22 families have concentrated the National wealth millions of people both in East and West Pakistan had suffered badly and inhumanly.

Sheikh Mujib declared that he was fighting for justice to the people of both the Wings and would continue his struggle until the people rights were restored.

The AL chief said that Islam has taught us to rise against all kinds of injustices and oppression.

He told the cheering crowd that his party would not allow passage of any law repugnant to Islam.

He declared that the ensuing election was the last chance for the people to establish people's Government and added if we miss the chance another might never come.

He also called upon them to frustrate the political aspirations of the Mir Jafars of Bangla Desh through the ballot this time.

The party chief said that after the creation of Pakistan Bangla Desh sent some West Pakistanis like Qayyum Khan and Liaquat Ali Khan to the Constituent Assembly from its own quota and we also accepted parity. But he alleged that this was not maintained properly.

East Pakistan had never enjoyed more than 10 percent representation in the central services although it has a population of 56 per cent.

Citing the glaring instances of disparity between the two Wings, the Sheikh declared that the people of Bangla Desh would not allow anybody to exploit its wealth anymore and added that not a single farthing of Bangla Desh would be allowed to be spent outside it.

He said that the country was facing numerous problems and the 22 years history of Pakistan was the history of sorrows and miseies sufferings and injustices.

The Sheikh categorically declared; "I want our share and not your's and wanted to know from Maulana Maudoodi if it was un-Islamic."

He urged upon the authorities to immediately pay the compensation for the lands acquired for the Bogra cantonment area. He said the money should have been paid before the taking over of lands. -PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই মার্চ ১৯৭০

‘সোনার পাকিস্তান’ গড়ার জন্য শোষক ও জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরুর আহ্বান : বগুড়ার বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বক্তৃতা

বগুড়া, ৯ই মার্চ–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ শোষক ও জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করার জন্য দেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ অপরাহ্নে স্থানীয় আলতাফুন্নেসা পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ সাহেব বলেনঃ জন্মলগ্ন হইতেই ইহারা, জাতির রক্ত শোষণ করিতেছে এবং ইহাদের সাফল্যজনকভাবে প্রতিরোধ করিতে পারিলে পাকিস্তান "সোনার পাকিস্তানে" পরিণত হইবে।

জনাব এ কে মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কামরুজ্জামান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদও বক্তৃতা করেন।

দলের ৬-দফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ করিয়া দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ৬-দফার বর্ণিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন যে কোন মূল্যে অর্জন করিতে হইবে। শেখ সাহেব বলেন যে, স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাংলার

অস্তিত্ব থাকিবে না এবং জনসাধারণ যদি এইবার স্বায়ত্তশাসন আদায়ে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা গোলাম হইয়া থাকিবে।

উল্লসিত জনতার উদ্দেশে শেখ সাহেব বলেন: একমাত্র দেশের উভয় অঞ্চলের কায়েমীস্বার্থীরাই ৬-দফা সম্পর্কে ভীত, কারণ তাঁহারা জানেন যে, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম তাঁহাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

পাকিস্তানের গরীব জনসাধারণকে শোষণের জন্য ধনিকশ্রেণী মওলানা মওদুদীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, জনসাধারণ তাহাদের কল্যাণকামীদের চিনিয়া ফেলিয়াছে এবং এইবারে তাহাদের শোষণ করা আর তত সহজ হইবে না।

আত্মস্বার্থে যাহারা জনসাধারণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে আওয়ামী প্রধান তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, মন্ত্রীগিরি এবং লাটগিরির জন্য এই ধরনের লোকেরা জনস্বার্থ বিসর্জন দিতে এতটুকুও ইতস্তত: করিবে না।

দেশের অর্থনীতি এবং বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিগত দুই দশকের ভ্রান্তনীতির দরুন দেশ আজ ধ্বংসের কিনারায় উপনীত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জাতীয় সম্পদ ২২টি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, তিনি দেশের উভয় অঞ্চলের গরীব জনসাধারণের জন্য এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

আওয়ামী প্রধান বলেন, ইসলাম আমাদের সকল ধরনের অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা দিয়াছে।

তিনি ঘোষণা করেন: আসন্ন নির্বাচন জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগ এবং এই সুযোগ হারাইলে এই ধরনের সুযোগ আর নাও আসিতে পারে। ব্যালটের মাধ্যমে বাংলার মীরজাফরদের খতম করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব বলেন যে, দেশ আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এবং পাকিস্তানের ২২ বৎসরের ইতিহাস হইতেছে দুঃখ, নির্যাতন, উৎপীড়ন ও অবিচারেরই ইতিহাস।

শেখ সাহেব স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন: আমি আমার হিস্যা চাই, আপনারটা নয়। এই দাবী ইসলাম বিরোধী কিনা তাহা তিনি মওলানা মওদুদীর নিকট হইতে জানিতে চান। -পিপিআই

Morning News
10th March 1970

No compromise with principle and programme: Mujib

BOGRA, March 9, (APP): Sheikh Mujibur Rahman said here today his party, Awami League, was fighting for the realisation of the legitimate rights and aspirations of common men who suffered in the past deprivations and exploitations at the hands of vested interests.

Addressing a big public meeting, the Awami League chief said he was not ready to compromise with his principle and programme and would continue the movement until the legitimate demands of the people of Eastern Wing and others were realised.

Sheikh Mujib told the meeting how East Pakistan suffered in the past and appealed to the people not to pay heed to those leaders political parasites who were instrumental in the perpetuation of the exploitations during the last 22 years. They should be removed from political life through ballots in October.

The public meeting held at the Altafunessa Park, was also addressed by other Awami Leaders including Khondoker Mushtaq Ahmed, Mr. A M Kamruzzaman and Captain Mansur Ali of Pabna, who appealed to the people to unite to realise their demands.

Sheikh Mujib said East Pakistan never hesitated to make any sacrifice for the people in West Wing, Six West Pakistani leaders were elected to the first Constituent Assembly from East Pakistan and later also we agreed to parity in respect of representation to the National Assembly.

PARITY

The Awami League leaders said the parity was accepted on the specific assurance that the principle would be implemented in other spheres of life including representation in the Government recruitments. But he regretted that nothing was done in this respect, Sheikh Mujib said the exploitation and deprivation did not end here in every walk of national life East Pakistan was denied its due share while problems continued to multiply. The flood problem remained unsolved and so on, he added.

Sheikh Mujibur Rahman said whenever the legitimate demands of East Pakistan were raised vested interests were annoyed and the Government adopted oppressive methods to suppress the voice of the people. That is why they also opposed the Six-Point Programme, he said. The Awami League leader referred

to the injustices done to East Pakistan in the past and said Maulana Moududi, Nawabzada Nasrullah Khan, Choudhury Mohammad Ali and others did never want the end of it, (they did not raise the voice of protest against the injustices).

On the other hand, the leaders were opposing the six Point Programme with all their might at their command. It was natural for them, because the programme aim ins at bringing to an end the exploitations for good.

Sheikh Mujib said at the time of independence East Pakistan was self-sufficient in food but now according to the Government it suffered deficit of 17 lakh tons. It was the repetition of same story in other walks of life.

The Awami League leader said their fight was not against any one. It was against the exploiters. He added they were equally keen to ensure the realisation of the legitimate rights of the poor people in West Pakistan, who also suffered at the hands of jagirdars and exploiters.

Sheikh Mujib also referred to the local problems, and said the people were yet to get compensation from the Government for the acquisition of their lands. He requested the Government to pay off their compensation at the earliest possible time.

Morning News

11th March 1970

Mujib calls for unity to realise regional autonomy

RANGPUR, March 10, (APP): Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, today appealed to the people to unite for the realisation of regional autonomy on the basis of Six-Point Programme, and added, "we are in the midst of our last fight which we must win".

Addressing a huge public meeting here at the Collectorate Maidan, Sheikh Mujib said if the fight through the elections due on October 5 failed, they would launch massive people's movement for the achievement of "our legitimate rights and get our due share."

In his nearly 40 minute speech the Awami League leader recounted the injustices done to the province in the past and said his fight was also against those who are exploiting West Pakistan common men. "We all should unite to weed out exploiters from the country."

Sheikh Mujibur Rahman said the problems accumulated because since independence there was no positive attempt by the Government to solve them. On the other hand whenever people raised their voice, the reply from the Government came in the form of oppression and suppression.

He referred to the movements and said countless patriots laid down their lives to regain their rights. The Government even went to the extent of concocting cases of "conspiracy" to hold back the rising tide of popular movement.

The Awami League leader said Britishers were thrown out to free people from exploitations, "It is not unknown to us what we got after independence".

We want to reverse the process and end exploitations for good.

Sheikh Mujib said: "We want justice for all and end the scope of exploitation of East Pakistan. We want our due share and that should not annoy anybody Islam itself enjoins upon every Muslim to rise against injustices," he added.

DISPARITY

Sheikh Mujib also referred to the economic disparity, and said in the background of these circumstances he had launched the Six-Point Programme. The mass upsurge a year back indicated that the people are with the Six Point Programme. Referring to the mischievous propaganda and motivated campaign, against the programme, he said they were meant to serve vested interests. These leaders were speaking in the same language as former President Ayub Khan used to say and hurl abuse whenever demand for regional autonomy was raised.

These leaders including Maulana Maududi and Nawabzada Nasrullah Khan never bother to protest against the injustice done to East Pakistan.

Sheikh Mujib also referred to the deteriorating economic conditions of the peasantry and workers and said nation could not prosper leaving them behind. He added land up to 25 bigha should be exempted from revenue and workers should get share of the profit earned by industrial concerns.

He said during the last 22 years, the economic conditions of the common man on the one hand deteriorated and on the other tax burden on them increased manifold. The taxation pattern should be rationalised to relieve the poor peasantry and others from the burden of undue tax on them.

NO UNISLAMIC LAW

Our correspondent adds, Sheikh Mujibur Rahman declared that his party, if voted to power, will not pass any law against the Quran and Sunnah.

He said that he was a Mussalman and recited kalema-e-tyeb in the meeting. He bitterly criticised those who branded him as separationist and asked, who want to be separated from whom? The Bengalees to be separated from whom? He said the Bengalees form the 56 per cent of the country's population Sheikh Mujib cautioned the people against the Mir Jafars among the Bengalees, who are out to play their old games again in the country. He said The Bangalees could not be divided in the name of Islam any more.

He criticised those who oppose naming this part of the country as Bangladesh. He said when the Muslims ruled this country it was Bangla Desh, when the British ruled here it was Bangla Desh and it will remain as Bangla Desh.

PPI adds, The Awami League chief called for spending in East Pakistan the refugee tax realised from East Pakistan.

Pakistan Observer

11th March 1970

Farid Ahmed says 6-points will dismember Pakistan

From Our Correspondent

COX'S BAZAR, Mar. 8: Mr. Farid Ahmed, Vice-President of the PDP, said recently that the Six-Point programme of the Awami League, if materialised would 'split and dismember' Pakistan.

He was addressing a big public meeting held under the auspices of the Cox's Bazar PDP recently at the Jame Mosque compound of Ramu, 9 miles east of Cox's Bazar Town. The meeting raised strong demand for Islamic Constitution and declared that except Islam no foreign 'ism' would be allowed to take root in the soil of Pakistan. The Vice-President of PDP Mvi. Farid Ahmed was the chief speaker in the meeting. Mvi. Farid Ahmed severely critised the Six-Point programme of Awami League and said that this will split and dismember Pakistan. He further said the Six-Point programme did not contain the solution of the problems of education, labour administration, peasants trade commerce, industry and many others but six point programme is

advertised as the panecca of all problems. The PDP leader urged people to get united to save Pakistan from Communism and regional nationalism.

Mvi. Farid Ahmed addressed two other meetings at Kutubdia and Matarbari.

পূর্বদেশ

১১ই মার্চ ১৯৭০

রংপুরে শেখ মুজিব : যে কোন ত্যাগের জন্য তৈরী আছি

রংপুর, ১০ই মার্চ (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান কালে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিকট থেকে মোহাজের পুনর্বাসন খাতে কর হিসেবে যে অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় করার দাবী জানান।

স্থানীয় কালেক্টরেট ময়দানে আয়োজিত স্মরণকালের এই বৃহত্তম জনসমাবেশে শেখ সাহেব আরো বলেন যে, আগামী নির্বাচনে তাঁর দলের ৬ দফা কর্মসূচী ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় না হলে, তাঁর দল দেশব্যাপী ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করবে। আমরা আরো যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকেও হাজার হাজার লোক যোগদান করেন এবং জনাব তাজুদ্দীন ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীও বক্তৃতা করেন।

শেখ সাহেব বলেন, পাকিস্তানের গত ২২ বছরের ইতিহাস বাংলা দেশের ক্ষেত্রে দুর্দশা আর বঞ্চনার ইতিহাস। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা দেশ নামকরণের বিশ্লেষণ দিয়ে বলেন, যদি পাঞ্জাবের নাম পাঞ্জাব, সিন্ধুর নাম সিন্ধু হতে পারে তবে বাংলার নাম বাংলা হতে পারবেনা কেন?

আজাদ

১২ই মার্চ ১৯৭০

বগুড়ার জনসভায় শেখ মুজিব:

শোষক ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার আহ্বান

বগুড়া, ১০ই মার্চ।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে শোষক ও জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইবার আহ্বান জানান।

গতকাল স্থানীয় আফতাফুন নেসা পার্কে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা কালে শেখ সাহেব বলেন যে, পাকিস্তানের সৃষ্টি হইতে যাহারা জাতির রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহাদের সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারিলে ইহা 'সোনার পাকিস্তানে' পরিণত হইবে।

জনাব এ, কে, মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি খোন্দকার মোসতাক আহমদ।

৬ দফা কর্ম্মসুচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পার্টি প্রধান প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, ৬ দফা কর্ম্মসুচীতে ব্যাখ্যাকৃত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন যে কোন মূল্যে হাসিল করিতে হইবে। তিনি গুরুত্ব সহকারে বলেন, বাঙলা দেশ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাঁচিবে না। এইবার জনগণ উহা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইলে তাহারা দাস হিসাবে থাকিয়া যাইবে।

শেখ সাহেব বলেন, কেবলমাত্র উভয় প্রদেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরাই ৬ দফার নামে আতঙ্কিত। কেননা তাহারা ইহা জানে যে, তাহাদের বিরুদ্ধেই আওয়ামী লীগের সংগ্রাম।

তিনি এইমর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তানের জনগণকে শোষণের জন্য বিত্তশালীরা সম্ভবতঃ মওলানা মওদুদীকে সমর্থন করিতেছে। তিনি বলেন, জনগণ তাহাদের শুভাকাংখীদের চিনিতে পারিয়াছে। তাই এইবার সহজে শোষণ করা চলিবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্বীয় স্বার্থের জন্য জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দেন।

তিনি বলেন, ২২টি পরিবার দেশের জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করিয়াছে। পক্ষান্তরে উভয় প্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক অমানুষিক ও নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতেছে।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, তিনি উভয় প্রদেশের দরিদ্রের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার সংগ্রাম ক্ষান্ত হইবে না।

তিনি বলেন, এছলাম যাবতীয় অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইবার শিক্ষাই আমাদেরকে দিয়াছে। তিনি বলেন, জনগণের সরকার কায়েমের জন্য আসন্ন নির্বাচনই শেষ সুযোগ। আমরা এই সুযোগ হারাইলে ভবিষ্যতে সে সুযোগ নাও আসিতে পারে। এই বার ব্যালটের মাধ্যমে বাংলা দেশের মিরজাফরদের রাজনৈতিক লিপসাকে খতম করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমি আমার অংশ চাই– তোমার নহে। ইহা অনৈসলামিক কিনা, তিনি মওলানা মওদুদীর নিকট ইহা জানিতে চাহেন। –পিপিআই

আজাদ

১২ই মার্চ ১৯৭০

সৈয়দপুরের জনসভায় শেখ মুজিব:
স্বায়ত্তশাসন বিরোধীদের প্রতিহত করার শক্তি আমাদের রহিয়াছে

সৈয়দপুর, ১১ই মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনে প্রতিবন্ধককারী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের রহিয়াছে। ইহা অর্জন না হওয়া অবধি আমাদের সংগ্রাম চলিতেই থাকিবে। আওয়ামী লীগ প্রধান আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্বায়ত্তশাসন ছিল না বলিয়াই আমরা উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবহেলিত। এই জন্যই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

এই প্রদেশের জনগণ যখনই ন্যায় বিচার দাবী করিয়াছে, তখন তাহাদের বরাতে জুটিয়াছে নির্য্যাতন ও জেল-জুলুম।

শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণ আর অন্যায় বরদাশত করিতে প্রস্তুত নয়। এইবার তাহারা তাহাদের অধিকার আদায় করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন যে, আমরা চাই আমাদের সম্পদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। আমরা আমাদের ন্যায্য অংশ চাই। পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিনাইয়া লওয়ার কোন বাসনা আমাদের নাই। প্রয়োজন হইলে আমরা কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থ প্রদান করিব। আমরা শোষণ অবসান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার চলিতেছে তাহার একমাত্র উত্তর হইতেছে ছয়দফা। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য তিনি জনসাধারণকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবিচারের এক সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি প্রদান করিয়া বলেন যে, গত বাইশ বছরে দুই হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে মাত্র পাঁচশত কোটি টাকা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, যে সকল মোহাজের পাকিস্তানের জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়া পাকিস্তানে আগমন করিয়াছেন তাহারাও বহু অবিচার ভোগ করিয়াছেন। যাহারা পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়াছেন তাহারা পশ্চিম পাকিস্তানে

আগমনকারী মোহাজেরদের ন্যায় সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, মোহাজেরদের জন্য সংগৃহীত অর্থ যদি ন্যায্যভাবে ব্যয় করা হইত তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের মোহাজেরদের সমস্যার বহু পূর্বেই সমাধান হইত। তিনি মোহাজেরদের জন্য সংগৃহীত অর্থের শতকরা কত ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করার দাবী জানান।

শেখ মুজিব ভারত হইতে হিজরতকারী ব্যক্তিদের স্থানীয় লোকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, মোহাজের কথাটি তাহাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমরা এই দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিব। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। যখনই স্বায়ত্তশাসনের দাবী তোলা হইয়াছে তখনই তাহারা ইহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সরকারও জনগণের দাবীকে স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য নির্য্যাতনের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। শেখ মুজিব সৈয়দপুর আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এক বিরাট মিছিল তাহাকে নিয়া সারা শহর পরিভ্রমণ করে। সৈয়দপুর হইতে দিনাজপুর যাত্রার পথে তিনি পথিমধ্যেও এক স্থানে বক্তৃতা করেন। –এপিপি

Dawn

12th March 1970

Decision to fight forces blocking autonomy:
Mujib defends his 6-point programme

SAIDPUR, March 11: Sheikh Mujibur Rahman, chief of Awami League, said here today "we are strong enough to fight back forces standing in the way of the realisation of regional autonomy we will not cease the movement until we get it."

Addressing a meeting here, the Awami League leader said the question of regional autonomy was vital for East Pakistan, and without it in the past we suffered neglect in respect of development economic condition of the province deteriorated.

He said oppression and imprisonment were the only answers by the Government whenever the people in this part of the country demanded justice. He added the people no longer ready to tolerate injustices and were determined to get their rights.

Sheikh Mujib said "we want to be complete master of our wealth. We want only our legitimate share without encroaching upon the share of West Pakistan. We shall give the Centre

necessary funds if required. We are determined to stop exploitations".

The Awami League chief defended the 6-point programme, and said it was the only means to end injustices on East Pakistan. He appealed to the people to rally under the banner of the Awami League for the realisation of regional autonomy.

INJUSTICES

Sheikh Mujib also gave a brief account of the injustices East Pakistan had suffered. He said, out of 2,000 crores of foreign loans East Pakistan got only 500 crores during last 22 years. "Can this indefinitely continue ignoring the legitimate interests of 56 per cent people of the country", he asked.

Sheikh Mujib said it was the repetition of the same history of deprivation in every walk of life. The refugees who made heavy sacrifices who made of life. The refugees who made heavy sacrifices for Pakistan were also subjected to injustices. Those who migrated to East Pakistan did not get the same facilities which were available for those in West Pakistan.

The Awami League leader said if the refugee tax so far collected were spent with justice whatever problem the refugees in East Pakistan had now, would have been solved long ago. He also demanded the publication of what percentage of the money collected was spent in East Pakistan.

ADVICE to REFUGEES

Sheikh Mujib advised the people who migrated from India to be merged with the local people and forget that they were refugees. It is the country of all of them and they would make the country prosperous and happy. Everybody had the same rights and privileges in the country, he added.

Sheikh Mujibur Rahman regretted a class of people, representing vested interests, who always opposed the demand for regional autonomy and whenever it was voiced they ascribed it as a disruptionist motive, and the Government applied the method of oppressing to suppress the voice of the people.

The Awami League leader was given a warm reception when he reached the town. A procession with him at the head paraded the main roads of the town. He also addressed another unscheduled meeting here before moving out for Dinajpur.

APP/PPI adds: Earlier in Rangpur Sheikh Mujibur Rahman called upon the Government to pass necessary orders immediately

for the registration of exchange deeds done on the transfer of properties in India for Pakistan by Pakistani nationals.

The Sheikh said that about 1,00,000 families both in the districts of North and East Bengal had been put to inhuman harassment and sufferings because of the absence of registration of their valid exchange deeds. He said as the deeds were not registered by the authorities concerned they did not have any validity in the eye of law. Owners of the exchange deeds, he said became the victims of circumstances and were passing their days in worries.

He said most of the owners of these exchange deeds were immigrants who had to leave their belonging in India and carried with them these deeds.

He asked what was the idea behind non-registration of the exchange deeds of the immigrants who had entered into Pakistan after lawfully exchanging their properties.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মার্চ ১৯৭০

দিনাজপুরের জনসভায় শেখ মুজিব বলেনঃ

সীমান্ত চোরাচালান বন্ধের দায়িত্ব সরকারের, সুতরাং–

(ইত্তেফাকের বিশেষ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি প্রেরিত)

দিনাজপুর, ১১ই মার্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে স্থানীয় গোড়া শহীদ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, আগামী নির্বাচনে গণ-অধিকার এবং দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে। কারণ, এ নির্বাচন ক্ষমতার হাত বদলের নির্বাচন নয়–শাসনতন্ত্র রচনার নির্বাচন। তাই আগামী নির্বাচনে ভোটদানের সময় জনসাধারণকে "পেশাদার বেঈমানদের" সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

শেখ সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য অর্জিত পাকিস্তানে আজ শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। অপরপক্ষে কোটি কোটি মানুষ নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে অসহায় ভাবে জীবন কাটাইতেছে। তিনি বলেন, এই দুঃসহ অবস্থা এবং শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাইয়া দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনই আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, শত প্রতিকূলতার মুখেও তাহার দলের এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে তিনি সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপপুর, জামালগঞ্জে কয়লা, তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবীর পুনরাবৃত্তি করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বন্ধ করা সরকারেরই দায়িত্ব এবং কোন ধরনের বিধি-নিষেধের দ্বারা জনসাধারণকে হয়রান করা উচিত নয়।

শেখ সাহেব সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বন্ধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। তিনি বলেন, চোরাচালান বন্ধের নামে জনসাধারণের হয়রানিমূলক যে সব কাজ-কর্ম চলিতেছে উহার অবসান হওয়া উচিত।

শিক্ষকদের দাবী সমর্থন

সভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব পুনরায় ধর্মঘটী মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া সমর্থন করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষকরা এখানকার শিক্ষকদের দ্বিগুণ বেতন পান। তাই বাংলার ৫০ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের দাবী-দাওয়াকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই।

এই জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদও বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান।

ইহার আগে আজ সকালে সদলবলে দিনাজপুর আসিয়া পৌঁছিলে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-জনতা আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। দিনাজপুর আসার পথে সৈয়দপুরে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ সাহেব বলেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাহার দলের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। তিনি বলেন, "আমরা জানি, স্বায়ত্তশাসন বিরোধীদের কিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে।" তিনি বলেন, "আমরা আমাদের সম্পদের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব চাই। আমরা ন্যায্য হিস্যা চাই–কাহারও অধিকারে হাত দিতে চাই না।"

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই মার্চ ১৯৭০

রংপুরের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদাতার তার)

রংপুর, ১০ই মার্চ–আজ এখানকার ঐতিহাসিক জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাট শিল্প জাতীয়করণ এবং ফরাক্কা বাঁধ সমস্যার আশু সমাধান দাবী করেন।

তিনি বলেন, অনতিবিলম্বে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রতিহত করা না গেলে পূর্ব পাকিস্তান মরুভূমিতে পরিণত হইবে। এ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে এখানকার অধিবাসীদের জীবন-মরণের প্রশ্ন হিসাবে অভিহিত করিয়া অবিলম্বে ইহাকে কার্যকরী করিতে বলেন।

তাঁহার দলের ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ সংক্রান্ত কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই খাজনা ব্যবস্থার দ্বারা গরীব ও সাধারণ লোকদের উপর নির্যাতন চালান হইতেছে। এই কর মওকুফের দ্বারা সরকারের যে পরিমাণ টাকা ঘাটতি হইবে, এতদিন ট্যাক্স হলিডে ভোগকারী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করিয়া সহজেই উহার চাইতে বহুগুণ টাকা সরকার আয় করিতে পারিবেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু লোকের মন্তব্যের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের গরীবরাও আমাদেরই মত দুর্ভোগ পোহাইতেছে। তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে আমিও তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছি।

Morning News

12th March 1970

People will no longer tolerate injustices: Mujib

SAIDPUR, March 11, (APP): Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, said here today “we are strong enough to fight back forces standing in the way of realisation of regional autonomy. We will not cease the movement until we get it.”

Addressing a large meeting here, the Awami League leader said the question of regional autonomy was vital for East Pakistan and, without it in the past we suffered neglect in respect of development-economic condition of the province deteriorated.

He said oppression and imprisonment were the only answers by the Government whenever people in this part of the country demanded justice. He added the people were no longer ready to tolerate injustices and were determined to get their rights.

Sheikh Mujib said: We want to be complete master of our wealth. We want only our legitimate share without encroaching upon the share of West Pakistan. We shall give the Centre necessary funds if required. We are determined to stop exploitations.

The Awami League leader defended the Six-Point Programme, and said it was the only means to end injustices on East Pakistan. He appealed to the people to rally on the banner of Awami League for the realisation of regional autonomy.

INJUSTICES

Sheikh Mujib also gave a brief account of the injustices East Pakistan had suffered. He said out of Rs. 2,000 crores of foreign loans, East Pakistan got only Rs.500 crores during the last 22 years. Can this indefinitely continue ignoring the legitimate interests of 56 per cent people of the country? he asked.

Sheikh Mujib said it was the repetition of the same history of deprivation in every walk of life. The refugees who made heavy sacrifices for Pakistan, were also subjected to injustices. Those who migrated to East Pakistan did not get the same facilities which were available for those in West Pakistan.

The Awami League leader said if the refugee tax so far collected were spent with justice, whatever problem the refugees in East Pakistan had now would have been solved long ago. He also demanded the publication of what percentage of the money collected was spent in East Pakistan.

ADVICE TO REFUGEES

Sheikh Mujib advised the people who migrated from India to merge themselves with the local people and forget that they are refugees. “It is the country of all of us and we would make the country prosperous and happy. Everybody has the same rights and privileges in the country”, he added.

Sheikh Mujibur Rahman regretted that a class of people representing the vested interests, always opposed the demand for regional autonomy and whenever it was voiced they ascribed it as a disruptions motive in it. And the Government applied the method of oppression to suppress the voice of the people.

The Awami League leader was given a warm reception when he reached the town. A big procession with him at the head paraded the main road of the town. He also addressed another unscheduled meeting here before moving out for Dinajpur.

APPEAL FOR MANDATE

A Dinajpur report adds: Sheikh Mujibur Rahman, today appealed to the people to give unequivocal mandate in favour of the Six-Point Programme of his party in the coming October elections to achieve the regional autonomy.

Addressing a public meeting here Sheikh Mujibur Rahman said the Central Government spent hundreds of crores to build the national capital in Karachi and then it was shifted to Rawalpindi,

and now Islamabad was being built for the same capital on which crores on rupees were being spent from public exchequer.

But he regretted, nothing positive was done to protect the province from floods which according to Government estimate cause annual damage to properties worth over Rs. 200 crores. “There are quite a few other projects which need Government attention,” but works were not taken up on the excuse that funds were not available.

The Awami League leader said his party would extend all possible co-operation and assistance to the common men of West Pakistan, who would fight against the jaigirdari system to end their exploitations. “We are against injustices everywhere in the country, he told the meeting”.

Sheikh Mujib said there could be no justification to oppose the demand for renaming East Pakistan as Bangla Desh. He said Bangla Desh, Punjab, Sind, Baluchistan, and other areas would form Pakistan and build it up into a prosperous nation.

আজাদ

১৩ই মার্চ ১৯৭০

দিনাজপুরের জনসভায় শেখ মুজিবঃ
আসন্ন নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে রায় দানের আহ্বান

দিনাজপুর, ১২ই মার্চ্চ।– আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের নিমিত্ত আসন্ন নির্বাচনে তাঁহার দলের ৬ দফা কর্ম্মসুচীর পক্ষে অকুণ্ঠ রায়দানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব গতকাল এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাহার দল স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং এ ব্যাপারে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

তিনি তাঁহার উপর জেল জুলুমের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, কোনরূপ হুমকিই তাঁহাকে প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথ হইতে বিরত করিতে পারিবে না।

শেখ সাহেব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এবং দেশের যে কোন অংশের প্রতি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার করাচীতে রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য শতশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া উহা রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তর করেন এবং এক্ষণে আবার এছলামাবাদে রাজধানী বানান হইতেছে।

কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ এই বন্যার ফলে প্রদেশের বার্ষিক দুই শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হইতেছে।

তিনি বলেন যে, তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদারের বিরুদ্ধে তথাকার দরিদ্র জনসাধারণের সংগ্রামেও সহযোগিতা করিবে। –এপিপি

Dawn

13th March 1970

Mujib’s allegations against Maudoodi baseless, says Tufail

LAHORE, March 12: Mian Tufail Mohammad, Amir Jamaat-I-Islami, West Pakistan has refuted the charges levelled against Jamaat chief, Maulana Abul Ala Maudoodi, by the Six-Point Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman and described them as “baseless and contrary to the facts”.

In a Press statement issued here today, Mian Tufail Mohammad said that the Awami League chief had been accusing Maulana Maudoodi of not only never raising his voice against the injustices done to East Pakistan but also of robbing along with other West Pakistani leaders and exploiting the poor people to save the interests of the capitalists. He also claimed that his six points programme was for the attainment of provincial autonomy.

Refuting these charges, he said that everybody knew the fact that Jamaat-I-Islami had always remained in the opposition and had never shared power for a moment with any other political party since the creation of Pakistan. On the other hand, he said Sheikh Mujibur Rahman in power both in East Pakistan and the Centre for quite some time and could be accused of having done nothing for East Pakistan and having links with capitalists which he still maintained.

Mian Tufail Mohammad said that if any accusation could be made against Maulana Maudoodi and the Jamaat-I-Islami it was that it had never co-operated with any tyrant or capitalist during the last 23 years history of the country.

He said that he would like to ask Sheikh Mujib on behalf of the people of East and West Pakistan to tell as to what he and his party had done for the betterment of the people during the period they were in power.

He asked him to enlighten the nation about the benefits, he acquired for himself and his party workers, during the tenure of their office. He should also tell how and from which source these benefits were drawn. -PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ই মার্চ ১৯৭০
আজ শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা সফর শেষে আজ (শুক্রবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

মেসার্স তাজুদ্দিন আহমদ, আবদুল মোমেন এবং ওবায়দুর রহমান উত্তরবঙ্গ সফর শেষে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা ফিরিয়া আসেন।

Dawn
14th March 1970
Six points of Mujib unacceptable: Qayyum's call to use vote judiciously

PESHAWAR, March 13: Khan Abdul Qayyum Khan, President of the Pakistan Muslim League, said here today that the six points of Sheikh Mujibur Rahman could never be acceptable to the people of Pakistan.

Addressing public meeting at village Palusi, about eight miles from here, Khan Qayyum said that the six points, if accepted would tear the country apart, after rendering the Centre "ineffective and incapacitated." The six points, would make the country any easy prey to the evil designs of hostile powers, he emphasised.

Khan Qayyum reiterated that with the acceptance of East Pakistan's representation on population basis and consequent majority in the Central Government, there was no justification for pressing demands like the six points.

Khan Qayyum also referred to what he termed "certain elements" working in the former NWFP to achieve their "old objectives" and was confident that the people of this area, who defeated those elements in the historic 1946 referendum would once again frustrate their designs.

He called upon the people to rally round the PML, as they did during the referendum, to safeguard the national integrity and solidarity. He said that the PML was the political party, which could fight out "inimical forces" out to harm the country.

He also criticised the proposal of confederation between Pakistan and India, allegedly put forth by Khan Abdul Ghaffar

Khan, and said that Pakistan would obviously prefer to have federation with Iran and Turkey, with whom she shared cultural, historical and religious heritage as against India, which had committed aggression upon Pakistan at least twice in the past and was now arming herself tooth and nail to bring her to knees.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই মার্চ ১৯৭০
আগামীকাল শেখ মুজিবের সুনামগঞ্জ যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল (রবিবার) সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন সমভিব্যাহারে তিনি আগামীকাল সকালে বিমানযোগে সুনামগঞ্জের পথে সিলেট রওয়ানা হইবেন। সিলেট হইতে শেখ সাহেব মোটরযোগে সুনামগঞ্জ যাইবেন।

শেখ মুজিবর রহমান উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা সফর শেষে গতকাল (শুক্রবার) দুপুরে ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আজাদ
১৬ই মার্চ ১৯৭০
আওয়ামী লীগের অভিযোগের জবাবে খান সবুর : '৫৪-৫৮ সাল পাকিস্তানের ইতিহাসে এক কালিমালিপ্ত অধ্যায়

খুলনা, ১৫ই মার্চ।– পাকিস্তান কনভেনশন মোছলেম লীগের সাধারণ সম্পাদক খান আবদুস সবুর তেরখাদার এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য দলগুলির বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনিতেছেন যে, তাঁহারা বিগত ২২ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিতেছে। এই সকল দল জনগণের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্য ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ করিতেছেন।

জনাব সবুর এই মর্মে প্রশ্ন করেন যে, ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম অঙ্গদল আওয়ামী লীগ এবং তৎকালীন উজীর শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ মানুষের জন্য কি করিয়াছেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই সময়টা সর্বাপেক্ষা কালিমালিপ্ত অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হইবে।

তিনি স্বীয় উক্তির সমর্থনে বলেন যে, উক্ত সময়ে দলীয় কর্ম্মীদের নির্বিচারে পারমিট দেওয়া হইয়াছে এবং চাউল গুদামগুলি শূন্য করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ফলে তখন এক প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে বহুলোকের প্রাণহানী ঘটে এবং চোরাচালান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সীমান্ত অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। ইহার দরুন পরিশেষে সীমান্ত বন্ধের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করিতে হয়।

জনাব সবুর খান আরও বলেন যে, ঢাকার রাজপথে ভুখা মিছিল কারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায় ১০/১২ জনকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। তাহারা কেবল মাত্র আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র এবং প্রদেশে ক্ষমতায় বসাইবার কাজে জীবন দিলেও তাহাদের জন্য কোন শহীদ মিনার নির্মিত হয় নাই। প্রাদেশিক আইন পরিষদে ডেপুটি স্পীকার সাহেদ আলীকে হত্যার মধ্য দিয়া এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই সকল ঘটনা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। মোছলেম লীগ নেতা তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, সাদা অথবা লাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের নির্দেশে একদল লোক দেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করিয়াছে। তিনি ৬ দফার অন্তর্নিহীত অর্থ উপলব্ধি করার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি ও স্থায়ীত্বের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্য ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

Pakistan Observer

16th March 1970

Mujib declares Govt. responsible to people must be established

SUNAMGANJ (Sylhet), Mar. 15: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, declared here today that a Government responsible to the people and looking into their welfare must be established in the country, reports PPI.

Addressing a public meeting here this afternoon he said, no power, however, oppressive could suppress people's movement for the realisation of their legitimate rights, fulfilment of their rightful demands and the establishment of their own Government. In Pakistan it would not be an exeption, he added.

The Sheikh said that the people of this country had been groaning under wheels of oppression, tyranny and regimentation during the last many years. They had now risen for a Government of their own, he further said and added that truth shall prevail.

He said that his struggle was not directed against any individual or the common man wherever he belonged to East

Pakistan or West Pakistan. His struggle was against the vested interests, the exploiters of West Pakistan and the 'parasites' of East Pakistan, he said. The common man of both East and West Pakistan had been equally oppressed by the dictatorial regime of Ayub Khan for about a decade. The common man of West Pakistan had no better tale to tell than their East Pakistan brethren, the Sheikh added.

The Awami League chief said that his party would always work for a society free from exploitation, injustice and tyranny, and for an economic system which would end all their miseries. In this connection he referred to the sufferings he was subjected to during the last 22 years and told the meeting that he was ready to suffer even the rest of his life to establish a Government which would look after the people, their grievances, their rights and demands.

Turning to the local problems the Sheikh demanded that the tea garden workers should be given proper wages. He said that given the proper incentive to the cottage industries it would have solved much of our unemployment problems, the Sheikh added.

The Sheikh pointed out to the communication hazards between the Subdivisional and the District Headquarters and the district and provincial headquarters and demanded the immediate completion of the Sylhet-Sunamganj road.

Presided over by Dewan Obaidur Raza Chowdhury, Sub divisional chief of the party the meeting was addressed among others by Mr. Tajuddin Ahmd, General Secretary of the Provincial Awami League and Mr. M. A. Samsad.

Dawn

16th March 1970

No law to be framed against Quran:
Mujib's stress on full regional autonomy

From Our Staff Correspondent

SUNAMGANJ (Sylhet), March 15: Awami League President Sheikh Mujibur Rahman today categorically said he had no intention to reach for power.

A mammoth public meeting 42 miles off Sylhet, he said that had he been interested to get power he could have done it much earlier. Many times, he said, he was offered ministry and even a governorship, but he always rejected such offers.

Criticising the role of bureaucrats and the 'rulers of West Pakistan,' he said 'I have nothing to say against the West Pakistan people, Let them be happy but I want my due share,'

Sheikh Saheb asked the previous regimes to give an account of the Rs. 3,200 crores that has been spent for development during the last 22 years. He said out of that amount Rs 2,800 were spent in West Pakistan while only Rs 300 crores were spent in East Pakistan.

Paying high tributes to the people of Sylhet, Sheikh Saheb said when he was in jail under the 'Agartala Conspiracy Case' the Sylhet people living in England collected funds and sent a lawyer, At that time, he said, lawyers of Pakistan did not want to plead his case free.

RETORT TO MAUDOODI

The Awami League chief said the people of Bengal were true Muslims and there should not be any doubt about it. It was the policy of his party that if the Awami League came to power no law would be framed against the Quran and Sunnah.

He reminded Maulana Maudoodi not to preach Islam in East Pakistan because the people of Bengal were true Muslims.

He repeated his demand for implementing the report of the Krug Mission for flood control in East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman alleged that 75 per cent of business in East Pakistan was controlled by West Pakistan businessmen and said the entire money was being transferred to West Pakistan 'that is why my Six Points,' he said.

The Six Points, he said, did not mean separation, but full regional autonomy where there would be no oppression and every person would live happily.

Describing poverty in East Pakistan, he said, women were selling their children for sake of money, when I was in fail, soldier came to me and said he had bought a child from a women for Rs.10, he said.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই মার্চ ১৯৭০
পরিবহন ধর্মঘটে শেখ মুজিবের উদ্বেগ:
মালিকদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ
(ইত্তেফাক প্রতিনিধির তার)

সুনামগঞ্জ, ১৫ই মার্চ–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এখানে স্মরণকালের বৃহত্তর জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, ধর্মঘটের ফলে ইতিমধ্যেই দেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকিলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য এবং পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া মানিয়া লইতে কর্তৃপক্ষ ও মালিকদের বাধ্য করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। শ্রমিকদের সহিত বিরোধের আপোস মীমাংসার জন্য তিনি ট্রাক মালিক এবং ইপিআরটিসি কর্তৃপক্ষের নিকটও আবেদন জানান।

এই প্রসঙ্গে শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, আওয়ামী লীগ বরাবরই গরীব চাষী ও শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সমর্থন করিয়া আসিতেছে।

শেখ সাহেব বলেন যে, বর্তমান ধর্মঘট এবং অসন্তোষের মূলে রহিয়াছে বিগত আমলের কুশাসন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিগত ২২ বৎসর যাবৎ ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে এবং সর্ধাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিয়াছে। তিনি বলেন যে, এই অর্থ কোথায় গিয়াছে, তাহা তাহাদের জানা আছে।

আগরতলা মামলা সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন যে, পূর্ব বাংলার দাবী-দাওয়া তিনি সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে আগরতলা মামলায় জড়ানো হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অতঃপর ঘোষণা করেন যে, গণতন্ত্র এবং ৬-দফা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করিয়া যাইবেন।

সুনামগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব তাজউদ্দিন, জনাব আবদুল মোমেন এবং জনাব এম এ সামাদ সভায় বক্তৃতা করেন।

পূর্বাহ্নে সড়ক পথে সিলেট হইতে এখানে আগমন করিলে শেখ সাহেবকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য প্রায় ১০ হাজার লোকের এক বিরাট জনতা শহরের উপকণ্ঠে জমায়েত হয়। শেখ সাহেব শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে একটি খোলা জীপে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে শহরে লইয়া যাওয়া হয়।

সুনামগঞ্জ আসার পথে তিনি বিভিন্ন স্থানে পথিপার্শ্বে সমাগত জনতার উদ্দেশ্যেও ভাষণ দান করেন।

সিলেট-সুনামগঞ্জ রাস্তা

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান সিলেট-সুনামগঞ্জ রাজপথের নির্মাণ অবিলম্বে সমাপ্ত করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। এই পথই প্রদেশের অন্যান্য এলাকার সহিত এই মহকুমার একমাত্র যোগসূত্র।

তিনি বলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সুদীর্ঘ ২২ বৎসর যাবৎ ১০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত এই মহকুমাটি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, প্রদেশের প্রায় ৫০ লক্ষ যুবক বেকার রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর শতকরা ১৫ ভাগের অধিক লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, সরকারের ব্যয়ই হইতেছে জনসাধারণের আয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের শতকরা ৮৫ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যাদির উপর আলোকপাত করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা নয়–এমন ধরনের লোকদের হাতে রহিয়াছে।

শেখ সাহেব ঘোষণা করেন যে, আগামী নির্বাচনে বাঙ্গালীদের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে এবং এই নির্বাচনে ভুল করিলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্যন্ত তাহার মাসুল দিতে হইবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পরিবহন ধর্মঘট সত্ত্বেও এই জনসভায় রেকর্ড সংখ্যক জনসমাগম হয়।

Morning News
16th March 1970
AL will work for a society free from exploitation: Mujib

SUNAMGANJ, March 15, (PPI): Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, declared here today that a government responsible to the people and looking into their welfare must be established in the country.

Addressing a mammoth public meeting here this afternoon the Awami League chief said no power, however, fascist, could suppress people's movement for realisation of their legitimate rights, fulfilment of their rightful demands and the establishment of their own government.

The Sheikh said that the people of this country had been groaning under wheels of oppression, tyranny and dictation during the last many years. They had now risen for a government of their own he said and added that truth must prevail.

He said that his struggle was not directed against any individual or the common man wherever he belonged to-East Pakistan or West Pakistan. His struggle was against the vested interests, the exploiters of West Pakistan, and the parasites of East Pakistan, he said. The common man of both East and West Pakistan had been equally oppressed by the dictatorial regime of Ayub Khan for about a decade. The common man of West Pakistan had no better tale to tell than their East Pakistan brethren, the Sheikh added.

The Awami League chief said that his party would always work for a society free from exploitation, injustice and tyranny, and for an economic system which would end all their miseries.

In this connection he referred to the sufferings he was subjected to during the last 22 years and told the meeting that he was ready to suffer even for the rest of his life to establish a government which would look after the people their grievances their rights and demands.

Touching upon the economic condition of the people of East Pakistan the Awami League chief said that due to bad policies adopted by the past governments the country, and thus East Bengal, had been brought to a point of bankruptcy both economically and politically.

He referred to the flood problem of East Pakistan and said that no sincere effort was ever made by the past governments to solve this problem. The demands of the people to solve the flood problem of East Pakistan were always camouflaged by lofty promises and pretexts of shortage of funds.

The Sheikh said while hundreds of crores of rupees were spent on shifting of capital from one place to another in West Pakistan during the last 20 years and on the Mangla and Tarbela Dams, the solution of flood problems of East Pakistan was not acceptable. The Sheikh regretted that it was really unfortunate, while the Central Government had been spending crores of rupees for the development of West Pakistan it did not find funds for the flood control of East Pakistan which damaged crops worth Rs. 200 crores every year.

Morning News
18th March 1970
Bhutto describes Six Points as secession

LAHORE, March 17, (APP): The Chairman of the People's Party, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, said here today "The six-points mean

nothing else but secession" and advised their author to revise them in the interest of national unity and solidarity.

He was addressing an impromptu Press conference in his hotel room, this afternoon to clarify certain portions of his Press conference in Dacca which according to him, had been grossly distorted by a section of the Press,

In the words of Mr. Bhutto the most dangerous Portions of the six-points programme of Sheikh Mujibur Rahman were those which envisaged separate currencies and separate foreign trade for the two wings.

Answering questions the People's Party chief said he did not meet East Pakistani leaders like Sheikh Mujibur Rehman and Maulana Bhashani during his stay there because that was not the purpose of his visit my purpose was to organise my party there, he said and added that his party in that wing had gained further ground.

Asked if he would enter into election alliance with other political parties, Mr. Bhutto replied I don't believe in alliances with parties before elections. He said an alliance could be possible between the parties within the Assembly at the time of constitution making.

When a reporter drew the attention of Mr. Bhutto to the utterances of Khan Quiyyum Khan and said in the first instance they bore similarity and in the second they had not criticised each other so far Mr. Bhutto replied "It is a coincidence that we speak identical things".

When a reporter wanted to know if Khan Qaiyyum Mr. Bhutto were like-minded, Mr. Bhutto said. "Not entirely".

About the question of merger of Karachi with Sind Mr. Bhutto said in principle he stood for the merger but there was no harm in determining the will of the people of Karachi on the issue asked if he would favour a referendum on this question Mr. Bhutto said the elected representatives of Karachi could deal with this issue.

Mr. Bhutto did not agree with those elements of Sind who thought that Sind-Karachi merger would result in the annihilation of Sindhi culture and language because the non-Sindhis would attain majority. He said Sindhi culture and language had the power to absorb people from all races. In this connection he referred to Arabs, Turks, Punjabis, Pathans etc.

Coming to the second clarification of his Dacca Press conference, Mr. Bhutto said he had never stated that the Lahore Resolution had lost its relevance, On the contrary, he added it remained valid today as it was in 1940, Mr. Bhutto said the controversy on the meaning of word "states" used in the Lahore

Resolution had been resolved by subsequent declaration and proclamations by the Quaid-e-Azam.

COMMUNIST PARTY

Mr. Bhutto said here today if the Government legalised the Communist Party in Pakistan he would consider it a "democratic step".

He was of the view that the re-emergence of Communist Party would enable the people of Pakistan to make clear distinction between socialist and Communist.

Clarifying his remarks on the question at his Dacca press conference as reported in a section of the Press the People's Party Chief said that certain sections of country's population thought that socialism and Communism were one and the same thing and that on the same analogy socialists were essentially Communists. Mr. Bhutto said that in the event of restoration of the Communist Party the people would themselves see that all those who pleaded socialism were not Communists.

About himself Mr. Bhutto said don't believe in Communism I believe in progressive nationalism and socialism.

পূর্বদেশ
১৮ই মার্চ ১৯৭০
শেখ মুজিবের জন্মদিন পালন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের ৫১তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, বহু কর্মী ও সমর্থক সহ শেখ সাহেবের অসংখ্য বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর দীর্ঘ জীবন ও ৬-দফা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের স্থায়ী কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তাঁর আদর্শের সাফল্য কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

আজাদ
২১শে মার্চ ১৯৭০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী গ্রহণের ইচ্ছা নাই : শেখ মুজিব

ঢাকা, ২০শে মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভে ইচ্ছুক নহেন। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

আজ সকালে এখানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ২৬ জন ছাত্রের (তাহাকে সহ) সকলের উপর হইতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেন। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এইরূপ অন্যায় করিতে পারেন তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী গ্রহণ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। -পিপিআই

আজাদ

২১শে মার্চ ১৯৭০

ছাত্রলীগ সম্মেলনে শেখ মুজিব:

স্বায়ত্তশাসন দাবীর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশবাসী ও সমাজকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য্য। শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় একবাল হল ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, পাকিস্তানের গত ২২ বৎসরের ইতিহাস অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ইতিহাস। পাকিস্তান অর্জনের পর হইতে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হইয়াছে, এখনও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। আর এই ষড়যন্ত্রের যাতাকলে দেশের সাধারণ মানুষ এবং শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র-জনতা নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইতেছে। স্বাধিকার আন্দোলনের বীর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতা শুরু করেন।

তিনি বলেন যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস নির্দ্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়ানোর জন্য তিনি দেশবাসী এবং ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দেশবাসী আর মীরজাফরদের ক্ষমা করিবেনা। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু বঙ্গোপসাগর শুকায় নাই।

বঙ্গোপসাগর হইতে যে ঝড় উঠিবে তাহাতে মীরজাফরের দল ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে।

তিনি বলেন, আমরা সশস্ত্র বিপ্লব, সন্ত্রাসবাদ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তবে প্রয়োজন হইলে আমরা সংগ্রামের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করিব। প্রসংগক্রমে তিনি অতি বিপ্লবীদের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, “ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম

সর্দার।” শেখ মুজিব মওদুদী, নসরুল্লাহ খান, মমতাজ দওলতানা, কাইয়ুম খান, নুরুল আমিন, ছালাম খান এবং আতাউর রহমান খান প্রমুখ রাজনীতিকের কার্যক্রমের সমালোচনা করেন।

ছাত্র লীগ

আওয়ামী লীগ প্রধান ছাত্র লীগের আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, ছাত্র লীগই এই দেশে স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়ে। তিনি শান্তি-শৃংখলা ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিব ছাত্র সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, “তোমরা বহু শহীদ হইয়াছ, এখন গাজী হওয়ার চেষ্টা কর।”

আওয়ামী লীগ প্রধান বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, ১১ দফার মধ্যে কমা ও সেমিকোলনসহ ৬-দফা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি ও ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। তবে তিনি বলেন যে, যেদিন এই দেশে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হইবে সেইদিন ছাত্ররা রাজনীতি করিবেনা। নির্বাচনের পূর্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রশ্ন আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক বিধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের নাই।

Pakistan Observer

21st March 1970

AL for immediate abolition of BD system

The working committee of East Pakistan Awami League has demanded immediate abolition of Basic Democracy system in all tiers to be replaced by committees to be formed with school teachers and social workers, according to a Press release in Dacca on Friday night, reports APP.

The working committee at the end of its two-day meeting, also added that the committees suggested would carry on the operation of works so long handled by Basic Democrats including works programme until elections to these bodies are held on the basis of adult franchise.

The meeting, presided over by the Party chief Shiekh Mujibur Rahman, reviewed the political situation and economic condition and felt the “objective conditions” in both the fields have in no way improved, rather the economic condition has further deteriorated since it met last in November.

The working committee urged upon the authorities to adopt adequate measures immediately to arrest the trend of rising prices of essential commodities and bring down the prices within the reach of common man.

The Party also urged upon the authorities to bring an end to the country-wide strike of teachers, bus truck drivers, health assistants and other striking employees, by conceding to their just demands.

Referring to the Farakka Barrage dispute the working committee called upon the Government to take without further delay proper steps to stop India from procedding with Farakka projects and wanted the Government to take immediate flood control measures with funds from outside the plan allocations.

The working committee also urged upon the authorities to abolish salt tax level on salt growers of sea coast, reduce municipal taxes and extend time for payment of taxes and rents without interest, and introduction of test relief works immediately to provide purchasing power to the jobless poor people.

The committee also demanded release of all students and political workers convicted or detained including Malik Hamid Sarfraz, President of Punjub Provincial Awami League.

The other demands are postponement of launching of Fourth Five-Year Plan until the Third Five-Year Plan projects of East Pakistan is made up and projects completed making proper enquiry to ascertain the ownership of the properties of minorities declared enemy property so that genuine Pakistani citizens do not suffer, taking immediate steps to provide facilities to the refugees to get then exchange deed registered and to rehabilitate the unsettled refugees migrated from West Bengal and Assam, and making judicial enquiry into the fixing on the workers of Delta Jute Mills and goodanism resorted to by the "hired outsiders" on the workers of Sonali Jute Mills.

Dawn

21st March 1970

Mujib slates people opposed to autonomy:
Warns anti-election forces: unity call to students

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, March 20: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today called upon the students to remain disciplined and to rise above petty differences.

Addressing the members of the East Pakistan Students' League on the occasion of its two-day annual conference, the Awami League Chief reminded the audience that without discipline no nation could progress and prosper, and it was therefore imperative that the students should be disciplined. Awami League leaders including Vice-President Syed Nazrul Islam, Central Secretary-General Qamruzzaman and Provincial General Secretary Tajuddin Ahmed attended the students' League conference on invitation.

Sheikh Mujibur Rahman in a hard-hitting speech lashed out at those who opposed regional autonomy, and issued stern warning that his party would fight the "enemies" of autonomy and also frustrate the designs of the anti-elections forces.

While the Sheikh believed that election would be held, he feared that difficulties might be created by the "conspirators" in framing the constitution and in peaceful transfer of power. He wanted the people to beware of such elements. He also warned the people against attempts to frustrate the elections.

In the course of his speech the Sheikh strongly defended his party's Six-Point programme and maintained that its implementation would give autonomy without affecting the entity of the country. He declared his party would launch a massive movement to achieve regional autonomy if elections were not held.

PPI adds: Sheikh Mujibur Rahman said that the Students' League launched a movement for accepting Bengali as state language when it was proposed in the Constituent Assembly that Urdu would be the State language of Pakistan.

He himself had served prison terms for taking part in the Language Movement as a leader of the Students' League, he said and added that many students were either expelled from their respective educational institutions or were put into jail in Dinajpur, Rajshahi, Faridpur and Khulna during the Language Movement.

The Sheikh said that the Students' League was also on the forefront of all other movements including that of 1969 which toppled the Ayub regime.

He advised the members of the League to work hard and continue their struggle. He pointed out that the future of the nation depended on them and they must be prepared to lead the nation.

The conference was also addressed by the President and General Secretary of the Students' League, Mr Tufail Ahmed and Mr A. S. Abdur Rab respectively.

The conference adopted resolutions condoling the death of Dr Mohammad Shahidullah, Bertrand Russell, Prof Ajit Kumar Guha and Dr Ho Chi Minh.

Dawn

21st March 1970

Awami league call to block farakka works

DACCA, March 20: The East Pakistan Awami League has demanded that proper steps should be taken to stop India from proceeding with Farakka projects without further delay.

The demand of the party was contained in a resolution adopted at the two-day meeting of the Working Committee of the Awami League, which concluded here last night.

Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, presided over the meeting.

The meeting also demanded that immediate steps should be taken for flood control with funds provided from outside the Five-Year Plan allocation.

The meeting called upon the Government to postpone the launching of the Fourth Five-Year Plan until the 60 per cent short fall in the Third Five-Year Plan of East Pakistan was made up and projects completed.

REFUGEE REHABILITATION

The Working Committee in another resolution demanded immediate steps to provide facilities to the refugees to get their exchange deeds registered and to rehabilitate the unsettled refugees migrated from West Bengal and Assam. It demanded to make proper enquiry to ascertain the ownership of the property of the minorities declared enemy property, so that genuine Pakistani citizens did not suffer in any way.

It urged upon the authorities to adopt immediate and adequate measures to arrest the trend of rising prices of essential commodities.

It also demanded an end to the country-wide strike by the teachers, bus-truck drives, health assistants and other striking employees by conceding to their legitimate demands.

It demanded introduction of test relief works immediately to provide purchasing powers to the jobless people and abolition of Basic Democracy system in all tiers.

It also called upon the authorities to release all students and political workers convicted or detained under civil or Martial Law, including Mr. Malik H. Sarfaraz, President of Jute Mills Workers Federation. -PPI

পূর্বদেশ

২১শে মার্চ ১৯৭০

ছাত্রলীগ সম্মেলন: কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার ঢাকায় বলেন যে, অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন। কোন প্রদেশের উন্নয়নের জন্যে কেবল মাত্র রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনই যথেষ্ট নয়।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেন, শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন না আসলে গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায় করা হবে।

“জয় বাংলা” ব্যাজ পরিহিত শেখ মুজিব বলেন, যারা গোল টেবিলে তাঁকে স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলতে দেয়নি তারাই এখন নির্বাচনের আগে স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন।

যে সব নেতা এখন গণতন্ত্রের কথা বলছেন, তাদের সমালোচনা করে শেখ মুজিব বলেন যে, আইয়ুব খানের চাপের সামনে নতি স্বীকার করে এই আতাউর রহমান সাহেব আর সালাম খান সাহেবই এবডোড হবার ভয়ে রাজনীতি করবেন না বলে ওয়াদাপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। পি,ডি,পি নেতা নূরুল আমীন সাহেবের সমালোচনা করে শেখ সাহেব বলেন, তিনি এখন ’৫২ সালে গুলী করেন নি বলে সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছেন। যদি গুলী না-ই করে থাকেন তবে সে দিন তিনি পদত্যাগ কেন করেন নি।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ সংগ্রামে ছাত্র লীগ কর্মীদের ত্যাগ ও সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, ঐক্য বজায় রেখে কাজ করে গেলে ছাত্রলীগের বিজয় সুনিশ্চিত।

শেখ মুজিব বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি প্রগতিবাদী মহল নানা শ্লোগান তুলে নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, নির্বাচন অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি এসব চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্যে ছাত্রলীগ কর্মীদের সতর্ক করে দেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, একটা দেশকে চালাবার জন্যে পাঁচটি মৌলিক বিষয় প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে, রাজধানী, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, সামরিক বাহিনীসমূহের কেন্দ্র, পুঁজি গঠন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তিনি বলেন, এর প্রথম চারটি রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে এবং মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান শেষটিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি তাঁর দলের সমর্থনের কথা পুনরুল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন, ১১ দফার ৬ দফা বহির্ভূত বা আছে তা আওয়ামী লীগের ঘোষণা পত্রেই রয়েছে সুতরাং একে আনুষ্ঠানিক সমর্থন দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এর বাস্তবায়নের জন্যে আওয়ামী লীগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার জানাচ্ছেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সকালে ময়দানে এসে পৌঁছলে চারিদিকে থেকে "শেখ মুজিবের চিন্তাধারা– বাংলাকে দিচ্ছে নাড়া," "শেখ মুজিবের মতবাদ– গণতান্ত্রিক সমাজবাদ," "জয় বাংলা" প্রভৃতি শ্লোগান উঠতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের এই বার্ষিক সম্মেলনে প্রদেশে প্রায় সব জেলা থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেন বলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে শতাধিক মহিলা প্রতিনিধিও রয়েছেন।

বিকেলে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের এক মিছিল বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করেন।

আজকের কর্মসূচী

আজ শনিবার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সকাল দশটায় হাজী মোহম্মদ মোহসিন হলের খেলার মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বিকেল তিনটায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সন্ধ্যায় গীতি নকসা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

Morning News
22nd March 1970
AL programme for Mujib's public meetings
(By Our Staff Reporter)

The Awami League office in Dacca yesterday announced the programme of public meetings to be addressed by Party Chief Sheikh Mujibur Rahman in various places in East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman will address a public meeting at Munshiganj on March 30, Bhairab April 2, Brahmanbaria April 4,

Habiganj April 5, Gopalganj April 9, Mathbaria (Barisal) April 10, Pirojpur April 11, Serajganj April 16, Natore April 17, Chapai-Nawabganj April 19, Jamalpur April 23, Cox's Bazar April 25 and Hatya April 29.

He will also address public meetings within the first fortnight of May at Rajbari, Bagerhat, Satkhira, Magura, Narail, Jeenidah, Chuadanga and Meherpur.

In the second fortnight of the same month he will address meetings at Naogaon, Thakergaon, Panchagarh, Nilphamari, Gaibandha and Jaipurhat.

Definite date of these public meetings will be fixed after consultations with the leaders of the districts.

Morning News
30th March 1970
AL firm to bring about socialistic economy: Kamruzzaman

KARACHI March 29 (APP): The Awami League was determined to bring about a socialistic economy in Pakistan, its Secretary-General Mr. Kamruzzaman said here on Thursday at a reception given in his honour by the East Pakistan Students League at the party's local office here. He said that socialism was the only solution of the political and economic problems confronting Pakistan.

He said the opponents of socialism who were crying that Islam was in danger were actually the agents of the capitalists monopolist and feudal classes. They were only trying to deny the economic rights to the people.

Mr. Qamruzzaman said that the very objective in creating Pakistan was to ensure economic rights of the people of all the regions of this country.

He said it was an Irony that in utter disregard of this objective 23 families had monopolised almost the entire wealth of the country.

The Awami League Secretary General said that the critics of socialism were not only the enemies of the poor but also of Islam which envisaged social and economic justice to all. His party, he added, would fight it to the last.

Discussing his party's Six Point Programme he contended it was the only solution country's political and economic ailments.

The Programme, he said, never aimed at separation of East Pakistan from West Pakistan.

He said why at all his party would work for the secession of East Pakistan when the people of that province were in a majority in the country.

He said not a single East Pakistani including the party chief Sheikh Mujibur Rahman had ever thought in terms of separation.

He said it was through a joint struggle launched by the people of both the wings that Pakistan came into being.

He said that East Pakistanis were as true patriots as the people of any other region.

Mr. Qamruzzaman described Bangalis, Punjabis, Sindhis, Pathans and Muhajirs as members of one family. He said his party did not have any prejudice or malice against the people of any region.

But he added the fraternal feeling and goodwill could be sustained only when the people of every region got their due share and have a sense of equal participation in the Government.

He said his was the only party which supported the students' 11-point programme. He said it was birthright of every Pakistani to receive cheap and free education.

He asked the Government to give a serious thought to the implementation of the students 11-point demand and also create avenues to eliminate large-scale unemployment among the educated.

Mr. Qamruzzaman demanded opening of cadet colleges of three services in East Pakistan so that the East Pakistani youth is enabled to defend the motherland.

He said 1965 war with India had proved that East Pakistanis were in no way inferior to their West Pakistani counterparts.

Mr. Qamruzzaman said that by this demand he did not mean any division in the army.

Referring to his party's programme he said it envisaged the control of the defence by the Centre.

He said the opening of the cadet colleges in East Pakistan would remove misgivings and doubts among East Pakistani that they had been denied their participation in the defence of the country.

DENIAL

APP adds from Nawabshah: Mr. Qamruzzaman, General Secretary of the All-Pakistan Awami League denied here on Wednesday that the Awami League was working against the interests of West Pakistan, he said the Awami League was struggling for achieving equal rights for the oppressed people of both wings of the country.

Addressing a public meeting here Mr. Qamruzzaman said: "our party wants to see the 100 million people of Pakistan prosperous." It is disgusting that wealth remains concentrated in a few hands.

পূর্বদেশ

২৫শে মার্চ ১৯৭০

লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে ফরিদ আহমদঃ

'১৯৬৫ সালে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন'

পেশোয়ার, ২৪ শে মার্চ।–১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বলে পিডিপি'র সহ-সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদ অভিযোগ করেন। আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি যা বলছেন তা পূর্ব পাকিস্তানীরা ভাল করেই জানেন।

জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, গবর্নর মোনেম শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে পরোক্ষভাবে তা' অনুমোদিত করেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা, তিনি স্বয়ং এবং মোটামুটিভাবে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ শেখ মুজিবের পরিকল্পনার ঘোর বিরোধিতা করেন। ফলে তার সে চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি তাঁর দলের বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেন।

তিনি এয়ার মার্শাল নূর খানসহ বহু উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, তাঁরা শেখ মুজিবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, কিন্তু শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের পরেই শেষ হয়ে গেছেন।

তিনি বলেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে রেডিও পাকিস্তানে ভাষণ দেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের সকল নেতা একমত হয়েছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিব ভাষণ দিতে বেমালুম অস্বীকার করেন।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমগুলো পিডিপি'র সাথে সহযোগিতা করছে না। শেখ মুজিবের প্রতি সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতা ও সমর্থনের দরুন সংবাদ মাধ্যমগুলো শেখ মুজিবের সাথে সহযোগিতা করছে।

তিনি বলেন যে, সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো কোন রকমেই নিরপেক্ষ নয়। সংবাদ প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টারেরা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে পিডিপি'র জনসভার কর্মসূচী ও বিষয়বস্তু ভালভাবে প্রচারিত হয় না।

তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা অযাচিতভাবে প্রচার করে শেখ মুজিবকে হিরো বানিয়ে দিয়েছেন। ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পরও বর্তমান সরকার তা যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় তরুণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর জনসাধারণ শেখ মুজিবের ৬-দফা সমর্থন করে না। নির্বাচনী ফলাফলের পর ৬-দফা একটা ভাওতা বলে পরিগণিত হবে।

তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের দাবী জানান।

সম্পাদকীয়

Pakistan Observer

26th March 1970

Political Alliances

Is there any move for political alliance of parties? Any one who has been closely watching the developments may very well ask this question. Political parties having something in common among them may find it expedient to enter into an alignment. There is nothing wrong with it, nor is it unprecedented. Politics has a habit of making strange bedfellows. But when the common factor is personal or party ambition, a proposed alignment may not take place at all or may not be durable.

It was generally believed that there was a secret understanding between certain political parties at the time of the RTC which fell through along with the RTC because of a lack of agreement on the share of portfolios in the interim government that was likely to be set up. To what extent it is true and to what extent it is not, is difficult to say.

Recently, there was a rumour about some sort of an alignment between the Awami League, the Council Muslim League and the Sind United Front. That Mian Mumtaz Daultana was reported to have spoken highly of Sheikh Mujibur Rahman's integrity and patriotism lent credence to the rumour. The Front leader Mr. G. M. Syed's recent visit to Dacca where he allegedly came on that mission on behalf of the other components served to further

confirm that belief. If there is any truth in this, it now seems that Mian Daultana is having second thoughts perhaps in view of the unfavourable reactions West Pakistanis to the Awami League's six-point demands. He is reported to have told his audience there that he has no truck with the 6-pointers. Whether the rumour has any firm basis or not, it is an unassailable fact that an alliance of convenience serves as an index of the minds of the allies and that it endures only so long as they find it convenient to chum together.

This may or may not be the real factor prompting Awami League now to announce the adjustability of its six-points. While inaugurating the West Pakistan Awami League Workers conference at Karachi the other day, Mr. Kamruzzaman, General Secretary, All-Pakistan Awami League, is quoted as having said that the six-points are negotiable and that his party would not insist on two separate currency for East and West Pakistan but would accept one currency for the whole country. Other A. L. office-bearers present have said that the six-points are not the "last word" and that "some of the most touchy and vital issues like currency and foreign trade can be solved by mutual discussion and understanding."

If the six-points are that flexible, and not as rigid as it is supposed to be, how do they justify their stiff, uncompromising and non-co-operative attitude? Why do they refuse to settle the vital issues by mutual discussion with others who have repeatedly expressed their willingness and eagerness to hold talks and explore the possibility of coming to an agreement on the issues like regional autonomy which, they reasonably believe, will be very difficult, if not impossible, to solve, within the brief period of four months.

The belated confession that the six-points are open to revision seems to indicate one thing, the emphasis so far laid on their immutability has been designed to use them as a trump card for election success, which implies that the propounders of the points do not take them as seriously as they appear to do knowing quite well that their implementation would be impossible.

But the demand for regional autonomy, as we have said time and again and as is well known to all, is not any one party's exclusive or original idea. If any single party wants to give the impression that it is its own achievement, it will only betray its intellectual dishonesty. Even if it succeeds in befooling some, it should not overlook the fact that the election is only a means to an end. What will happen after the election is what all the parties

professing their faith in clean politics, democratic principles and the future of the country must now seriously think over and decide collectively so that they may not have to face the difficulty, which is very likely, in ironing out the differences on constitutional issues within the time at their disposal. If they think only in terms of the immediate gain that success at the polls may bring them, it is quite probable that the real purpose of the election will elude them. It is a safe guess that their unwillingness to tackle the problems now will result in the constitution becoming the first casualty of their indiscretion.

Incidentally, the need for reconsidering the suitability of October 5 as the election date may be pointed out once again. In view of the fact that the weather does not definitely improve by that time and a good percentage of the voters may not be able to turn up at the polling booths, there is a case for re-examination of the matter. Even at the risk of being misunderstood we raise this question only to ensure maximum participation of the people in the voting.

সংবাদ

২৬শে মার্চ ১৯৭০

আগরতলা মামলার আসামীদের রাজনীতিতে যোগদান

ঢাকা, ২৫ শে মার্চ।- স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামী পাকিস্তান নৌবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন ও একই মামলার অভিযুক্ত সামরিক বাহিনীর আরও ১৬জন রাজনীতিতে যোগদান করিবেন।

গতকাল মঙ্গলবার লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন তাহার বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, অপাততঃ কোন রাজনৈতিক দলে যোগদানের ইচ্ছা তাহাদের নাই। এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, তাহাদের কর্মসূচীতে রহিয়াছে শুধু একটি দফা–তাহা হইতেছে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন বলেন, এই এক দফা কর্মসূচী লইয়া তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন। আলোচনা শেষে যেই দলই তাহাদের আমন্ত্রণ জানাইবেন সেই রাজনৈতিক দলেই তাহারা যোগদান করিবেন।

ভাসানীপন্থী ন্যাপ ও জাতীয় প্রগ্রেসিভ লীগের কর্মসূচীর সহিত উক্ত এক দফার কিছুটা মিল রহিয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগের ছয় দফার ব্যাপারে তিনি জানান যে, তিনি উহার বিরোধিতা করেন না। তবে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সম্পূর্ণ কর্মসূচী ইহার মধ্যে নাই। তাই মুখে বা কাগজে-কলমে ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি তুলিলে কোন লাভ হইবে না। ইহার মধ্যে কোন বাস্তব চিন্তাধারার প্রকাশ নাই বলিয়া লেঃ কমাণ্ডার হোসেন মন্তব্য করেন।

ধর্মভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া তিনি বলেন, ধর্ম হইতেছে ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মের দ্বারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নহে। তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে সুবাদার তাজুল ইসলাম, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, লিডিং সীম্যান সুলতানুদ্দিন আহমদ ও কর্পোরাল এ বি এম এ সামাদ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

Dawn

28th March 1970

Master Khan Gul predicts massive victory for Mujib

From QUDDUS SEHBAI

PESHAWAR, March 27: The Awami League Convener of the NWFP Master Khan Gul, told the people yesterday at several public meetings in the Kohat district that the Awami League (Six Points) will return with such huge majority in East Pakistan that Sheikh Mujibur Rahman that is bound to be elected the future Prime Minister of Pakistan.

Master Khan Gul addressed seven meetings at Tall Dalan, Mianji Khel, Gurguri, Amankot, Teri and Ahmadibanda in a whirlwind tour.

He said the “progressive forces” have made great impact on the people of the country and the Awami League is now the strongest party among the progressive parties in Pakistan.

He said the role during last two decades of the capitalists, industrialists, feudal lords and other vested interests was so repulsive and greedy that the capitalist system had lost all respect of the people. He said these forces, with assistance of the bureaucracy, ruled the country for only self-aggrandisement while the people had to suffer innumerable hardships and inequalities at their hands Fair democratic elections, he said, will show’ that they will not succeed in the future setup of the country.

Master Khan Gul felt grateful for the admirable attitude of President Yahya Khan who very boldly admonished the dark forces and took a determined stand to restore democracy and hold

democratic elections and extended the right of representation on the basis of population. The President, he added, also decided boldly to restore the former provinces of West Pakistan by dismembering the One Unit which was a creation of the selfish motives of the old politicians and which was imposed on the unwilling people of the smaller provinces.

Master Khan Gul appealed to the people to vote for those candidates alone who stand for democracy for the welfare of the people and who were sincere and progressive and who have not been tried so far. He warned that the success of discredited and selfish leaders would bring once again a dark era of misfortunes for the people which will ultimately result in the disintegration of Pakistan.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে মার্চ ১৯৭০

সমগ্র দেশের মজলুম জনতার শোষণ মুক্তিই শেখ মুজিবের লক্ষ্য:
করাচীতে জনাব কামরুজ্জামানের বক্তৃতা :
'জিয়ে সিন্ধ' শ্লোগান হইতে বিরত থাকার আহ্বান

নবাবশাহ, ২৭ শে মার্চ।–"ক্ষমতা দখল বা মন্ত্রিত্ব লাভ নয়, বরং ৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উভয় অংশের মজলুম জনতার শোষণ মুক্তিই শেখ মুজিবের প্রধান লক্ষ্য।"

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান গত বুধবার দলীয় কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহম্মদের বাসভবনে এই কর্মিসভার আয়োজন করা হয়।

তিনি বলেন যে, ৬-দফা ও জনগণের সার্বভৌমত্ব আদায় হইলে শেখ মুজিব অবিলম্বে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতালাভের জন্য শেখ মুজিব লালায়িত নন। তিনি যদি সত্যি মন্ত্রী হইতে চাহিতেন, তাহা হইলে বহু পূর্বেই হইতে পারিতেন। কেননা কয়েকবার তাহাকে এই প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, সেখানে জনগণই হইবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

'জিয়ে সিন্ধ' নয়, বরং 'জিয়ে পাকিস্তান' শ্লোগান প্রদানের জন্য তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, এই ধরনের সংকীর্ণ

শ্লোগান এই অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। ভবিষ্যতে আর 'জিয়ে সিন্ধ' ধ্বনি প্রদান না করার জন্য তিনি তাহাদের উপদেশ দেন।

তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার দল মোহাজেরদের অধিকার রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হইলে মোহাজেরদের ডোমিসাইল প্রথার বিলোপ সাধন করিবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, তাঁহার দল দেশ হইতে দুর্নীতি ও ঘুষের মূলোচ্ছেদের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে। এ ব্যাপারে দোষী ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

৬-দফা প্রশ্নে ভুট্টোর ডিগবাজি

তিনি বলেন যে, জনাব ভুট্টো আজ ৬ দফার সমালোচনা করিতেছেন। অথচ একদিন উহা বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালানার উদ্দেশ্যে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এক দলিলে স্বাক্ষর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দলিল এখনও জনাব ভুট্টোর নিকট রহিয়াছে।

তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী আজ বলিতেছেন যে, ১১, দফা বাস্তবায়নের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন। অন্যদিকে তিনিই আবার 'ভোটের আগে ভাত' ধুয়া তুলিয়াছেন। অথচ এই শ্লোগান ১১ দফার ১নং দফার পরিপন্থী। কারণ উক্ত দফায় নির্বাচনের কথা বলা হইয়াছে। –পিপিআই

দৈনিক পয়গাম

২৮শে মার্চ ১৯৭০

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পিপিপি'র অভিযোগ:
ছয় দফার পিছনে পাক-ভারত ও মার্কিন ধনিকদের হাত রহিয়াছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬ শে মার্চ।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পার্টির পক্ষ হইতে গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তাগণ তাহাদের দলের কর্মসূচী ও ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করেন।

পিপলস পার্টির রাওয়ালপিণ্ডি শাখার সহ-সভাপতি খাজা আবদুর রউফের সভাপতিত্বে সাবজি মণ্ডীতে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রাক্তন এম পি এ মেজর আসলাম সহ আরও অনেক বক্তৃতা করেন। মেজর আসলাম তাহার বক্তৃতায় শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং যাহারা কেন্দ্রকে দুর্বল করিতে চান, তাহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে হুশিয়ার করিয়া দেন।

তিনি বলেন, অবিভক্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে যতদিন শক্তিশালী কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল ততদিন পর্যন্ত উহা মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু কেন্দ্র দখল হইয়া পড়ার সাথে সাথে ভারত বৃটিশের অধীন হইয়া পড়ে। জনাব গোলাম নবী বাট তাহার বক্তৃতায় কোরান ও হাদিসের ভিত্তিতে ইসলামিক সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করেন।

সৈয়দ জাফর আলী শাহ তাহার বক্তৃতায় জি এম খান সৈয়দ, খান আবদুল ওয়ালী খান, মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা এবং শেখ মুজিবর রহমানসহ অনেক নেতার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা সকলে দেশের বুনিয়াদ ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর।

শেখ মুজিবের ছয় দফার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ভারত, আমেরিকা ও পাকিস্তানের কতিপয় বৃহৎ ধনিক এই কর্মসূচীর পিছনে রহিয়াছে। তিনি আরো বলেন, দেশের সংহতি বিনষ্টকারী ষড়যন্ত্র দেশের লোক বরদাস্ত করিবে না। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম

২৯ শে মার্চ ১৯৭০

পাবনার জনসভায় ফজলুল কাদের:

'জয় বাংলা' শ্লোগান পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী

পাবনা, ২৯ শে মার্চ।- কনভেনশন মুসলিম লীগের বিদায়ী সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী গতরাত্রে এখনে বলেন যে, সীমান্ত এলাকায় দুশমনদের উস্কানিমূলক কার্যকলাপের দরুন পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব বিপন্ন। দেশের শত্রুদের এই চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের নিকট ঐক্য বজায় রাখার আহবান জানান।

গতকল্য এখানের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে জনাব চৌধুরী 'জয় বাংলা' শ্লোগান প্রদানকারীদের পরাভূত করিয়া পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মীর্জা আব্দুর রশিদ এবং মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মালিক মোহাম্মদ কাশেম, সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেন ও জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় বক্তৃতাকালে লীগ প্রধান "জয় বাংলা" শ্লোগানকে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী বলিয়া আখ্যায়িত করিলে একদল তরুণ সঙ্গে সঙ্গেই 'জয় বাংলা' শ্লোগান প্রদান শুরু করে অপর পক্ষে মুসলিম লীগ

কর্মীরাও পাল্টা নারায়ে তকবীর ও পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দেয়। ফলে সভায় কিছুক্ষণের জন্য হৈ চৈ শুরু হয়। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রসঙ্গত কতিপয় রাজনৈতিক দল কর্তৃক ভূমিকর মওকুপের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা জনসাধারণকে ভাওতা প্রদান আর ছাড়া কিছুই নহে এবং এইসব রাজনৈতিক নেতার পরিচয় দেশবাসীর জানা আছে। ক্ষমতার লোভে তাহার দল কোন দিনই দেশবাসীকে ভাওতা বা প্রলোভন দেয় নাই বলিয়া তিনি দাবী করেন। তিনি তাহার শ্রোতাদের প্রশ্ন করেন, কর ব্যতীত একটি দেশ কিভাবে চলিতে পারে।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও জনসাধারণের নিকট এমনি ধরনের অবাস্তব কর্মসূচী নিয়া আগাইয়া আসিবে। তিনি তাহাদের এ সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, তাহারা যেন এমনি ধরনের মুখরুচক শ্লোগানে বিভ্রান্ত না হয়। দেশে গণতন্ত্রের পতনের জন্য এইসব রাজনৈতিক নেতাই দায়ী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। -এপিপি

আজাদ

৩০শে মার্চ ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের মুন্সিগঞ্জ যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সোমবার সকালে মুন্সিগঞ্জ যাত্রা করিবেন।

মুন্সিগঞ্জে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিবেন। তাহার সহিত আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাও থাকিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সভা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল নয়টায় সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্পাদকীয়

Morning News

30th March 1970

Political of confusion

MAULANA Abdul Hamid Khan Bhashani's valorous services to the Muslim peasantry of undivided Bengal and the key role he

played in the referendum that brought Sylhet to Pakistan have earned him the affection of the people and an honourable place in this country's history. At 87, the home-spun Maulana is also an engaging father figure. What he says, therefore, commands a good deal of attention, particularly among the members of the new generation who are now privileged to carry the torch. The unfortunate part, however, is that Maulana Bhashani talks in maudlin tones which confuse rather than instruct and which raise grave misgivings about the quantum and quality of the reasoning that attend his pronouncements.

On the one hand, Maulana Bhashani extols the supremacy of the popular will and the need for its fullest expression in terms of national policies.

On the other, he wants time present Martial Law regime, which is its own authority, to decide on fundamental issues which he has raised about the quantum of provincial autonomy and electoral representation on a class basis! Similarly, he inveighs against a corrupt bureaucracy and promises to launch a "jehad against corruption" on May 1 while at the same time, demanding a pervasive expansion of bureaucratic control by the summary nationalisation of land, banks, factories and mineral wealth! Maulana Bhashani demands the abolishing "within 15 days" of land revenue on holdings up to 12-1/2 acres in West Pakistan and five acres in 'East Pakistan'; yet he would have the government issue increasingly larger cheques for social services against its dwindling, resources.

The Maulana has a similarly questionable stance on the matter of elections. He has publicly said "the will of the representatives of the people should be allowed to have final say on the constitution to be framed through making the Assembly sovereign." Nevertheless, he looks askance at the elections. He has, of course, denied that he is against elections or that he is obstructing the election programme. But these denials cannot be reconciled with his other utterances. A week ago he called on the peasantry and labour to rise and take possession of lands, factories and bungalows of "feudal lords and industrial magnates." Such quixotic methods must surely open the floodgates of chaos which will make elections impossible.

These woeful contradictions serve no purpose but to confuse the public mind at the very time when effort 'should be' concentrated on an orderly, free expression of the public will

through the projected elections. The Maulana should be cognizant of these realities if he wishes to serve the people. It is one thing to be oratorically bighearted about remedying the lot of the down-trodden common man. It is another to seek the most practical measures for their advancement within the ambit of the country's circumstances and national ideology. Maulana Bhashani falls distressingly short in the latter. The people are ill-served by the politics of confusion. They must not allow themselves to be so easily misled at this crucial juncture when the long cherished goal of democracy is within their grasp.

আজাদ

৩১শে মার্চ ১৯৭০

মুন্সীগঞ্জে শেখ মুজিবের বক্তৃতাঃ

শাসনতন্ত্রে প্রদেশের সম্পদ স্থানান্তর রোধের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে

মুন্সীগঞ্জ, ৩০ শে মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তান হইতে বিনা অনুমতিতে সম্পদ স্থানান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, গত বাইশ বছর যাবৎ এই প্রদেশের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

আজ মুন্সীগঞ্জের খেলার মাঠে এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতাকালে ইহা জানান। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শামসুল হক।

শেখ মুজিব বলেন যে, এই প্রদেশবাসী গত বাইশ বছর ধরিয়া কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা শোষিত হইয়া আসিয়াছে।

ভবিষ্যতে আর কোন শোষণ যাহাতে না চলিতে পারে তজ্জন্য আওয়ামী লীগ নিশ্চয়তা বিধান করিতে চায়। দেশের দুই অংশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, যখনই পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য কোন দাবী করা হইত, তখনই তাহাদের বলা হইত বিচ্ছিন্নতাবাদী। শেখ মুজিব বলেন, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাস করি না। আমরা দেশের জনসমষ্টির শতকরা মোট ৫৬ ভাগ। তদুপরি আমরাই সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান অর্জ্জন করিয়াছি। আমরা বিচ্ছিন্ন হইব কেন?

ছয়দফাকে যাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট না করিয়া ছয় দফা কর্মসুচীর ভিত্তিতে আমরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করিবই। ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে আগামী নির্বাচন একটি সাধারণ নির্বাচন নয়। ইহা স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে গণভোট হইবে। জনগণ স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা এই নির্বাচনের মাধ্যমে তাহার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। তাহারা কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ সহ্য করিতেছেন। মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান প্রমুখ এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, যখনই পূর্ব পাকিস্তানের লোক কেন্দ্রীয় চাকুরী ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ে পর্যাপ্ত অংশ দাবী করেন তখনই তাহারা হৈ চৈ শুরু করিয়া দেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর নেতারাও ইহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, গত গণ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের বহু সন্তানকে হত্যা করার জন্য দায়ী আবদুল মোনায়েম খানও একজন পূর্ব পাকিস্তানী। অনুরূপভাবে গত গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী জনাব নুরুল আমীন ও জনাব আবদুস সালাম খানও পূর্ব পাকিস্তানী। যদি এই সকল নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠকেই এই প্রদেশের দাবী আদায় করা যাইত।

পূর্ব পাকিস্তানের তরুণরা হিন্দু দেবদেবীদের পূজা করিতে শুরু করিয়াছে বলিয়া নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করার কোন অধিকার নওয়াবজাদার নাই। আওয়ামী লীগ প্রধান ছাত্রদের বিরুদ্ধে সকল মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মুসতাক আহমদ, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, শাহ মোয়াজেম হোসেন ও জনাব সামছুল হক বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব লঞ্চ যোগে ঢাকা হইতে মুন্সীগঞ্জ আগমন করিলে তাহাকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

Pakistan Observer

31st March 1970

Transfer of wealth Mujib wants provision for restriction

MUNSHIGANJ, Mar. 30: Sheikh Mujibur Rahman Awami League chief said here today that the future constitution of the

country must provide for banning of the transfer of wealth from East Pakistan except with permision, reports APP.

This he said, had become necessary in view of the injustices done to the province during the last 22 years.

The Awami League chief was addressing a huge public meeting at the playground here. The meeting was presided over by Mr. Shamsul Huq advocate.

Sheikh Mujibur Rahman said that the people of this province had been exploited by vested interests during the 22-years and as such he said his party wanted to ensure that henceforth they were not exploited.

Listing glaring disparities in various sectors between the two wings of the country, the Awami League chief said that whenever they had raised any demand for the people of East Pakistan they had been immediately dubbed as secessionists.

The Awami League chief said they did not believe in secession or disintegration. After all, he said, “why should we seceret” we being 56 per cent of the population. Moreover he said “we have fought and achieved Pakistan.”

He strongly criticised those “vested interests” who dubbed his Six-Point programme as a secessionsts’ move. He was confident that his Six-Point programme which provides for regional autonomy would be achieved without impairing the integrity of Pakistan.

The Awami League chief appealed to the people to give his party an opportunity through the election of October 5 to fight for achieving their rights.

He said that the coming election was not an ordinary one. This would be a referendum through which the people would have to decide whether they wanted regional autonomy or not.

The Awami League chief said that they had no complaint against the common poeple of West Pakistan because they were equally sufferers at the hands of the vested interests. But he criticised a section of political leaders like Maulana Maudoodi and Nawabzada Nasrullah Khan who had raised hue and cry whenever the people of East Pakistan wanted adequate representation in Central Services and adequate share of central expenditure. He regretted that section of leaders of East Pakistan had joined hands with them.

He said that Mr. Abdul Monem Khan who was responsible for killing a large number of people in East Pakistan during the last mass upsurge was an East Pakistani Similarly, he said. Mr. Nurul

Amin and Mr. Abdus Salam Khan who betrayed the cause of East Pakistan at the Round Table, conference were East Pakistanis. He said that had these leaders not betrayed the interests of East Pakistan at the RTC the demands of this province would have been achieved.

Dawn

31st March 1970

Flight of capital from E. Wing impairing economy: Mujib wants constitutional safeguards

From MAHBUBUL ALAM

MUNSHIGANJ, March 30: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today emphasised that there should be specific provision in the future constitution of the country prohibiting transfer of wealth from East Pakistan.

Addressing a public meeting at Munshiganj, about 15 miles from Dacca, Sheikh Mujibur Rahman said hundreds of crores of rupees had been transferred from East to West Pakistan through banks, insurance companies and other agencies thus dealing a crippling blow to the economy of East Pakistan. Crying a halt to transfer of money, the Awami League chief demanded constitutional safeguard against it, and said there should be a provision that no money could be taken of East Pakistan without permission.

Sheikh Mujib said his struggle was not directed against the people of West Pakistan but only against those exploiters who had thrived at the cost of the people.

He exhorted the masses of West Pakistan to launch a struggle against those exploiters and assured them that the Awami League would help them (the people) in realising their just demands.

Sheikh Mujibur Rahman was given a tumultuous reception at Munshiganj Ghat when he arrived there in a special motor-launch. Thousands of people of this small sub-divisional town and villages thronged the steamer to receive the Awami League chief. He was taken in a procession of cycle-rickshaws from the Ghat to the playground where the meetings was their held.

Mr Khandaker Mushtaq Ahmed, Vice-President of the Awami League, Mr Tajuddin General Secretary, and Mr Mizanur Rahman Choudhury Organising Secretary, who accompanied Sheikh Mujibur Rahman also addressed the meeting.

The Awami League chief in the course of his speech did not make any reference whatsoever to President Yahya's broadcast and the Legal Framework Order. The party is expected to give its reaction tomorrow at the end of its Working Committee meeting.

The Awami chief scoffed at the allegation that his party wanted to dismember the country. Why should we want to break, he asked and said the people of East Pakistan constituted 56 per cent of the country's population. It was preposterous to suggest that the majority of the people would secede. He said Pakistan is one country and will remain so for ever.

Sheikh Mujibur Rahman told the meeting that the coming election fixed for October 5 was virtually a referendum a test for the people. They must decide whether they wanted autonomy as defined in the six-point programme. He said if the people of Bengal voted in favour of the six-point they (the Awami League) would realise autonomy.

He called upon the audience to beware of these "Mirjafars" of Bengal and asked them to weed out these political parasites.

He assured the people that he was a Mussalman despite the propaganda to the contrary by a section of the people. He declared that he would not sell Islam for the sake of vote.

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে মার্চ ১৯৭০

মুন্সীগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতাঃ পূর্ব পাকিস্তান আরও শোষিত হইবে কিনা, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে উহা চিরদিনের জন্য সাব্যস্ত হইবে

(বিশেষ প্রতিনিধি)

মুন্সীগঞ্জ, ৩০শে মার্চ।– আজ স্থানীয় খেলার মাঠে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আগামী নির্বাচন শুধু গতানুগতিক প্রতিনিধি নির্বাচন নয়, এই নির্বাচনের মাধ্যমে চিরদিনের মত সাব্যস্ত হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তান আর শোষিত হইবে কি হইবে না, পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাগ্য নিজেদের সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নীত হইবে কি হইবে না।

স্মরণকালের এই বৃহত্তম জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক। সভায় পূর্ব

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আগামী নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, বাঙ্গালী আর শোষিত ও বঞ্চিত হইবে না, বাংলার ছেলে দেশরক্ষা বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল চাকুরীতে লোক সংখ্যা অনুপাতে নিযুক্ত হওয়ার এবং ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার পাইবে তথা বাংলার সম্পদ বাঙ্গালীর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইবে। এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই দেশের আগামী দিনের শাসনতন্ত্র রচিত হইতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানীদের যাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদের অপবাদ দেয় তাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জনসাধারণ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়াছে। অতএব, আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। গত ২২ বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবার যে সম্পদ বাংলা হইতে লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে আমরা তাহা ফেরত আনিতে চাই মাত্র। শেখ সাহেব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু অত্যাচারী জালেমও একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের সাথে আমাদের কোন আপোষ হইতে পারে না। তিনি পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, শোষক ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সমর্থন দান করিবে।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিক্রমপুরবাসীর ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ সাহেব বলেন, এককালে অবিভক্ত ভারতের নগরে-বন্দরে মাঠে-ঘাটে বিক্রমপুরের ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। সুপ্রসিদ্ধ রামপালের কলাবাগান আজ শুকাইয়া গিয়াছে, বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে কলাচাষীর সোনার সংসার। তিনি আরও বলেন, বন্যার করাল গ্রাসে শুধু মুন্সীগঞ্জই সর্বস্বান্ত হয় নাই, সারা বাংলা দেশই আজ মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তিনি বলেন, বাংলার এই দুর্দশার জন্য বাংলারই একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী ও স্বার্থবাদী নেতা দায়ী। তিনি আগামী নির্বাচনে বাংলার এই মীরজাফরদের চিরতরে উৎখাত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

৩১শে মার্চ ১৯৭০

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে প্রদেশ হইতে সম্পদ স্থানান্তর নিষিদ্ধ করিতে হইবে : মুজিব

মুন্সীগঞ্জ, ৩০শে মার্চ (এপিপি)।–শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনা অনুমতিতে সম্পদ স্থানান্তর অবশ্যই নিষিদ্ধ করিতে হইবে। গত ২২ বছরে প্রদেশের বিরুদ্ধে যে অবিচার করা হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান স্থানীয় খেলার মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, গত ২২ বৎসর স্বার্থান্বেষী মহল প্রদেশকে শোষণ করিয়াছে। এক্ষণে এই শোষণ চিরতরে বন্ধ করা নিশ্চিত করিতে হইবে।

দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্যের খতিয়ান উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, যখনই তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোন দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তখনই তাহাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ আমরা। আমরা বিচ্ছিন্ন হইব কেন? তাহাছাড়া আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি।

যাহারা ৬-দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করেন তিনি তাহাদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ৬-দফা তিনি আদায় করিবেনই এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করিয়াই উহা আদায় করা হইবে।

শেখ সাহেব তাহার দলকে আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগদান করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন একটি সাধারণ নির্বাচন মাত্র নহে জনগণ স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা উহা যাচাইয়ের গণভোটও বটে।

শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ নাই। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মতোই তাহারা নির্যাতিত।

তিনি মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও অন্যান্য কতিপয় দক্ষিণপন্থী নেতার পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গত গণঅভ্যুত্থানকালে যে মোনায়েম খান বিপুল সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানীকে হত্যা করিয়াছেন তিনি নিজে একজন পূর্ব পাকিস্তানী। তেমনি জনাব নূরুল আমিন, জনাব আবদুস সালাম খান

গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন– তাহারাও পূর্ব পাকিস্তানী। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে গোলটেবিল বৈঠকেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায় হইত।

দৈনিক পয়গাম

৩১শে মার্চ ১৯৭০

লাহোরে কামরুজ্জামান: আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতাবাদী সমর্থন করে না

লাহোর, ৩০শে মার্চ।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান গতকল্য এখানে বলেন যে, ছয় দফা দেশের দুই অংশের ঐক্যকে জোরদার করিবে।

ছয় দফাপন্থী পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, তাহার দল পূর্বকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে ইহা অচিন্তনীয়। তিনি মন্তব্য করেন, আমাদের দলের কেহই বিচ্ছিন্নতা চাহে না। তাহার দলের তর্কসাপেক্ষ দফা ব্যাখ্যা কালে তিনি বলেন যে, এক প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অপর প্রদেশে ব্যয় করা যাইবে না। তিনি বলেন, পাট হইতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করিতে হইবে।

কর সম্পর্কে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য কেন্দ্র প্রদেশেগুলির উপর কর ধার্য্য করিবেন। মুদ্রা সম্পর্কে তিনি বলেন, ছয় দফায় এক বা একাধিক মুদ্রা প্রচলন করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রতিরক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, নিয়মিত সেনা বাহিনী ছাড়া প্রতিটি অঞ্চলের সরকার আক্রমণের প্রাথমিক আঘাত প্রতিহত করিবার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

জনাব কামরুজ্জামান পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পোদ্যক্তাদিগকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে অর্থ বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তবে একই সাথে তিনি সতর্ক করিয়া দেন যে, কিন্তু তাহারা তাহাদের মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী ২২টি পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯০ ভাগ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে আনিয়া জড়ো করিয়াছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন তাহার পার্টি সমাজতন্ত্র সমর্থন করে তবে তাহা চীন, রাশিয়া, যুগোশ্লাভাকিয়া, চেকোশ্লেভাকিয়ার সমাজতন্ত্র নহে তবে সমাজতন্ত্রকে আমাদের পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া ধর্মকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তিনি বলেন, আজকাল লোকের চীনপন্থী, মার্কিন পন্থী, রুশপন্থী, নামাবলী জড়ায় ইহা লজ্জাজনক। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ শতকরা একশতভাগ পাকিস্তানপন্থী। তিনি বলেন জিয়ে সিন্ধু শ্লোগান পাকিস্তান হইতে সিন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করার শ্লোগান নহে। তিনি বলেন এ সকল শ্লোগান যে পর্যন্ত জয় পাকিস্তানের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাখা হয় সে পর্যন্ত জয় পাঞ্জাব জয় বাংলা শ্লোগান ক্ষতিকর কিছু নহে।

জামাতে ইসলাম সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি ইহা নিজেকে একমাত্র ইসলামন্থী দল মনে করে তবে অবশ্যই তাহারা ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সোল এজেন্সী এ দলের নহে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলও এর পুরোপুরি বাস্তবায়নে অংশীদার। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৩১শে মার্চ ১৯৭০

মুন্সিগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা :
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে
সম্পদ হস্তান্তর নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে

মুন্সীগঞ্জ, ৩০শে মার্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে সম্পদ হস্তান্তর নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে–অবশ্য অনুমতি থাকিলে উহা স্বতন্ত্র কথা। তাঁহার মতে গত ২০ বৎসরে প্রদেশের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এখানকার খেলার ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, এই প্রদেশের জনগণ গত ২৩ বৎসর কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা শোষিত হইয়াছে এবং জনগণ এখন হইতে যাহাতে আর শোষিত না হয় তজ্জন্য উহার নিশ্চয়তা বিধানই তাহার দলের কাম্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্যের তালিকা প্রদানকারীরা আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, যখনই তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার কথা উত্থাপন করিয়াছে তখনই তাহাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদ অথচ সংহতির ক্ষতিকর কিছুতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, আসলে আমরা যেখানে

জনসংখ্যার ৬০ ভাগ তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হইতে কোন প্রয়োজন। আধিক্য যাক কোন প্রয়োজন। অধিকন্তু পাকিস্তান হাছিলের জন্য আমরাও সংগ্রাম করিয়াছি। তাঁহার ছয়দফা কর্মসূচীকে যেসব স্বার্থবাদী মহল বিচ্ছিন্নতার পদক্ষেপরূপে চিত্রিত করে তিনি তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ছয়দফায় আস্থা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং পাকিস্তানের সংহতি ক্ষুণ্ন না করিয়াই উহা অর্জিত হইবে। আগামী ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের মাধ্যমে যাহাতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহার দলকে সুযোগ দানের জন্য জনসাধারণের প্রতি তিনি আবেদন জানান।

তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচন নিছক নির্বাচন নয় ইহা হইতেছে গণভোট যাহার মারফত জনসাধারণ ঠিক করিবে তাহারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চায় কি চায় না।

শেখ সাহেব আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ নাই। কেননা তাহারাও স্বার্থবাদী মহলের দ্বারা সমানভাবে নির্যাতিত। এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করিয়া মওলানা মওদুদী ও নসরুল্লাহর তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, যখনই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত প্রতিনিধির দাবী করা হইয়াছে তখনই তাহারা উহার বিরুদ্ধে চীৎকার জুড়িয়া দেয়।

তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় নেতাও তাহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, জনাব নুরুল আমীন এবং জনাব আবদুস সালাম খান বিগত গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানী হইয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের এই সকল নেতা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে প্রদেশের দাবি আদায় সম্ভব হইত।

পূর্ব পাকিস্তানের তরুণরা হিন্দু দেবীর পূজা শুরু করিয়া দিয়াছে বলিয়া নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান যে অভিযোগ করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ইহা সর্বৈব মিথ্যা, তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এইরূপ ডাহা মিথ্যা অভিযোগ করার কোন অধিকার তাহার নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান ছাত্রদের উপর হইতে সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। এই সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহমদ বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট সামসুল হক।

সম্পাদকীয়

দৈনিক পয়গাম

৩১শে মার্চ, ১৯৭০

শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো

গত পরশু রবিবার প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আসন্ন নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো ঘোষণা করিয়াছেন। এতো পরিষদের কার্য পরিচালন সংক্রান্ত কয়েকটি বিধি ছাড়াও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট দান পদ্ধতি পরিষদ নিজেই নির্ধারণ করিবে। শাসনতন্ত্রের যে পাঁচটি মূলনীতি প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বেই ঘোষণা করিয়াছেন। আইনগত কাঠামো সেই মূলনীতিসমূহও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূলনীতিগুলি হইতেছে:
(১) পাকিস্তান ইসলামী শাসনতন্ত্রের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি; (২) ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে একজন মুসলমান নির্বাচন; (৩) গণতন্ত্রের মূলনীতি ও জনগণের মৌলিক অধিকারের প্রতি আনুগত্য এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; (৪) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র; (৫) জাতীয় কার্যক্রমে সকল অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আঞ্চলিক এবং একই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ।
আইনগত কাঠামোয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে আসন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে নিম্নরূপ:
জাতীয় পরিষদে ৭ জুন মহিলাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যসংখ্যা থাকিবে ১৬৯ জন এবং ৬ জন মহিলাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ মিলাইয়া মোট সদস্য সংখ্যা থাকিবে ১৪৪ জন। প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা হইবে : পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৩০০টি (সাধারণ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি, পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবের জন্য ১৮০টি (সাধারণ) মহিলাদের জন্য ২টি, সিন্ধু ৬০টি (সাধারণ) মহিলাদের জন্য ২টি, বেলুচিস্তান (সাধারণ)... মহিলা ১টি, সীমান্ত প্রদেশ ৪০টি (সাধারণ) মহিলা ২টি।

শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামোর এই আসন বণ্টন জনসংখ্যা তথা এক ব্যক্তি এক ভোট নীতির ভিত্তিতেই হইয়াছে। ইতিপূর্বেই এক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। আইনগত কাঠামোয় আসন বণ্টন ব্যবস্থা তাঁর সেই ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দাবী ও মতামতেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। এ ব্যবস্থায় জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব

পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। এবং যে নীতি থেকে শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো নির্ধারিত হইয়াছে তাতে আশা করা যায় জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা এবং জাতীয় পরিষদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হইলে উচ্চ পরিষদে আঞ্চলিক আসন সংখ্যাও এরূপভাবে নির্দিষ্ট হইবে যাতে পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে না। আইনগত কাঠামোয় যে পাঁচটি মূল নীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলিও জাতীয় আশা আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একটি সুসংহত ও শক্তিশালী ফেডারেল রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য্যও বটে। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা তথা ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা হইতেই পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও একে ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়াই ঘোষণা করা হইয়াছিল। আর এখনো দেশের কিছুসংখ্যক রাজনীতিক এবং সচেতন জনসাধারণের একটা অংশ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের পক্ষপাতী হইলেও দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণ পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে দেখারই অভিলাষী। পাকিস্তানের মৌলভিত্তি এবং অধিকাংশের আকাঙ্খা ও মতামতের প্রতি আনুগত্যের গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামোয় পাকিস্তানকে ইসলামী সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিয়াছেন। আর পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হইলে এর প্রধান প্রশাসক তথা রাষ্ট্রপ্রধানকেও হইতে হইবে মুসলমান, গণজীবনে ইসলামী জীবন ধারায় উৎকর্ষ সাধন, ইসলামী নৈতিক মানের চর্চা ও পাক কোরান ও ইসলামিয়াত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বিধানের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার ব্যবস্থা থাকিবে, এখানে মুসলমানগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কোরান ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী শিক্ষানুসারে জীবনধারা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন এবং পাক কোরান ও সুন্নাহ নির্দেশিত ইসলামী শিক্ষা ও আকিদা বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন এখানে চলিবে না এটা খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আইনগত কাঠামোতে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসাবে উপরোক্ত বিষয়গুলিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে এতে সংখ্যালঘুদেরও পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ সর্ববিধ অধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এটা পাকিস্তানের মূল প্রেরণা ও বৃহত্তর জনসমাজের আশা-আকাঙ্খার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। এবং যদি পাকিস্তান যথার্থই একটি ইসলামী সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া উঠে, যদি ন্যায়-সাম্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকারের ইসলামী নীতি পরিপূর্ণরূপে এখানে প্রতিষ্ঠার

ব্যবস্থা হয় তবে দেশের কোন শ্রেণী বা দলের মানুষ এর ইসলামী চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলার অবকাশ পাইবে না, বরং একেই আদর্শ সমাজ বলিয়া তাহারা গ্রহণ করিয়া নিবে একথা বলিলে নিশ্চয় ভুল হইবে না। তবে সব কিছু নির্ভর করে ইসলাম সম্পর্কে জননেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের ধারণার উপর, এর ন্যায় ও সাম্যমূলক গতিশীল চরিত্র পুরাপুরিভাবে তাদের অনুধাবনের উপর এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনে এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠাদানের ব্যবস্থার উপর।

আইনগত কাঠামোর স্বায়ত্তশাসনের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তবে আঞ্চলসমূহের কতখানি স্বায়ত্তশাসন থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের হাতেই বা কতখানি ক্ষমতা থাকিবে তা নির্দিষ্ট হয় নাই। কেন্দ্রের ক্ষমতা ও প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্বাচিত জাতীয় পরিষদই নির্ধারণ করিবেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিয়াছেন। তবে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা, ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য যেটুকু প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য কেন্দ্রের অবশ্যই সে ক্ষমতা থাকিবে এবং কেন্দ্রের ক্ষমতার এই সীমা সাপেক্ষে প্রদেশগুলিকে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। একটি শক্তিশালী ফেডারেল রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে অনুরূপভাবেই ক্ষমতা বণ্টন হওয়া উচিত। অবশ্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতার এই প্রয়োজনের মাত্রা সুনির্ধারিত করিয়া দেওয়া না হইলে একে এমনভাবে বাড়ানো যাইতে পারে যার ফলে প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনই অর্থহীন হইয়া যাইতে পারে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের এতে অস্বস্তিবোধ করার কারণ নাই। কেননা, কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে ক্ষমতা বণ্টন জাতীয় পরিষদই করিবেন এবং জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির প্রয়োজন বিবেচনার সাথে সাথে এ প্রদেশের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতি ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচিত হইতে হইবে এবং সেই বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপভাবে একে স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে যাতে সীমান্ত রক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া এ আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের এই বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও আজ সচেতন। তাই জাতীয় পরিষদে বিশেষ সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন আদায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কঠিন হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

সম্পাদকীয়

Pakistan Observer

1st April, 1970

On Electioneering

An election campaign is more than merely presenting candidacies to the electorate. It serves or should serve the more vital purpose of creating an opportunity for political education of the voters through public discussion of the issues facing the nation. All the political parties start their meet the people tours of the constituencies, present their manifestos and explain their respective policies that will guide them if they are voted to power, and the voters take their decisions in the light of what they learn about the views and policies of the parties and candidates set up by the later.

In this country where the rate of literacy is one of the lowest in the world and election is to be held on the basis of adult franchise, such a campaign is practically the only means by which the bulk of the voters can have some sort of political education and an understanding of the nature of their responsibility and the issues on which election will be fought. Unfortunately during the last 22 years we have had no general election except that of 1954 and therefore no scape of political education that it usually provides. Since at no other time political debates are held as widely and the people as a whole take a lively interest in active and practical politics, it should be ensured that they are enabled to hear all the viewpoints and examine the credentials of the candidates. This can be facilitated, as is the practice in the truly democratic countries, by political confrontations of the parties organised and conducted by qualified and experienced electioneering agents of different parties. The two or three months immediately preceding the election date therefore provide an ideal as well as crucial period of time for such confrontations.

With October 5 fixed for the coming election, the months of July to September will cover that crucial time. So far we have seen only the prologue to the election drama, that is, the introductory part of it built on an appeal to the emotions of the electorate. But emotion is an undependable guide to judge the merits of the candidate properly. The voters will there after get down to the brass tacks and start, analysing and scrutinising the issues. This will be the most important stage when emotional politics is replaced by practical politics and decisions are finally taken. But although the tempo of the campaign should rise at that stage of serious, constructive and practical thinking, the attendance at these decisive meetings will be very thin because of stormy weather conditions in the months of July, August and September, for the matter of that weather conditions even in the month of October are not likely to improve appreciably. If past experience be any guide, it can be a month of violent storms, cyclones and tornadoes. Violent outbursts of weather immediately before the advent of the monsoon and after its recession are a too familiar atmospheric characteristic here in view of which the possibility of inclement weather conditions cannot be ruled out. In such an event, even of the election on October 5 is held, a substantial number of the voters may not be able to turn up at the polling booths and exercise their right of franchise. Usually some 80 to 85 percent of the voters cast their votes. If 40 or 50 percent of these 80 percent voters cannot participate in this election, then the elected candidates will represent only a small part of the adult voting population and their representative character will be rather fragile. Since these members will be charged with the framing of the most important document for the nation namely, the constitution, they should be chosen by, and get the mandate from, the largest number, if not all, of the electors. Viewed from this angle, October 5 may not seem to be quite suitable for the election. In all the democratic countries where elections are held regularly election dates are fixed according to the convenience of the voters in order to ensure their maximum participation in the most important function of electing those who are to run the biggest business of government. It is in this spirit that our discussion of the subject and the question of holding the election in early December, which will perhaps be convenient of both the wings, should be considered. If instead of causing any obstruction, a short postponement enables a greater number of the people to cast their votes and thus make the election a really significant democratic event (a rare experience in our case), then, we think the question may be examined immediately.

সম্পাদকীয়

Morning News

1st April, 1970

The President's Order

PAKISTAN reached a key milestone on the road democratic, representative government on Monday with the publication of President Yahya Khan's Legal Framework Order, 1970, which

details the procedures for the forthcoming elections and outlines the basic requisites for the projected new Constitution. If politicians and political parties cannot share in the credit for this notable forward movement it is entirely because of the cacophonous discord that has attended their pretentious public posturing. The Presidential order is never the less a most agreeable development for the common man. That is as it should be. When all is said and done he is the fundamental factor in any national exercise. On his behalf a patriotic and enlightened Martial Law regime, in an unparalleled gesture for our time has by a very purposeful Presidential Order reasserted its determination for an early transfer of power to the elected representatives of the people. In doing so President Yahya Khan has given immense practical shape to the pledge concerning the restoration of given immense practical shape to the pledge concerning the restoration of democratic government given to the people when he assumed power a year ago and which he reiterated DEM in a broadcast to the nation on November 28.

The wide ranging Presidential Order does more for the restoration of democracy than all the millions of words that have emanated from the politicians since ban on political activities was lifted on January 1. For one thing it puts the seal on election dates for the National and Provincial Assemblies wisely making in the interests of public tranquility the election campaigns a simultaneous process. For another the Presidential Order takes the would be constitution makers over many unnecessary and time-consuming hurdles by codifzing previously settled issues in the form of Constitutional prerequisites. These include the directive principles of state policy, fundamental rights, the independence of the judiciary, even the required affirmations in the Constitutions' preamble that give voice to the lofty national aspirations. These matters have been long-established through the essential distillation of ideas that was achieved in the previous Constitutions. Certainly they are beyond further debate. Added to them are the President's decisions on the break-up of One Unit--effective July 1 and the representation of the areas on the basis of population. These decisions were taken in response to the overwhelming public demand and have been well appreciated. Another time-saving, helpful factor for the makers of the new Constitution are the functions and Rules of Procedure of the National Assembly which have been incorporated in the

Presidential Order. The key element in this matter, and undoubtedly a vital subject for debate, is the Assembly's voting procedure. This has been quite rightly left to the Assembly itself to decide in the circumstances of the public will that is manifest in elections, the circumstances of the public will that is manifest in elections.

The Presidential Order also outlines the required pattern of the relationship between the Centre and the Provinces. It specifies that while the provinces shall have "maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers". The Federal Government shall also have "adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country." This principle has been enunciated for obvious reasons. Firstly the wide divergence of political opinion on the question of provincial autonomy has tended to discount the possibility of a national consensus on this basic issue. Secondly this distressing confusion, as much the result of unwarranted suspicion as it is of crass political expediency, has tended to obscure the fundamental unity of our people. Thirdly it answers a demand for an impartial guideline which ensures full regional opportunities within the ambit of the united national purpose. In this context, President Yahya Khan has rightly reminded us that the Quaid's assertion that Pakistan has come to stay must be upheld at all costs and that the unity and integrity of Pakistan must be preserved and not be allowed to be adversely affected on regional and parochial grounds.

The framers of the Constitution should not be distressed if they find themselves restricted by this aspect of the President's order. He has provided that equitable via media between conflicting demands. At the same time he has enunciated other fundamental principles that give the fullest protection to regional aspirations within the ambit of an united national purpose. They include the requirement for statutory measures for the removal of economic and all other regional and area wise disparities within a specified time, and the assurance that call areas be enabled to participate fully in all forms of national activity.

A bright torch has been lit in the darkness of the present political confusion. It illuminates the path of reason and reasonableness which leads to the cherished goal of democracy.

Those who seek to lead our people should not be deflected from this high road by ill-conceived considerations of prestige, ungoverned ambition or selfish purpose. The Constitution, as the President reminded us, is an agreement to live together. That idea is not and never can be the subject of debate. Millions of people have given their lives for the establishment of Pakistan as one homeland for the Muslims of the subcontinent. The details of the Federal relationship are the subject of adjustment by the constitution makers. With goodwill and the spirit of accommodation there is nothing that we as a nation cannot achieve.

সংবাদ

১লা এপ্রিল ১৯৭০

আওয়ামী লীগের বৈঠক অব্যাহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক আজ সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হইয়াছে। গতকাল (মঙ্গলবার) শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে এই বৈঠক শুরু হইয়াছে।

গতকাল (মঙ্গলবার) ৪ ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে।

সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

১লা এপ্রিল ১৯৭০

নির্বাচনের সময় ও তারিখ

আগামী অক্টোবর মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার গত ২৮শে মার্চের ঘোষণা এবং ভাবী শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো নির্ধারিত হওয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত অবশিষ্ট দ্বিধা সংশয়েরই শুধু অবসান ঘটেনি, নয়া জাতীয় পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদগুলোরও নির্বাচনের সময়সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ ৫ই অক্টোবর নয়া জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর একই মাসের পরবর্তী ২২ তারিখের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন শেষ হবে। সবকিছু

ভালোয় ভালোয় কাটলে যে প্রতিশ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এটাই হবে দেশব্যাপী প্রকৃত প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হবে, তা হবে দেশের প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা। সুতরাং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম।

নির্বাচন শুধু জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম। পাকিস্তানের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতিকে সক্রিয় থাকার সুযোগ না দেয়ায় জনসাধারণ প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের তেমন সুযোগ পায়নি। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর ক্রমাগত সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত আইয়ুব আমলে জনসাধারণের ভোটাধিকার অপহৃত হওয়ার ফলে দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অভাবে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পায়নি। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে এবং নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বহু সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীর চেতনা ও শিক্ষা আরো পরিপক্কতা লাভ করতো। এই পরিপক্কতা ও বাস্তবতাবোধের অভাবে বহু সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ভাবাবেগের স্তরে রয়ে গেছে। এই ভাবাবেগ দেশের বর্তমান রাজনীতিতেও আবেগ ও উত্তেজনা জিইয়ে রেখেছে। এই উত্তেজনা ও ভাবাবেগ দূর করে বাস্তব ও প্রকৃত রাজনীতি চর্চা দ্বারা দেশের রাজনৈতিক গতিধারাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলা প্রয়োজন। এই বাস্তব রাজনীতি দেশে এখনো শুরু হয়নি বলা চলে। জনসাধারণকে ভাবাবেগ বর্জিত এই কল্যাণধর্মী রাজনীতির পথে চালিত করতে হলে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পদ্ধতিকে অবাধ ও সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি অপরিহার্য শর্ত। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সমস্যা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন এবং তারা সমাধানের পন্থা বাতলান। এই নির্বাচনী প্রচারকার্য থেকে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তারা আবেগের পরিবর্তে বাস্তব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ লাভ করে। সাধারণ নির্বাচন তাই যে কোন গণতান্ত্রিক দেশেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের দেশে এই গুরুত্ব আরোপ বেশী এজন্যই যে, দীর্ঘ বাইশ বছর পরে গোটা দেশবাসী প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের এবং রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তাই এই নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা

প্রয়োজন, দেশের ভোটদাতা জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশ যেন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। নির্বাচনী মাসের চাইতে নির্বাচন পূর্ব একটি বা দু'টি মাসের গুরুত্ব বেশী। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ব্যাপকভাবে গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ ঘটে। এজন্যে বৃটেনের মত উন্নত এবং রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষায় অগ্রসর দেশেও নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের সময় আবহাওয়া, জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যে সব মাসে আবহাওয়া খারাপ এবং যে সময় ফসল রোপণ, জাতীয় উৎসব বা অন্য কোন পালা পার্বণে জনসাধারণ ব্যস্ত থাকে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সে সময় ও মাসগুলোকে এড়িয়ে চলা হয়। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক ভোটদাতা যদি রাজনৈতিক শিক্ষাগ্রহণ ও অধিকার প্রয়োগে কোন কারণে সক্ষম না হয়, তাহলে নির্বাচন অনুষ্ঠান সার্থক ও অর্থপূর্ণ হয় না এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদ্ধতিকেও নির্ভরযোগ্য করে তোলা যায় না। আমরা জানি না, আগামী অক্টোবর মাসকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দেশের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বর্ষা শেষের মৌসুমের ঝড়ে আবহাওয়া এবং জনসাধারণের অন্যান্য অসুবিধার কথা বিবেচনা করেছিলেন কিনা। অক্টোবর বা আশ্বিন-কার্তিক মাস পূর্ব বাংলায় ঝড়ের মৌসুম। কয়েক বছর আগেও এই অক্টোবর মাসের প্রচণ্ড ঝড়ে চট্টগ্রাম, বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা বিধ্বস্ত হয়েছে। ঝড় ছাড়াও বৃষ্টির মৌসুমের পর এই সময় প্রদেশের নিম্নাঞ্চলের বহু জেলা প্লাবিত ও জলমগ্ন থাকে। এমন কি, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াতের জন্য নৌকা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এই অবস্থায় আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসের ভরা বর্ষার সময় কিভাবে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলো সভা, শোভাযাত্রা করবেন কিংবা নির্বাচনী প্রচারণা চালাবেন, অথবা অক্টোবর মাসে যুবা, বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে ভোটদাতাগণ পানি কাদা ভেঙ্গে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হবেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। মোট ভোটদাতাদের অর্ধাংশও যদি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটদানের সুযোগ গ্রহণ না করতে পারেন, তাহলে আমরা বিস্মিত হবো না। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের কথা বলা হলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা সচেতন রয়েছি। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আগামী নির্বাচনের তারিখ অন্তত দু'মাস পিছিয়ে ডিসেম্বরে না নেওয়া হলে পূর্ববাংলার এক বিপুল সংখ্যক ভোটদাতা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ সক্ষম হবে না এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে না, এই কথা চিন্তা করে আমরা অক্টোবরের পরিবর্তে ডিসেম্বরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচনের

তারিখ নির্ধারণের প্রস্তাব না জানিয়ে পারছি না। সরকার আমাদের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য মনে করলে ৫ই অক্টোবরের বদলে ৫ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন। ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুবিধা এই যে, শীত মৌসুমের গোটা নবেম্বর মাস রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাতে পারবেন এবং ডিসেম্বরে ভোটদানের ব্যাপারে ভোটদাতাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও এ সময়টা সুবিধাজনক। নির্বাচন অক্টোবরের বদলে ডিসেম্বরে পিছিয়ে না দিয়ে আরো এগিয়ে আনতে পারলে ভালো হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভোটার তালিকা মুদ্রণ, সীমানা নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ শেষ হতে এখনও সময় দরকার। সবচাইতে বড় কথা, অক্টোবরের আগে ভরা বর্ষার মৌসুমে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। অক্টোবর মাসের মত মার্চ এপ্রিল মাস পূর্ব বাংলায় ঝড়ো আবহাওয়ার মাস। মার্চ-এপ্রিলে প্রদেশে বর্ষার শুরু এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবরে তা শেষ হয়। বর্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার এই দু'প্রান্তের মাস অত্যন্ত বিপজ্জনক। আইয়ুব আমলে বর্ষা শুরুর মৌসুমে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে নৌকাযোগে বেরিয়ে সাবেক বাংলার প্রাক্তনমন্ত্রী খান বাহাদুর হাশেম আলী খান আকস্মিক ঝড়ের মুখে নৌকাডুবি হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। আমরা তাই মনে করি, সবদিক বিবেচনা করলে ডিসেম্বর মাসই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। দেশের রাজনৈতিক দলের নেতারাও সম্ভবতঃ এ সত্য অনুধাবন করছেন। কেবল ভুল বোঝাবুঝির ভয়েই হয়ত আগ বাড়িয়ে কেউ কথাটা বলতে পারছেন না অথবা চাইছেন না। আমাদের মনে হয়, দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির বৃহত্তর স্বার্থ ও সুবিধা যে প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, সে প্রশ্নে নীরব থাকা রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক নয়। রাজনৈতিক দলের নেতারা ঐক্যমতে পৌঁছে নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে সরকারকে তাদের প্রস্তাব জানালে সরকারও সে প্রস্তাব মেনে নেবেন বলে আমাদের ধারণা।

আজাদ

২রা এপ্রিল ১৯৭০

শেখ মুজিবের ভৈরব যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বৃহস্পতিবার ভৈরবে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। এই জন্য তিনি আজ সকালে উল্কাযোগে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

নূরুল আমিনের নেত্রকোনা সফর

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের সভাপতি জনাব নূরুল আমিন আজ বৃহস্পতিবার নেত্রকোনায় গমন করিবেন। জনাব আমিন আগামীকাল সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দান করিবেন বলিয়া পিডিপির এশতেহারে জানা গিয়াছে।

Pakistan Observer
2nd April, 1970
AL demands release of detenus
By A Staff Correspondent

The East Pakistan Awami League Working Committee which concluded its two day session in Dacca on Wednesday demanded immediate release of all political prisoners detained without trial and withdrawal of all cases pending against political workers, students and labourers instituted in connections with the countrywide movement, during the Ayub regime.

The working Committee also urged the Government to review the cases of conviction of students, political workers and labourers awarded by summary trials under Martial Law regulations and release them. It also called upon the government to try cases arising out of political reasons under the ordinary law of land.

The working Committee expressed grave concern at the situation arising out of continuous strike by the motor bus workers, and Health Assistants and urged the Government to bring to an end these strikers by conceding to the strikers just demands.

Dawn
2nd April, 1970
AL wants Sec. 25 of Legal Framework Order amended
From MAHBUBUL ALAM

DACCA, April 1: The East Pakistan Awami League has urged the President to effect appropriate amendments to the Legal Framework Order "to bring it in conformity with fundamental democratic principles."

The Working Committee of the East Pakistan Awami League, at the end of a two-day meeting today, released a resolution saying that the Legal Framework Order, 1970, contained certain provisions "which negate the fundamental democratic principles and render illusory the powers sought to be conferred on the elected representatives of the people by the other provisions of the Order."

The resolution in particular took exception to Sections 25 and 27 of the Order which lay down that the National Assembly shall stand dissolved if the President refuses authentication of the Constitution Bill and that any question of doubt as to the interpretation of any provision of the Order shall be resolved by the President and also that the National Assembly shall not have power to amend the Order.

The Working Committee, which met with the party chief Sheikh Mujibur Rahman in the chair, urged the President to effect necessary amendments to the Order "to avoid the grave situation that would result from frustrating the democratic aspirations of the people or flouting the supremacy of the people's will."

Declaring the Awami League was fully committed to its six-point and students' eleven-point programme, the resolution reaffirmed that it would continue its democratic struggle "with renewed vigour for the realisation of autonomy on the basis of the six-point and eleven-point programme, for which they would not consider any sacrifice too dear."

The resolution was of the opinion that Section 25 of the Legal Framework Order in particular "was not only contrary to but amounted to a complete negotiation of fundamental democratic principles and is an affront to the democratic sensibilities of the people and derogatory to the dignity and sovereignty of the National Assembly."

The Working Committee condemned "the dastardly attack" on the PPP leader, Mr. Z. A. Bhutto and expressed its deep sense of sorrow for those who lost their lives, and extended its sympathy for those who received injury as a result of the hooliganism. The Working Committee appealed for toleration from all concerned and for putting a stop to hooliganism against opponents in the interest of democracy.

In another resolution the Working Committee demanded immediate release of all political prisoners detained without trial and withdrawal of all pending cases against political workers, students and labourers, which originated in connection with the country-wide movement during the Ayub regime. The Committee also urged the Government to try cases arising out of political reasons, under the ordinary law of the land.

The Working Committee expressed its "grave concern" over the situation arising out of the continuous strikes by bus workers, secondary school teachers and health assistants.

The Working Committee urged the Government to bring an end to these strikes by conceding to their just demands, according to party Press release.

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা এপ্রিল ১৯৭০

৬-দফা পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করিবেঃ পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সম্মেলনে কামরুজ্জামানের বক্তৃতা

লাহোর, ৩০শে মার্চ।–গতকল্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান এখানে বলেন যে, ছয় দফা দেশের দুইটি অংশের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করিবে।

পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, তাহার দল পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছেদ কামনা করিবে, একথা কল্পনা করাও অসম্ভব। তাহাদের দলের কেহই বিচ্ছেদ চায় না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তাহার দলের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, দেশের একটি অংশের দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অপর অংশের জন্য ব্যয় করা উচিত নয়। তিনি বলেন যে, পাট হইতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করিতে হইবে।

কর সম্বন্ধে তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ কর পদ্ধতি অবলম্বন করা কেন্দ্রের উচিত নহে। তৎপরিবর্তে কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে কর আদায় করাই কেন্দ্রের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, ছয় দফার মধ্যে একটি সাধারণ মুদ্রা-ব্যবস্থা অথবা পৃথক পৃথক দুইটি মুদ্রা ব্যবস্থা এই দুইটির একটি ব্যবস্থা বাছিয়া লওয়ার প্রস্তাব রহিয়াছে। তিনি দেশরক্ষা সম্বন্ধে বলেন যে, নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও সরকারের উচিত আধা সামরিক গণবাহিনী গঠন করা, যাহাতে প্রত্যেক অঞ্চলই স্বতন্ত্রভাবে শত্রুপক্ষের প্রাথমিক হামলাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।

জনাব কামরুজ্জামান পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নের অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের প্রতি আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত তাহাদের সম্পূর্ণ মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে উচিত হইবে না বলিয়া তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তাহার মতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের শতকরা নব্বইভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী ২২টি পরিবার কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানে আনয়ন করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, তাহার দল সমাজতন্ত্র সমর্থন করে তবে উহা চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্র নহে, উহা হইতেছে ধর্মকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখিয়া আমাদের নিজস্ব বিশেষ অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ সমাজতন্ত্র।

জামাতে ইসলামী সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বলেন, এইদল যদি মনে করে যে একমাত্র জামাতে ইসলামী দলই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তবে উহা ভুল ধারণা লইয়াই বাস করিতেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের একচেটিয়া অধিকার তাহাদের নাই। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলও এই কর্তব্য সম্পাদনের পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ জহির উদ্দীন

আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা শেখ জহিরুদ্দিন বলেন, কোন কোন নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে ফ্যাসিষ্ট বলিয়া আখ্যা দিতেছেন। ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয়। শেখ মুজিব একজন খাঁটি গণতান্ত্রিক। তিনি জীবনের যে দশটি বৎসর পাকিস্তানের জেলখানায় কাটাইলেন এই সত্য দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায়ই পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন। সম্মেলনে আর আর যাহারা বক্তৃতা করেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন করাচীর জনাব খলিল তিরমিজী এবং লাহোরের জনাব বদরে মুনীর।

সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এক প্রস্তাবে পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ দাবী করে যে, দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ছয় দফার ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত। অপর এক প্রস্তাবে ফারাক্কা এবং কাশ্মীর বিতর্কের আশু সমাধান দাবী করা হয়। আরও একটি প্রস্তাবে লাহোরের অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা মালিক হামিদ সরফরাজের মুক্তি দাবী করা হয়। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা এপ্রিল ১৯৭০

৬-দফাই জাতির ম্যাগনাকার্টা : বিয়ানিবাজারে আবদুস সামাদের বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

বিয়ানিবাজার, ২৯শে মার্চ।–প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সামাদ গত শুক্রবার এখানে এক জনসভায় বলেন, জাতির এই সঙ্কটজনক সময় ৬-দফা সনদ জাতির 'ম্যাগনাকার্টা' (মুক্তি সনদ)। তিনি বলেন, সরকার জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছেন।

জনাব সামাদ অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া বলেন, আইয়ুবশাহী রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নস্যাৎ করিবার জন্য মরহুম সোহরাওয়ার্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

তিনি অভিযোগ করেন, এদেশের ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকরা মরহুম লিয়াকত আলী খানের হত্যার জন্য দায়ী। এমনকি শেখ মুজিবর রহমানকেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে তাহারাই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছিল।

আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিয়া বলেন, ৬-দফা তাহাদের স্বার্থ রক্ষার সনদ।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল আজিজ। আবদুল মোমেন, জমিরুদ্দীন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

Morning News

2nd April, 1970

AL Working Committee urges amendment to Legal Framework Order

(By Our Staff Reporter)

The East Pakistan Awami League yesterday regretted that the Legal Framework Order, 1970 announced by the President on March 28 contained certain provisions which were "contrary to the fundamental democratic principles and rendered illusory the powers sought to be conferred on the elected representatives of the people".

The two-day Working Committee meeting held under the presidentship of the party chief Sheikh Mujibur Rahman, expressed its reservations about section 25 and 27 of the Legal Framework Order, which relates to authentication procedure and interpretation.

The party urged the President to effect appropriate amendments to the Order to bring that in conformity with fundamental democratic principles in order to avoid the grave situation that would result from frustrating the democratic aspirations of the people.

The meeting through a resolution said that the Awami League stands for the establishment of a sovereign Constituent Assembly, directly elected by the people by adult franchise on the basis of population as the only body which could give the country a constitution which will provide to the people of Pakistan a durable basis for living together.

It said that the Awami League had always strived for democracy the first principle of which is that all issues of the society must be decided by the people as expressed by their directly elected representatives.

The meeting reaffirmed that it would continue its democratic struggle with renewed vigour for the realisation of autonomy on the basis of six-point and 11-point programmes. It said that the Awami League remained fully committed to an all out democratic struggle for the realisation of autonomy on the basis of six-point programme and 11-point programme.

STRIKES

The meeting viewed with concern the situation arising out of the continuous strike by the non-government secondary school teachers, motor bus workers and health assistants and urged the Government to bring to an end to these strikes to an end by conceding to the just demand of the striking bus workers, secondary school teachers and health assistants.

The meeting through another resolution appealed to the Government to release all political prisoners detained without trial and withdrawal of all pending cases against the political workers, students and labourers originated in connection with countrywide movement during Ayub regime. The meeting also appealed to the Government to review cases of conviction of students, political workers and labourers awarded by summary trial under Martial Law Regulations. It also urged the Government to hold trial of cases against persons arising out of political reasons under the Ordinary law of the land.

ATTACK ON BHUTTO

The meeting condemned the dastardly attack on Pakistan People's Party Chairman, Mr. Z. A. Bhutto, and recorded its deep sense of sorrow for those who lost their lives. The Working Committee appealed for toleration from all concerned to put an stop to hooliganism against political opponents in the interest of democracy.

সংবাদ

২রা এপ্রিল ১৯৭০

আওয়ামী লীগ কর্তৃক গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প

ঢাকা, ১লা এপ্রিল (এপিপি)।–পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির দুই দিনব্যাপী বৈঠক শেষে অদ্য গৃহীত এক প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ

করিয়া বলা হয় যে, আইনগত কাঠামো ১৯৭০-এতে কতিপয় বিধান রহিয়াছে–যাহা গণতান্ত্রিক মৌলনীতিসমূহের পরিপন্থী। এই সকল নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উক্ত আদেশের যথাযথ সংশোধন করার জন্য প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবে ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ের জন্য নব উদ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক বিলে স্বাক্ষরদান না করিলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হইয়া যাওয়া এবং আইনগত কাঠামো আদেশের কোন বিরান ব্যাখ্যা করার অধিকার কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত রাখা এবং জাতীয় পরিষদের উহা সংশোধনের কোন অধিকার না থাকা প্রভৃতি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়।

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় : যেহেতু আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের পক্ষে যাহার প্রথম নীতি হইল সমাজের সকল বিষয়ে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে তাহাদের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং যেহেতু গণতন্ত্রের প্রতি ইহার বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম গণপরিষদ গঠনের পক্ষপাতী কেবলমাত্র এইরূপ এক পরিষদ দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে সক্ষম–যাহা পাকিস্তানের জনগণের একত্রে বসবাসের দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তি হিসাবে কাজ করিবে।

যেহেতু দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গণতান্ত্রিক মৌল নীতিসমূহের প্রতি অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং যেহেতু প্রেসিডেন্ট গত ২৮শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে এই অঙ্গীকারের কথা পুনরায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং যেহেতু আইনগত কাঠামো ১৯৭০-এর কতিপয় বিধান গণতান্ত্রিক মৌলনীতিসমূহের পরিপন্থী বিশেষ করিয়া উহার ২৫ ধারা যাহাতে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক বিলে স্বাক্ষর দান–না করিলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হইয়া যাওয়ার বিধান, ২৭নং ধারা আদেশের কোন বিধান সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দিলে উহার ব্যাখ্যা দান বা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গ্রহণের (জাতীয় পরিষদ নহে) এবং জাতীয় পরিষদের উক্ত আদেশ সংশোধনের কোন ক্ষমতা থাকিবেনা এই মর্মে বিধান দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু

বিশেষ করিয়া ২৫ নং ধারা গণতান্ত্রিক মৌলনীতিসমূহের কেবল পরিপন্থীই নয় উহাকে অস্বীকার জনগণের গণতান্ত্রিক বিবেককে প্রকাশ্য অবমাননা করার শামিল এবং জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার হানিকর এবং যেহেতু এই সকল বিধান উক্ত আদেশের অন্যান্য ধারার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ এবং জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে কার্যত এক অমূলক প্রতিপন্ন করিয়াছে; এবং যেহেতু উপরোক্ত পরিস্থিতিতে মৌলনীতিসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আইনগত কাঠামো আদেশটি সংশোধন করা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ হইয়া গেলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এই সব কিছু সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করা একান্ত অপরিহার্য হইয়া দেখা দেওয়ায়। এবং যেহেতু আওয়ামী লীগ ও ছয়দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেহেতু অত্র সভা–

(ক) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি আইনগত কাঠামো আদেশ ১৯৭০-এর কতিপয় বিধান বিশেষ করিয়া ২৫নং ও ২৭নং ধারা যাহা গণতান্ত্রিক মৌলনীতির পরিপন্থী এবং আদেশের অন্যান্য ধারা জনগণের নির্ধারিত প্রতিনিধিদের প্রদত্ত ক্ষমতাকে খর্বকারী বিধান রহিয়াছে তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

(খ) জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খা নষ্ট হইয়া গেলে এবং জনমতের শ্রেষ্ঠত্বকে অবজ্ঞা করিলে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে উহা এড়াইবার জন্য গণতান্ত্রিক মৌলনীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আইনগত কাঠামোর যথাযথ সংশোধন করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান যাইতেছে।

(গ) ছয়দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য নব উদ্দ্যমে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্পের কথা আওয়ামী লীগ পুনরায় ঘোষণা করিতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনে কোন ত্যাগই বড় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

দৈনিক পয়গাম

২রা এপ্রিল ১৯৭০

আইনগত কাঠামো সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ক্ষোভ প্রকাশ:
৬ ও ১১ দফার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা

ঢাকা, ১লা এপ্রিল।–১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশের মধ্যে গণতন্ত্রের মূল নীতি বিরোধী কিছু ধারা সংযোজিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ

কার্যকরী সংসদের সভায় অদ্য দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং গণতন্ত্রের মূলনীতির ভিত্তিতে ঐসব ধারার যথাযথ সংশোধন করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট আবেদন জানানো হয়।

পার্টি প্রধান শেখ মুজিবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সংসদের দুই দিন সম্মেলন অদ্য ৫ ঘণ্টা চলার পর সমাপ্ত হয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে পার্টির দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়া ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য কাজ চালাইয়া যাইবেন বলিয়া পার্টির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ধারা সমূহ বিশেষতঃ শাসনতন্ত্রের প্রতি প্রেসিডেন্ট স্বীকৃতি না দিলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হইয়া যাওয়া এবং প্রেসিডেন্ট ব্যতীত ঐ কাঠামো সংশোধন করার ব্যাপারে জাতীয় পরিষদের কোন ক্ষমতা না থাকা প্রভৃতি ধারা ধারা গুলি সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, তাঁহাদের পার্টি প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এমন এক সার্বভৌম পার্লামেন্টের জন্যই সর্বদা সংগ্রাম করিয়াছে যাহা পাকিস্তানের জনসাধারণকে একত্রে বসবাসের উপযোগী একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র দিতে পারে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল নীতির ভিত্তিতে আইনগত কাঠামো সংশোধনের আশু প্রয়োজনীয়তা এবং জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইলে যে গুরুতর পরিস্থিতি উদ্ভব হইবে তাহা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করা প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটিকে গৃহীত আইনগত গৃহীত আইনগত কাঠামো সম্পর্কিত প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:

এই সভায় প্রস্তাব করা হইতেছে যে:

(ক) ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশটিতে কয়েকটি ধারা বিশেষত: উহার ২৫নং ও ২৭ নং সেকশনগুলি গণতান্ত্রিক মূলনীতি সমূহ নস্যাৎ করে এবং উহার অন্যান্য ধারার মারফত নির্বাচনী জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাটি অর্থহীন হইয়া পড়ায় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

(২) এই কাঠামোতে গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য প্রেসিডেন্টের আবেদন জানাইয়া বলা হয় যে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা ব্যর্থ হইলে অথবা জনমতের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করা হইলে দেশে যে গুরুতর পরিস্থিতি উদ্ভব হইবে তাহা ঠেকাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

(গ) ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন আদায় করার জন্য নতুন উদ্যমে কাজ চালাইবার সংকল্প ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে, ইহার জন্য যে কোন আত্মত্যাগ আওয়ামী লীগের নিকট মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তিনি বলেন, মার্কিন পরিকল্পনায় কোন কোটা, সিলি, লাইসেন্সিং পদ্ধতি বা অন্য কোন জটিল ব্যবস্থা থাকিবে না এই ধরনের ব্যবস্থা বিশ্ববাণিজ্য সহজীকরণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র উন্নতিশীল দেশসমূহের বিশেষ অবস্থা এবং তাহাদের অতিরিক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তবে তিনি কমিটিকে বলেন যে, সীমাহীন আমদানীর উপর হইতে সম্পূর্ণ শুল্ক বিলোপ অপেক্ষা অধিক উদার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যদের নিকট হইতে পরামর্শ আহ্বান করেন। –এপিপি

আজাদ

৩রা এপ্রিল ১৯৭০

ভৈরবের জনসভায় শেখ মুজিব:
গণপরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দানের আহ্বান

ভৈরব, ৩রা এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য গণপরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দানের আহ্বান জানান। গতকল্য অপরাহ্নে এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনের জন্য গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আইনগত কাঠামো নির্দেশ সংশোধনের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি খুশি হইয়াছি। তবে আইনগত কাঠামো নির্দেশ এমন কতিপয় ধারা সংযোজিত করা হইয়াছে, যাহা গণতন্ত্রে নীতির পরিপন্থী।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের বারো কোটি মানুষের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র যদি প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে পরিষদ বাতেল হইয়া যাইবে বলিয়া আইনগত কাঠামোতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী।

তিনি বলেন যে, অনুমোদনের প্রশ্নটি জনগণের প্রতিনিধিদের নিকটই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ

শাসনতন্ত্রে বিনা অনুমতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ হস্তান্তর করার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

শহীদ দিবসে হিন্দু দেবীদের পূজা করার অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তিনি বলেন যে, নওয়াবজাদা যখন পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন সেই সময় জনাব নূরুল আমীন, জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব ফরিদ আহমদ ও জনাব মাহমুদ আলী প্রমুখ পূর্ব পাকিস্তানী পিডিপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই।

জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তাহার দল অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে। জনসভায় জনাব আবদুল মোমিন, জনাব আবদুস সামাদ, জনাব জিল্লুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ঢাকা হইতে শেখ মুজিব সদলবলে ভৈরব আসিয়া পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শেখ মুজিব পথিমধ্যে পুবাইল, নরসিংদী, ঘোড়াশাল, আড়িখোলা, আমির গঞ্জ, খানবাড়ী, মেথিকান্দা ও দওলত কান্দাতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। –এপিপি

Dawn

3rd April, 1970

Awami League call for sovereign Consembly: Working Committee resolution

DACCA, April. 2: The Working Committee of the East Pakistan Awami League yesterday said that the Legal Framework Order contained certain provisions contrary to fundamental democratic principles, and called for appropriate amendments in it.

The Working Committee ended its two-day session yesterday under the chairmanship of party chief Sheikh Mujibur Rahman.

The East Pakistan Awami League resolution said: "The President be urged to effect appropriate amendments to the order to bring it in conformity with fundamental democratic principles, in order to avoid the grave situation that would result from frustrating the democratic aspirations of the people or flouting the supremacy of the people's will."

The Working Committee in its resolutions said that the Awami League had always stood for democracy and for the establishment of a sovereign Constituent Assembly elected by the people by adult franchise on the basis of population.

The resolution said: "Whereas the Awami League has always stood for democracy, the first principle of which is that all issues of society are decided by the will of the people, as expressed by their directly elected representatives."

"And whereas in conformity with its belief in democracy, the Awami League has stood for the establishment of a sovereign Constituent Assembly, directly elect by the people by adult franchise on the basis of population, as the only body which can give the country a constitution, which will provide to the people of Pakistan a durable basis of living together."

"And whereas the President of Pakistan had declared his commitment to fundamental democratic principles by pledging to provide for establishment of a body of people's representatives directly elected by adult franchise on the basis of population for the purpose of giving a Constitution to the country."

"And whereas the legal Framework Order, 1970 contains certain provisions which are contrary to fundamental democratic principles including in particular Sec. 25 which provides that if the President refuses to authenticate the Constitution Bill the National Assembly shall stand dissolved and Sec. 27 which provides that any question of doubts as to interpretation of any provision of the order shall be resolved by the President (and not the assembly) and that the National Assembly shall not have power to amend the order itself."

"And whereas sec. 25 in particular is not only contrary to but amounts to a negation of fundamental democratic principles and is an affront to the democratic sensibilities of the people and derogatory to the dignity and sovereignty of the National Assembly."

"And whereas such provisions in effect render illusory the authority of the National-Assembly and the powers sought to be conferred on the people's elected representatives by the other provisions of the order."

"And whereas in the circumstances the imperative necessity of effecting appropriate amendments to the Legal Framework Order in order to bring it into conformity with fundamental democratic principles should be conveyed to the President as also the grave situation which would be created if the democratic aspiration of the people are frustrated."

"And whereas the Awami League remains fully committed to an all out democratic struggle for the realisation of autonomy on the basis of the Six-Point programme and the 11-Point programme."

It is hereby resolved that: "(a) the Working Committee of the Awami League strongly deplores that the Legal Framework Order, 1970 contains certain provisions, in particular Secs. 25 and 27 which negate fundamental democratic principles and render illusory the powers sought to be conferred on the elected representatives of the people by the other provisions of the order."

"(b) The President of Pakistan be urged to effect appropriate amendments to order to bring it into conformity with fundamental democratic principles in order to avoid the grave situation that would result from frustrating the democratic aspirations of the people or flouting the supremacy of the people's will."

"(c) The Awami League reaffirms that it will continue its democratic struggle with renewed vigour for the realisation of autonomy on the basis of the Six-Point programme and the 11-Point programme for which purpose no sacrifices will be deemed too dear". –APP

Pakistan Observer

4th April, 1970

Mujib calls for making NA sovereign

BHAIRAB (Mymensingh), Apr. 2: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Chief, yesterday called for making the Constituent Assembly a sovereign body, reports APP.

Addressing a public meeting here yesterday afternoon the Awami League Chief urged President Yahya Khan to amend the Legal Framework Order to ensure the sovereignty of the Constituent Assembly in order to show respect to the opinion of the elected representatives of the people.

Sheikh Mujib was happy at the gesture of the President for his announcement of the date of election. But regretted that certain provisions in the Legal Framework Order have negated the principles of democracy.

He said that if the President refused to authenticate the constitution framed by the representatives of 12 crores people of Pakistan, the assembly would stand dissolved. "This is against the principles of democracy", he said. He said the question of authentication should be left to the people’s representatives.

The Awami League Chief said that the future constitution of the country must ensure that the wealth of East Pakistan could not be transferred except with the permission of this province. This, he

said, was necessary in view of the injustice done to East Pakistan in the past.

He said that all regions must enjoy the wealth earned by them. The Awami League Chief said that his party wanted regional autonomy on the basis of six point programme to do away with injustices that had been done to East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman said that his six point programme had unnurved the vested interests who went all out against it only to mislead the people. He said that politicians like Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan and Khan Abdul Qayyum Khan who never opened their mouth against the exploitation of the people of this province by the vested interests were now criticising the six point programme.

Sheikh Mujibur Rahman also blamed some political leaders of East Pakistan who were responsible for the "sorrows" of this province. Referring to Nawabzada Nasrullah Khan's allegation against the Muslim students of East Pakistan that they worshipped a Hindu goddess on the Shaheed Day, Sheikh Mujib said this was a lie. He said Nawabzada Nasrullah has no right to insult the people of East Pakistan.

He said that he was surprised to know that when the Nawabzada made this remark against the people of East Pakistan, East Pakistani PDP leaders Mr. Nurul Amin, Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Farid Ahmed and Mr. Mahmud Ali were present and they did not dare to protest.

Addressing the meeting Sayed Nazrul Islam, Vice-President, provincial Awami League said that his party has been consistently fighting for the restoration of democracy.

He said that Awami League would continue its struggle till the realisation of regional autonomy and establishing a society free from exploitation. Mr. Abdul Momen, Publicity Secretary said that his party was born through struggle for the realisation of people's rights. He said that his party has always fought for the cause of the people and would never betray them. Mr. Abdus Samand and Mr. Zillur Rahman Awami League leaders also spoke at the meeting. Earlier, the Awami League Chief was given a rousing welcome at various points of his journey from Dacca to Bhairab.

The Awami League chief came out of his railway compartment at a number of places to acknowledge the greetings of large crowds. He also addressed briefly meetings at Pubail, Narsingdi, Ghorasal, Arikhola, Amirganj, Khanabari, Methikanda and Daulakandi.

Dawn
4th April, 1970

Mujib demands CA as sovereign body
Regional autonomy on basis of 6 point urged

BHAIRAB, (Mymensingh) April 3: Sheikh Mujibur Rehman, Awami League chief, yesterday called for making the Constituent Assembly a sovereign body.

Addressing a huge public meeting here yesterday afternoon the Awami League chief urged President Yahya Khan to amend the Legal Framework Order to ensure the sovereignty of the Constituent Assembly in order to show respect to the opinion of the elected representatives of the people.

Sheikh Mujib was happy at the gesture of the President for his announcement of the date of election. But regretted that certain provisions in the Legal Frame work Order have negated the principles of democracy.

He said that if the President refused to authenticate, the constitution framed by the representatives of 12 crore people of Pakistan, the Assembly would stand dissolved "This is against the principles of democracy", he said.

He said the question of authentication should be left to the people's representatives.

The Awami League chief said that the future constitution of the country must ensure that the wealth of East Pakistan would not be transferred except with the permission of this province. This, he said, was necessary in view of the un-justices done to East Pakistan in the past. He said all regions must enjoy the wealth earned by them.

The Awami League chief said that his party wanted regional autonomy on the basis of the six-point programme to do away with injustices that had been done to East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rehman said that his six-point programme had unnerved the vested interests who went all out against it only to mislead the people.

He said that politicians like Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan and Khan Abdul Qayyum Khan, who never opened their mouth against the exploitation of the people of this Province by the vested interests were now criticising the six-point programme.

He said that these leaders had never pointed out during the Ayub regime that East Pakistan did not get her due share in various spheres.

Sheikh Mujibur Rahman also blamed some political leaders of East Pakistan who were responsible for the "sorrows" of this Province.–APP

PPI adds: Presided over by Alhaj Alauddin Sarkar, President of the Kishoreganj Sub-divisional Awami League, the meeting was also addressed by Mr. Sirajul Huq, Mr. Rafiquddin Bhuiyan, Mr. Abdus Samad and Syed Nazrul Islam, Vice-President of the East Pakistan Awami League.

Narrating the history of Pakistan of the last two decades, Sheikh Mujibur Rahman said that it was a history of betrayal and exploitation, corruptions, injustices and tyranny, suppression and oppression.

Amidst thunderous clapping, Sheikh Mujib declared that he would prefer to die in Jail than to betray the cause of the Bengalees and added that there was no power on earth which could stop him without realising provincial autonomy on the basis of the six-point programme of his party.

Reiterating his call to the commoners of West Pakistan he said that this was the last chance to annihilate the exploiters and the Jagirdars. People of East Pakistan would stand by them as a solid rock in this struggle against the exploiters, he assured.

Sheikh Mujib declared again that his struggle was directed against the exploiters and not against the people of West Pakistan who he observed, had also been suffering for the last two decades.

He said: "I want my share and full justice but I never want to exploit your share", and added: "I want to live as a citizen of Pakistan and not as a subject in a colony".

He declared that the people of Bangla Desh had awakened and they would not allow any further exploitation of their wealth. They had sacrificed a lot and would not hesitate to sacrifice more if necessary to resist the exploiters, he said.

Listing the instances of disparity between the two Wings of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman asked Maulana Maudoodi and Nawabzada Nasrullah Khan to immediately refund the share-money of Bangla Desh. He was much critical of Mr. Nurul Amin, Maulana Maudoodi and the Nawabzada and cautioned the people that they had been working as agents of the exploiters. He said some political leaders and parasites of the Bangla Desh have joined hands to perpetual exploitation here.

He called upon people to be vigilant against the heinous and nefarious designs of "the betrayers" and also to "annihilate them

from the soil of Bengal of October 5". He stressed on people's responsibilities towards uprooting these "Mir Jafars" so that a society free from exploitation could be formed in Pakistan.

Turning to the question of land revenue he said Awami League would exempt land revenues up to five Bighas.

These exemptions would incur a loss of Rs. 3 to 4 crore. But he added by abolishing the system of "tax holiday" I would earn a net income of about 16 crore of rupees.

He said that Awami League would nationalise the jute trade and banks and insurances for the greater interests of the people.

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭০

ভৈরবের জনসমাবেশে শেখ মুজিব:

বারো কোটি মানুষের নির্বাচিত পরিষদকে সার্বভৌম ঘোষণার ব্যবস্থা করুন:

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ভৈরব, ২রা এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো সংক্রান্ত আদেশে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুমোদনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের স্বাধিকারের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান।

অদ্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হইতে ৫৩ মাইল দূরে ভৈরবের বিশাল জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শাসনতান্ত্রিক কাঠামো আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দেশের ১২ কোটি মানুষের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদকে সার্বভৌম ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশ আজ গণতন্ত্রের জন্য উন্মুখ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও দেশকে গণতন্ত্রে উত্তরণে প্রয়াসী। এমতাবস্থায় দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের রায় লইয়া দেশের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নে উহা অনুমোদন না করা কোনক্রমেই গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত হইতে পারে না। পরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ার কারণে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে তদ্বারা দেশের আপামর মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইবে বলিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান অভিমত প্রকাশ করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ আলাউদ্দিন সরকার সভায় সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব এম এ সামাদ, ময়মনসিংহ জেলা

আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব সিরাজুল হক প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কতিপয় তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান পিডিপি নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও মওলানা মওদুদীকে পূর্ববাংলা হইতে যে টাকা নেওয়া হইয়াছে উহা ফেরত দেওয়ার দাবী করেন।

শেখ মুজিবর রহমান পিডিপি নেতা জনাব নুরুল আমীন, মওলানা মওদুদী ও নবাবজাদা নসরুল্লাহ সম্পর্কে জনাধারণকে সতর্ক করিয়া তাহাদের তিনি শোষক শ্রেণীর এজেন্ট বলিয়া অভিহিত করেন।

শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন, বাংলা দেশেরই কিছুসংখ্যক মীর জাফর অতীতে গভর্নরগিরি, মন্ত্রিত্ব ও গদির লোভের শোষক শ্রেণীর নিকট এদেশের স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান জনসাধারণকে এই সব যড়যন্ত্রকারী সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে এবং আগামী ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে বাংলার বিশ্বাসঘাতক ও মীর্জাফরদের মূলোচ্ছেদ করিতে আবেদন জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উল্লেখ করিয়া বলেন তাহারাও পূর্ব বাংলার দরিদ্র জনগণের মত শোষক শ্রেণী ও জোয়ারদারদের হাতে শোষিত হইতেছেন। তিনি আগামী নির্বাচনে এই সকল জোয়ারদার ও শোষকদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম নয়, তাহাদের সংগ্রাম শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও ঘোষণা করেন, আমরা (বাঙ্গালীরা) স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই, আর উপনিবেশ হিসাবে থাকিতে চাই না। শেখ মুজিব জানান, বাংলা দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের আর শোষণ করা চলিবে না।

তিনি আরও জানান, তিনি যৌবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটাইয়াছেন। বাংলা দেশের স্বার্থোদ্ধারের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পাকিস্তানের গত ২২ বৎসরের ইতিহাস হইল বঞ্চনা, শোষণ, স্বৈরাচারী, দুর্নীতি ও অবিচারের ইতিহাস। বিপুল জনসমুদ্রের তুমুল করতালির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, এদেশের মাটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে তিনি শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। স্বীয় দলের ভূমি রাজস্ব নীতির প্রশ্নে তিনি ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করিলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিককে ভূমি রাজস্ব হইতে রেহাই দিবে।

দলীয় প্রধান দলের নীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, এইভাবে রাজস্ব মওকুফ করার ফলে ৩ হইতে ৪ কোটি টাকা ক্ষতি হইতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, খাজনা মওকুফ করা হইলেও জমির মালিকানা নষ্ট হইবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (শনিবার) সকালে মোটরযোগে ঢাকা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওয়ানা হইবেন। আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। আজ রাত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অবস্থানের পর শেখ সাহেব সদলবলে আগামীকাল (রবিবার) সকালে মোটরযোগে হবিগঞ্জ রওয়ানা হইবেন। রবিবার তিনি হবিগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। রবিবার রাত হবিগঞ্জে অবস্থানের পর আগামী সোমবার তিনি মোটরযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

এই সফরকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব এম এ সামাদ শেখ সাহেবের সঙ্গে থাকিবেন। খোন্দকার মোশতাক আহমদ গতকালই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন।

Morning News

4th April, 1970

Mujib urges sovereign CA

BHAIRAB BAZAR, April 3, (PPI): Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Pakistan Awami League yesterday called upon President Yahya to declare the proposed constituent assembly as sovereign by effecting necessary amendments to the legal framework order of 1970.

Addressing a public meeting at the Bhairab Bazar play ground here yesterday afternoon, the Awami League Chief said that the proposed constitution would be framed by the elected representatives of the 12 core people of Pakistan and it must not be dishonoured by any single individual he added.

He said if that was done, it would be anti-democratic and an insult to the people's representatives and the nation as a whole.

He observed that the question of authentication of the constitution would be nominal and natural as in other democratic countries.

Presided over by Al-Haj Alauddin Sarkar, President of the Kishoreganj Sub-divisional Awami League, the meeting was also addressed by Mr. Sirajul Huq, Mr. Rafiquddin Bhuiyah, General Secretary of Mymensingh District Awami League, Mr. Abdus Samad and Syed Nazrul Islam, Vice-President of the East Pakistan Awami League.

Narrating the history of Pakistan of the last two decades, Sheikh Mujibur Rahman said that it was a history of betrayal and exploitation, corruptions injustices and tyranny, suppression and oppression.

Amidst thunderous clapping, the Sheikh declared that he would prefer to die in jail than to betray the cause of the Bengalis and added that there was no power on earth which could stop him without realising provincial autonomy on the basis of the six-point programme of his party.

Reiterating his call to the commoners of West Pakistan be said that this was the last chance to completely annihilate the exploiters and the jagirdars. He assured them that the people of Bangladesh would stand by them like a solid rock in the fraternal struggle against the exploiters and the jagirdars.

The Sheikh declared here again that his struggle was directed against the exploiters and not against the people of West Pakistan who, he observed, had also been suffering at the inhuman hands for the last two decades.

He said, "I want my share and full justice but I never want to exploit your share". He said, "I want to live as a citizen of Pakistan and not as a subject in a colony." He declared that the people of Bangladesh had awaken and they would not allow any further exploitation of their wealth. They had sacrificed a lot and would not hesitate to sacrifice more if necessary to resist the exploiters, he added.

While listing the glaring Instances of disparity between the two wings of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman asked, Maulana Maudoodi and Nawabzada Nasrullah Khan to immediately refund the share-money of Bangla Desh.

He was much critical of Nurul Amin, Maulana Maudoodi and the Nawabzada and cautioned the people that they had been working as agents of the exploiters. He said that the political Mir Jafar and parasites of the Bangla Desh had joined hands with them to perpetuate exploitation here.

He called upon the people of Bengal to be on constant watch against the heinous and nefarious designs of these traitors and also to completely annihilate them from the soil of Bengal on October 5. He reminded the people of their duties and responsibilities towards uprooting these Mir Jafars so that a society free from exploitation could be formed in Pakistan.

1970

Morning News

4th April, 1970

Six Points to end disparity, says Mizan

(From Our Correspondent)

COMILLA, April 3: Addressing a public meeting on Tuesday evening at Mudafarganj High School premises, about 22 miles away from here, the Organising Secretary of the Awami League Mr. Mizanur Rahman Choudhury, said the Six-Point Programme of Awami League ensured end of all disparities and economic injustices which during the last 22 years feebled common men of the country. East Pakistan during the last 22 years suffered heavily in all respects and did not get a fair deal he said.

The Six-Point Programme of the Awami League, an outcome of economic disparity and injustices to East Pakistan, was chalked out after surveying various conditions of the people of East Pakistan he said. Only interested persons, capitalists and their agents were opposing the Programme, he added. The Awami League determine to continue the struggle for complete success of the programme which took birth to change the fate of millions of suffering people of East Pakistan. A section of people who were opposing the programme were unnerved as it hit vested interests, capitalists and big industrialists who were exploiting common men, he said. He criticised a section of ulema carrying malicious propaganda against the Awami League and the Six-Point Programme. He appealed to ulema not to mislead and misguide the people in the name of religion. He said the Awami League was determined to uproot all the evils and improve the lot of the people, specially agriculturists common men, workers, teachers and ill-fed people of the country.

He further said that people were alive to the situation and cheap slogans won't deter them from their struggle in realising their legitimate claims and demands of which they have been deprived for the last 22 years. He appealed to all to vote for the Awami League nominee in the coming elections and make the Six Point Programme a complete success, which would alone solve divergent problems and redress all grievances of the people of East Pakistan.

Quazi Zahirul Qayum, a prominent Awami League leader who presided over the meeting in his presidential speech cautioned the people against the misleading propaganda of a section of leaders who never thought of the well-being of the people of East Pakistan; rather they in the name of Islam, were deceiving and exploiting the people. The Awami League if it goes to power, will definitely give Islamic constitution based on the doctrines of the Holy Quran and the Sunnah only Islamic constitution would solve all the problems now faced by the people he said.

পূর্বদেশ

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭০

ভৈরব বাজারের জনসভায় শেখ মুজিবঃ

'ব্যক্তি বিশেষ জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব অবমাননা করতে পারেন না'

ভৈরব বাজার, ৩রা এপ্রিল (পিপিআই)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, দেশের বারো কোটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র রচনা করবেন এবং তা কোনমতেই কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উপেক্ষিত হবে না। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা তা যদি উপেক্ষিত হয় তাহলে তা হবে গণতন্ত্র-বিরোধী এবং গণ-প্রতিনিধি তথা গোটা জাতির পক্ষে অপমানকর।

শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো নির্দেশের সংশোধন করে প্রস্তাবিত গণ-পরিষদকে সার্বভৌম ঘোষণার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল ভৈরব বাজার খেলার মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহে যেমনটি হয়ে থাকে তেমনি সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবেই শাসনতন্ত্রের অনুমোদন হবে।

পাকিস্তানের বিগত দু'টি দশকের ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন–পাকিস্তানের গত বিশ বছরের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি, অবিচার ও অনাচারের ঘটনায় দেশের বিগত দু'টি দশকের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাঙালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা কারাবরণ তার কাছে ঢের ভালো। তিনি বলেন, তাঁর দলের ছয়-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁকে সরাতে পারবে না।

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের একজন নাগরিক হিসাবেই আমি বাঁচতে চাই, কোন উপনিবেশের একজন প্রজা হিসেবে নয়।' তিনি বলেন, বাঙলা দেশের মানুষ আজ জেগেছে এবং তারা আর কোন অবস্থাতেই তাদের সম্পদকে তস্করদের দ্বারা লুণ্ঠিত হতে দেবে না। প্রয়োজন হলে, শোষকদের প্রতিহত করার জন্যে যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে তারা কুণ্ঠিত হবে না।

নেতৃবর্গের সমালোচনা

শেখ মুজিবর রহমান দেশের উভয় অংশের মধ্যে বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা মওদুদী ও নবাবজাদা নসরুল্লা খানের প্রতি বাঙলা দেশের প্রাপ্য হিস্যার অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার আহবান জানান।

পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমিন, জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা মওদুদী ও নবাবজাদা নসরুল্লা খানের তীব্র সমালোচনা করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'এই সব ব্যক্তি শোষক ও তস্করদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।'

তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতক ও বাঙলা দেশের পরগাছারা এখানে শোষণ চালানোর জন্যে শোষকদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭০

ভৈরবের জনসভায় শেখ মুজিব: গণপরিষদকে সার্বভৌম ঘোষণার দাবী

ভৈরব, (মোমেনশাহী) ৩রা এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য গণপরিষদকে সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করার দাবী জানাইয়াছেন।

গতকল্য অপরাহ্নে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের

উদ্দেশ্যে গণপরিষদকে সার্বভৌম ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আইনগত কাঠামো সংশোধনের আহ্বান জানান।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করেন তবে আইনগত কাঠামোতে গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকার দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট সম্মতি না দিলে গণপরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে–ইহা গণতন্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ।

তিনি বলেন, অনুমোদনের ভার গণপ্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রদেশের অনুমতি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাইবেনা আগামী শাসনতন্ত্রে অবশ্যই ইহার নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে।

তিনি বলেন, অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে বেইনসাফ করা হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, সকল অঞ্চলকেই উহার স্ব স্ব সম্পদ ভোগ করিতে দিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অতীতে যে অবিচার করা হইয়াছে উহা দূর করিবার জন্য তাহার পার্টি ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে।

শেখ মুজিব বলেন তাহার ছয় দফা কর্মসূচী কায়েমী স্বার্থবাদীদিগকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে তাহারা সকলে একযোগে জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে শুরু করিয়াছে।

তিনি বলেন, মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও খান আবদুল কাইয়ুম খানের মতো যে সকল নেতা এ প্রদেশের জনগণ শোষণের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই তাহারাই আজ ছয় দফার সমালোচনা সমালোচনা শুরু করিয়াছে। তিনি বলেন, আইয়ুবের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার ন্যায্য অংশ পায় নাই একথা তাহারা কোনদিনই উল্লেখ করে নাই।

শেখ মুজিবর রহমান এই প্রদেশের দুর্গতির জন্য এখানকার কতিপয় নেতাকেও দায়ী করেন।

শহীদ দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ছাত্ররা হিন্দু দেবীর পূজা করিয়াছে মর্মে নসরুল্লাহ খানের অভিযোগকে শেখ মুজিব মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রদেশের জনগণকে অপমান করার কোন অধিকার নসরুল্লাহ খানের নাই।

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা জনাব নুরুল আমিন, জনাব আবদুল সালাম খান জনাব ফরিদ আহমদ, জনাব মাহমুদ আলীর উপস্থিতিতে নসরুল্লাহ খান উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন কিন্তু এ সকল নেতা উহার প্রতিবাদ করেন নাই। –এপিপি

Dawn

5th April, 1970

Capital won't go without Government permission: Investment climate better in E. Wing says Mujib

BRAHMANBARIA, April 4: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rehman, said here today the people would not allow the transfer of even a single penny from Bangla Desh without the prior permission of the Provincial Government.

Addressing a huge public meeting at the Republic Square this afternoon, Sheikh Sahib took exception to the reported remark of the Pakistan Finance Minister on the flight of capital from East Pakistan to West Pakistan and said that the investment climate in this Wing was better than any other part of West Pakistan. Industrial establishments in West Pakistan were demolished, burnt down and destroyed, creating a perpetual sense of insecurity he said, and emphasised that nothing of that sort had happened in East Pakistan.

He urged the President, who is now in East Pakistan, to make the account of refugee tax public. He was of the opinion that the refugees tax collected from this Wing alone during the last 22 years could well rehabilitate thousands of helpless refugees.

Sheikh Sahib urged the authorities concerned to reconsider the Enemy Property Act, keeping in view the interest of the minority community of the country. He said that members of the minority community had equal rights in the country with those of the majority.

SOVEREIGN BODY

He called upon the President to declare the proposed Constituent Assembly a sovereign body by effecting amendments to the Legal Framework Order of 1970. He said that the elected representatives of the people who would frame the constitution must have the final say in national affairs.

Touching on the deplorable condition of the people of Bangla Desh, he said that the salvation of the people of this Wing lay in

the implementation of his six-point programme. He assured the huge meeting that his party would consider no sacrifice too great to realise the provincial autonomy on the basis of his six-point programme.

He reminded the people that the coming elections were the last chance to end all miseries of the people of Bangla Desh and said that if they made mistakes in electing the right type of people the future of Bangla Desh would go for ever, spelling an endless suffering to the Bengalis. Amidst thunderous applause he declared that he would prefer death to surrender the legitimate rights of the people of this Wing. He had suffered jail terms and tortures in the past for voicing the legitimate grievances of Bangla Desh and he would not hesitate to sacrifice the last drop of his blood for the cause of Bangla Desh.

INTER-WING DISPARITY

Quoting statistics, he showed how disparity between the two Wings grew during the last 23 years. He said that out of a total allocation of Rs. 3, 200 crores only Rs. 2303 crores came to the share of East Pakistan and that out of the total foreign loan and aid, which amounted to Rs. 2.000 only, Rs. 500 crore came to Bangla Desh. In this context, he said that while millions of rupees were spent towards the construction of Mangla and Tarbela dams the implementation of the flood control projects of this Wing was kept in abeyance on what he called the flimsy plea of shortage of funds.

The Awami League chief renewed his pledge that his party, if voted to power, would exempt land revenue of an area upto 25 bighas of land. Refutting the criticism against this proposal, he said that a loss of Rs. 6,00,00,000 by way of revenue exemption would be well made up by abolishing the tax holiday, now being enjoyed by big industrialists. He calculated that by doing away with the practice of tax holiday for the industrialists the Government would earn Rs. 16,00,00,000.

In the course of his speech Sheikh Mujibur Rahman bitterly criticised Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan and Mr. Nurul Amin for their anti-people role in the past, and said it was an irony of fate that these very people were now claiming themselves as the champion of democracy. Where were these leaders when the people were deprived of their rights and their leaders were put behind the bar and tortured? he asked. He said that they were now in the fields for selfish ends. He was confident that the people would reject these self-styled leaders.

Sheikh Mujibur Rahman reiterated that he had nothing but love for the common man of West Pakistan who suffered equally with their East Pakistani brethren. He said the people of the Punjab, Baluchistan, and Sind and the Frontier would be united to make our country "a sonar Pakistan".–PPI

Morning News
5th April, 1970

Mujib opposes transfer of single penny from province

BRAHMANBARIA, April 4, (PPI): The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that the people would not allow the transfer of even a single penny from Bangladesh without the prior permission of the Provincial Government.

Addressing a huge public meeting at the Republic Square this afternoon, Sheikh Shahib took exception to the reported remark of the Pakistan Finance Ministers on the flight of capital from East Pakistan to West Pakistan and said that investment climate in this wing was better than any other parts of West Pakistan. Industrial establishments in West Pakistan were demolished, burnt down and destroyed creating a perpetual sense of insecurity, he said and emphasised that nothing of that sort had happened in East Pakistan.

He urged the President who is now in East Pakistan to make the account of Refugee Tax public. He was of opinion that the Refugee Tax collected from this wing alone during the last 22 years could well rehabilitate the thousands of helpless refugees who were uprooted from their hearths and homes in Assam, West Bengal and Tripura.

Sheikh Shahib urged upon the authorities concerned to reconsider the Enemy Property Act keeping in view the interest of the minority community of the country. He said that members of minority community have equal rights in the country with those of the majority.

He called upon the President to declare the proposed constituent assembly a sovereign body by effecting amendments to the Legal Framework Order of 1970. He said that the elected representatives of the people who would frame the constitution must have the final say in national affairs.

Touching on the deplorable condition of the people of Bangladesh he said that the salvation of the people of this wing lay in the implementation of his Six-Point Programme. He assured the

huge meeting that his party would consider no sacrifice too great to realise the provincial autonomy on the basis of his Six-Point Programme.

LAST CHANCE

He reminded the people that the coming elections were last chance to end all miseries of the people and said that if they made mistakes in electing right type of people, the future of Bangladesh would doom forever spelling an endless suffering to the Bengalees. Amidst thunderous applause he declared that he would prefer death to surrendering the legitimate rights of the people of this wing.

He had suffered jails and tortures in the past for voicing the legitimate grievances of Bangladesh and that he would not hesitate to sacrifice the last drop of his blood for the cause of Bangladesh.

STATISTICS

Quoting statistics, he showed how disparity between the two wings grew during the last 23 years and said that out of total allocation of Rs. 3, 200 cores only Rs. 303 cores came to the share of East Pakistan and that out of the total foreign loan and aid which amounted to Rs. 2, 000 cores only Rs, 500 cores came to Bangladesh. In this context he said that while millions of rupees were spent towards the construction of Mangla and Tarbela dams the implementation of the flood control projects of this wing was kept in abeyance on what he called flimsy plea of shortage of funds.

I want my share and justice, he said and added that Bengalees would no more want to be Shahids. They were now determined to assume the role of 'Gazis' for the realisation of their rights.

সংবাদ
৫ই এপ্রিল ১৯৭০

শেখ মুজিব বলেন জনগণের সকল দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে

কুমিল্লা, ৪ঠা এপ্রিল (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অর্থনৈতিক শোষণ হইতে রক্ষা করা এবং বিগত ২২ বৎসরের বঞ্চনার পর ন্যায্য অংশ আদায়ের উদ্দেশ্যেই তাহার দলের ৬ দফা কর্মসূচী প্রণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাওয়ার পথে জাফরগঞ্জে এক সমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সকল দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম

অব্যাহত রাখিবে। তিনি এই মর্মে আশ্বাসদান করেন যে গোমতি নদীর বাঁধের ভাঙ্গন বর্ষাকালের পূর্বে মেরামত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইবেন। দেবীদ্বারে এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ৬-দফা কর্মসূচীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তান অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, শোষণের বিরুদ্ধে ৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষের প্রসূত নহে।

তিনি ছাত্রগণকে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ অনুসরণে জীবন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান।

কোম্পানীগঞ্জে তিনি অপর এক সমাবেশে ভাষণ দান করেন।

দৈনিক পয়গাম

৫ই এপ্রিল ১৯৭০

আইনগত কাঠামো পুনর্বিবেচনার আহ্বান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৪ঠা এপ্রিল।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রস্তাবিত গণপরিষদকে সার্বভৌম পরিষদে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি পুনরায় আবেদন জানাইয়াছেন।

রিপাবলিক স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দানের জন্য জাতি আগামী ৫ই অক্টোবর তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটদান করিবে অথচ আইনগত কাঠামো অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ১২ কোটি মানুষ ও তাহাদের প্রতিনিধিদের মর্যাদা খর্ব করিয়া শাসনতন্ত্র বিলে সম্মতি দান করিতে অস্বীকৃতিও জানাইতে পারিবেন।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্র একজন ব্যক্তি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন এই প্রশ্ন তুলিয়া তিনি প্রেসিডেন্টকে আইনগত কাঠামো পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, যদি ইহা করা হয় তবে তাহা জনগণকে এবং তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও গণতন্ত্রের প্রতি অপমানকর হইবে।

পঁয়ত্রিশ মিনিটকালের বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ প্রধান ছয় দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, এই ছয়দফা সকল অঞ্চলের জনগণের প্রতিই ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দান করিবে। তিনি ছয়দফার সমালোচনার জবাব দেন এবং জনগণকে বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ধর্মের নামে যাহারা ধোঁকা দিতেছে তাহাদের সমালোচনা করেন। -এপিপি

আজাদ

৬ই এপ্রিল ১৯৭০

হবিগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবঃ

এছলাম ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ধুয়া তুলিয়া শোষণ করা যাইবে না

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

হবিগঞ্জ, ৫ই এপ্রিল।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, এছলাম ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদের ধুয়া তুলিয়া পূর্ব বাংলার উপর কোন শোষণ আর চালান যাইবে না।

আজ হবিগঞ্জ টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব ধর্ম্মের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার আহ্বান জানান। দেশের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিদেশ হইতে ঋণ বাবদ প্রাপ্ত দুই হাজার কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হইয়াছে মাত্র ১৫ শত কোটি টাকা।

তিনি বলেন যে, জাতীয় সম্পদের অধিকাংশই ব্যয় হয় দেশরক্ষা খাতে আর এই দেশরক্ষা বিভাগে মাত্র শতকরা ১৫ জন বাঙ্গালী নিযুক্ত। শেখ মুজিব ছয়দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের আহ্বান জানান। আজ শেখ মুজিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে হবিগঞ্জ আগমন করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বহু সুদৃশ্য গেট নির্মাণ করা হয়। তিনি আজ হবিগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের নয়া ভবনের উদ্বোধন করেন এবং ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা দেন।

Pakistan Observer

6th April, 1970

Mujib opposes transfer of Money from E. wing

BRAHMANBARIA, April 4: The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that the people would not allow the transfer of even a single penny from Bangla Desh without the prior permission of the Provincial Government, reports PPI.

Addressing a public meeting at the Republic Square this afternoon, Sheikh Shahib took exception to the reported remark of the Pakistan Finance Minister on the flight of capital from East Pakistan to West Pakistan and said that investment climate in this wing was better than any other parts of West Pakistan Industrial establishments in West Pakistan were demolished, burnt down and destroyed creating a perpetual sense of insecurity, he said and emphasised that nothing of that sort had happened in East Pakistan.

He urged the President who is now in East Pakistan to make the account of Refugee Tax public. He was of opinion that the Refugee Tax collected from this wing alone during the last 22 years could well rehabilitate the thousands of helpless refugees who were uprooted from their hearths and homes in Assam, West Bengal and Tripura.

Sheikh Shahib urged upon the authorities concerned to reconsider the enemy property Act keeping in view the interest of the minority community of the country. He said that members of minority community have equal rights in the country with those of the majority. He called upon the President to declare the proposed constituent assembly a sovereign body by effecting amendments to the Legal Framework Order of 1970. He said that the elected representatives of the people who would frame the constitution must have the final say in national affairs.

Touching on the deplorable condition of the people of Bangla Desh he said that the salvation of the people of this wing lay in the implementation of his Six Point Programme. He assured the huge meeting that his party would consider no sacrifice too great to realise the provincial autonomy on the basis of his Six-Point Programme.

He reminded the people that the coming elections were last chance to end all miseries of the people and said that if they made mistakes in electing right type of people, the future of Bangla Desh would doom forever spelling an endless suffering to the Bengalees. Amidst thunderous applause he declared that he would prefer death to surrendering the legitimate rights of the people of this wing. He had suffered jails and tortures in the past for voicing the legitimate grievances of Bangla Desh and that he would not hesitate to sacrifice the last drop of his blood for the cause of Bangla Desh.

Quoting statistics, he showed how disparity between the two wings grew during the last 23 years and said that out of total allocation of Rs. 3,200 crores only Rs. 303 crores came to the share of East Pakistan and that out of the total foreign loan and said which amounted to Rs. 2,000 crores only Rs. 500 crores allotted to Bangla Desh. In this context he said that while million of rupees were spent towards the construction of Mangla and Tarbela dams the implementation of the flood control projects of this wing was kept in abeyance on what be called 'flimsy plea' of shortage of funds.

'I want my share and justice' he said and added that Bangalees would no more want to be Shahids. They were now determined to assume the role of 'Gazis' for the realisation of their rights.

Dawn

6th April, 1970

Dire consequences if no autonomy attained:
Mujib warns people of East Pakistan

HABIGANJ, (Szlhet), April. 5: Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the All-Pakistan Awami League, today cautioned the people of dire consequences if they failed to achieve autonomy, on the basis of six-point programme of his party.

Addressing a huge public meeting at the local Stadium here this afternoon, he maintained that the future generations of ours would become slaves if the people of Bengal ailed to exercise their judgement on Oct. 5 in favour of Six-Point programme.

Sheikh Mujibur Rahman expressed his gratefulness to the people of Szlhet, who, he said, registered their strong protest against the so-called Agartala conspiracy case and also staged demonstrations before former President Ayub in London and also arranged to send Thomas William, a British lawyer, to contest the case, he recalled.

The Sheikh recalled the history of 22 years of suppression and oppression of East Wing and he asked Nawabzada Nasrullah Khan, Choudhry Mohammad Ali, Maulana Maudoodi, and Khan Abdul Qayyum Khan to start refunding the share of Bangla Desh that they had exploited and looted from here. He said, the sooner it was done the better for all.

He reiterated that there must be clear-cut provision in the future Constitution to the effect that no more money of Bangla Desh could be transferred from there without prior permission of the provincial Government.

While listing the glaring instances of disparity between the two wings of the country, he said, of the Central expenditure during the last two decades only Rs. 303 crore was spent in Bengal while Rs. 2800 crores were spent in West Pakistan. He said, out of the 2, 000 crores foreign loan during this period only 500 crores was spent here and the rest 1500 crores was spent in West Pakistan.

He said, our demands are just and genuine. We want our share and not yours. You live and let us live, he added.

He said that this struggle was directed against exploitation and looting the wealth of Bengal and not against the people of West Pakistan who, he added, were also victims of the exploiters and the jagirdars and added that his Party was ever ready to stand by them in their struggle like a solid rock.

The Awami League Chief observed that this was the last chance for the Bengalis and the commoners of West Pakistan. If this was missed and lost the future was dark, he remarked. =PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই এপ্রিল ১৯৭০

প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া

পূর্ব পাকিস্তান হইতে এক পয়সাও পাচার চলিবে না:

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসভায় শেখ মুজিব

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৪ঠা এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আদায় না হইলে, বাঙ্গালীর সাথে সাথে পাকিস্তানের বারো কোটি মানুষেরই ভবিষ্যৎ বংশধররা ক্রীতদাসে পরিণত হইবে।

স্থানীয় রিপাবলিক স্কোয়ারে আয়োজিত এই জনসভায় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক সরকারের পূর্বাহ্নিক অনুমতি ব্যতিরেকে জনগণ বাংলাদেশ হইতে একটি পয়সাও পাচার হইতে দিবে না। তিনি আজ পুনরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আইনগত কাঠামো সংশোধন করিয়া গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানান।

আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা

আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ইহা ক্ষমতার হাত বদলের নির্বাচন নয়–শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্বাচন। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে বিজয়ী গণপ্রতিনিধিরাই শাসনতন্ত্র রচনার সময় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তাই এই নির্বাচনের সঙ্গে দেশের আপামর মানুষের, বিশেষ করিয়া বাংলার গণমানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। শেখ সাহেব বলেন, যে সমস্ত পেশাদার রাজনৈতিক দালাল ও মীরজাফর এতকাল ব্যক্তিস্বার্থের জন্য বাংলার স্বার্থ বিকাইয়া দিয়া আসিতেছে তাহারা এবার নির্বাচিত হইতে পারিলে ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং সেক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি ক্রীতদাসে পরিণত হইবে।

অর্থমন্ত্রীর উক্তির জবাবে

"এখানে নিরাপত্তাবোধের অভাবে কেহ পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাইলে সরকার কি করিতে পারেন" বলিয়া গতকাল ঢাকা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, করাচীতেই শিল্প-কারখানা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এখানে নহে। সুতরাং এই প্রদেশে পুঁজিপতিদের নিরাপত্তা বোধের অভাব ঘটিলে পাকিস্তানের আর কোন এলাকায় তাহাদের নিরাপত্তা আছে, তিনি তাহা জানিতে চাহেন। শেখ সাহেব তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, "২২ বছর ধরিয়া বাংলার সম্পদ অবাধে লুঠ করিয়া পাচার করা হইয়াছে। অতঃপর প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া একটি পয়সাও আর পাচার করিতে দেওয়া হইবে না।"

সে অধিকার কাহারও নাই

একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনগণের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা, খর্ব করার অধিকার কাহারও নাই।

শত্রুসম্পত্তি আইন প্রসঙ্গে

শত্রুসম্পত্তি আইনের অপপ্রয়োগ দ্বারা বহু পাকিস্তানী সংখ্যালঘু নাগরিককে অযথা হয়রানি করা হইতেছে বলিয়া মন্তব্য করিয়া তিনি শত্রুসম্পত্তি আইন পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রিফিউজি ট্যাক্সের হিসাব চাই

সরকারের প্রতি রিফিউজি ট্যাক্সের হিসাব প্রকাশের দাবী জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন যে, গত ২২ বছর ধরিয়া আমাদের নিকট হইতে রিফিউজি ট্যাক্স আদায় করা হইয়াছে, অথচ হাজার হাজার উদ্বাস্তু আজ কাঙ্গালের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ অবস্থার অবসান করিতে হইবে বলিয়া তিনি দাবী জানান।

আগামী নির্বাচন ও দেশবাসীর কর্তব্য

বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশার এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বক্তৃতায় শেখ সাহেব বলেন যে, বছরের পর বছর ধরিয়া বল্গাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে দেশবাসী জনসাধারণ আজ সর্বস্বান্ত। রিক্ত-নিঃস্ব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিই ছয় দফার লক্ষ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, দেশের আপামর মানুষের এবং বিশেষ করিয়া নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই বাংলার মানুষকে এবার ছয় দফার পক্ষে নির্বাচনে দ্ব্যর্থহীন রায়ও ঘোষণা করিতে হইবে।

ওদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার

মওলানা মওদুদী, নসরুল্লা খান, কাইয়ুম খান প্রমুখের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যখনই বাংলার মানুষ কোন দাবী-দাওয়া উথাপন করে কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষকদের স্বার্থের জিম্মাদারীতে নিয়োজিত এই "নেতারা" তখনই সংহতি ও ইসলামের ধুয়া লইয়া বাঙ্গালীদের দাবী বানচালের জন্য মাঠে নামেন। "এই সব গণ-দুশমন" সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব পুনরায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং ব্যাঙ্ক-বীমা-পাট ব্যবসায় জাতীয়করণের দাবী জানান।

জনাব সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদও বক্তৃতা করেন।

সকালে ঢাকা হইতে মোটরযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার পথে পথে বিভিন্ন স্থানে শেখ সাহেবকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানান হয়। জাফরগঞ্জ ও দেবীদ্বারসহ বিভিন্ন স্থানে নির্মিত তোরণের পার্শ্বে সমবেত জনতার উদ্দেশে তিনি ভাষণদান করেন।

আজ হবিগঞ্জে জনসভা

আজ (রবিবার) বিকালে সিলেট জেলার হবিগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করার উদ্দেশে শেখ সাহেব সকালে মোটরযোগে হবিগঞ্জ রওয়ানা হইতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই এপ্রিল ১৯৭০

আমরা নিজেদের অংশই চাই, পরের হিস্সায় হাত দিতে চাই না: হবিগঞ্জের বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

হবিগঞ্জ (সিলেট), ৫ই এপ্রিল।—আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে এখানে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন যে, ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে না দেওয়া হইলে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। তিনি বলেন, ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে বাংলার জনগণ ছয় দফার পক্ষে রায় ঘোষণায় ব্যর্থ হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা গোলামে পরিণত হইবে।

শেখ সাহেব বলেন যে, দেশের গত বাইশ বছরের ইতিহাস অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা অত্যাচার ও নির্যাতনেরই ইতিহাস। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খানকে উদ্দেশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'এতদিন ধরিয়া বাংলার যে সম্পদ আপনারা লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করিয়াছেন। এবার উহা ফেরত দেওয়া শুরু করুন।' তিনি বলেন, যত শীঘ্র ইহা করা হয়, ততই মঙ্গল। তিনি পুনরায় দাবী জানান যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশ হইতে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে অর্থ পাচার নিষিদ্ধ করিতে হইবে। দুই প্রদেশের মধ্যকার ভয়াবহ বৈষম্যের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, "গত দুই দশকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যয়িত ৩২ শতাধিক কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩০৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।" তিনি বলেন, "২ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের মধ্যে মাত্র ৫শত কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটিয়াছে।" তিনি বলেন, "আমাদের দাবী ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত। আমরা কেবল আমাদের অংশই চাই, পরের হিস্সায় হাত দিতে চাই না। আপনারা বাঁচুন আমাদের বাঁচিতে দিন।" শেখ সাহেব বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়।" বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে তাহার সংগ্রাম। তিনি বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণও শোষণ ও জায়গীরদারির যাতাকলে নিষ্পিষ্ট এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সব সময় তাদের পাশে থাকিবে।

সংবাদ

৬ই এপ্রিল ১৯৭০

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসভায় শেখ মুজিব: বিনা অনুমতিতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে এক পয়সাও নিতে দেওয়া হইবে না

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৪ঠা এপ্রিল (এপিপি)।—প্রস্তাবিত গণপরিষদকে একটি সার্বভৌম পরিষদ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর অদ্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি পুনরায় আবেদন জানান।

এখানে রিপাবলিক জোয়ারে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি আইনগত কাঠামোর উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রেসিডেন্ট যদি শাসনতন্ত্র বিল অনুমোদনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তবে জাতীয় পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আগামী ৫ই অক্টোবর জনগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন এবং প্রতিনিধিগণ দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করিবেন। প্রেসিডেন্ট ১২ কোটি লোক এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের অগ্রাহ্য করিয়া শাসনতন্ত্র বিল অনুমোদনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রেসিডেন্টকে তাঁহার আদেশ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। তিনি প্রশ্ন করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন ব্যক্তি বিশেষ তাহা অনুমোদনে অস্বীকার করিতে পারেন কি করিয়া। ইহা করা হইলে তাহা জনগণ, জনগণের প্রতিনিধি এবং গণতন্ত্রের প্রতি অবমাননা করা হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার ৩৫ মিনিটের বক্তৃতায় তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, এই কর্মসূচীতে সকল অঞ্চলের জনগণের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। তিনি ৫ দফার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দান করেন এবং ইসলামের নামে জনগণ বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে শোষণকারীদের সমালোচনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই অংশের জনগণের মধ্যকার বৈষম্যের উল্লেখ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় খোন্দকার মোস্তাক আহমদও বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগ নেতার ভাষণ শ্রবণের জন্য দূর দূরান্ত হইতেও জনগণ মিছিল করিয়া জনসভায় যোগদান করেন।

পূর্বাহ্নে কাঁচপুর, দাউদকান্দি, চান্দিনা, দেবীদ্বার ও জাফরগঞ্জসহ ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে এক শত মাইল দীর্ঘ পথের বিভিন্ন স্থানে জনগণ শেখ সাহেবকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রায় প্রত্যেকটি স্থানেই তিনি বক্তৃতা করেন।

রিফিউজী ট্যাক্স

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমান আসাম, ত্রিপুরা, কুচবিহার, পশ্চিম বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, জনগণ গত ২২ বছর ধরিয়া উদ্বাস্তুদের কর দিয়া আসিতেছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, সরকার জনগণের কাছে উদ্বাস্তু করের কোন হিসাব দেন নাই। জনগণের কাছে এই তহবিলের হিসাব প্রকাশের অনুরোধ জানাইয়া তিনি বলেন, শহরের মাত্র কিছু কিছু উদ্বাস্তু তহবিল হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, উদ্বাস্তুদের একটি বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে; অথচ নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাহারা এখন পর্যন্ত সাহায্য পায় নাই।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন আইন অনুযায়ী তাহারাও দেশের সমান নাগরিক। পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের সুবিধার্থে তিনি শুধু সম্পত্তি আইন সংশোধনের দাবী জানান।

৬ দফা বিরোধীদের জবাব

তাহার দলের ৬-দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সমালোচনা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ শক্তি ও সমৃদ্ধিতে থাকুক–ইহাই তিনি চাহেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু তিনি যাহা চাহেন তাহা হইল পূর্ব পাকিস্তানের অনুমতি ছাড়া এই প্রদেশ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে কোন সম্পদ পাচার করা যাইবে না।

বৈষম্য

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন গত ২২ বছর প্রতিরক্ষা খাতে যে ৩২ শত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ৩ শত ৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫ শত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতা প্রতিরক্ষাসহ কেন্দ্রীয় চাকুরীতে বৈষম্যের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন পাকিস্তানের রাজধানী বার বার স্থানান্তর এবং তারবেলা ও মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু টাকার অভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় নাই।

Pakistan Observer

7th April, 1970

Mujib cautions people against 'exploiters'

HABIGANJ (Szlhet), April 6: Sheikh Mujibur Rahman chief of the All Pakistan Awami League said here last evening that the people had already identified the exploiters and their accomplices in the country, reports PPI.

Speaking at a reception given in his honour by the students at the local Town Hall here last evening. Sheikh Mujib cautioned the people about the evil designs of those politicians who, he added, were the agents of the exploiters.

Recalling the role of Nawab Zada Nasrullah Khan, Maulana Moududi and Khan Abdul Quayyum Khan, both before and after independence the Awami League Chief said that these politicians not only helped the exploiters but some of them also let loose steam roller of oppression and suppression on the people while in power.

He reminded the people that Khan Abdul Quayyum Khan who was elected from out quota as a member in the first constituent

assembly of the country had always betrayed the cause of Bangla Desh. He said that he also equally betrayed the cause of the people of North-West Frontier Province. He said that his reign of terror as the Chief Minister of NWFP could be compared with that of his counterpart in Bengal, Mr. Nurul Amin.

He sternly warned the people about these elements who, he added, were again out to misguide and exploit the Bangalees. "If you step into their trap, your future will be doomed and you will become slayes once for all he remarked."

He said that Khan Abdul Quayyum Khan who took shelter in side his bed-room during the Ayub regime had now come out of the room with a pretension to serve the people. He alleged that this politician of NWFP entered into the bedroom at a simple threatening of former President Ayub.

Terming him as opportunist and an accomplice and agent of the exploiters the Awami League chief called upon the people to be ever vigilant against his (Qayyum Khan) evil designs.

He advised the people of the country to be up and doing to completely annihilate these opportunists and agents of exploiters including the "mirjafars" on October 5, through ballots.

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই এপ্রিল ১৯৭০

মূলধন পাচার

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত ৪ঠা এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসভায় বলেন যে, করাচীতেই শিল্প কারখানা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল–এখানে নহে। সুতরাং এখানে পুঁজিপতিদের নিরাপত্তা বোধের অভাব ঘটলে পাকিস্তানের আর কোথায় কোন্ এলাকায় তাদের নিরাপত্তা রহিয়াছে?

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ সম্পদ ও মূলধন পাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য শেখ সাহেব যে দাবী প্রকাশ করিয়াছেন, উহার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনাব মোজাফফর আলী কিজিলবাস ৩রা এপ্রিল ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্য করেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একই, স্বাধীন দেশের দুই অংশ যদি কেহ পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তাবোধের অভাবে এখান হইতে মূলধন পশ্চিম পাকিস্তানে লইয়া যায়

তবে সরকার কি করিতে পারেন ও কিভাবে উহা ঠেকাইতে পারেন? কে কোথায় টাকা রাখিবে, না রাখিবে, সেটা সংশ্লিষ্ট মহলের নিজস্ব ব্যাপার। সরকার ইহা ঠিক করিয়া দিতে পারেন না।" শেখ সাহেব ইহারই জবাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভায় উপরোল্লিখিত অভিমত প্রকাশ করেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ব্যতীত একটি পয়সাও আর পাচার করিতে দেওয়া হইবে না।

অর্থমন্ত্রী জনাব কিজিলবাস সেদিন বিমান বন্দরে সাক্ষাৎকারে শেষের দিকে যদিও বলিয়াছিলেন যে, সরকার এই প্রদেশ হইতে মূলধন পাচার পছন্দ করেন না এবং আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, মূলধন পাচারের কারণ অনুসন্ধান ও উহা রোধের জন্য সরকার 'যথাসম্ভব ব্যবস্থা' অবলম্বন করিবেন, তবু একথা বলিয়া পারা যায় না যে, তাহার গোড়ার দিককার উক্তিটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবাস্তব ধারণাপ্রসূত, অতএব দুঃখজনক। একটি বিশেষ মহল পূর্ব পাকিস্তানে দেশের অপরাংশ হইতে আগত মূলধন বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নাই বলিয়া যে অপপ্রচার চালাইতেছে, দেখা যায়, দেশের বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রীও উহার অশুভ প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, একই দেশের দুই অংশে অর্থ সম্পদ আনা নেওয়া সরকার কি করিয়া ঠেকাইতে পারেন? কথাটা এমনিতে শুনিতে সাধু, সাধু মনে হইলেও আসলে তত সাধুও নয়, সহজও নয়। কারণ অর্থমন্ত্রী যাহাই বলুন, অর্থনীতিবিদরা জানেন, এই অর্থসম্পদ-মূলধন পাচার কোন ব্যক্তির এ-ব্যাঙ্কে কি ও-ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বা ট্রান্সফার করার ইচ্ছা অভিরুচির মত হালকা ব্যাপার নয়, বরং ইহা দেশের সরকার কর্তৃক সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত আর্থিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও মুদ্রা কারেন্সীগত বৈষম্যমূলক নীতিরই পরিণাম। দেশ একটাই বটে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল হইতে পূর্বাঞ্চলে স্বর্ণ আনিতে পারমিট লাগে, পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে নিতে লাগে না। ইহার হেতু কি? পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের যে কতক বিধি-নিষেধ জারি রহিয়াছে, তাহারই বা কারণ কি? ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বা মূলধন লগ্নিকারক সংস্থা এখানকার শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত উদ্যোগে অর্থ দাদন বা শেয়ার আণ্ডাররাইটিং-এ কেবলই গড়িমসি করেন, অথচ এখানকার বাজার হইতে উঠানো আমানতি টাকা ওখানে স্থানান্তর ও বিনিয়োগে তাঁহাদের কোন গড়িমসি নাই, ইহার অর্থ কি?

অর্থমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানে 'নিরাপত্তাবোধের অভাবের' কথা বলিয়াছেন। অথচ তিনি উত্তমরূপে জানেন যে, এই যামানায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি দুনিয়ার কোথাও নাই। অশান্তি-আলোড়ন কী-প্রাচ্য কী-প্রতীচ্য সর্বত্রই চলিতেছে। সে

তুলনায় পাকিস্তান অনেক শান্তিতে আছে। আর আঞ্চলিকভাবে তুলনা করিলে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবেশ অধিকতর শান্ত। রাজনৈতিক অশান্তি ও হাঙ্গামাও পূর্বাপর পশ্চিম পাকিস্তানেই বেশী। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা, খুন-খারাবী, প্রাসাদ-চক্রান্ত প্রভৃতিও সেখানেই হইয়াছে এখানে নয়। পূর্বাঞ্চল এই অভিশাপ হইতে মোটামুটি মুক্ত আছে। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব বরাবরই বিদ্যমান। গত বাইশ-তেইশ বছরে ইহার দুই-চারিটি ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিলে তাহা একান্তই স্থানীয় বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, উহা সাধারণ অবস্থা মোটেই নয়।

মোটকথা, অর্থমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানে 'নিরাপত্তা বোধের অভাবের' যে কথা বলিয়াছেন তাহা একান্তভাবেই বাস্তব-সম্পর্ক শূন্য। লোকে মূলধন স্থানান্তর করিলে সরকার কি করিতে পারেন- তাঁহার এই উক্তিও সমপরিমাণেই অসার। সরকার এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে শিল্প যন্ত্রপাতি, যানবাহন, খাদ্যশস্য প্রভৃতি স্থানান্তর নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানে স্বর্ণ আমদানী পারমিট-সাপেক্ষ করিতে পারেন, আর এই যে অর্থ-বিত্ত-মূলধন পাচারের হিড়িক পড়িয়াছে। (এমনকি, এখানকার শিল্প কারখানা বৈদেশিক পুঁজি দাদনকারীর হস্তে বন্ধক রাখিয়া ক্যাপিটাল ফ্রি করিয়া অন্যত্র বিনিয়োগ করার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়াও শোনা যাইতেছে) সরকার ইহার প্রতিবিধানে একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, কিজিলবাস সাহেব এ-কথা বলিলেই কি লোকে বিশ্বাস করিবে?

যাই হউক, তিনি শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টি অনুসন্ধান ও এতদসম্পর্কে 'যথাসম্ভব' ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দিয়া ভাল করিয়াছেন। আশা করি, প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে আরও দ্ব্যর্থহীন একটি ঘোষণার দ্বারা জনমনের সংশয় দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

Morning News
7th April, 1970
Mujib Back In City

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the All-Pakistan Awami League, returned to Dacca late on Sunday night on conclusion of a two-day electioneering campaign in Brahmanbaria and Habiganj, reports PPI.

Sheikh Mujib during his two-day tour addressed two public meetings-one at Brahmanbaria and the other at Habiganj, besides a dozen other unscheduled wayside gatherings.

In the tour, the Awami League chief was accompanied by Khandakar Mustaque Ahmed, Vice-President of the East Pakistan Awami League, Md. Abdus Samad, Mr. Abid Reza Khan, Mr. Mansurul Aziz and others.

Sheikh Mujib will again leave Dacca to address public meetings at Bagherhat, Mathbaria, Pirozpur and Gopalganj on April 9.

He will address public meetings at Sirajganj on April 16 Natore on 17 and Chapai Nawabganj on 19.

সংবাদ
৭ই এপ্রিল ১৯৭০
জামাত সমর্থক 'দৈনিক সংগ্রাম'-এর বিরুদ্ধে
শেখ মুজিবের ৫ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা দায়ের :
উকিলের নোটিশ প্রদান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জামাতে ইসলামী সমর্থক সদ্য প্রকাশিত 'দৈনিক সংগ্রাম'-এর বিরুদ্ধে ৫ লক্ষ টাকার মানহানির একটি মামলা দায়ের করার জন্য উকিলের নোটিশ প্রদান করিয়াছেন।

শেখ মুজিবের কৌসুলীর প্রদত্ত উক্ত নোটিশে বলা হয় যে, গত ১৩ই মার্চ দৈনিক সংগ্রাম-এর প্রথম পৃষ্ঠায় "লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল ৬৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হচ্ছে : বঙ্গবন্ধুর শিল্পপতি হওয়ার খায়েশ" শীর্ষক খবরের জন্যই এই নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবের কৌসুলী ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম তাঁহার নোটিশে বলেন যে, উপরোক্ত খবরের বক্তব্য অসত্য ও হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মানহানিকর।

নোটিশে উক্ত খবরের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয়: "এই মিল ক্রয় বিক্রয়ের সাথে যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে কোন একটি দেশের ভাবী প্রধান মন্ত্রীরূপে কল্পনা করছেন বলে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের ভাবী প্রধান মন্ত্রী বন্ধু মিল কল কারখানা জাতীয়করণ করবেন বলে ওয়াদা করে চলেছেন। আর অন্য দিকে তিনি গোপনে লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল ক্রয় করেছেন। "বন্ধুর" ওয়াদা ও কাজের মধ্যে এই বৈষম্য অনেকের প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি বন্ধ আসন্ন নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এইসব গালভরা ওয়াদা করে চলেছেনই। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও হীন উদ্দেশ্যে যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে শুধু তাহাই নহে বঙ্গবন্ধুর শিল্পপতি হওয়ার খায়েশ নাম উপর শিরোনামটি বড় অক্ষরে এবং প্রথম লীডে দেওয়ায় মনের অসৎ উদ্দেশ্যটি প্রকাশ হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম
৭ই এপ্রিল ১৯৭০
চট্টগ্রামের জনসভায় ফজলুল কাদেরের বিবৃতিঃ 'জয়বাংলা' শ্লোগানদাতারা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করিব

চট্টগ্রাম, ৪ঠা এপ্রিল।—পাকিস্তান মোসলিম লীগের (কনভেনশন) অস্থায়ী সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন, 'জয়বাংলা' শ্লোগান দানকারীরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইব।

গতকল্য লালদীঘি ময়দানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার হরণ করিলে তাহাদিগকে সুবিচারের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাইবে। কিন্তু 'জয় বাংলা' শ্লোগান দ্বারা ইহার সমাধান সম্ভব হইবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রয়োজন হইলে আমি 'জয় বাংলার' মোকাবেলা করার জন্য মোজাহেদ বাহিনী গঠন করিব।

প্রাদেশিক মোসলিম লীগের সভাপতি জনাব খাজা হাসান আসকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মালিক কাসেম মেসার্স জালাল আহমদ চৌধুরী, আকতারুদ্দিন আবদুল মতিন, শমশের আলী এবং প্রাক্তন ছাত্র নেতা জমির আলীও বক্তৃতা করেন।

জনাব কাদের বলেন যে, চিত্তাকর্ষক শ্লোগানের মাধ্যমে যুব-সমাজকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করা হইতেছে। তিনি বলেন জয়বাংলা শ্লোগানদানকারীরা অন্ততঃ এইবার আউলিয়ার এলাকা চট্টগ্রামে বাস করার যোগ্য নয়।

তিনি বলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু 'জয় বাংলা' শ্লোগান আমায় আবার মাঠে নামাইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

তিনি বলেন আমি নিশ্চিত যে, ইহাদের বিরুদ্ধে কৃতকার্য হওয়ার পূর্বে আমি মরিব না। তিনি 'জ্বালো জ্বালো' শ্লোগানকারীদেরও তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে এইসব নেতাদের জনগণকে সৎ পথ দেখান উচিত।

জনাব মালিক বলেন যে, ভাষা এবং প্রাকৃতিক বিভিন্নতা দেশের দুই অংশকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, দুই অংশের জনগণ এছলামের মহান আদর্শে প্রথিত।

জনাব মালিক বলেন যে, দেশের দুই অংশ একত্রে থাকার জন্যই সৃষ্ট। ইহাদের একটি অপরটির অবর্তমানে টিকিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার দল শক্তিশালী কেন্দ্র বজায় রাখিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য সংগ্রাম করিতেছে।

জনাব আকতারুদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়। যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে তাহারা তাহাতে দেশের আদর্শকে কোন ইজমের নিকট বিকিয়ে না দেয়, তাহার জন্যই তাহার দল সংগ্রাম করিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, জনগণ কেবল ভাত আর বাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানে নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েমের পক্ষে ভোট দেয় নাই, তাহারা পাকিস্তানের জন্য এই কারণেই সংগ্রাম করিয়াছে যে, তাহারা এখানে নিজেদের তাহজীব-তমদ্দুন অনুসারে জীবন যাপন করিবে।

দৈনিক পয়গাম
৭ই এপ্রিল ১৯৭০
জয় বাঙলা শ্লোগান সম্পর্কে সালাম খান

ফরিদপুর, ৫ই এপ্রিল।—পূর্ব পাকিস্তান পিডিপি সভাপতি জনাব আবদুস সালাম খান বলেন যে, পাকিস্তানের সংরক্ষণ ও একটি শক্তিশালী পাকিস্তানে গড়িয়া তোলা শুধু পাকিস্তানী জনসাধারণের জন্য নহে বরং ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু মুসলিম বিশ্ব এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শান্তি রক্ষার স্বার্থে অপরিহার্য।

তিনি বলেন যে, আইনগত কাঠামোর বিধান অনুসারে আইনের আওতার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত জরুরী এবং এই সঙ্গে যাহারা জয়—'বাংলা' ও 'বঙ্গবন্ধু' জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা অপরিহার্য। জনাব আবদুস সালাম খান গতকল্য বোয়ালমারীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দানকালে উপরোক্ত আহবান জানান। —এপিপি

আজাদ
৮ই এপ্রিল ১৯৭০
হবিগঞ্জে সম্বর্দ্ধনা সভায় শেখ মুজিবঃ দালাল রাজনীতিকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

হবিগঞ্জ, ৬ই এপ্রিল।—পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় এখানে ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, বাঙ্গালীগণ ইতিমধ্যেই শোষণকারী ও দেশে তাহাদের দোসরদের চিনাইয়া দিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান এই শোষণকারীদের দালাল রাজনীতিকদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দেন। এই সম্বর্দ্ধনা সভায় এত লোকের ভীড় হয় যে, বস্তুতঃ ইহাকে এক জনসভা বলা যাইতে পারে।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মওলানা মওদুদী ও খান আবদুল কাইয়ুম খানের স্বাধীনতার আগের ও পরের ভূমিকার উল্লেখ করিয়া শেখ ছাহেব বলেন যে, এই রাজনীতিকগণ শুধু শোষণকারীদের সাহায্যই করেন নাই, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষমতায় থাকাকালে দেশবাসীর উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের ষ্টিমরোলার চালাইয়াছেন। –পিপিআই

Dawn

8th April, 1970

Mujib again urges amendment of Legal Framework

DACCA, April 7: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, this evening called upon President Yahya Khan to amend sections 25 and 27 of the Legal Framework Order of 1970 to ensure the sovereignty of the proposed Constituent Assembly.

Addressing the biennial council session of Rajarbagh union Awami League, he said if the assembly was not made sovereign, it would be an "insult to the people, their representatives and democracy".

He said a sovereign constituent assembly elected by the people, was the only body which could offer the country a constitution. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই এপ্রিল ১৯৭০

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার গণপরিষদকে দিতে হইবেঃ
রাজারবাগ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, কোন অবস্থাতেই বাংলা দেশকে আর শোষণ করিতে দেওয়া হইবে না।

গতকাল সন্ধ্যায় রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে শেখ সাহেব আরও বলেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম-সাধনার দ্বারা শোষিত বঞ্চিত জনগণের জন্য শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাজমান দুস্তর বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করিয়া দিতে

গিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, চারিদিকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হইয়াছে, কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষক ও ক্ষমতালোভীদের দালাল আর বাংলার মীরজাফর পরগাছাদের দল ইসলাম আর সংহতির নামে অপরিমেয় অর্থের ঝুলি লইয়া বাংলার মানুষের ঈমান ক্রয়ের জন্য মাঠে নামিয়াছে। তিনি ইহাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ সাহেব আইনগত কাঠামো সংশোধন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরিপূর্ণ অধিকার গণপরিষদের উপর ন্যস্ত করার জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিল সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি, পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আরশাদ কাজমী ও সহ-সভাপতি জনাব বরকত আলী সালোমী, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব আবদুল মানান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। শেখ সাহেব তাঁহার ৩৫ মিনিটব্যাপী বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলার জনগণ সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সংহতির স্বার্থে বাইশ বছর ধরিয়া সর্বোচ্চ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে পাইয়াছে অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, অবিশ্বাস ও 'বিচ্ছিন্নতা'র অপবাদ। তিনি বলেন, বাংলার দুর্ভোগ ও দুর্দশার জন্য একশ্রেণীর বাঙ্গালী মীরজাফরই দায়ী। মন্ত্রিত্ব আর পারমিটের লোভে বারবারই বহিরাগত প্রভুদের কাছে এই পরগাছার দল বাংলার স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, এই রাজনৈতিক মীরজাফরদের সহায়তায় শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ ও লুণ্ঠনে সোনার বাংলা ছারখার হইয়া গিয়াছে। আজ বাংলার আকাশে-বাতাসে-দিক দিগন্তে শুধু ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুঃখ-দুর্দশা আর রিক্ততার হাহাকার। তিনি বলেন, এজন্য আমরা পাকিস্তান কায়েম করি নাই। অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগমের উদ্দেশ্যে এই পরগাছাদের উৎখাতের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, "সামনে আপনাদের অগ্নিপরীক্ষা। সংগ্রাম ও ত্যাগের দ্বারা এই পরীক্ষা পার হইতে পারিলে যে যত বড় কথাই বলুক, পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাদের দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না–দাবী আদায় হইবেই।"

সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা ছাড়া কোন দাবী আদায় হয় না বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব দলীয় কর্মীদের প্রতি সংগ্রাম-সাধনার প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি শুধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নই, আমি আপনাদের মুজিব ভাই–আমি নেতা নই আমি

কর্মী; নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কবরে শুইয়া আমাদের নেতৃত্ব দিতেছেন। বাংলার অধিকার আদায়ের এই চূড়ান্ত যুদ্ধে সকল পরিণতি বুক পাতিয়া নেওয়ার জন্য আমি সামনে থাকিব।

বাংগালী মুসলমান ছেলেরা কালীপূজা করে বলিয়া নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন উহার সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, 'নওয়াবজাদা সাহেব, আপনাদের চাইতে আমরা ভাল মুসলমান। সাবধান! ভবিষ্যতে বাংগালীদের জাত তুলিয়া গালি দিবেন না।'

খোন্দকার মোশতাক আহমদ তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশ শাসনের অধিকার কাহারও নাই। বশংবদ সরকারী কর্মচারীদের ভুল তথ্য ও তোষামোদীর উপর নির্ভর না করিয়া জনতার উপর নির্ভর করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ খুবই দুরূহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া খোন্দকার মোশতাক বলেন, জনগণের সামনে এখন কঠিন দায়িত্ব। তিনি বলেন, বাংলার প্রতিটি মানুষকে এক একজন শেখ মুজিব হইয়া শোষণ বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে, অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দুর্জয় করিয়া তুলিতে হইবে।

Morning News
8th April, 1970
Mujib urges amendment of LFO sections 25 and 27

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of Awami League, last evening called upon President Yahya Khan to amend sections 25 and 27 of the Legal Framework Order of 1970 to ensure the sovereignty of the proposed Constituent Assembly, reports APP.

Addressing the biennial council session of Rajarbagh Union Awami League he said if the Assembly was not made sovereign, it would be "insult to the people, their representatives and the democracy".

Reiterating his call he said a sovereign Constituent Assembly, elected by the people, was the only body which could offer the country a constitution.

Sheikh Mujib in his 35-minute speech reviewed the role of the Awami League since its inception. He explained his party's six-point programme, exploitation by the 22-families in both the wing and responsibilities of the people and the party workers in the coming elections.

Explaining the six-point programme of the Awami League, Sheikh Mujib said his party was not for "power politics" but for

realising the economic and political rights of the oppressed people. The country was facing a great trial, he said, and added that the six-point programme was aimed at making the country self-sufficient in all respects.

He said he wanted realisation of the programme for both the wings.

Turning to the people of West Pakistan Sheikh Mujib assured them that the people of Bengal's would extend wholehearted Co-operation to their struggle against the jagirdars, zeminders and nawabs who have been exploiting the people for the last 22 years. He called upon the West Pakistani brethren-the middle class, labour and peasants to wage a struggle against the exploiters. He reiterated that his struggle was not against the people of West Pakistan, but against the exploiters.

Speaking about the background of his party's six-point programme Sheikh Mujib referred to the State language issue, the capital at Karachi and election of six West Pakistani leader's including late Liaquat Ali Khan, Khan Abdul Qayyum Khan and Moulana Shabbir Ahmed Usmani on East Pakistan quota.

STATE LANGUAGE

Sheikh Mujib said the Bengalees being 56 per cent of population did not oppose Urdu as State language of Pakistan. "We wanted both Urdu and Bengali as State language of the country", he said. There were other languages like Punjabi, Sindhi etc., and the number of Urdu speaking people were only five or six per cent, far less than other languages.

Referring to setting up of the capital he said when the Quaide-Azam wanted to establish the capital at Karachi the people of this wing never objected to it before independence.

After the independence East Pakistan elected late Liaquat Ali Khan, Khan Abdul Qayyum Khan and Shabbir Ahmed Usmani and three other leaders of West Pakistan on Òour quota” In return East Pakistan was deprived of its due share during the last 22 years, he added.

About the 1965 war with India Sheikh Mujib said the people of East wing were in complete helpless condition during the war. Considering all these things the Awami League placed before the country the six-point programme in order to make the country self-sufficient in all respects, he said.

PAID AGENTS

The Awami League chief was critical of a section of ulema who, he said, were spreading "lie" in the villages against his party. These ulema, be said, were paid agents of the exploiters to mislead the people here. He said the people of East Pakistan were God-fearing and they had been bluffed by the ulema in the name of Islam.

Sheikh Mujibur Rahman ensured the PDP leader Nawabzada Nasrullah Khan who, he said, had maligned the East Pakistani students, that they were participating in the "puja". Sheikh Mujib said that the people of East Pakistan were great Muslims than Nawabzada Nasrullah Khan.

He warned that he would not tolerate such insult to the people of this wing.

ONE UNIT

Sheikh Mujib said that President Yahya recently announced the dismemberment of One Unit in West Pakistan and accordingly the old provinces would be known as their original names. But he found no reason in renaming East Pakistan as "Bangla Desh" which was the original nomenclature of the province before partition. He said Pakistani nation would be consisted of Punjabis, Sindhis, Baluchi's, Pathans Frontiers.

The Awami League leader said his party was determined to continue its democratic struggle with renewed vigour for the realisation of provincial autonomy on the basis of its six-point programme and the students 11-point programme. He said the politicians of this wing were responsible for the miseries during the last 22 years. He called upon the people and the party workers to abolish the political parasites democratically, so that these people could not cause any harm to the country. If these "mirjaffers" were politically removed the people’s demands would be realised.

He asked the party workers to work selflessly for the welfare of the people. They should be prepared for more sacrifice and act with discipline.

Earlier, Khondaker Mustaq Ahmed, Vice-President of East Pakistan Awami League, West Pakistani Awami League leaders, Mr. Khalil Tirmizi, Arshad Kazmi, Mr. Barkat Ali and President of Tangail Awami League, Mr. Abdul Mannan, spoke on the occasion.

সংবাদ

৮ই এপ্রিল ১৯৭০

গণপরিষদকে সার্বভৌম করার দাবীঃ

গণপরিষদকে সার্বভৌম না করা

জনপ্রতিনিধিদের অপমান করার শামিল : শেখ মুজিব

ঢাকা, ৭ই এপ্রিল (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সন্ধ্যায় প্রস্তাবিত গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ নম্বর ও ২৭ নম্বর ধারা সংশোধনের আহ্বান জানান।

আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতাদানকালে শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি উক্ত অধিবেশনে বলেন, গণপরিষদকে যদি সার্বভৌম না করা হয়, তাহা হইলে জনসাধারণকে, তাহাদের প্রতিনিধিগণকে এবং গণতন্ত্রের অপমান করা হইবে। স্বীয় দাবীর পুনরুল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সার্বভৌম গণপরিষদই হইতেছে একমাত্র সংস্থা যাহা দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করিতে পারে। তিনি বলেন, তাঁহার পার্টির ৬ দফা কর্মসূচী এবং ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ের জন্য নবোদ্যমে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শেখ মুজিব তাঁহার ৩৫ মিনিটের বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন হইতে ইহার ভূমিকার পর্যালোচনা করেন। তিনি তাহার পার্টির ৬ দফা কর্মসূচী, উভয় অঞ্চলে ২২-দফা পরিবারের শোষণ এবং আসন্ন নির্বাচনে জনসাধারণের এবং দলীয় কর্মীদের দায়িত্বসমূহের ব্যাখ্যা দান করেন।

শেখ মুজিব বলেন, তাঁহার পার্টি ক্ষমতার রাজনীতির পক্ষে নয়, নিপীড়িত জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ আদায় করার পক্ষে। তিনি বলেন, দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই তিনি ৬ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চান। স্বীয় বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তাঁহার সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, শোষকদের বিরুদ্ধে। তিনি ৬-দফার কর্মসূচী পেশ করার পটভূমি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ দেশকে সকল ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দেশবাসীর সম্মুখে উক্ত কর্মসূচী পেশ করিয়াছে।

শেখ মুজিব পিডিপি নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকিতে বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ

তাহার চাইতে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের চাইতে অনেক বড় মুসলমান। নওয়াবজাদা বলিয়া ছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্ররা পূজা করিতেছে।

শেখ মুজিব এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, তিনি এই অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতি এরূপ অপমান বরদাশত করিবেন না।

সংবাদ
৮ই এপ্রিল ১৯৭০
মুজিবের প্রতি কাইয়ুম খানের চ্যালেঞ্জ

চুয়াডাঙ্গা (কুষ্টিয়া), ৭ই এপ্রিল (এপিপি)।–কনভেনশন মুসলিম লীগের কাইয়ুম খান গ্রুপের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকাল শেখ মুজিবের প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর সমাধান করার জন্য চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেন। তবে ৬ দফার প্রচার হইতে তিনি তাঁহাকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। কারণ উহা তাঁহার মতে দেশের কোন মঙ্গল না করিয়া শুধুমাত্র শত্রুদেরই উপকার করিবে।

গতকাল এখানে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদানকালে খান আবদুল কাইয়ুম খান উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ পেশ করেন।

উক্ত জনসভায় তিনি আরও বলেন, ৬-দফা কর্মসূচীর একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে দেশকে পাঁচ টুকরা করা।

তিনি ৬-দফাকে উস্কাইয়া দেওয়ার জন্য ভারতীয় বেতারের উপর দোষারোপ করেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্দীকে তাঁহার ১৯টি রাজ্যে পৃথক মুদ্রা, পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পৃথক সামরিক বাহিনী চালু করার অনুমতি দিয়া অনুরূপ ছয় দফার পরীক্ষা চালানোর অনুরোধ জানান। কাইয়ুম খান বলেন, বিশ্বের কোনখানেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে স্বাধীনভাব নিজেদের শাসন কার্য চালানোর অনুমতি দেয় না। খান সাহেব উদাহরণ দিয়া বলেন, আমেরিকা আলাস্কাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দেয় নাই, কানাডাও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডকে উহা করার অনুমতি দেয় নাই।

ওয়ালী খানের উদ্দেশ্যে কাইয়ুম খান এই অভিযোগ করেন যে তিনি এবং তাঁহার পরিবার কখনই পাকিস্তান চান নাই। তিনি বলেন, ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, তিনি যখন এখানে পাখতুনিস্তানের কথা বলিতেছেন, তখন তাঁহার পিতা গফফার খান দিল্লীতে বসিয়া কনফেডারেশনের কথা বলিতেছেন।

কাইয়ুম খান ছাত্র সমাজের প্রতি ইতিহাস পাঠ করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাহাদের নিজস্ব গঠনমূলক ভূমিকা পর্যালোচনা করার আবেদন জানান।

পূর্বদেশ
৮ই এপ্রিল ১৯৭০
সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব : বাঙ্গালীরা শোষকদের চিনে ফেলেছে

হবিগঞ্জ, ৭ই এপ্রিল (পিপিআই)। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর গত রবিবার সন্ধ্যায় এখানে এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, বাঙ্গালীরা ইতেমধ্যেই দেশের শোষক সম্প্রদায় এবং তাদের দোসরদের চিনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর সম্মানে ছাত্ররা স্থানীয় টাউন হলে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এতে বক্তৃতা দানকালে তিনি এই শোষক গোষ্ঠীর এজেন্ট কতিপয় রাজনীতিকের অশুভ পাঁয়তারা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন।

দেশ বিভক্তির পূর্বে ও পরে নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান, মওলানা মওদুদী এবং খান আবদুল কাইয়ুম খানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তারা শুধু শোষকদের সহায়তাই করেনি বরং কেউ কেউ ক্ষমতায় থাকাকালে জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলারও চালিয়েছেন।

জনসাধারণকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, খান আব্দুল কাইয়ুম খান দেশে প্রথম গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সব সময়ই তিনি বাংলা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি বলেন, একইভাবে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

জনাব শেখ মুজিব এইসব রাজনীতিকদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন যে, তারা পুনরায় বাঙ্গালীদের প্রতারণা এবং শোষণ করার জন্য মাঠে নেমেছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আপনারা যদি পুনরায় তাদের ফাঁদে পা দেন তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং চিরদিনের জন্য তাদের গোলামে পরিণত হবেন।'

কাইয়ুম খানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই রাজনীতিক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এক সাধারণ ধমকে রাজনীতি থেকে শোবার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তিনি আগামী ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে বিশ্বাসঘাতক 'মিরজাফরদের' সহ এই সব সুবিধাবাদীও শোষক সম্প্রদায়ের এজেন্টদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

পূর্বদেশ

৮ই এপ্রিল ১৯৭০

শেখ মুজিবের আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ ধারা সংশোধনের আহ্বান

ঢাকা, ৭ই এপ্রিল (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সন্ধ্যায় প্রস্তাবিত গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে আইনগত কাঠামো আদেশ–৭০-এর ২৫ ও ২৭নং ধারা সংশোধন করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

এখানে অনুষ্ঠিত রাজারবাগ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, গণপরিষদকে যদি সার্বভৌম করা না হয় তবে "সেটা জনগণ, তাদের প্রতিনিধি ও গণতন্ত্রের প্রতি অপমানজনক।"

তিনি বলেন, গণ-নির্বাচিত প্রতিনিধি গঠিত সার্বভৌম পরিষদই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র উপহার দিতে সক্ষম হবে।

শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছয় দফা কর্মসূচী, বাইশ পরিবারের শোষণ ও আগামী নির্বাচনে দলীয় কর্মী ও জনগণের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছয়-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দানকালে শেখ মুজিব বলেন যে, তাঁর দল ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করেন না। দেশকে আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্তি দেয়াই তাঁর দলের উদ্দেশ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলার জনগণ জায়গীরদার জমিদার ও নওয়াবদের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনে সর্বদাই আন্তরিক সহযোগিতা দান করে যাবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান।

আজাদ

৯ই এপ্রিল ১৯৭০

আজ শেখ মুজিবের খুলনা যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ ৪ দিন ব্যাপী প্রদেশ সফরে বিমানযোগে খুলনা যাত্রা করিবেন। চলতি সফরকালে তিনি খুলনাসহ বরিশাল ও ফরিদপুরে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। আওয়ামী লীগের একটি ইংরেজী প্রেস এশতেহারে বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে বাগেরহাটে এক জনসভায় ভাষণ দিবেন।

Morning News

9th April, 1970

Mujib calls on Asghar Khan

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman visited the ailing Convener of the Gono Oikkya Andolon Air Marshal Asghar Khan at his hotel suit here yesterday, reports PPI.

A spokesman for the Air Marshal later described the visit as a courtesy call.

The Gono chief who suffered pain in his back some three days back also received a number of other guests who visited him following the news of his ailment.

The Awami League chief was accompanied by Mr. Samad and some other party leaders.

The Air Marshal is leaving here for Rawalpindi this afternoon to get himself admitted into the hospital there for treatment.

He has already cancelled all of his public engagements until full recovery. The cancellation includes the public meeting he scheduled to address at Gujranwala on April 10.

আজাদ

১০ই এপ্রিল ১৯৭০

বাগেরহাটের সভায় শেখ মুজিবঃ

৬ দফার লক্ষ্য দেশ হইতে শোষণের অবসান

বাগেরহাট, ৯ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাহার দল ছয়দফা কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে এই মর্মে এক অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ন্যায়বিচার ভিত্তিতে দেশকে শক্তিশালী করার জন্য তাহাদের সংগ্রাম। তিনি আজ বাগেরহাট ষ্টেডিয়ামের মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে ছয়দফা একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে সুনিশ্চিত করিতে চায় এবং শোষণের অবসান করিতে চায়।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ নাই। তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জন্যও সংগ্রাম করিবে। আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করিয়া বলেন যে, অতীতে পাকিস্তান অর্জনে বাঙ্গালীর অবদান থাকা সত্ত্বেও তাহারা শোষিত হইয়াছে এবং দুর্ভোগ পোহাইয়াছে।

তিনি বাঙ্গালীদের দুর্ভোগের জন্য কতিপয় বাঙ্গালী নেতাকে দায়ী করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, একমাত্র আল্লা ছাড়া কাহারও নিকট তিনি মাথা নত করিবেন না। তিনি যে কোন মূল্যে জনসাধারণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবেন। –এপিপি/পিপিআই

Pakistan Observer
10th April, 1970
Mujib at Bagerhat
Flight of capital must be stopped
From our Staff Correspondent

KHULNA, Apr. 9: Sk. Mujibur Rahman, chief of Awami League, while addressing a public meeting at Bagerhat this evening said that flight of capital from East Pakistan must be stopped in order to end the injustices done to East Wing during the past two decades.

Criticising Khan Abdul Quayyum Khan's speech in a public meeting at Chuadanga the Awami League chief said had he desired the prime minister ship of the country, he could get it long before and would not have been made an accused in the so-called Agartala conspiracy case and a dozen other cases instituted against him by the Ayub regime.

He castigated the anti-people role of Quayyum Khan and said that although he was elected member of the Constituent Assembly from East Pakistan in 1947, he did not bother to visit this part of the country during famine and flood in which thousands of people lost their lives and properties.

He demanded that foreign exchange earned by East Pakistan should exclusively be spent in East Pakistan and land revenue upto 25 bights be exempted. He also demanded immediate construction of Rupsa Bridge over river Rupsa.

The meeting was presided over by Advocate Abdur Rahman, President, Bagerhat sub-divisional Awami League.

APP adds: Sheikh Mujibur Rahman refuted the charge that his party, through its six point programme, was trying to destroy Pakistan and said there struggle was to strengthen the country by ensuring justice.

Sheikh Mujibur Rahman said his Six-Point Programme only wanted to ensure regional autonomy for East Pakistan and end of exploitation. He said he had nothing against masses in West Pakistan for whose rights also he said, his party would fight. Awami League chief complained that Bengalees had been exploited and they suffered in the past despite their contribution to the achievement of Pakistan. He held some Bengali leaders more responsible for Bengal's suffeing and asked people to weed out those whom he called political parasites.

Dawn
10th April, 1970
Mujib calls for ending flight urged to keep communal harmony
From Our Correspondent

KHULNA, April. 9: Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League today called upon the majority community of the country to frustrate any attempt by any interested quarter to disturb communal peace, and urged the Muslims to see that members of the minority community enjoy as much right as they (the Muslims) are enjoying.

The Awami League chief was addressing a huge public meeting this afternoon at Bagerhat Stadium. He further said that the flight of capital from this wing should be stopped. He said he wanted justice and fair play and added "nothing more and nothing less".

Referring to the recent speech of Abdul Qayyum Khan, President Muslim League, Sheikh Mujib said that had he desired Prime Ministership of this country, he could have got it long before and would not have been made an accused in the conspiracy case and over a dozen other cases instituted against him, Sheikh Sahib also castigated the anti-people role of Khan Qayyum and said that although he was elected a member of the constituent Assembly from East Pakistan in 1947, he did not bother to visit this part of the country during famine and floods in which thousands of people lost their lives and properties.

FOREIGN EXCHANGE

Speaking about foreign exchange earnings the Awami League Chief said that the exchange earned by East Pakistan should be spent here. He said that land revenue on upto 25 bighas be exempted. He also demanded immediately construction of Rupsa bridge.

The meeting was presided over by advocate Abdur Rahman, President, Bagerhat Sub-divisional Awami League and addressed among others by students leader Tofail Ahmed and SK. Abdul Aziz, President, Khulna District Awami League.

Sheikh Mujibur Rahman refuted, charge that his party through its Six-Point programme was trying to destroy Pakistan and said their struggle was to strengthen the country by ensuring justice.

He said the Six-Point programme only wanted to ensure regional autonomy for East Pakistan and end of exploitation. He said he had nothing against masses in West Pakistan for whose rights also he said his party would fight.

The Awami League chief complained that Bengalies had been exploited and they suffered in past despite their contribution to achievement of Pakistan. He held some Bangali leaders more responsible for Bengal's sufferings and asked the people to weed out those whom he described as political parasites.

ROAD ACCIDENT

Two local Awami League leaders on their way to Jessore to receive their party chief were seriously injured this morning when their car fell into a ditch about 11 miles from Jessore.

Sheikh Mujibur Rahman on arrival in Jessore from Dacca rushed to the hospital where his two injured partymen, Mr. Salahuddin Yusuf, Secretary, Khulna City Awami League and Mr. Habibur Rahman Khan, Organising Secretary of party, are lying.

The three occapuants of the car were given first aid by a doctor at the scene of the accident and later admitted into a hosptal. –APP

দৈনিক ইত্তেফাক

১০ই এপ্রিল ১৯৭০

প্রধানমন্ত্রিত্ব নয়–আপামর মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই আমার কাম্য: কাইয়ুম খানের প্রস্তাবের জবাবে বাগেরহাটের জনসভায় শেখ মুজিব

বাগেরহাট (খুলনা), ৯ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "প্রধানমন্ত্রিত্ব নয়–শোষণ ও অবিচায়ের শৃংখল হইতে দেশের ১২ কোটি মানুষের–বিশেষ করিয়া বাংলার মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আমার সংগ্রাম।"

স্থানীয় ষ্টেডিয়াম ময়দানে স্মরণকালের এই বৃহত্তম জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে আবেগজড়িত কণ্ঠে শেখ সাহেব বলেন, "শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব কেন, সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা আমার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিলেও আমি দেশের–বিশেষ করিয়া বাংলার বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করিতে পারিব না।"

মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদও বক্তৃতা করেন। বাগেরহাটের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই জনসভাতেই বিপুলসংখ্যক মহিলা যোগদান করেন। জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি আল্লাহ ছাড়া কোনদিন কাহারও কাছে মাথা নত করেন নাই এবং সকল বাধাবিঘ্নের মুখেও তিনি গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন।

খান আবদুল কাইয়ুম খান সম্প্রতি ছয়দফা ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি যে আহ্বান জানাইয়াছেন, উহার জবাব দান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আইয়ুব খান তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শেখ সাহেব বলেন, মন্ত্রিত্বের মোহই যদি আমাকে জনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত, তবে আর আমাকে বছরের পর বছর জেল-জুলুম সহ্য করিতে হইত না। তিনি বলেন, কাইয়ুম খানের মন্ত্রিত্বের লোভ থাকিতে পারে; কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। জনগণের ভালবাসাই আমার সব চাইতে বড় পাওয়া। বাঙ্গালীদের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা করায় তিনি কাইয়ুম খানের কঠোর সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার দলের ছয়দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আনীত "পাকিস্তান ধ্বংসের" অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করাই ইহার লক্ষ্য।

তিনি বলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচীতে শোষণের অবসান এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই বরং–তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্যও আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তান অর্জনে সর্বাধিক অবদান থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের শোষণ ও প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে, কথায় কথায় তাহাদের দেশপ্রেমে কটাক্ষ করা হইতেছে। বাঙ্গালীদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য একশ্রেণীর বাঙ্গালী নেতাকে দায়ী করিয়া শেখ সাহেব এই সব "রাজনৈতিক পরগাছাকে" সমূলে উৎখাত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। স্বীয় দলের রাজস্ব নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিয়া দিলে রাজস্ব খাতে সরকারের যে ঘাটতি দেখা দিবে, বৃহৎ শিল্পের উপর বাড়তি কর বসাইয়া সে ঘাটতি পূরণ করা হইবে। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। –পিপিআই/এপিপি

Morning News
10th April, 1970
Mujib to fight exploiters

BAGERHAT, April 9 (PPI) : Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that he had no complaint against those who had opposed him throughout his life but his struggle was against those who had exploited the people.

Sheikh Mujib was addressing a mammoth public meeting here this afternoon, Presided over by Sub-divisional Awami League President Sheikh Abdur Rahman meeting was also addressed by former Students' League President Tufail Ahmed.

For the first time in the history of Bagerhat, a large number of ladies attended public meeting.

Sheikh Mujib declared that he never bowed down his head to anybody except Allah and would continue his struggle for the realisation of people's rights at all costs.

Turning to a recent statement by Khan Abdul Qayyum Khan who had urged Sheikh Mujib to accept Prime Ministership leaving aside his Six-Point Programme, the Awami League chief recalled that he was offered many high offices including Prime Ministership during Ayub regime but he refused all as he had no fascination for power.

He said that if he preferred ministership, he would not have accepted jail and faced prosecutions.

Sheikh Mujib recalled that Khan Abdul Qayyum Khan was elected members in Constituent Assembly from East Pakistan but never visited East Pakistan or fought for East Pakistan. Sheikh Mujib said that Qayyum Khan retired from politics during Ayub regime but had come out now with the hope of catching votes.

Sheikh Mujib said some political leaders of East Pakistan were responsible for miseries in the province and called upon people to liquidate these politicians in next October's elections.

Explaining as to how he would make up the loss to be incurred due to exemption of land revenue upto 25 bighas of land, Sheikh Mujib said that he would impose additional taxes on big industrialists.

Turning to minorities, he said that they had equal share in all spheres on life as citizens of Pakistan.

সংবাদ
১০ই এপ্রিল ১৯৭০
বাগেরহাটে শেখ মুজিবঃ ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধানই সংগ্রামের লক্ষ্য

বাগেরহাট (খুলনা), ৯ই এপ্রিল (এপিপি)।–আওয়ামী লীগের ৬-দফা দেশকে ধ্বংস করার চেষ্ট করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে অদ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান তাহা খণ্ডন করেন এবং বলেন, তাঁহাদের সংগ্রাম ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করিয়া দেশকে শক্তিশালী করিবে।

স্থানীয় ষ্টেডিয়াম ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা বিধান এবং শোষণের অবসান করাই ৬-দফার লক্ষ্য। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ নাই এবং তাহাদের জন্যও আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করিতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন, পাকিস্তান অর্জনে বাঙ্গালীদের অধিক অবদান থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের শোষণ করা হইয়াছে এবং অতীতে তাহারা দুর্দশা ভোগ করিয়াছে। বাঙ্গালীদের দুর্দশার জন্য তিনি কতিপয় বাঙ্গালী নেতাকে দায়ী করেন এবং তথাকথিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের উৎখাত করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

Pakistan Observer
11th April, 1970
Mujib says' he may call for new movement
By a Staff Correspondent

"Election or no election, each and every Awami Leaguer should get himself prepared for a relentless movement for the realisation of the people's rights. I may give a call for a fresh struggle at any moment in future". This was said by the Awami League President Sheikh Mujibur Rahman while addressing the biennial conference of the Rajarbagh Union Awami League in the city on Tuesday last.

Sheikh Mujib asked the people to be aware of political 'parasites' and 'traitors'. He appealed to the President of Pakistan to empower the people's representatives to frame the future Consititution of the country. Urging for amendment of the Sections 25 and 27 of the legal Framework Order, he said that the people should be allowed to take the final decision on these issues. Sheikh Mujib said in this connection, that attempts were being made to

implement a Constitution on the people of the country so that the Provincial autonomy on the basis of Six-Point programme was not achieved.

While narrating the present situation in the country Sheikh Mujib said, "We should not think that the people's demands have been achieved. We simply hope that our demands will be fulfilled." Nothing could be achieved without sacrifice, he added.

Speaking on his experience through his recent Province wide tour, Sheikh Mujib said that nowhere in the country the people had their legal rights and they were ready to launch a serious movement in future. He said that Six-Point programme was placed before the public to help making East Pakistan self-sufficient in the light of the experience gathered in the 1965 Pak-India war.

"Out movement is not against the oppressed and poor populace in West Pakistan but against the exploiters", he said. He also urged the West Pakistani leaders to organise the people of West Paksistan for a movement against the capitalists, feudalists and Zamindars of the Province.

Awami League leaders, Messrs, Khondokar Mushtaq Ahmed, Tarmijee (West Pakistan) and Barkat Ali also addressed the conference which was presided over by Gazi Ghulam Mustafa.

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই এপ্রিল ১৯৭০

কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিয়োজিত মিথ্যা প্রচারকরা বাংলার জনগণ ও প্রকৃত আলেম সমাজকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না : মোরেলগঞ্জে শেখ মুজিব

(ইত্তেফাকের খুলনা প্রতিনিধি)

মোরেলগঞ্জ ১০ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে অভিযোগ করেন যে, একশ্রেণীর ভাড়াটিয়া আলেম গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে।

তিনি বলেন যে, বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য দাবী-দাওয়া বানচালের উদ্দেশ্যে ইসলামের নামে এই প্রদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধর্মব্যবসায়ীদের লেলাইয়া দিয়াছে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ, ছয়দফা এবং বাংলার গণমানুষের আশা-আকাংক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ফতোয়া দানের বিনিময়ে

এই সব তথাকথিত আলেম মাসে মাসে নিয়মিত বেতন পাইয়া থাকে। শেখ সাহেব বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মতই, এই ভাড়াটিয়া ফতোয়াবাজরা ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর মধ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বহিঃশক্তির হাত আছে বলিয়া অপপ্রচার চালাইতেছে। কিন্তু ছয়দফার লক্ষ্য হইতেছে শোষণ ও অবিচারের অবসান। শোষণ ও অবিচার ইসলামে নিষিদ্ধ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হইলে বাংলাকে আগের মত আর শোষণ ও লুণ্ঠ করা যাইবে না দেখিয়া শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে মিথ্যা প্রচারের জন্য এই সব ভাড়াটিয়া লোক নিয়োগ করিয়াছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলার, জনগণ এবং প্রকৃত আলেম সমাজ অবশ্যই এসব ভাড়াটিয়া আলেমের অশুভ চেষ্টা বানচাল করিয়া ন্যায় ও সত্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবেন–এই মিথ্যা প্রচার তাহাদের বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না।

শেখ সাহেব আজ পুনরায় বলেন যে, তেইশ বছর ধরিয়া বাংলার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করা হইয়াছে। আর শোষণ ও লুণ্ঠন নয় এবার এ প্রদেশ হইতে পুঁজি পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে হইবে। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান অর্জনে যে বাঙ্গালীদের অবদান সবচাইতে বেশী, এদেশে তাহাদের ভাগ্যেই সর্বাধিক বঞ্চনা, অবিচার ও দুর্দশা জুটিয়াছে। তিনি বলেন, দেশটাকে মুষ্টিমেয় লোকের শোষণক্ষেত্রে পরিণত হইতে দেওয়ার জন্য বাংলার শতকরা ৯৭ জন পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় নাই।

শেখ সাহেব বলেন, বাংলার উপর শোষণ ও অবিচারের অবসান ঘটাইয়া দেশের সকল এলাকার মানুষের জন্য সমঅধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। তিনি বলেন, ক্ষমতা দখল নয়–বরং নির্যাতিত জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের সংগ্রামের লক্ষ্য।

আজাদ
১২ই এপ্রিল ১৯৭০

দেশরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে শেখ মুজিবঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোক নিয়োগের দাবী

মঠবাড়িয়া, (বরিশাল), ১১ই এপ্রিল।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশরক্ষা বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধির দাবী করেন।

গতকল্য এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, দেশরক্ষা বাহিনীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব অবশ্য অবিলম্বে সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু অবিলম্বে এই ব্যাপারে অবশ্যই অগ্রগতি সাধন করিতে হইবে, যাহাতে যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করা যাইতে পারে।

তিনি বলেন যে, সরকারী ব্যয়ের 'শতকরা ৬০' ভাগ হয় দেশরক্ষা খাতে। দেশরক্ষা খাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অংশের নিশ্চয়তা ব্যতীত আন্তঃপ্রদেশ বৈষম্য দূর করা যাইবে না। শেখ মুজিব প্রদেশে আরও দেশরক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ইহাতে প্রদেশের অর্থনীতিরও সহায়ক হইবে।

তিনি দেশরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবীর কথা পুনরুল্লেখ করেন। শেখ মুজিব ছয়দফার সমর্থনে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, অতীতে বিভিন্ন সরকার বাংলাদেশকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আর যখনই এই বাঙ্গালীরা এই অধিকারের দাবীতে আওয়াজ তুলিয়াছে তখনই শোষণকারী ও তাহাদের অনুচরেরা এছলামের ধুয়া তুলিয়া তাহা বানচাল করার চেষ্টা করিয়াছে। –এপিপি

Pakistan Observer

12th April, 1970

Mujib in Barisal:

More defence establishments in E. Wing urged

Mathbaria (Barisal), Apr-11: Sheikh Mujibur Rahman President of Pakistan Awami League, yesterday demanded East Pakistan's representation in defense services on the basis of population, reports APP.

Awami League Chief, addressing a public meeting here, said that he realised that representation in defense services on population basis was not immediately possible. But he said that progress must start immediately so that it could be achieved in the shortest possible time.

Sheikh Mujibur Rahman said that since 60 per cent of Government expenditures were made on defence, inter-wing disparity could not be removed without ensuring East Wing’s due share in defence expenditures. He urged the Government to establish more defence establishments in the province pointing out that measure would help the economy of province.

The Awami League chief reiterated his earlier demand for making East Wing self-sufficient in defence.

Sheikh Mujibur Rahman defended Awami League's Six-Point programme and asked the audience to mobilize opinion in its favour. "Go to every village and build fort of six points, he asked his supporters and advised them to organise the party".

Awami League chief said that in the past successive governments had deprived Bangla Desh of her legitimate rights and now when Bengalees are demanding those rights exploiters and their agents were trying to frustrate the move by raising the cry of Islam. He blamed the West Pakistan exploiters but he blamed more their agents among Benglees whom he called ÒMirjaffars” and political parasites.

Sheikh Mujibur Rahman dwelt at length on inter-wing disparity in development expenditures and services and quoted statistics in favour of his contention. He said his struggle was only for restoring East Pakistan’s right and was not directed against West Pakistan or anyone. He said that his fight was also for masses in West Pakistan who were equally exploited.

Student leader Tofail Ahmed in his brief address asked the people for strengthening hands of Sheikh Mujib to ensure victory in the struggle for the realisation of East Pakistan's rights.

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই এপ্রিল ১৯৭০

রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রদেশের জন্য শতকরা ৫৬ ভাগ অধিকার দাবী:

মঠবাড়িয়ার বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা

মঠবাড়িয়া (বরিশাল), ১১ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দেশরক্ষা সহ সকল কেন্দ্রীয় চাকুরী-বাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য শতকরা ৫৬টি আসন দাবী করিয়াছেন।

গতকাল বিকালে স্থানীয় লতিফ ইনষ্টিটিউশন খেলার মাঠে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, এ দাবী পূরণ কিছুটা সময় সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে যাতে পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশরক্ষাসহ সকল কেন্দ্রীয় বিভাগে ও সংস্থায় শতকরা ৫৬টি চাকুরী পাইতে পারে, তজ্জন্য এই মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হয় বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ সাহেব বলেন, দেশরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীদের জনসংখ্যার

ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া না হইলে, আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্য দূর করা সম্ভবপর নয়। শেখ সাহেব বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন পূর্ব পাকিস্তানী; তাই জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬ ভাগ অংশ পাওয়া তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। তিনি বলেন, এই অধিকার অস্বীকার করা চলিবে না। স্বীয় দলের ছয়দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সম-অধিকারের নিশ্চয়তাবিধানই ছয়দফার লক্ষ্য।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "এদেশের নাগরিক হিসাবে জাতীয় জীবনের সর্বত্রই আপনারা সমান অধিকারের মালিক। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আপনারাও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হউন।" শেখ সাহেব সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংখ্যাগুরু সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। একশ্রেণীর রাজনীতিকের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন, "ভয়-ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করিয়া সংখ্যালঘুদের ভোট নেওয়ার চেষ্টা করিবেন না।" –পিপিআই

সংবাদ

১২ই এপ্রিল ১৯৭০

মঠবাড়িয়ায় শেখ মুজিব:

দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী

মঠবাড়িয়া (বরিশাল), ১১ই এপ্রিল (এপিপি)।–গতকাল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সশস্ত্র বাহিনীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন।

এখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সশস্ত্রবাহিনীতে অবিলম্বে প্রতিনিধিত্ব যে সম্ভব নহে তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন। তবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবিলম্বে অবশ্যই কাজ শুরু করিতে হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করা হয়। প্রতিরক্ষা খাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যা লাভের নিশ্চয়তা বিধান ছাড়া দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা সম্ভব নহে। প্রদেশে আরও অধিক সংখ্যক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং বলেন, ইহাতে প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাহায্য করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য তাঁহার পূর্ব দাবীর পুনরুল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া উহার পক্ষে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য শ্রোতাদের প্রতি আহ্বান জানান। গ্রামে গ্রামে গিয়া ৬-দফার দুর্গ গড়িয়া তোলার জন্য তিনি সমর্থকদের প্রতি অনুরোধ জানান এবং দলকে সংগঠিত করার উপদেশ দেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, অতীতে সরকার বার বার বাংলাদেশকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন বাংলাদেশ যখন তাহার দাবী জানাইতেছে তখন ঐসব শোষক এবং তাহাদের দালালগণ ইসলামের কথা বলিয়া দাবী-দাওয়া নস্যাৎ করিতেছে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের এইজন্য দায়ী করেন এবং আরও অধিক দায়ী করেন তাহাদের বাঙ্গালী দালালদের। এই সব দালালদের তিনি মীরজাফর ও রাজনৈতিক পরগাছা বলিয়া অভিহিত করেন।

শেখ মুজিবর রহমান উন্নয়ন ব্যয় ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের উল্লেখ করেন এবং তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে হিসাব পেশ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সংগ্রামের লক্ষ্য, পশ্চিম পাকিস্তান বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে নহে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সম-বঞ্চিত জনগণের জন্যও তিনি সংগ্রাম করিতেছেন।

ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ বাংলার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শেখ মুজিবের হস্তকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যাহারা ধর্মের প্রতি জনগণের অনুরাগের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে তাহারা শেখ মুজিবকে ইসলাম-বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করিতেছে।

দৈনিক পয়গাম

১২ই এপ্রিল ১৯৭০

মোরেলগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা:

মুষ্টিমেয় লোকের শোষণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার জন্য

শতকরা ৯৭ জন বাঙ্গালী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় নাই

মোরেলগঞ্জ, ১১ এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর অদ্য এখানে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দানকালে অভিযোগ করেন যে, এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া আলেম গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে।

তিনি বলেন যে, বাংলার জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য দাবী-দাওয়া বানচালের উদ্দেশ্যে ইসলামের নামে এই প্রদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের লেলাইয়া দিয়াছে। তিনি বলেন যে আওয়ামী লীগ ৬-দফা এবং বাংলার গণমানুষের আশা আকাঙ্খার বিরুদ্ধে অপ্রচার ও ফতোয়া দানের বিনিময়ে এই সব তথাকথিত আলেম মাসে মাসে নিয়মিত বেতন পাইয়া থাকে। শেখ মুজিব বলেন যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মতই এই ভাড়াটিয়া ফতোয়াবাজরা ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর মধ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বহিঃশক্তির হাত আছে বলিয়া অপ্রচার চালাইতেছে। কিন্তু ৬-দফার লক্ষ্য হইতেছে শোষণ ও অবিচারের অবসান, শোষণ ও অবিচার ইসলামেও নিষিদ্ধ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্ত শাসন অর্জিত হইলে বাংলাকে আগের মত আর শোষণ ও লুণ্ঠন করা যাইবে না দেখিয়া শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে মিথ্যা প্রচারের জন্য এই সব ভাড়াটিয়া লোক নিয়োগ করিয়াছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলার জনগণ এবং প্রকৃত আলেম সমাজ অবশ্যই এইসব ভাড়াটিয়া আলেমের অশুভ চেষ্টা বানচাল করিয়া ন্যায় ও সত্যের পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরিবেন। এই মিথ্যা প্রচার তাহাদের বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না।

শেখ সাহেব আজ পুনরায় বলেন যে, তেইশ বৎসর ধরিয়া বাংলার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করা হইয়াছে। আর শোষণ ও লুণ্ঠন নয় এবার এই প্রদেশ হইতে পুঁজি পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে হইবে। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান অর্জনে যে বাঙ্গালীদের অবদানই সব চাইতে বেশী, এদেশে তাহাদের ভাগ্যেই সর্বাধিক বঞ্চনা, অবিচার ও দুর্দশা জুটিয়াছে। তিনি বলেন, দেশকে মুষ্টিমেয় লোকের শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত হইতে দেওয়ার জন্য বাংলার শতকরা ৯৭ জন পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় নাই।

শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলার উপর অবিচারের অবসান ঘটাইয়া দেশের সকল এলাকার মানুষের জন্য সমঅধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

তিনি বলেন ক্ষমতা দখল নয় বরং নির্যাতিত জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। –এপিপি

আজাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৭০

অহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জের উত্তরে শেখ মুজিবঃ যে কোন আওয়ামী লীগ কর্মীই পরাস্ত করিবে

গোপালগঞ্জ, ১২ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে কোন কর্ম্মী জনাব ওয়াহিদুজ্জামানকে জামানত বাজেয়াফতসহ পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তিনি নিশ্চিত রহিয়াছেন।

আজ গোপালগঞ্জ শহরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জনাব ওয়াহিদুজ্জমানের চ্যালেঞ্জের জওয়াবদানকালে ইহা জানান।

১৯৫৪ সালে শেখ সাহেব এই গোপালগঞ্জেই নির্ব্বাচনে ওয়াহিদুজ্জমানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শেখ মুজিব আইয়ুব শাসনামলে উজির হিসাবে ওয়াহিদুজ্জমানের ভূমিকা সম্পর্কে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, আমি জনগণকে ভালবাসি। এই জনগণের প্রতি আমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। যদি ইহার বদলে আমাকে সারা পাকিস্তান দিয়া দেওয়া হয় তবুও আমার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে না। তিনি বলেন যে, তাহার সংগ্রাম কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, বরঞ্চ অতীতে দীর্ঘদিন যাহারা শোষিত ও বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্যই এই সংগ্রাম। তিনি বলেন যে, জনগণের উপর আর শোষণ চালাইতে দেওয়া যাইবে না। ছয়দফা এই শোষণের অবসান করিতে পারিবে।

দুই প্রদেশের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। শেখ মুজিব বলেন যে, গোপালগঞ্জ হইতেছে আমার জন্মস্থান। এখানেই আমার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হইয়াছে। শৈশবে এই খানেই আমি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়াছি। তিনি বলেন যে, জীবনে এইখানেই প্রথম আমি জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছি। এই সম্পর্কে তিনি গোপালগঞ্জের সহিত তাহার পুরানো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার রহিয়াছে। তাহারা দেশের সমান নাগরিক। তবে আইউব খান সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তিনি কতিপয় সংখ্যালঘু নেতার নিন্দা করেন। শেখ মুজিব বক্তৃতার মাঝে সমবেত শ্রোতামণ্ডলীকে তাহার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে সমবেত শ্রোতা হাত উঠাইয়া সম্মতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে জনাব ওয়াহিদুজ্জমানের স্বরূপ তাঁহারা বহুবার উদঘাটন করিয়াছে।

কিন্তু আর তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। জনাব ওয়াহিদুজ্জামানকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন যে, আপনার সকল অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য হিসাব এইবার আপনাকে দিতে হইবে। আপনি আপনার বর্তমান অবস্থা এইবার বুঝিতে পারিবেন।

তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের কোথাও কেহ তাহাকে চ্যালেঞ্জ করে নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোপালগঞ্জে তাহাকে কেহ চ্যালেঞ্জ করিতে সাহসী হইয়াছেন। জনাব কাইয়ুম খানের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, এই কাইয়ুম খান যিনি সীমান্তের সিংহ নাম পরিচিত তিনি 'বণ্ড' লিখিয়া আইয়ুবের জেলখানা হইতে মুক্তি নিয়াছিলেন, এখন তিনিই আবার আবহাওয়া ভালো দেখিয়া মাঠে নামিয়াছেন।

ছয় দফার সহিত আপোষ করিয়া উজিরে আজম হইবার জন্য কাইয়ুম খানের প্রস্তাবের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি যদি উজিরে আজম বা গবর্ণর হইতে চাইতেন তাহা হইলে আইয়ুব আমলেই তাহা পারিতেন। কিন্তু যে কোন পদের চেয়ে জনগণের স্নেহ ও ভালোবাসাই তাহার কাম্য।

আজাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৭০

পিরোজপুরে শেখ মুজিবের বক্তৃতা:
প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্ব্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ দাবী

পিরোজপুর, **১১ই** এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রশাসনিক ক্ষমতার সম্ভাব্য সর্ব্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ দাবী করিয়াছে। আজ বিকালে স্থানীয় টাউন স্কুলের মাঠে আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা কালে বলেন যে, যোগাযোগের অসুবিধা ও ভ্রমণের ব্যয়ের জন্য প্রশাসন যন্ত্রের নিকট পৌঁছাইতে জনসাধারণকে সীমাহীন দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হয়। তিনি সরকারের প্রতি এমন ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান, যাহাতে প্রশাসন যন্ত্র সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছিতে পারে। প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সরকারের জনসাধারণের নিকট গমন এবং তাহাদের সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজতর হইবে। শেখ সাহেব সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি যতদূর সম্ভব জনসাধারণের অভাব-অভিযোগে অবহিত হইতে এবং যতশীঘ্র এবং যত বেশী সম্ভব সমস্যার সমাধান করিতে উপদেশ দেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ৬-দফা সম্পর্কে বলেন যে, ইহা এমন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হইবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিক ন্যায্য অধিকার লাভ করিবে। তিনি বলেন ৬-দফাতে এছলাম বিরোধী কিছু নাই। বা ইহা বাস্তবায়ন অসম্ভব নহে। পশ্চিম পাকিস্তানী ভ্রাতাদের সহিত সমানাধিকারের ভিত্তিতে শান্তি ঐক্যের মধ্য দিয়া বাস করার জন্যই ৬-দফা ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ২২ বৎসর যাবৎ শোষিত হইয়াছে যে ১২ কোটি মানুষ, তাহার অভিযান তাহাদের বিরুদ্ধে নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, পাকিস্তানের গত ২২ বৎসরে এই স্বজনপ্রীতি ও শোষণের ইতিহাসে পূর্ণ পাকিস্তানের জনগণই সর্বাধিক বঞ্চিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের সকল ন্যায্য অধিকার হইতেই বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই জন্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরাই দায়ী নয়, কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী নেতাও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া প্রদেশবাসীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই সকল মীরজাফরের বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি জনসাধারণের প্রতি এই সংগ্রামে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

তিনি ঘোষণা করেন, আগামী নির্বাচন ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং অন্যায়ের অবসান ও সংশোধনের জন্য। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই সুযোগ গ্রহণ করা না হইলে দেশবাসী শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাসে পরিণত হইবে। পূর্বাহ্নে শেখ মুজিব শেরেবাংলার পুত্র ও অন্যান্য নেতাসহ মধ্যবাড়ীয়া হইতে হুলারহাটে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। হুলারহাট হইতে মিছিল সহকারে নেতৃবৃন্দকে পিরোজপুরে লইয়া যাওয়া হয়। –পিপিআই

Dawn

13th April, 1970

Mujib calls for decentralisation of administration

PIROJPUR, April 12 :–Sheikh Mujibur Rahman, Awami League President, yesterday demanded maximum possible decentralisation of administration both at the Centre and Provinces.

Addressing a public meeting at local town school he said that decentralisation was necessary to bring administration closer to people majority of whom are living in far-flung rural areas.

He said people living in rural areas, owing to communication difficulty to reach centrally-located administration.

The decentralisation on administration, he said, would also help the Government to come closer to the people and to know their problems.

Ther Awami League leader advised the Government to try to know problems of the people and redress their grievances. This, he said, would bridge the gulf that existed between the Government and the governed.

6 POINTS DEFENDED

Sheikh Mujibur Rahman defended his party's six-point programme and explained it to prove that the programme only sought to ensure autonomy for the province. He said that those who opposed the six-point programme wanted to continue their exploitation of East Pakistan and added that the people in the Province would no more allow exploitation.

The Awami League chief spoke of inter-wing disparity to prove his contention that East Wing people had been deprived of the legitimate rights. He blamed West Pakistan leaders for exploiting East Pakistan "Mir Jaffars" were more responsible for such exploitation. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই এপ্রিল ১৯৭০

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করিতেছি: গোপালগঞ্জের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা

গোপালগঞ্জ, ১২ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগের যে-কোন কর্মী আসন্ন নির্বাচনে জনাব ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করতে এবং তাহার জামানত জব্দ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। স্থানীয় টাউন হল ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন।

গোপালগঞ্জ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাঁহার প্রতি জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জের জবাবে শেখ সাহেব উক্ত মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেখ সাহেব গোপালগঞ্জে জনাব ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় আইয়ুব সরকারের মন্ত্রীরূপে জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের ভূমিকার সমালোচনা করেন। শেখ মুজিবর রহমান বলেন: অতীতে বহুবার ওয়াহিদুজ্জামানের চেহারা জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে আর রেহাই দেওয়া হইবে না। এই বারে তাঁহাকে তাঁহার অর্থ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের হিসাব পেশ করিতে হইবে।

অতঃপর শেখ সাহেব বলেন: এবার আপনি উপলব্ধি করিবেন। কোথায় আপনি আছেন।

ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: বাংলা দেশের কোন এলাকা হইতেই কেউ তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে নাই। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া উল্লেখ করেন যে, গোপালগঞ্জ হইতে কোন একজন তাহাকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার সাহস করিয়াছে।

শেখ সাহেব খান আবদুল কাইয়ুম খানেরও সমালোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সীমান্তের এই তথাকথিত 'শের' মুচলেকা দিয়া আইয়ুবের জেল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে অবস্থা বুঝিয়া আবার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

৬-দফার প্রশ্নে আপোষ করিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য কাইয়ুম খানের প্রস্তাব সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী বা গভর্নর হইতে চাইলে তিনি আইয়ুবের আমলেও হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পদের পরিবর্তে জনগণের প্রীতি ও ভালবাসাই কামনা করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তিনি জনসাধারণকে ভালবাসেন এবং এমনকি গোটা পাকিস্তানের বিনিময়েও তিনি জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবেন না।

তিনি বলেন যে, তাহার সংগ্রাম কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই, তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। –এপিপি

Morning News

13th April, 1970

Any AL Worker Can Defeat Zaman: Mujib

GOPALGANJ (Faridpur), April 12 (APP): Sheikh Mujibur Rahman the Awami League chief declared here today that he was confident that any Awami League worker would be able to defeat Waheeduzzaman in coming elections with his security deposit forbeited.

Sheikh Mujibur Rahman addressing a large public meeting at Town Maidan was replying to Waheeduzzaman's challenge to him for contesting him from Gopalganj where Sheikh had earlier defeated Zaman in 1954.

Sheikh Mujibur Rahman censured Waheeduzzaman, also of Gopalganj, for latter's role as Minister during Ayub regime.

He said they had on many occasions exposed Waheeduzzaman but the said Zaman would not be spared any more. This time you

will have to account for all your money, trade and business and you will realise where are you he said refering to Waheeduzzaman, Sheikh Mujubur Rahman referring to Zaman's challenge said no one anywhere in Bengal had challenged him but he regretted that someone in Gopalganj had dared to throw the challenge.

Sheikh Mujibur Rahman also criticised Khan Abdul Qayyum Khan, chief of Muslim League. He said that the so-called Lion of Frontier had secured release from Ayub's jail by giving bond and had reappeared when weather seemed clear.

Replying to Qayyum Khan's offer to him to become Prime Minister compromising his Six Point programme, Sheikh Mujibur Rahman said that bad fought once of Prime Minister or Governor he could have got it even during Ayub regime. But he said he preferred love and affection of people to any office.

NO BETRAYAL

Sheikh Mujibur Rahman said that he loved his people and he could not betray them, even if whole of Pakistan was given to him in exchange.

He said that his struggle was not against anyone but it was for securing the rights of the people who had long been exploited and had suffered in the past. He said he would not allow exploitation of the people any more adding that his Six-Point Programme was to end that exploitation.

Sheikh Mujibur Rahman dwelt at length on the inter wing disparity and asked the people to support his party in the coming elections to end that disparity. He quoted relevant statistics to prove that the province had suffered in the past during such oppressive government.

Sheikh Mujibur Rahman said Gopalganj was his birthplace where he began his political career and took part in the Pakistan Movement. He said he had addressed his first meeting at Town Maidan venue of todays meeting. He also recalled his old association with Gopalganj and River Madhumati On the bank of which the town is situated.

MINORITIES

Sheikh Mujibur Rahman that minorities were equal citizens and had equal rights. But, he was critical of some members of the minority community who were siding with former associates of Ayub Khan.

Sheikh Mujibur Rahman in the midst of his speech asked the audience, if they would vote for his nominee, and they responded in the affirmative by raising hands.

Mollah Jalaluddin a member of Working Committee of the Provincial Awami League, said his party's struggle was not against the people of West Pakistan but it was against those exploiters who had deprived East Pakistan of her legitimate rights.

Mr. Jalaluddin pleaded for support for Six-Point Programme and censured Mr. Wahiduzzaman for his opposition to the programme. Mr. Jalaluddin, who is likely to contest Mr. Zaman in the coming elections, said Mr. Zaman had supported the Basic Democracies and opposed direct adult franchise.

PEOPLE'S DEMAND

Mr. Obaidur Rahman, Social Secretary of the Provincial Awami League, said the Six Point Programme is demand of the people for which Sher-e-Bangla Moulvi Fazlul Huq was interned, a demand for which Mr. Suhrawardy suffered imprisonment during Ayub regime.

Mr. Obaidur Rahman explained different points of the Programme and tried to prove the all these sought to protect the Pakistan from exploitation.

He defended the Six-Point Programme against the propaganda that the programme was unislamic.

He said that the Sheik had placed nation the Six-Point Programme inspired by the ideal of Islam and Kholafa-e Rashedin,

The meeting, by a resolution, expressed the determination to get Awami Leaguers elected in the coming elections for framing constitution based on Six-Point Programme.

The meeting expressed confidence in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. It demanded that in view of the economic crisis, collection of land revenue and other taxes should be kept in abeyance.

পূর্বদেশ

১৩ই এপ্রিল ১৯৭০

পিরোজপুরে শেখ মুজিব:

দেশের মিরজাফরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থনের আহ্বান

পিরোজপুর, ১৩ই এপ্রিল (পিপিআই)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল স্থানীয় টাউন স্কুল ময়দানের এক জনসভায় ভাষণ দানকালে সরকারের কাছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণের দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, জনগণ যাতে ঘরে ঘরে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে পারেন তার জন্য সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জনাব শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হলে সরকার খুব সহজেই জনগণের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

তিনি সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানা ও শীগগির সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ছ' দফার ব্যাখ্যা

ছ' দফার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই দফা গুলো একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করবে-যাতে প্রত্যেকটি নাগরিকই তার ন্যায্য অধিকার পাবেন।

তিনি আরো বলেন যে, তাঁর ছ'দফা হলো এমন কতগুলো দফা যা দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে দেশের উভয় অংশের সহ অবস্থান সম্ভব।

জনাব মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, তার সংগ্রাম দেশের নিপীড়িত জনগণের বিরুদ্ধে নয়, বরং যারা গত বাইশ বছর ধরে দেশের বারো কোটি মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন করে আসছে তাঁর সংগ্রাম তাদেরই বিরুদ্ধে।

মীর জাফরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, তিনি দেশের সকল মীরজাফরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনগণ যেন সমাজের এইসব দুর্নীতিবাজদের উচ্ছেদের জন্যে তাঁকে সমর্থন করেন।

নির্বাচন সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, আগামী নির্বাচন কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্বাচনই নয়–যোগ্য অযোগ্য নিয়োগের নির্বাচনও বটে।

দৈনিক পয়গাম
১৩ই এপ্রিল ১৯৭০
গোপালগঞ্জে মুজিবের সম্বর্ধনা

গোপালগঞ্জ, ১২ই এপ্রিল।–আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে তাহার বিশ্বাস আসন্ন নির্বাচনে যে-কোন আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব ওয়াহিদুজ্জানের জামানত বাজেয়াপ্তিকরণসহ তাহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে।

গোপালগঞ্জ টাউন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দানকালে এক প্রশ্নের জবাবে জনাব মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জনাব ওয়াহিদুজ্জামান গোপালগঞ্জ হইতে জনাব মুজিবকে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিব এই এলাকা হইতে জনাব জামানকে পরাজিত করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্যে তাহার নিজ শহরে পৌছিলে এক বিপুল জনতা তাহাকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান।

সম্পাদকীয়
Morning News
14th April, 1970
The President's Assurance

PRESIDENT Yahya Khan, in the course of two statements during his recent visit to Dacca, has given categorical reassurance that he has no intention whatsoever of curbing the sovereignty of the people expressed through their elected representatives. He also said that it was quite unthinkable for him to refuse authentication of the projected constitution merely for the sake of refusing-an invidious step contrary to his manifest policy of moving the nation towards the goal of democratic government. The patent sincerity of these reassurances should set at rest whatever doubts there may have been about authentication procedures and the effectiveness of the National Assembly which is to be elected next October. It is indeed surprising that there should have been a political squabble about these matters in the first place.

The President's Legal Framework Order, 1970, clearly defines the five requisites for the projected new constitution. These are not arbitrary requirements but firm principles which give expression to the nation's Ideology, the majestic purpose of its founding and to administrative and legislative ideals that have emerged during the past 23 years through a distillation of political ideas. They have the overwhelming support of our people. Since these matters are not in doubt, it is futile-almost a frivolous exercise-to raise doubts whether a constitution based on these principles will receive the required Presidential authentication. All this the President has made amply clear. And for good measure he has reminded the nation that a constitution is an agreement to live together. It presupposes mutual trust, faith and confidence which no amount of

legal terminology and hairsplitting can replace. This is really the heart of the matter. It will be tragic if the lesson is not well-taken. In the context of the Legal Framework Order, which has received general acclamation, it is invidious for politicians to try to make issue of imagined grievances.

That attitude is reminiscent of Don Quixote in search of a windmill. An immensely more beneficial exercise would be for them to join with the people as a whole in making a purposeful effort for the return of representative government. Senseless posturing which makes a consensus impossible, not anything contained in the Legal Framework Order, is the real obstacle to the return of democracy.

সংবাদ
১৪ই এপ্রিল ১৯৭০
ওয়াহিদুজ্জমানের প্রতি মুজিবের পাল্টা চ্যালেঞ্জ

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর), ১২ই এপ্রিল (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে কোন কর্মী ওয়াহিদুজ্জামানকে (ঠাণ্ডা মিয়া) পরাজিত এবং তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

শেখ মুজিবর রহমান স্থানীয় টাউন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে গোপালগঞ্জ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তাঁহার প্রতি জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জের জবাবদান করিতেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে গোপালগঞ্জ হইতে ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আইয়ুবের আমলে মন্ত্রী হিসাবে ওয়াহিদুজ্জামান যে ভূমিকা পালন করেন তজ্জন্যও শেখ মুজিব তাঁহার সমালোচনা করেন। শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার প্রতি ওয়াহিদুজ্জামানের চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করিয়া বলেন, বাংলা দেশের কোথাও কেহ তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করেন নাই। কিন্তু তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, এই গোপালগঞ্জ হইতেই কোন এক লোক তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন।

কাইয়ুমের সমালোচনা

শেখ মুজিবর রহমান কনভেনশন মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) সভাপতি কাইয়ুম খানেরও সমালোচনা করেন এবং বলেন, সীমান্তের এই নেতা বণ্ড দিয়া আইয়ুবের জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং আবহাওয়া পরিষ্কার দেখিয়া এখন মাঠে নামিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে এপ্রিল ১৯৭০
আজ কক্সবাজারের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, আজ (শনিবার) সকালে পি, আই, এ, বিমানযোগে কক্সবাজারের পথে চট্টগ্রাম রওয়ানা হবেন। চট্টগ্রাম হইতে তিনি মোটরযোগে কক্সবাজারে গমন করবেন এবং সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি ২৭শে এপ্রিল চিরিঙ্গায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। কক্সবাজার হইতে তিনি ২৮শে এপ্রিল চট্টগ্রাম পৌছিবেন এবং ঐদিনই রাউজানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। ২৯শে এপ্রিল তিনি সন্দীপে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। বর্তমান কর্মসূচীর শেষ জনসভা হাতিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। শেখ মুজিব ১লা মে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

মে মাসের চূড়ান্ত সফরসূচী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজদ্দীন আহমদ সুস্থ হইবার পর প্রণয়ন করা হইবে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর তিনি বর্তমানে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে এপ্রিল ১৯৭০
প্রদেশের এক শ্রেণীর মীরজাফর সাথে না থাকিলে বাহিরের কায়েমী স্বার্থবাদীরা শোষণ চালাইতে পারিত না : জামালপুরে শেখ মুজিব
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

জামালপুর, ২৩শে এপ্রিল।–আজ বিকালে স্থানীয় ষ্টেডিয়ামে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থী মহলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত, নির্যাতিত অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন বিরোধ নাই।

জনাব আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিরাট জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবদুস সুলতান, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকুদ্দিন ভুইয়া প্রমুখ নেতা বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগ প্রধানকে জামালপুরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে ৬-দফার প্রতীকবিশিষ্ট সোনার হার উপহার দেওয়া হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দীর্ঘ ২২ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুরবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, একশ্রেণীর লোকই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। ইহারা এদেশের মানুষের রক্তপান করিয়া ২২ পরিবারের হাতে দেশের সম্পদ তুলিয়া দিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর লোকদের সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি বলেন যে, এই শ্রেণীর লোকদের শোষণে পূর্ব পাকিস্তান শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ট্যাক্সের বোঝা দিনের পর দিন বাড়িয়াছে; আর পাটের দাম হ্রাস পাইয়াছে। বিক্রি করিতে গেলে জিনিসের দাম কম, আর কিনিতে গেলে জিনিসের দাম বেশী-এই হইয়াছে বাঙ্গালীদের ভাগ্যলিপি।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান যে অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, উহারই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ৬-দফা কর্মসূচী প্রদান করা হয়। ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের আপামর ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন লাভের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে ১১-দফায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণীর মীরজাফর 'শেরোয়ানীধারীদের' স্বরূপ উদঘাটন করিয়া বলেন যে, শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থীদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান শোষণ সম্ভব হইত না; যদি না তাহাদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানী মীরজাফররা থাকিতেন। তিনি বলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে এই মীরজাফরদের সমূলে বিনাশ না করিতে পারিলে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণমুক্ত করা কখনও সম্ভব হইবে না।

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশে প্রকৃত আলেম অনেক আছেন, যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ, সমাজ ও ইসলামের সেবা করিতেছেন। কিন্তু এমন একটি গ্রুপও কার্যরত আছে, যারা আলেমের ছদ্মাবরণে সকাল-বিকাল মিথ্যার বেসাতিতে লিপ্ত। এই তথাকথিত কিছু সংখ্যক আলেম সুদূর অতীতে ইংরেজী পড়া হারাম ঘোষণা করিয়া মুসলমানদের বেয়ারা-আর্দালীতে পরিণত করিয়া হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদালাভের সুযোগ দিয়াছিল। ইহারা স্যার সৈয়দ আহমদকেও কাফের ঘোষণা করিয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইহারাই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে ইসলাম ধ্বংস হইবে বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিল। ইহারাই যুক্ত নির্বাচনকে ইসলামবিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। অথচ মওদুদী জামাত যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপের' সদস্য হিসাবে মাদারে মিল্লাতের পক্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে ইসলাম ধংস হয় নাই। শেখ মুজিব এই শ্রেণীর আলেমদিগকে ধর্মের নামে ভাঁওতাদানে বিরত থাকিয়া রাজনীতির কথা, অর্থনীতির কথা বলিতে আহ্বান

জানান। শেখ মুজিব বলেন যে, মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত লোকদের দ্বারা বাংলা দেশের কোন ক্ষতি করা সম্ভব হইবে না। কারণ বাংলা দেশের মানুষ ইহাদের স্বরূপ বহু আগেই ধরিতে সক্ষম হইয়াছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, আওয়ামী লীগ কখনও সংগ্রামী পথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই এবং লোভের বশবর্তী হইয়া জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই

অন্যান্য জনসভা

এতদ্ব্যতীত শেখ সাহেব ১৬ই এপ্রিল সিরাজগঞ্জে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান করেন। এই সভায় ভাষণদানকালে তিনি ২৩ বৎসরব্যাপী পূর্ব বাংলাকে শোষণের এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরেন এবং এই শোষণের অবসানের উদ্দেশ্যে বাংলার প্রতিটি গৃহে ৬-দফার দুর্গ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। তিনি আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারার সংশোধনের এবং সার্বভৌম গণপরিষদের দাবী করেন। জনাব মোতাহার মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমানও বক্তৃতা করেন।

তিনি গত ১৭ই এপ্রিল রাজশাহীর নাটোরে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় তিনি অবিলম্বে রূপপুর আণবিক শক্তিকেন্দ্র, বগুড়ার জামালগঞ্জ কয়লা খনি হইতে কয়লা উত্তোলন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবী জানান।

১৯শে এপ্রিল তিনি রাজশাহীর চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তিদানের দাবী জানান।

আজাদ

২৬শে এপ্রিল ১৯৭০

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম জেলা সফরের উদ্দেশ্যে গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তিনি রাউজান, সন্দ্বীপ, হাতীয়া ও আরও কয়েকটি অঞ্চলে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

Dawn

28th April, 1970

Mujib emphasises importance of coming election

COX'S BAZAR, April 27:–Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League, chief said here on Saturday that the coming general elections would be the last fight by the people of East Pakistan to end the 22 years of exploitation of this Province to realise its, due share and to bring about the province's economic salvation.

Addressing a big public meeting at the Rest House ground here, Sheikh Mujib asked the people to launch a concerted fight to realise the demands of the people of East Pakistan.

He said that the ensuing election would not be an election to go to power but to give a Constitution to the country which should end all injustices to East Pakistan.

6-POINT PROGRAMME

Speaking about the six-point programme, Sheikh Sahib said that it was the spontaneous voice of the six-crore East Pakistanis against the exploitation, oppression and ruination of "Sonar Bangla".

He said his fight was not against the common people of West Pakistan, who were also much deprived, but against those who exploited the people of both the Wings of the country. He also criticised those who were deceiving the people in the name of religion.

Sheikh Mujib strongly criticised those persons, who, having been born in East Pakistan, had always betrayed the cause of its people. He said the exploitation of this part had been possible only because some traitors of this soil had sides with the exploiters

OFFERS NAMAZ

Before starting his speech Sheikh Sahib offered his Asar prayers with the Jamaat and then spoke for about 50 minutes,

The meeting was presided over by Mr. Afsar Kamal Chowdhury, President of Cox's Bazar Sub-division Awami League.

Mr M R Siddiqi, President, Chittagong District Awami League, the only other speaker at the meeting, gave an analysis of the inter-wing disparity and said the six-point programme was the panacea for all our economic and social ills. He asked the people to carry the message of the six-point to every nook and corner of the province. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে এপ্রিল ১৯৭০

শোষিত বঞ্চিত বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবল যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সম্ভব

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

চিরিঙ্গা, ২৭শে এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে চিরিঙ্গা বিমানবন্দর সংলগ্ন ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শেখ সাহেব বলেন, বাংলা ও বাঙ্গালীকে কেন্দ্র করিয়াই শেরে বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত ধ্যান-ধারণা এবং কর্মসাধন আবর্তিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শেরে বাংলা হয়ত বিতর্কের উর্ধে ছিলেন না, কিন্তু বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ এবং তাদের কল্যাণ কামনা ছিল সকল সংশয়-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন, বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারাজীবন নিরলস চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। শোষিত-বঞ্চিত বাংলার গণমানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তাঁর স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সম্ভবপর বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ সাহেব শেরে বাংলার জীবনাদর্শ হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করিয়া বাংলাকে শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃংখল হইতে মুক্ত করার আপোষহীন সংগ্রামে আত্মনিয়োগের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আজাদ

২৯শে এপ্রিল ১৯৭০

রাউজানে জনসভায় শেখ মুজিবঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আর অবিচার চলিবে না

চট্টগ্রাম, ২৮শে এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ় সংকল্প এবং সেই সঙ্গে দেশের এই অংশের প্রতি ভবিষ্যতে আর অবিচার করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এখান হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত রাউজান কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জনাব শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্ব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এখন হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুরা যদি ন্যায় ও সততার নীতিতে বসবাস না করেন, তবে

ভবিষ্যতে তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে কোন সহযোগিতা পাইবেন না। আওয়ামী লীগ প্রধান তাহার ৪০ মিনিটব্যাপী বক্তৃতায় তাঁহার দলের ৬-দফা কর্ম্মসূচী বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, এছলামে যদিও মানুষের উপর শোষণ চালানো নিষিদ্ধ, তথাপি দীর্ঘ ২২ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অন্যায় অবিচার করা হইয়াছে, উহার বিরুদ্ধে মওলানা মওদুদী ও নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান কোন প্রতিবাদ করেন নাই। যখনই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়ার কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তখনই তাঁহারা ফতোয়া জারী করিয়াছেন বলিয়া শেখ মুজিব প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ ২২ বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানের উষর মরুভূমি আজ সবুজ প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে অপর দিকে এককালের ধনধান্যে পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিদেশ হইতে খাদ্য শস্য আমদানী করিতে হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ করিবে না-তথাপি তাঁহার এবং তাঁহার দলের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী হইতেছে। এই সব ফতোয়া দানকারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন। –এপিপি

Dawn

29th April, 1970

Co-operation possible on basis of justice alone:
Mujib's warning to W. Wing leadership

CHITTAGONG, April 28: Sheikh Mujibur Rahman, President, Pakistan Awami League, today expressed his firm determination to get back the due rights of East Pakistan and declared that in future no more injustices could be done to this Wing.

Addressing a big public meeting at Raozan College ground, about 20 miles from here, Sheikh Mujib referred to the Inter-Wing disparity in all spheres and said that from now on our friends in West Pakistan would get no cop-operation from this Wing unless they decided to live with the principle of justice and fair play.

He particularly criticised those leaders of East Pakistan who, he said, although had been associated with power, never cared for this province. He said these persons were "Mir Jafars" who were instrumental in bringing miseries to East Pakistan.

The Awami League chief in his 40 minute speech, explained his six-point programme, one by one and wanted to know which one was un-Islamic. He said he believed that whatever was good for the people was Islamic and whatever was bad was un-Islamic.

He said although Islam strictly prohibited exploitation of man by man, Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah and some other leaders, posing themselves as champions of Islam, had never spoken against the injustices done the East Pakistan.

These leaders, he said, were used to giving Fatwas whenever any demand of East Pakistan was raised.

He said while during the 22 years the deserts of West Pakistan had turned into green fields, the once surplus East Pakistan had now to import food grain to the tune of 17 lakh tons.–APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯শে এপ্রিল ১৯৭০

পদ হারাইয়া খেদোক্তি করার পরও যাঁরা নব উদ্যমে আবার দালালী শুরু করিয়াছেন এমন লোককে নির্বাচন না করার মধ্যে বাঙ্গালীর মুক্তি নিহিত: রাউজানের বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

রাউজান, ২৮শে এপ্রিল।–ডিকেডী আমলের দ্বিতীয় জাতীয় পরিষদে ‘আর দালালী করিব না’ এই ঐতিহাসিক খেদোক্তির প্রবক্তা কনভেনশন মুসলিম লীগের অস্থায়ী সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর জন্মভূমি এই রাউজান হইতে দালালদের নির্বাচনের মাধ্যমে হালাল করার অভিযান শুরু করিয়া পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণমুক্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান আজ স্থানীয় কলেজ ময়দানে চৌদ্দ বৎসর পর লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করিতে ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাউজানে জনসভায় শেষ বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান রাউজানবাসীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন, আপনারা সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের আলোকে পূর্ব বাংলার ৭ কোটি মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইতিহাস আপনাদের নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। রাউজান হইতে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গার গান গাহিতে ইহবে যেন সে গানের সুরে ও ছন্দে পূর্ব বাংলার সর্বস্বহারা মানুষ জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত সচেতন সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে এদেশ যেন আবার সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠে।

চট্টগ্রাম হইতে রাউজান আসার পথে পথে শেখ মুজিবর রহমানকে অগণিত মানুষ প্রাণস্পর্শী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়া, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণ তাহাদের নেতাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন এবং নেতার চলার পথে পুষ্পবৃষ্টি করেন। হাটহাজারীতে তিনি এক অনির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাউজান এলাকাবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও আমাদের মত সমান নাগরিক; তাহাদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে এদেশের জনসাধারণের। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চক্ষু রাঙ্গাইয়া যেসব প্রতিক্রিয়াশীল নেতা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, সংখ্যালঘুরাও এদেশের মানুষ, তাহারা এদেশে নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসে নাই। এদেশের সঙ্গে সংখ্যাগুরু জনসাধারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিজেদের রক্ত দিয়া রক্ষা করার নজির ইতিপূর্বেই স্থাপন করিয়াছে।

চট্টগ্রাম জেলার ফাতেহাবাদে সাম্প্রতিককালে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘাটয়াছে, সে সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করার জন্য তিনি 'খ' এলাকার সামরিক শাসন পরিচালকের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। রাউজান সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আওয়ামী লীগ প্রধানকে তিনটি মানপত্র নেওয়া হয়। মানপত্রের জবাবে শেখ সাহেব বলেন, "নিরস আমি, দেবার কিছু নাই; আছে শুধু ভালবাসা তাই দিয়ে যাই।" তিনি বলেন যে, আপনাদের অভাব-অভিযোগ পূর্ব বাংলার ৭ কোটি মানুষের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। আপনারা যেদিন সত্যিকারের গণপ্রতিনিধি অর্থাৎ দালালী করিয়া যাহারা খেদোক্তি করিবে না আবার খেদোক্তি করিয়া আবার নূতন উদ্যমে যাহারা দালালী করিবে না, সেই ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া পরিষদে পাঠাইতে পারিবেন, শুধু সেইদিনই আপনাদের দাবী-দাওয়া পূরণ হইতে পারে। আমি একা আপনাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিব না, আমি শুধু চেষ্টা করিতে পারি। আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে, প্রয়োজনবোধে আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবারের মত আবার কারাগারে যাইতে পারি, আপনাদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি অকাতরে বিসর্জন দিতে পারি। আওয়ামী লীগ প্রধানের আবেগআপ্লুত কণ্ঠের দরদি কি বলি এই আশ্বাসকে বিশাল জনতা গগনবিদারী শ্লোগানের মাধ্যমে স্বাগতম জানায়।

জনাব আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় দৈনিক আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, ছাত্রনেতা লোকমান হাকিম চৌধুরী, ডাক্তার আবু তাহের ও ডাক্তার সুলতান আহমদ বক্তৃতা করেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকী, সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ ও নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল দলীয় প্রধানের সঙ্গে ছিলেন।

আজ সন্দ্বীপে জনসভা

আজ শেখ মুজিবর রহমান সন্দ্বীপে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি আজ সকালে জাহাজযোগে সদলবলে সন্দ্বীপ রওয়ানা হইবেন।

সংবাদ

২৯শে এপ্রিল ১৯৭০

রাউজানে শেখ মুজিব : ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার আহ্বান

চট্টগ্রাম, ২৮শে এপ্রিল (এপিপি)।–অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে এই প্রদেশের প্রতি আর অবিচার করিতে পারিবে না।

এখান হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে রাউজান কলেজ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব সকল ক্ষেত্রে আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য উল্লেখ করিয়া বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুগণ ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতির সহিত বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে তাহারা এই অঞ্চল হইতে কোন সহযোগিতা পাইবে না। পূর্ব পাকিস্তানের যে সব নেতা ক্ষমতার সহিত জড়িত থাকা সত্ত্বেও এই প্রদেশের প্রতি নজর দেয় নাই তিনি বিশেষ করিয়া তাহাদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এই সব লোকই মীরজাফর এবং পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশার জন্য দায়ী। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার ৪০ মিনিটের বক্তৃতায় তাঁহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী এক এক করিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং উহার মধ্যে কোন দফা ইসলাম বিরোধী তাহা জানিতে চাহেন। তিনি বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের যাহা কল্যাণকর তাহা ইসলামিক এবং যাহা অকল্যাণকর তাহা অনৈসলামিক।

তিনি বলেন, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অথচ মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও ইসলামের

ধ্বজাধারী অন্যান্য নেতা এই অঞ্চলের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে কখনও কথা বলেন নাই। তিনি আরও বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন দাবীর কথা উঠিলেই এই সব নেতা ফতোয়া দিয়া থাকেন।

শেখ মুজিব বলেন, গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমি শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এককালের উদ্বৃত্তাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানকে বর্তমান ১৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে হয়।

তিনি বলেন, তিনি বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ কোরান ও সুন্না বিরোধী কোন আইন পাশ করিবে না। তবুও তাঁহার এবং তাঁহার দলের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, হিন্দুরাও পাকিস্তানের সমান নাগরিক এবং মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও সমান অধিকার রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ফতেহাবাদের ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তদন্তের জন্য খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকদের অনুরোধ করেন।

জনাব আবদুল্লাহ আল হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক খালেদ, ডঃ আবু জাফর ও ডঃ সুলতান আহমদ।

চট্টগ্রাম হইতে রাউজানে যাওয়ার পথে তিনি কয়েক জায়গায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। জনসভায় বক্তৃতার পূর্বে তিনি জামাতে আছরের নামাজ আদায় করেন।

পূর্বদেশ
২৯শে এপ্রিল ১৯৭০
শেখ মুজিব : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের সুযোগ দেয়া হবে না

চট্টগ্রাম, ২৮শে এপ্রিল (এপিপি)।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য দৃঢ়-সংকল্প প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে এ প্রদেশের প্রতি আর অন্যায় করার সুযোগ দেয়া হবেনা।

রাউজান কলেজ মাঠে এক জনসমাবেশে তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধুরা যদি ন্যায় ও সত্যের পথ গ্রহণ না করেন তাহলে ভবিষ্যতে তারা আমাদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হবেন না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ক্ষমতায় থেকে দেশের দিকে ফিরে তাকাননি তাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এ মীর জাফররাই দেশের দুরবস্থা ডেকে এনেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান ছয় দফা ব্যাখ্যা করেন এবং জানতে চান যে, কে ইহাকে অনৈসলামিক বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, জনগণের জন্য যা মঙ্গলকর তাই ইসলামিক অতএব ছয় দফাও ইসলামিক। শেখ মুজিব মওলানা মওদুদী, নওয়াবজাদা নসরুল্লা খানের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ইসলামের কথা বললেও এ সমস্ত নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার সম্বন্ধে কখনও কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

উল্লেখযোগ্য, চট্টগ্রাম থেকে রাউজান যাবার পথে শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানে দু' ডজনের ও বেশী সংখ্যক সুদৃশ্য তোরণ তৈরী করা হয়।

সংবাদ
১লা মে ১৯৭০
হাতিয়ায় শেখ মুজিব : আসন্ন নির্বাচনে দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে

হাতিয়া, (নোয়াখালী) ৩০শে এপ্রিল (এপিপি)।–শেখ মুজিবর রহমান আজ পুনরায় গণ-পরিষদকে সার্বভৌম করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

এখানে আজ এক জনসভায় বক্তৃতা দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান আইনগত কাঠামোর ২৫, ২৬ ও ২৭ নং ধারা পরিবর্তন করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন যে, জনপ্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রেসিডেন্টের উচিত পরিষদকে সার্বভৌম করা।

আইনগত কাঠামোর কতিপয় ধারায় গণতন্ত্রের মূলনীতিকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্র অনুমোদন করার ব্যাপার জনপ্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।

তিনি বলেন যে, তিনি জনগণকে ভালোবাসেন। সমগ্র পাকিস্তান তাঁহাকে দিয়া দেওয়া হইলেও তিনি তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবেন না।

শেখ সাহেব বলেন, আসন্ন নির্বাচনেই দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে।

আজাদ
২রা মে ১৯৭০
শেখ মুজিবের বাণী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান মে দিবস উপলক্ষে গতকাল এক বাণীতে বলেন যে, এদেশের মেহনতী মানুষের সাথী হিসাবে তিনিও তাঁহাদের সংগ্রামী কাফেলাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর।

শেখ মুজিব তাহার বাণীতে বলেন, বর্তমানে সারা দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ খুবই ভয়াবহ। এমতাবস্থায় শ্রমিক সমাজের জীবন সব চাইতে দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন, অনাহার, রোগ, দারিদ্র্য, সর্বোপরি মুনাফাখোর ও পুঁজিপতিদের বলগাহীন শোষণ শ্রমিক সমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

তিনি বলেন, "একদিকে বাংলা দেশ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থপাচার এবং অন্যদিকে শিল্পপতিদের শোষণের যাতাকলে সারা বাংলা দেশের বর্ত্তমান যে রূপ, তাহা দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর।" তিনি জানান যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তির একমাত্র পথ হইতেছে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা ষড়যন্ত্রকারী শোষক গোষ্ঠীকে উৎখাত করিয়া গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার কায়েম করা।

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা মে ১৯৭০

সন্দ্বীপের জনসভায় শেখ মুজিবঃ

'আগামী নির্বাচনে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যালট বাক্স যেন খালি যায়'

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১লা মে।–"এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণকারী বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই বাংলা দেশকে চিরকাল দুঃখকষ্ট ভোগ ও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। প্রদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থোদ্ধারের জন্য তাহারা সর্বদা শোষকদের সঙ্গে আঁতাত করিয়াছে। ইহার ফলশ্রুতিতেই আজ পূর্ব পাকিস্তান বিশ্বের একটি চরম উপেক্ষা ও বৈষম্যের নজির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত বুধবার সন্দ্বীপে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বৈশাখী দ্বিপ্রহরের খররৌদ্র উপেক্ষা করিয়া এই সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপের হাজার হাজার মানুষ জনসভায় শরিক হয়। পূর্বাহ্নে শেখ মুজিব ষ্টিমার ঘাটে অবতরণ করিলে হাজার হাজার সন্দ্বীপবাসী তাহাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। তাঁহাকে লইয়া এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা সন্দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে গমন করে। এইখানেই জনসভার আয়োজন করা হয়।

শেখ মুজিবকে স্বাগত জানানোর জন্য সন্দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে তোরণ নির্মাণ করা হয়।

শেখ মুজিব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেনঃ যে পূর্ব পাকিস্তান একদিন খাদ্যে উদ্বৃত্ত প্রদেশ ছিল, আজ সে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ঘাটতি পূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে বৎসরে ১৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে হয়।

বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেনঃ "কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে তার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম নয়। পূর্ব পাকিস্তানের হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ২২ বৎসরের শোষণের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য প্রদেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে।"

যাহারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিবেনা আগামী নির্বাচনে শুধু তাহাদের নির্বাচিত করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা তথাকথিত বহু 'মহান নেতাকে' দেখিয়াছি, ক্ষমতার লোভে যাঁহাদের মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হয়। জীবনে আর দালালী করিবেন না বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি করার পর ইহারা পুনরায় দালালী করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। এই সব স্বার্থবাদী লোক ও শোষককে পুনরায় শোষণ ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থহানি করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন, "আগামী নির্বাচনে যাহাতে ইহাদের ব্যালট বাক্স খালি যায়, তৎপ্রতি আপনারা লক্ষ্য রাখুন।"

সন্দ্বীপ থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুজিবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ আজিজ বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগ সর্বদা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছে এবং এজন্যই 'ক্রসবাঁধ দাবী সপ্তাহ' পালন করিয়াছে। শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট অবিলম্বে ক্রসবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সানন্দে ঘোষণা করেন যে, গভর্নর এ সম্পর্কে প্রাথমিক জরিপ কার্য পরিকল্পনার নির্দেশ দিয়াছেন।

সন্দ্বীপ সভাশেষে শেখ মুজিব ষ্টিমারযোগে হাতিয়া রওয়ানা হইয়া যান। তিনি আগামীকাল রামগতি হইয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

Morning News

2nd May, 1970

Mujib asks workers to struggle for setting up just society

By Our Staff Reporter

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, yesterday pleaded for the united struggle of the working people for the establishment of a just society free from all kinds of exploitations.

In a message on the occasion of May Day which was observed by various labour organisations in and around Dacca Sheikh Mujibur Rahman said that the sufferings and miseries of the

teeming millions would end only when a people's government was established in the country. He said that hunger, poverty diseases and unchecked exploitation by the capitalists had crippled the working class.

Painting a sorrowful picture of the economic and political plights he said that transfer of capital from Bangla Desh to West Pakistan may further deteriorate the economic condition. He said the present economic condition in the country showed ominous signs.

He paid rich tributes to those labour leaders who laid down their lives to establish the rights of the labourers. He called upon the struggling masses to take solemn vow on this historic day to wage relentless war against all exploiters. He said, "we must get rid of injustices and exploitations". He also lent his party's full support to the five-point demands of the Jatiya Sramik League.

Morning News

2nd May, 1970

Mujib calls for a sovereign C.A.

HATIYA (Noakhali), May 1 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, Chief of Awami League, yesterday again called for making Constituent Assembly a sovereign body.

Addressing a public meeting here yesterday afternoon the Awami League leader urged President Yahya Khan to amend the Legal Framework Order Number 25, 26 and 27 to ensure the sovereignty of the Constituent Assembly in order to show respect to the opinion of the elected representative of the people.

He regretted that certain provisions in the Legal Framework Order have negated the principles of democracy. He said the question of authentication should be left to the people’s representatives.

He said that he loved his people and could not betray them even if the whole of Pakistan was given to him in exchange. Sheikh Mujib said that he never bowed down his head before any body except Allah and would continue his struggle for the realisation of people’s rights at all costs.

He said that coming election will decide the fate of the country and preserve the people's rights. He pointed out that the coming election is not for achieving power but to frame the country's constitution.

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of Awami League, on Wednesday, urged the Muslims to resist those who are misleading people in the name of Islam. He said the ulema should not use the mosques for their party propaganda.

Addressing a big public meeting here, the Awami League leader said: "I have nothing to say against the masses in West Pakistan, who are equally exploited". He said that the 22 years history of Pakistan were history of nepotism, suppressions, oppressions and corruptions.

Sheikh Mujib also referred to economic disparity and said in the background of those circumstances, he launched six points programme. The mass upsurge a year back indicated that people are with six points programme. He also gave a brief account of injustices East Pakistan had suffered. He said out of 500 crores of foreign loans, East Pakistan got only 200 crores during last 22 years. Can this indefinitely continue ignoring the legitimate interest of 56 per cent people of the country he asked. The Awami League Chief said that flight of capital from East Pakistan should be stopped immediately in order to ensure justice to East Pakistan. He said that the future constitution of the country must ensure that the wealth of East Pakistan would not be transferred except with permission of the provincial Government.

Morning News

2nd May, 1970

Jamaiat leader criticises AL Six Points

CHOWMUHANI, May 1 (APP): Moulana Ashraf Ali, General Secretary, East Pakistan Jamiat-e-Ulema-e-Islam and Nizam-e-Islam Party, addressing a public meeting here on Tuesday criticised the six-point programme of the Awami League. He said that the programme had nothing about common people, and added that creation of some big capitalists in this part of the country, seemed possible through this programme. In this connection he condemned the capitalism.

Referring to the assurance given by some political leaders that they will not make any law against Qur’an and Sunnah, Moulana Ashraf Ali asked, why not they declare that they will make laws on the basis of Qur’an and Sunnah?

He said that ulema of this sub-continent had played an inmportant role in the creation of Pakistan through the platform of

All-India Jamiat-e-Ulema-e Islam under the leadership of Moulana Shabbir Ahmad Usmani and now they were again in the field to safeguard the basic ideology of Pakistan and its solidarity and national integrity.

পূর্বদেশ
২রা মে ১৯৭০
শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করুন : মুজিব

ঢাকা, ১লা মে (পিপিআই)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ শোষণমুক্ত ন্যায়ের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঐতিহাসিক মে দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে তিনি আজ বলেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি ঘটবে তখনই যখন এদেশে জনগণের সরকার প্রতিঠিত হবে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক সংকট অর্থনীতিক বন্ধাত্বের ভবিষ্যৎ, ক্ষুধা, দারিদ্র এবং রোগ নিরসন অনিশ্চিত করে তুলতে পারে। তিনি বলেন, পুঁজিপতিদের অদম্য শোষণ আমাদের শ্রমিক শ্রেণীকে অত্যন্ত পঙ্গু করে দিয়েছে।

যে সমস্ত শ্রমিক নেতৃবন্দ রক্তের বিনিময়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সংগ্রামী জনগণকে ন্যায় ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে যাবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি শ্রমিক লীগের ৫-দফা দাবীর প্রতি সমর্থন দান করেন।

দৈনিক পয়গাম
২রা মে ১৯৭০
পেশোওয়ারে কাইয়ুম খানের বক্তৃতা:
৬ দফা ও জয়বাংলা শ্লোগান দুই বাংলাকে এক করার ষড়যন্ত্র

পেশোয়ার, ১লা মে।–পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকল্য এখানে বলেন যে পাকিস্তান একটি জীবন্ত সত্য এবং জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে আঞ্চলিকতা ও ভাষাগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া তাহার সংহতি বিনষ্ট করিতে পারে।

গাজী পাখতুন ফেডারেশনের পেশোয়ার শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন পাকিস্তান ইসলামের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা মুসলমানের ঐক্য ও আশা-আকাংখা।

পাক ভারত উপমহাদেশের সকল মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের বদৌলতেই পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং দেশের সেই ইসলামিক ভিত্তিকে নষ্ট করার সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হইবে।

তিনি অভিযোগ করিয়া বলেন যে, দেশে বর্তমানে কেহ কেহ আঞ্চলিকতার বিদ্বেষ ছড়াইতেছে। ইহার ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হইবে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইবে। জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা ও জয়বাংলা শ্লোগান দুই বাংলাকে এক করার ষড়যন্ত্র। তিনি অভিযোগ করেন যে এইসব শোলোগান ভারতেরই অবদান। তাহারা লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে তাহাদের চরদের মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করে।

তিনি বলেন অনুরূপভাবে ভারত সীমান্ত প্রদেশেও পাকিস্তান বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া তাহার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটা দলের সাহায্য লাভ করিতেছে।

তিনি বলেন, হায়দরাবাদ কাশ্মির এবং অন্য কয়েকটা এলাকা দখল করিয়া ভারত মনে করিয়াছে যে, পাকিস্তান বিহীন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন সফল হইবে কিন্তু পাকিস্তানী জনগণ তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষায় সক্ষম এবং তাহারা কখনই ভারতের এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে দিবে না।

লাহোর হইতে ইউপিপি পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান বলিয়াছেন যে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করিতে চান এবং তিনি বিদেশী শক্তির খেলনা হিসাবে কাজ করিতেছেন। খান কাইয়ুম খান আরও বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জনসাধারণ শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান চাহে।

তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ অবশ্যই তাহাদের পূর্ব পাকিস্তান ভাইদের সমর্থন করিবে। তিনি বলেন যে কাউন্সিল লীগের সহিত তাহার পার্টি মিশিয়া যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা কারণ তাহার মতে উহা কোন পার্টিই নহে। –এপিপি

Morning News
3rd May, 1970
Daultana rules out possibility of alliance with AL

KARACHI, May 2 (APP): Mian Mumtaz Mohammed Daultana, President of the Council Muslim League, today ruled out the possibility of electoral pack or understanding between his party and Sheikh Mujibur Rahman's Awami League on the basis of his Six-Point programume.

Talking to the newsmen at his Bath Island residence he said that Sheikh's Six-Points were prejudicial to the integrity and solidarity of Pakistan.

He said his party would examine the possibilities of entering into an electoral pact with those like-minded political parties which believed in the Integrity of Pakistan as envisaged by Islam and just and fair treatment to all section of people belonging to various regions.

The CML chief also ruled out the possibility of merger of the three Leagues as he thought the other two Leagues had the blessings and patronage of former President Field Marshal Mohammad Ayub Khan.

The CML chief said he will give second thought to his early decision not to contest for the presidentship of the party for the next term.

He held out this assurance to a 50-member deputation of the Karachi Zonal Muslim League consisting of Mr. Z H Lari, Kazi Iftikhar and Mr. Arif who called on him to persuade him to revise his decision of not contesting the election of party president.

The deputationists felt that interests of the party will suffer a setback in case he did not revise his decision. They said they had full faith and confidence in his leadership as chief of the party.

Mian Daultana told them that he had decided not to contest the election for reasons of health.

He assured them that he would devote his time and energy for the greater glory of the party as an ordinary worker of the Council Muslim League.

Mian Daultana said it was his party which brought Pakistan into being and was dedicated to the integrity of and prosperity the country.

সংবাদ

৩রা মে ১৯৭০

দৌলতানা বলেনঃ আওয়ামী লীগের সহিত নির্বাচনী মোর্চার সম্ভাবনা নাই

করাচী, ২রা মে (এপিপি)।–পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা আজ ৬-দফার ভিত্তিতে তাঁহার দল ও শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের মধ্যে নির্বাচনী জোট বা সমঝোতা স্থাপনের কথা সরাসরি অস্বীকার করেন।

স্বীয় বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ করার সময় মিয়া সাহেব বলেন যে, শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বিশেষ।

দৈনিক ইত্তেফাক

৫ই মে ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তানে আমার দলই কেবল ৬-দফাওয়ালাদের মোকাবিলার শক্তি রাখে : কাইয়ুম খান

পেশোয়ার, ১লা মে।–পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) এক গ্রুপের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ম খান গতকাল বলেন যে, ‘বৃহত্তর বাংলার’ স্বপ্ন বাস্তবায়নই আওয়ামী লীগের ৬ দফার লক্ষ্য। তিনি ঘোষণা করেন যে, তাহার দল দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিবে।

হাজী পাখশতুন ফেডারেশনের পেশোয়ার শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে খান কাইয়ুম আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ‘জয় বাংলা’, সীমান্ত প্রদেশে ‘পাখতুনিস্তান’ এবং অন্যান্য অনুরূপ শ্লোগান ভারতীয় উস্কানিরই ফলশ্রুতি। তিনি বলেন যে, ভারত সামরিক দিক দিয়া কিছু করিতে না পারিয়া এক্ষণে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পথে পা বাড়াইয়াছে। মুসলিম লীগ প্রধান অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁহার দলই একমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা, যাহার এই সকল বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা রহিয়াছে। কারণ, তাঁহার মতে তাঁহার দলেরই কেবল দেশের উভয় অংশের মধ্যে মূল অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং তাঁহার দলই কেবল মঙ্গলসাধন করিতে ও দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে।

এই বক্তব্যের আরও ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তাহার দল ছাড়া আর কোন দলই সভা ও সমাবেশের আয়োজন করিতেছে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও তাহার দল এমন একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হইয়াছে যে, উহা যে-কোন মহলের যে-কোন হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম।

খান কাইয়ুম আফসোস করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহ সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহারা তাহাকে একেবারে বয়কট করিয়াছে।

খান কাইয়ুম সিরাজগঞ্জে তাহার দলের লোকদের সহিত গোলযোগের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের দায়ী করিয়া বলেন যে, এই সকল চালাকী তাহার দলের মনোবলকে নষ্ট করিতে পারে নাই এবং এক্ষণে তাহার মুসলিম

লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৬-দফাপন্থীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সক্ষম একমাত্র শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি সীমান্ত প্রদেশের পারস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, লালকোর্তারা তাহাদের নয়াদিল্লীস্থ সদর দফতর হইতে জালালাবাদ শাখা অফিসের মাধ্যমে নির্দেশ পাইয়া চলিয়াছে।

খান কাইয়ুম, বলেন যে, ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে এবং ইহার পরিপন্থী কোন ব্যবস্থাই জনগণ মানিয়া লইবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আইনগত কাঠামো নির্দেশের ২৫ ও ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ দুইটি বাদ দেওয়ার পক্ষে যাহারা দাবী জানাইতেছেন তাহাদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, প্রেসিডেন্ট যেখানে দেশের ভিত্তির নিরাপত্তা বিধানকল্পে এইরূপ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে উহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ বিস্ময়েরই ব্যাপার। –পিপিআই

পূর্বদেশ

৫ই মে ১৯৭০

সন্দ্বীপে শেখ মুজিব: অবিলম্বে "ক্রস ড্যাম" নির্মাণের আহ্বান

(পূর্বদেশ সংবাদদাতা)

সন্দ্বীপ, ৩০শে এপ্রিল।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এক সভায় আগামী নির্বাচনে দেশের মীরজাফরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থনের জন্য সন্দ্বীপবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তাছাড়া এ ঐতিহ্যবাহী দ্বীপটিকে, তথা উহার আড়াই লক্ষাধিক মানুষকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা কল্পে অবিলম্বে "ক্রস ড্যাম" নির্মাণ করে মেঘনার ভাঙ্গন রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি শেখ মুজিবর রহমান আহ্বান জানান।

সন্দ্বীপ হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের এ বৃহত্তম সভায় সভাপতিত্ব করেন সন্দ্বীপের প্রবীণ শিক্ষাবিদ জনাব মুজিবুল হক।

এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম জিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম আর সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এম এ আজিজ ও প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল।

আঞ্চলিক বৈষম্য

আঞ্চলিক বৈষম্য আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, গত দুই দশকে কেন্দ্রীয় খাতে মাত্র ৩০৩ কোটি টাকা বাংলাদেশে খরচ হয়েছে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এই সময় হয়েছে ২৮০০ কোটি টাকা। দেশের উভয় অঞ্চলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যমানের বিরাট পার্থক্য কেন হয়েছে তা খুঁজে বের করবার জন্য তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব উল্লেখ করেন যে, দুই হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের মধ্যে মাত্র পাঁচ শ' কোটি টাকা বাংলাদেশে আর বাকী পনের শ' কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই মে ১৯৭০

৭ই জুন রেস কোর্সে শেখ মুজিবের জনসভা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৭ই জুন (রবিবার) বিকাল ৩টায় ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই জনসভার আয়োজন করা হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এই জনসভার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ৬-দফা দিবস পালন করিতে গিয়া যে ১১ ব্যক্তি শহীদ হন তাহাদের স্মরণে আওয়ামী লীগ এই দিবস পালন করিবে। –পিপিআই

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৭০

স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

জনৈকা জার্মান সংবাদপত্র প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে খোলাখুলিভাবে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টের এই মতামত ইতিমধ্যে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন মহলে উহা সমাদৃতও হইয়াছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে নানা প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টির দ্বারা অযথা পানি ঘোলা করিবার যে চেষ্টা কোন কোন মহল হইতে চালানো হইতেছে, আশা করা যায়, প্রেসিডেন্টের দ্ব্যর্থহীন মন্তব্যে উহাও অনেকখানি প্রশমিত হইবে।

প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন, আমি নিজেকে জনগণের অধিকারের অছি বা তত্ত্বাবধায়ক মনে করি; নির্বাচনের পর আমি তাহাদেরই হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিব এবং মার্শাল ল প্রত্যাহার করিব।

দেশে প্রথম দফা সামরিক শাসন জারির যাঁরা হোতা ছিলেন, তাঁদের ক্ষমতা-লোলুপতা ও স্বৈরাচারী শাসন দীর্ঘতর করার উদগ্র বাসনা ও উন্মত্ত

প্রচেষ্টার কলঙ্কিত ইতিহাস পশ্চাতে থাকা সত্ত্বেও যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনমনে কর্তৃপক্ষের সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতীতি জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা তাঁহার সাফল্যের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এই সাফল্যের মূল খুঁজিলে দেখা যাইবে যে, জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা, অধিকার ও তাহাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি তাঁহার তথা সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধাই উহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সত্য বটে, যে গণ-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলরা, বিশেষতঃ যে করিতকর্মা অমাত্যরা আইয়ুব খানকে অনির্দিষ্টকাল ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে উৎসাহিত করিয়াছিল, তাহারা অনেকে এখনও আনাচে-কানাচে রহিয়াছে। এখনও তাহারা প্রেসিডেন্টকে না পারুক অন্ততঃ তাহার 'ঘনিষ্ঠ মহল'কে কূটবুদ্ধি দিয়া বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতে পারে। সুখের বিষয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাহাদিগকে আমল দেন নাই। এ যাবৎ তিনি নিজেকে তাহাদের অশুভ প্রভাব ও প্ররোচনার উর্ধ্বে রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। "আমি জনগণের অধিকারের তত্ত্বাবধায়ক; নির্বাচনের পর আমি তাহাদেরই হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিব ও মার্শাল ল' প্রত্যাহার করিব"—প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক এই ঘোষণা জনগণের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছে যে, সামরিক বাহিনী নির্বাচনের পর ব্যারাকে ফিরিয়া যাইবার ব্যাপারে তাহাদের সহজাত সময়ানুবর্তিতা কাঁটায় কাঁটায় রক্ষা করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবীর পশ্চাতে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্য বা আকাংক্ষা আছে কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন, "ইহা আদৌ সত্য নহে। ভুলিয়া যাইবেন না যে, ১৯০৬ সালে ঢাকাতেই মুসলমানগণ তাহাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং ১৯৪০ সালে যিনি পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একজন নেতা। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, একথা উদ্ভট ও অবান্তর।" প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতা পুনর্বণ্টনের নিছক প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, উহা বিচ্ছিন্নতাবাদ মোটেই নয়।

এই উক্তির মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর প্রতি প্রেসিডেন্টের যে সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর জনসংখ্যাসম্পন্ন অঞ্চলের জনগণের ন্যায়সংগত দাবীকে কতিপয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'-রূপে দুনিয়ার সমক্ষে চিত্রিত করিয়া যে মিথ্যাচার ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে (এবং যাহার জন্য জার্মান সাংবাদিকটি উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন), প্রেসিডেন্ট তাঁহার কণ্ঠের সমস্ত দৃঢ়তা লইয়া উক্ত মিথ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং সবল হস্তে সেই ধূম্রজাল বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী কোন রাজনৈতিক রশি টানাটানি

নয়, আলাদা হইয়া যাইবার কোন প্রচেষ্টা নয়, বরং ভৌগোলিক ব্যবধান ও অর্থনৈতিক অসমতাজনিত কারণেই উহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাই জাতীয় ঐক্য-সংহতির এক মাত্র বাস্তবানুগ পন্থা—পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হইতে একথা লাখোবার বলা হইয়াছে। কিন্তু বলিলে কি হইবে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও প্রতিক্রিয়াশীলরা উহার অপব্যাখ্যা করিয়াই চলিয়াছে। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ যেহেতু এই গণ-দাবীর প্রধান ধারক ও বাহক, সেইহেতু তাঁহারাই প্রতিক্রিয়াশীল মহলের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। যাই হউক, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট স্বল্প কথায় স্বায়ত্তশাসন দাবীর যে সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা এতদসম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীলদের সৃষ্ট সংশয় ও বিভ্রান্তি দূরীকরণে অনেকখানি সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। প্রেসিডেন্ট তাঁহার এই সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দ্বারা জাতীয় সংহতি-সহযোগিতার অনুকূলেও অমূল্য অবদান রাখিয়াছেন—বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

Dawn

8th May, 1970

Awami League will continue to fight for six points

COMILLA, May 7: Khondoker Mushtaq Ahmed, Vice-President of East Pakistan Awami League, has said the Six-Point programme was drawn up keeping in view the interest of people and added Awami League would continue to fight for its realization.

Addressing a public meeting on Sunday at Kashba, 20 miles from Comilla Khondoker Mushtaq said East Pakistan was neglected heavily in respect of development during the last 22 years and reiterated his party's determination to reverse the process.

The Awami League leader also blamed representatives from the province for the injustices to East Pakistan.

He accused them of being party to the wrongs done to the province and wanted people to weed out them from political life through the coming elections.

Khondoker Mushtaq said unfettered democracy was the only answer to the problems of the people and the removal of disparity. It was through democracy only the improvement of the conditions of common man could be achieved, he stressed.

The Awami League leader referred to the injustices done to East Pakistan and said Quaid-e-Azam did not visualise the country to be what it was today. The country was ruled in disregard to the ideology of the nation, he said.

Khondoker Mushtaq said his party would continue the struggle anti people's rights were established. He appealed to the people to support Awami League in the coming election and return its candidates to the assemblies.

He also explained the Six-Point programme and the background leading to its formulation.

It was essentially the outcome of deterioration of the economic conditions of the people in East Pakistan and the growth of disparity, he added. –APP

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই মে ১৯৭০

আজ চকবাজারে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ (শুক্রবার) রাত্রি সাড়ে ৮টায় চকবাজার, কাটারা ও মৌলবী বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে চকবাজারে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন এবং ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাফেজ মোহাম্মদ মুসা সভাপতিত্ব করিবেন। পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান আজ রাত্রি ৮টায় ৮৮/৭, মৌলবী বাজারে পাকিস্তান আওয়ামী উলামা পার্টির ঢাকা শহর শাখার অফিস উদ্বোধন করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান আগামীকাল (শনিবার) সন্ধ্যা ৭টায় হাজারীবাগ ও লালবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলন ও পরিচিতি সভায় বক্তৃতাদান করিবেন। হাজারীবাগ পার্কে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

আগামী ১০ই মে রাত্রি ৮টায় নাজিরাবাজার শরীর চর্চা কেন্দ্রে দেওয়ান বাজার, সিদ্দিক বাজার, নবাবপুর, পুরানা মোগলটুলী ও জিন্দাবাহার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আনোয়ার চৌধুরীও এইসব কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

৮ই মে ১৯৭০

আগামী রবিবার আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী রবিবার সিদ্দিক বাজার আওয়ামী লীগ, পুরানা মোগলটুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এবং নবাবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুক্ত উদ্যোগে নাজিরা বাজার শরীর চর্চা কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক যুক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এই উপলক্ষে জনাব ফজলুল করিম, জনাব সিরাজুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ সুলতানকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান কনভেনার ও ট্রেজারার করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

Pakistan Observer

9th May, 1970

SK Mujib says :

Next elections a referendum on autonomy

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League President, on Friday night reiterated that the coming elections would be virtually a referendum on the issue of regional autonomy on the basis of six-point programme, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a party workers meeting at Chawkbazar area of the city jointly sponsored by Chowkbazar, Bara Katra and Maulivi Bazar union branches of the party.

The Awami League chief said there could be no compromise on the issue of regional autonomy on the basis of his party's six-point programme. He said that his party was determined to achieve the rights of the Bengalees.

Sheikh Mujibur Rahman said his party's struggle was to ensure prosperous future for the Bengalees who had been exploited in the in the past. He said the once prosperous Bengal had been so impoverished through exploitation that its people were now living in object poverty and misery. He said his party through its six-point programme only wanted to end further exploitation of Bengal and the Bengalees and they had nothing against the West Pakistani people.

The Awami League chief pleaded for support to his party's six-point programme and said only autonomy on its basis could ensure that future generation of Bangalees would not be living in political and economic slavery.

Sheikh Mujibur Rahman blamed the successive governments for exploiting East Pakistan and depriving her of legitimate rights. He held West Pakistani leadership and 'Political mirzafars of Bengal' responsible for such exploitation and particularly mentioned Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah, Abdul Qayyum Khan and Nurul Amnin. He also held Ayub regime responsible for East Pakistan's exploitation and recalled his party's struggle again it such exploitation.

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই মে ১৯৭০

নির্বাচন বানচালের চেষ্টা ও বোমা বর্ষণ
বাংলার স্বাধিকার সংগ্রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ : শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় বলেন যে, বাংলার স্বায়ত্তশাসনসহ জনগণের দাবী-দাওয়া বানচালের উদ্দেশ্যে চারিদিকে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত এবং বোমা নিক্ষেপ এই ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা, চীন বা রাশিয়ার আদর্শ নয়–দেশের মাটি হইতে উদ্ভূত আদর্শের পতাকা সমুন্নত রাখা এবং বাংগালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি দিয়া এই ষড়যন্ত্র রুখিয়া দাঁড়ানোই আজ দেশবাসীর সামগ্রিক দায়ীত্ব ও কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতরাত্রে চকবাজার, কাটারা, মৌলভীবাজার ও চকবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করিতে ছিলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক এই সভায় যোগদান করে এবং প্রায় ২ ঘণ্টা ধরিয়া নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও সভায় বক্তৃতা করেন। কর্মী সম্মেলনটি আসলে একটি বিরাট জনসভার রূপ পরিগ্রহ করে এবং উহার কলেবর দৃষ্টে মনে হয় পুরাতন ঢাকার যুবক-কিশোর প্রৌঢ়-বৃদ্ধরা তাহাদের প্রিয় নেতাকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার

আনন্দে বিভোর হইয়া বৃষ্টিবাদলের মধ্যেও বন্যার স্রোতের মত চকবাজারে সমবেত হইয়াছে। গত বছর বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর পুরাতন ঢাকায় শেখ সাহেবের এই ধরনের সভায় যোগদান ইহাই প্রধান। সভায় যোগদানের পূর্বে তিনি মৌলভী বাজারে আওয়ামী ওলেমা পার্টির অফিস উদ্বোধন করেন। এদিকে সভাস্থলে যাওয়ার পথে নাজিমদ্দিন রোড হইতে শুরু করিয়া মৌলবীবাজার-চকবাজার এলাকায় বিপুল সংখ্যক তোরণ নির্মাণ করিয়া পুরাতন ঢাকাবাসীরা শেখ সাহেবকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। তাহাকে বিপুলভাবে মাল্য ভূষিত করা হয়।

শেখ সাহেব যখন ভাষণ দিতে ছিলেন তখন বর্ষণমুখর আকাশের বারিধারা শামিয়ানা চুয়াইয়া চুয়াইয়া তাহার সারাদেহ সিক্ত করিয়া ইসলামের নামে বাংলার স্বার্থ ও দাবী-দাওয়া বানচালের চেষ্টা করার জন্য তিনি মওলানা মওদুদী, নসরুল্লা খান প্রমুখের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সরকারের প্রতি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা পরিহারের দাবী জানান। রেডিও টেলিভিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করিয়া ইহাদের এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সিরাজগঞ্জে গোলমালের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে মামলা করা হইয়াছে অথচ কাইয়ুম খান সমর্থকদের জামিন দিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করার দায়ে জনাব নুরুল আমিন ও গোলাম আজমসহ বিভিন্ন বাঙ্গালী নেতার কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, এই সব পেশাদার বেঈমান ও পরগাছাদের নির্বাচনের মাধ্যমে উৎখাত করা না গেলে বাংলার দাবী দাওয়া আদায় করা কঠিন হইবে। বাংলার পক্ষ হইতে কোন দাবী উঠিলেই ধর্মব্যবসায়ী ও শোষকদের এজেন্টরা 'ইসলাম বিপন্ন' 'সংহতি বিপন্ন' ধুয়া তোলে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, ভাড়া খাটিয়া বাংলার দাবী বানচালের জন্য জঘন্য মিথ্যা প্রচারই ইহাদের পেশা। জামাত নেতা অধ্যাপক গোলাম আজমের নিকট তিনি জানিতে চাহেন, 'মুখে অনবরত ইসলামের কথা বলেন, কিন্তু কোরান ছুঁইয়া বলিতে পারেন আপনি মাসে মাসে বেতন পান না? বাংলার দাবীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কর্মীদের আপনারা বেতন দেন না? কোথা হইতে এই টাকা আসে?"

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, মওদুদী-নসরুল্লা হইতে শুরু করিয়া জনাব নুরুল আমিন পর্যন্ত আজ আইয়ুব-মোনেমের সুরে ছয় দফার বিরুদ্ধে কথা বলিতে শুরু করিয়াছেন। তিনি আইয়ুব শাহীর বুলেট পারে নাই–এই নেতাদের অপপ্রচারও বাংলার মানুষকে ছয় দফা দাবী হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, ছয় দফা সহ জনগপের দাবী-

দাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। আর সমবেত হাজার হাজার শ্রোতা বৃষ্টিতে যেন স্নান করিয়া ওঠে। তবু আশ্চর্য হইলেও সত্য যে, একজন শ্রোতাকে উঠিয়া যাইতে বা, উচ্চবাচ্য বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই।

শেখ সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, বৃটিশ ২ শত বছরে বাংলা দেশের উপর যত শোষণ লুণ্ঠন চালাইয়াছে, বিগত মাত্র ২২ বছরে এই সোনার দেশের উপর তাহার চাইতে অনেক বেশী মাত্রায় লুঠ ও শোষণের ছোবল পড়িয়াছে। তিনি বলেন, এই শোষণ-বঞ্চনা-লুঠতরাজের অবসান ঘটাইয়া বাংগালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্যই তাহার সংগ্রাম। তিনি বলেন যে, আগামী নির্বাচনে বাংলার জনগণ যদি ৬-দফার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

শেখ মুজিব ব্যথা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, বল্গাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনে বাংলার মানুষ আজ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে–তাহাদের হাড়মাংসে দাগ লাগিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসার নামে অবাধে মুনাফা লুটিয়া সে টাকা এখানে ব্যয় বা বিনিয়োগ না করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেন। প্রাদেশিক সরকারের বিনা অনুমতিতে অর্থ পাচার বন্ধের দাবীর পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি বলেন, বাংলাকে যারা নিছক বাজার বলিয়া ভাবেন বাংলার মাটিতে তাদের ব্যবসা করার কোন অধিকার নাই। তিনি বলেন, এখানে ব্যবসা করিতে কাহাকেও আমরা বাধা দেই নাই, দিবও না। কিন্তু, আজ পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে আর বাংলার সরল মানুষের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাদের পথের কাঙালে পরিণত করিতে দিব না।

Morning News
9th May, 1970
Mujib warns against anti-election forces
By Our Staff Reporter

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman last night said that the forces opposed to election were behind the bomb explosions in the city.

Addressing a largely attended public meeting organised jointly by the Chowkbazar Union, Katra Union and Maulvibazar Union Awami League, Sheikh Mujibur Rahman said that one group was

opposed to election and was directing its activities for creating conditions against election. He said that such group wanted to impose alien ideology on the people against their wishes. He said that he and his party did not believe in ideologies imported from China, the United States or the Soviet Union. The ideology of the people come from the land they live and the future they aspire to have.

Sheikh Mujibur Rahman said that the Six-Point programme of his party aimed at economic and political emancipation of the teeming millions in the country. He again refuted the allegation that the Six-Point programme in any way would endanger the sovereignty of the people and territorial integrity of the country. He said that by the Six-Point programme his party wanted that the people of all the regions must get their due shares in all walk of national spheres and must at the same time be allowed to administer their own affairs according to their needs and requirements.

He said that since the time he had launched the Six Point programme he and his party were making all out efforts to realise the demands of the people on the basis of the programme. He said that for this he and most of his partymens had to suffer imprisonment and continued harassment during the Ayub regime. Amidst cheers he announced that his party would make all out effort for the realisation of the people's demands on the basis of Awarni League's programme.

He said that the leaders of Jamaat-e-Islami, Muslim League and Pakistan Democratic Party were spreading lies against his party and its programme in the language similar to those used by Ayub and his henchman. This, he said, clearly exposed the motive to these leaders and the forces behind their back.

He said that the people of Pakistan, particularly of East Pakistan, know the nature and colour of these elements and would expose their evil designs at an appropriate time. He warned these leaders to beware of the verdict of the people's court. He said that the people will make these elements pay for their conspiracy against the people, particularly against the people of East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman painted a graphic picture of the nature of disparity between the two wings and with the help of statistics explained as to how to what extent East Pakistan had been deprived both economically and politically during last 22 years. He said that the people of East Pakistan had been exploited to the maximum but now they were determined to get their due share and be the masters of their future. He said that he had no

grudge against the common people of West Pakistan but against those who had willfully exploited East Pakistan and built their empires in West Pakistan.

He said if necessary the people of East Pakistan will fight shoulder to shoulder with the people of West Pakistan for the realisation of their demands. He said that the demands of common man in both the wings were similar. They all wanted to lead a dignified life free from all kinds of exploitations.

JAMAAT PROPAGANDA

Referring to the propaganda launched by Jamaat-e-Islami leaders against Awami League he said that they have been telling people that Awami League meeting is composed mainly of hired people. He asked the audience whether they had been hired. When the crowd shouted in negative Sheikh Mujibur Rahman said that the forces which were spreading all kinds of lies against their opponents could not be sincere to the cause of the people. He said that Jamaat-e-Islami which was spreading lies could not serve the cause of Islam or the people. He explained his viewpoint on this issue at length.

He said that after the breakup of One Unit the original names of the former provinces have been restored but when the people of East Pakistan wanted East Pakistan to be known again as Bangla Desh a hue and cry has been raised by the known anti-East Pakistan elements. He said that if they fail to respect the sentiments of the people they would be rejected. He said that if they fail to respect the sentiments of the people they would be rejected for good by the people.

Touching upon the plight of the poor he said that he had been told that a mother sold her baby at Rs. 10. He told his grim looking audience that only in case of acute crisis such a thing could ever happen. He said that attempts should be made to improve the economy of the province ensuring that the condition of the poor improved considerably. He said that the economy had been hit because of large scale flight of capital from East Pakistan to West Pakistan. The industrialists and business men earn their money here but take away all the profit to West Pakistan. He said this practice must come to and end otherwise the people of E. Pakistan will not allow out siders to do any business here.

Referring to the firing during Language Movement, Sheikh Mujibur Rahman said that the PDP Chief, Mr. Nurul Amin was trying to disown his guilt while at that time he tried to justify the firing by issuing a Press note. He said that if he was opposed to the firing why did he not condemn that and take the person responsible to task.

FLOODS

He said that even after 22 years nothing tangible had been done to control floods which caused heavy damage almost every year in East Pakistan. He said while Government could get money for projects in West Pakistan it failed to get money for essential projects in East Pakistan. This he said, showed as to how much the Government was serious about the development of East Pakistan.

Sheikh Saheb strongly criticised the Radio Pakistan and Television for ignoring the news of East Pakistan. He said that whatever happens in West Pakistan is reported in detail while the news of East Pakistan is hardly covered by the Radio and the TV. He said that the people of East Pakistan were no longer in a mood to allow the suppression of their views. He said that people will not spare these institutions if they did not change their attitude towards East Pakistan.

He said that Six-Point programme, if implemented, will bring peace and prosperity in the country.

Earlier Sheikh Mujibur Rahman inaugurated the office of the Awami Ulema Party and Maulvibazar Union Awami League.

Dawn

10th May, 1970

Bomb blasts a conspiracy to foil elections: Mujib's comment

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, May 9: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, has said that bomb explosions in the city were part of a "conspiracy" to sabotage the forth coming elections and to deny the people of East Pakistan their rights.

The Awami League leader, who was addressing a workers meeting at Chowk Bazar here last night called upon the people to stand firmly against such "conspiracy" and to foil the designs of anti-election elements. Warning the people against bomb incidents Sheikh Mujibur Rahman said the ideology of this country was not the ideology of the United States, nor was it borrowed from the Soviet Union or China. The ideology of this country, he stressed, was that which has emanated from the soil of this country and it was the duty of every citizen to uphold it.

Sheikh Mujibur Rahman was the first Awami League leader to comment on the recent bomb explosions in the city. It will be recalled that two unidentified persons made a bomb attack on the library of the local Pakistan Council on May 5. This was followed by a bomb explosion in front of the Press Club compound. Bombs were also thrown the same day in front of the USIS and the compound of the provincial head office of the Pakistan Council in Shantinagar.

Three more bombs exploded next day near a railway line in Malibagh in which five children were injured.

The investigation of these cases has been handed over to the CID.

সংবাদ

১০ই মে ১৯৭০

চকবাজার আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে শেখ মুজিবঃ
নির্বাচন বানচালের সকল চেষ্টা প্রতিহত করিতে হইবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত শুক্রবার চক বাজার আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দানকালে আওয়ামী লীগে প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, নির্বাচন বানচাল করার জন্য একদল লোক যেখানে সেখানে বোমা ফেলিতে শুরু করিয়াছে। তাহারা নির্বাচন চায় না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, নির্বাচন বানচালের এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করিতে হইবে।

রাত সাড়ে ৮টায় সভার কাজ শুরু হইবার কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন এক ঘণ্টা বিলম্বে সভা শুরু হয় ও রাত ১১টায় সভার কার্য শেষ হয়।

সভায় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামও বক্তৃতা করেন। শেখ সাহেব বোমাবাজী সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, আমাদের আদর্শ মার্কিনী আদর্শ নহে। চীন এবং রাশিয়া আদর্শও আমরা ধার করিব না। এ দেশের মাটিই হইতেছে আমাদের আদর্শ।

আগামী ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নহে। এই নির্বাচনে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের উপর গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে। ইসলামের নামে বাংলার দাবী-দাওয়া ও স্বার্থ বানচালের মওদুদী, নসরুল্লা খান প্রমুখের কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি সরকারের প্রতি

নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা পরিহারের দাবী জানান। রেডিও-টেলিভিশনে রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করার দায়ে জনাব নুরুল আমীন ও গোলাম আজম সহ বিভিন্ন বাঙ্গালী নেতার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ভাড়া খাটিয়া বাংলার দাবী বানচালের জঘন্য মিথ্যা প্রচারই ইহাদের পেশা। জাতীয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আজমকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, মুখে অনবরত ইসলামের কথা বলেন, কিন্তু কোরান ছুঁইয়া বলিতে পারেন কি যে আপনি মাসে মাসে বেতন পান না? বাংলা দাবীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আপনার কর্মীদেরকে বেতন দেওয়া যায় না? কোথা হইতে এই টাকার জোগাড় হয়? তিনি বলেন যে, ২ শত বৎসরের বৃটিশ শাসনে এদেশের উপর যত শোষণ, লুণ্ঠন হইয়াছে, বিগত মাত্র ২২ বৎসরে এই সোনার দেশে তাহার চাইতে অনেক বেশী মাত্রায় লুঠ ও শোষণ হইয়াছে। এই অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্যই তাহার সংগ্রাম বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আগামী নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে রায় ঘোষণা করিলে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি বলেন যে, বলগাহীন পোষণ ও লুণ্ঠনে বাংলার মানুষ আজ সর্বস্বান্ত তাহাদের হাড় মাংসে দাগ লাগিয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ব্যবসার নামে এখানে অবাধে মুনাফা লুটিয়া, এখানে বিনিয়োগ না করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেন। বাংলাকে তাহারা যদি নিছক বাজার বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তবে বাংলার মাটিতে তাদের ব্যবসা করার কোন অধিকার নাই। এখানে ব্যবসা করিতে কাহারও বাধা নাই কিন্তু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই ব্যবসার নামে বাংলার সকল মানুষের রক্ত চুষিয়া খাইতে আর দিব না।

দৈনিক পয়গাম

১০ই মে ১৯৭০

খাট্টার জনসভায় কাইয়ুম খানের অভিমতঃ
শেখ মুজিব ও ওয়ালী খান প্রমুখ নেতা ভারতের দালাল হিসাবে কাজ করিতেছে

খাট্টা, ৯ই মে।–পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান পাকিস্তানের আদর্শ এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁহার দল যে দুর্বার সংগ্রাম করিতেছে সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সংগ্রামের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে

গ্রহণ করার শপথ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি আবেদন করিয়াছেন। এখানে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দিতেছিলেন।

মুসলিম লীগ নেতা বলেন যে, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা স্বতন্ত্র মাতৃভূমির জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছিল বর্তমানে মুসলিম লীগ অনুরূপ সংগ্রাম করিতেছে।

পাকিস্তান অর্জনের জন্য কায়েদে আজমের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মুসলিম লীগ প্রধান বলেন যে, বর্তমান দুর্যোগময় মুহূর্ত্ত পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি এক বিরাট হুমকি স্বরূপ।

জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, দুই দুইবার সংঘর্ষ বাধাইয়া আমাদের শত্রু ভারত তাহাদের হীন প্রচেষ্টাকে চরিতার্থ করিতে পারে নাই। বর্তমানে তাহাদের অশুভ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করিবার জন্য তাহাদের দালালদের দ্বারা প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

মুসলিম লীগ সভাপতি অভিযোগ করেন যে, কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি ভারতের স্বার্থে কাজ করিয়া যাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে লীগ প্রধান ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমান, ন্যাপ সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান, জয়সিন্ধু নেতা জনাব জি এম সৈয়দ এবং বালুচ নেতা জনাব আবদুল সামাদ খান আচাক যাইর নাম উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, এই কথা দিবালোকের মত সত্য যে, এই সকল নেতা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বৎসর পরও এই সকল নেতা মনে-প্রাণে পাকিস্তানকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, এই সকল নেতা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে উগ্র প্রাদেশিক বিষ ছড়াইতেছে।

তিনি বলেন যে, ইসলামের নামে পাকিস্তান অর্জন হইয়াছে এবং ইসলাম ব্যতীত কোন আদর্শই পাকিস্তানের বুকে টিকিতে পারিবে না।

দলীয় কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া মুসলিম লীগ সভাপতি জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, বিভিন্নমুখী জাতীয় সমস্যার বাস্তব সমাধানের উদ্দেশ্যে তাহার দল একটি সুষম কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছে। তাহার দল সমস্যা সমাধানের জন্য বড় বড় বুলি আওড়াইতে সম্মত নয়।

জনাব কাইয়ুম খান বলেন যে, তাহার দলের কর্মসূচীটি শ্রমিক এবং শিল্পপতিদের নিরাপত্তার কবচ। তিনি বলেন যে, ধনী লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করিতে হইবে। ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক এবং কোরানের শিক্ষা অনুসারে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দিতে হইবে। –এপিপি

Pakistan Observer

11th May, 1970

Polls will decide future course of nation: Mujib

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said in Decca on Sunday that the next general election would decide the future course of the nation, reports PPI.

He was addressing an Awami League workers conference at Bangshal Square, Decca on Sunday night organised jointly by Dewanbazar, Siddiqbazar, Nawabpur, Old Mughaltully and Jindabahar Union Awami League.

Presided over by the Chairman of Purana Mughaltully Union Committee, Mr. Fazlul Karim, the meeting was addressed among others by the Vice-President of East Pakistan Awami League, Syed Nazrul Islam, Secretary of Decca Distirict Awami League, Gazi Golam Mustafa, Mohammad Hanif and Mr. Serajul Islam.

Sheikh Mujibur Rahman said that the next election was also the last chance for the restoration of democracy in the country. In the past all attempts in this direction had been foiled by vested interests, he remarked.

The Awami League Chief cautioned the people that a section of people with the help of interested quarters had started the old game of playing with the hopes and aspirations of the people.

He said that the past roles of these politicians were known to the people and people should be cautious against them. Sheikh Mujibur Rahman advised the people to cast their votes in the ensuing general election in favour of those who would be able to work hard for the realisation of people's rights.

The Awami League Chief accused Jamaat-e-Islami leaders for spreading all kinds of lies against the Awami League and its leaders. Explaining his Six-Point programme, the Awami League leader said that under no circumstances his party would comprise against, the interest of the people.

He said that the last 22 years of independence was the history of nepotism, corruption and oppression, and the economic backbone of the country had been shattered. Briefly touching upon the economic condition of the country, Sheikh Mujibur Rahman said that the national wealth had been concentrated into the hands of 22 families while the common men had become poorer day by day.

He called upon the people of West Pakistan to rise and resist the "jagiradars" and capitalists and assured them that the people of Bangla Desh would always remain with the legitimate struggle of West Pakistani brethren.

Amidst cheers, he announced that his party would make all out efforts for the realisation of the people's demands on the basis of Awami League programme. The Awami League Chief called upon the people of rally round the Awami League and strengthen the movement for realisation of the people’s rights.

Pakistan Observer

11th May, 1970

Wahiduzzaman says : AL will get ten per cent seats in polls

KARACHI, May 10: A former Central Commerce Minister Mr. Wahiduzzaman today renewed his challenge to Sheikh Mujibur Rahman to contest the forthcoming elections from his home town constituency Gopalganj in East Pakistan, reports APP.

Talking to newsmen he said as Sheikh Shaheb was not sure about his success in the elections, he had been issuing ambigous statements that he would nominate his party worker to contest the election from the Gopalganj constituency.

Mr. Wahiduzzaman was confident that he would win the election from Gopalganj constituency with overwhelming majority. Mr. Zaman who is a leader of Pakistan Muslim League (Qayuum Khan Group) said that Sheikh Mujibur Rahman’s party did not have any strength or following in East Pakistan and predicted that Awami League would secure no more than 10 per cent national and provincial seats in the coming elections.

The Awami League, he said had losing ground because of its leader’s insistence on his 6-point programme, which was tantamount to the disintegration of Pakistan. About his own party, he said it would secure between 35 and 40 per cent national as well as provincial seats from East Pakistan.

In reply to a question, he ruled out the possibility of merger of the three leagues. His party, he said had not yet given a thought to entering into any electoral alliance with other political parties. Mr. Zaman is scheduled leave for Dacca on May 13.

Dawn

11th May, 1970

Mujib resents attacks on Pakistanis in UK:
Demands immediate US army withdrawal from Cambodia

DACCA, May 10: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, last night expressed his resentment against the recent killing of a Bengalee in London and urged the Pakistan Government to lodge protest with the British Government in this connection.

Addressing a public meetings at Hazaribagh Park the Awami League leader said the Pakistan Government should also demand adequate compensation for the Pakistani victims of the incident.

He hoped that Pakistanis would be fully protected against onslaughts.

Referring to the US action in Cambodia the Awami League chief expressed his protest and demanded immediate withdrawal of American Army from Cambodia. He said: "Leave Cambodia alone and let the people of Cambodia to decide their own future."

Referring to the eviction notice served on the people living along the Tejgaon railway line Sheikh Mujibur Rahman urged the East Pakistan Government to issue immediate stay order of the notice.

The people should be given alternate land before they were evicted from their places.

BENGALEES NOT REFUGEES

The Bengalees should not be termed as refugees in the name of development. If these people were touched without any alternate land for them, he would go there for the help of these poor and helpless people, he said.

Sheikh Mujibur Rahman asked the industrialists at Karachi that the Bengalees living there should be given job opportunity. It was the right of the Bengalees to be employed in the Karachi industries, because they had contribution in the foreign exchange earning, he said.

The industrialists of Karachi had not borrowed any money for their industries. The industries had grown there at the cost of the foreign exchange earned by East Pakistan also, he said.

Turning to the political situation in the country the Awami League leader told his audience that his struggle was to make the country free from further exploitation. He said despite the fact that

East Pakistan was far away from other Wing, the Bengalees stood along with the West Pakistani brethren to save the motherland in the 1965 Indo-Pakistan war.

He said the Bengalees made valuable sacrifices in the war to save those people who always termed Bengalees as enemies of the country. –APP

JUSTICE

PPI adds: Sheikh Mujib said last two years' history of Pakistan was that of suppression and oppression, tyranny and injustice. What Bangla Desh people wanted was justice and due share of their's and not of others, he said and added: "We want to live like citizens of Pakistan and not of a colony". He said "Bangla Desh people would not allow any more exploitation and that they were determined to resist it at all costs."

He wanted to know from Nawabzada Nasrullah Khan, Maulana Maudoodi, Khan Abdul Qayyum Khan how long would they take more to refund the wealth of Bengal which he said, they had looted through their masters.

He called upon West Pakistan people to rise and resist jagirdars and capitalists and said "Bengalees would remain with them in their struggle".

Sheikh Mujib called upon Bengalees to rise on the occasion and completely eliminate the political Mir Jafars and parasites from the sacred soil of Bengal. Unless, he said, this was done on October 5, the rights of Bengalees might not be realised and consequently "You will remain slaves forever."

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই মে ১৯৭০

বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্বের জিঞ্জিরমুক্ত করার জন্যই আওয়ামী লীগের সংগ্রাম : শেখ মুজিব

গত রবিবার রাজধানীর জিন্দাবাহার, পুরানা মোগলটুলী, সিদ্দিক বাজার, দেওয়ান বাজার ও নবাবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে বংশাল স্কোয়ারে আয়োজিত কর্মী-জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতায় গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই বাংলার গণ-মানুষের বিরুদ্ধে শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা চক্রান্ত শুরু করিয়াছে। তিনি বলেন, বাংলাকে এদেশের বৃহত্তর

জনসমষ্টির বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বরাবর তাহারা ইহাকে শোষণের চারণক্ষেত্র এবং অবাধে মুনাফা লুটিবার বাজার হিসাবে দেখিয়া আসিতেছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ ভোট না দিলে পাকিস্তান আসিত না।

অথচ আজ তাদের বিরুদ্ধেই কথায় কথায় দেশদ্রোহিতার অপবাদ দেওয়া হইতেছে। তিনি বলেন, শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হইতে শুরু করিয়া আমি পর্যন্ত যে-ই বাংলার মানুষের পক্ষ হইয়া কথা বলিয়াছে, তাহারই কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য নির্যাতন-নিপীড়নের ষ্টিম রোলার চালান হইয়াছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ বাইশ বছর ধরিয়া সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের স্বার্থে সর্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে পাইয়াছে বঞ্চনা, বৈষম্য আর অবিশ্বাস।

তিনি বলেন, একদিন এই বাংলার গ্রামে গ্রামে পুঁথি পড়া, জারী সারী গান, লাঠি খেলা, জিয়াফত হইত। বাংলার ঘরে ঘরে ভাত-কাপড় মাছ ছিল, চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল সুখ ও তৃপ্তির মুঠো মুঠো সোনা। আর সেই বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী-নালা আজো তেমনি আছে, আজো বাংলার মানুষ উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে। তবু তারা খাইতে পায় না, বাঙ্গালী আজ পথের কাঙ্গাল। তিনি বলেন, বৃটিশ সরকার দুইশত বছরে বাংলা দেশে যত শোষণ চালাইয়াছে, বিগত মাত্র বাইশ বছরে এই সোনার দেশে শোষণ চলিয়াছে তার চাইতে অনেক বেশী।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এই শোষণ ও বঞ্চনার অবসান এবং বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্বের জিঞ্জির হইতে মুক্ত করার জন্যই আমার সংগ্রাম–তারই জন্য প্রণীত হইয়াছে ছয় দফা দাবী। তিনি বলেন, ৬-দফা দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তানের কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই–কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করাও ইহার উদ্দেশ্য নয়। ছয় দফার মূল বক্তব্য হইতেছে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন–বাংলার সম্পদ বাঙ্গালীরা ভোগ করিবে, ব্যবসায়ের নামে লুণ্ঠতরাজ ও শোষণ চলিবেনা। এই কারণেই শোষক এই কারণেই শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ৬-দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইবার জন্য ভাড়াটিয়া "আলেম ও সংহতি দরদীদের" মাঠে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মওলানা মওদুদী, নসরুল্লা খান, কাইয়ুম খান প্রমুখের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, বাংলার মানুষের দাবী-দাওয়া বানচালই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহাদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, "সংহতি ও ইসলামের অর্থ কি বাংলার মানুষের কলিজা ছিঁড়িয়া খাওয়া?" তিনি বলেন, যদি বাংলার মানুষের উপর শোষণ বন্ধ করা হয়, বাঙ্গালী যদি তাদের ন্যায্য অধিকার পায়, যদি ন্যায় ও

ইনসাফের রাজত্ব দেশে কায়েম হয়, তবেই পাকিস্তান অধিকতর শক্তিশালী হইবে আপনাদের ভাড়া খাটিয়া সংহতির জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করার মাধ্যমে নয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলার দুঃখের জন্য দায়ী বাংলারই এক শ্রেণীর মন্ত্রিত্ব ও পারমিটলোভী মীরজাফর। তিনি বলেন, আত্মস্বার্থের জন্য বার বার ইহারা বাংলার স্বার্থ শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের পদতলে বিলাইয়া দিয়াছে।

নওয়াবপুরে বিপুল সম্বর্ধনা

নওয়াবপুর আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করিতে আসিলে শেখ মুজিবর রহমানকে নওয়াবপুরের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নওয়াবপুরবাসীরা আওয়ামী লীগ প্রধানের প্রতি তাহাদের প্রাণঢালা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কয়েকটি তোরণ নির্মাণ করেন। এই এলাকার উর্দুভাষী বাসিন্দারা ব্যাণ্ড পার্টি বাজাইয়া প্রিয়জনকে বরণ করিয়া নেওয়ার চিরাচরিত প্রথায় শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। দোতলার উপর হইতে শেখ সাহেবের পরিক্রমণ পথের উপর পুষ্প ও সুগন্ধি বর্ষণ করা হয়। পথিপার্শ্বের দোকানপাট ও বাড়ী-ঘরের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য ভিড় জমায়। মানুষের চাপে নওয়াবপুর রোডে যানবাহন চলাচল দুই ঘণ্টার জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

বংশাল স্কোয়ারে যাওয়ার পথে পুরানা মোগলটুলীতে শেখ সাহেব স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন।

Morning News

11th May, 1970

No more exploitation of Bengalis : Mujib

(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman last night said that if people of Bengal this time did not get their demands realised through election, they would get them realised through struggle and at the cost of their blood.

Addressing a meeting at Bangshal intersection, the Sheikh declared that whether his party was voted to power or not in the ensuing election, it would not allow the Bengalis to be exploited and oppressed by others any more. The October election would be in fact, a "last war for the Bengalis" to prove whether they would be able to establish their demands, he warned.

The meeting which continued till 11-45 last night was organised jointly by five union committees of Awami League namely Zindabahar, Nawabpur, Purana Mughaltuly, Siddiq Bazar and Dewan Bazar. Presided over by Mr. Fazlul Karim, the two-hour long meeting was addressed, among others, by Syed Nazrul Islam, Gazi Ghulam Mustala, General Secretary of city league and Muhammad Hanif and Sirajul Islam both local Awami League leaders.

Explaining the Six-Point programme of his party, the Awami League chief criticised those who were branding the SixPoint as anti-Islamic and threw a challenge to them to prove it un-Islamic. He said that the word "Islam" as such might not be in the Six-Point, but every word in it was meant for the betterment of the lot of the people and for establishment of justice for them. Anything that aspired to do good and welfare to the people was Islamic, he observed.

ULEMA CENSURED

APP adds: Sheikh Mujibur Rahman censured a section of ulema who, he said, always raised the cry of Islam when there was any move for realization of the legitimate demands of the Bengalis. Those ulema he said, were acting as paid agents of the traders, businessmen and industrialists who had exploited East Bengal in the past and who were still trying to exploit the people of this province.

He made particular mention of Jamaat-i-Islami people and their leader Maulana Maudoodi and accused them of playing anti East Pakistan role.

The Awami League chief alleged that West Pakistani industrialists and businessmen earning in East Pakistan were repatriating money out of this wing and he asked for its immediate stoppage. Of there was customs check on movement of gold from West Pakistan to East Pakistan why there was no check on the repatriation of East Pakistan money, he asked.

Sheikh Mujibur Rahman reiterated his earlier demand that the launching of Fourth Five Year Plan should be left for the people's government and said that the present caretaker government had no right to launch the plan. Instead he asked the Government to utilise the unspent money of the Third Plan in East Pakistan.

Earlier, Syed Nazrul Islam, Vice-President of the Awami League said that those who in the past exploited Bengal were now opposing Awami League and its Six-Point programme.

সংবাদ
১১ই মে ১৯৭০
বংশাল মোড়ে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবঃ 'ফতোয়াবাজ' নেতাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) রাত্রে বংশাল মোড়ে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পূর্ব বাংলার দাবী দাওয়ার প্রশ্ন উঠিলেই আইয়ুব মোনায়েমের ন্যায় মওদুদী-নসরুল্লাহ-দৌলতানারাও ফতোয়া জারী করেন। তিনি প্রশ্ন করেন দেশরক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যখন বাংলা দেশের উপর অবিচার হয়, তখন এই নেতারা ফতোয়া দেন না কেন?

শেখ মুজিব উপরোক্ত নেতাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ ভোটের আশায় ইহারা আবার মাঠে নামিয়াছেন এবং সেই পুরানো সুরে ফতোয়া দিয়া বেড়াইতেছেন। নুরুল আমীন প্রমুখ পূর্ব পাকিস্তানী নেতার সম্মুখে নসরুল্লাহ খানেরা অপপ্রচার চালাইতেছেন যে, পূর্ব বাংলার ছেলেরা কালীপূজা করে। তিনি বলেন, ন্যায্য হিস্যার কথা বলিলে, ন্যায় কথা বলিলে উহা হয় ইসলাম বিরোধী। তিনি প্রশ্ন করেন আইয়ুব খানের সম্বর্ধনায় যখন মুসলমান মেয়েদেরকে রাস্তায় নাচান হইত, তখন মওদুদী ও নসরুল্লাহ সাহেবেরা শহীদ হওয়ার জন্য ঝাপাইয়া পড়েন নাই কেন?

শেখ মুজিব এই অঞ্চলের বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে করাচী হইতে "পিণ্ডি এবং পিণ্ডি" হইতে ইসলামাবাদে শাদ্দাদী বেহেস্ত নির্মাণ করিতে, কাশ্মীর বিরোধ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সিন্ধু অববাহিকার সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যার সমাধান হয় না। ঢাকা শহরেও বন্যায় নৌকা চলে অথচ বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করে।

পূর্ব বাংলার দুরবস্থার বর্ণনা দিয়া তিনি বলেন যে, পাট হইতে শতকরা ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইত, সেই পাট আজ কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে? তিনি প্রশ্ন করেন, ব্যবসা বাণিজ্য হইতে আজ বাঙ্গালীরা বিতাড়িত কেন? দেশের শতকরা ৫৬ জন হইয়া দেশরক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে মাত্র ১৫ জন বাঙ্গালী কেন? দুই হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের মাত্র ৫ শত কোটি টাকা কেন এখানে ব্যয় হয়? এইসব কথা বলিলে কি ইসলাম-বিরোধী হয়?

শেখ সাহেব বলেন, তিনি চান দেশে গরীব দুঃখীর সরকার কায়েম হউক, অন্যায় অবিচারের অবসান হউক–ইহাই তাঁহার অপরাধ। তিনি আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারা বাতিল এবং নির্বাচিত সরকার কায়েম সাপেক্ষে ৪র্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন স্থগিত রাখার দাবী জানান।

নবাবপুর, পুরানা মোগলটুলী, জিন্দাবাহার, সিদ্দিক বাজার ও দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ফজলুল করিম এবং বক্তৃতা করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, গাজী গোলাম মোস্তফা, জনাব সিরাজুল ইসলাম, জনাব মো. হানিফ প্রমুখ।

উপরোক্ত জনসভা উপলক্ষে গুলিস্তান রেলগেট হইতে রথ-খোলার মোড় এবং নিশাত সিনেমা হল হইতে সভাস্থল পর্যন্ত রাস্তায় অসংখ্য সুদৃশ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ তোরণ নির্মাণ, রঙ্গিন কাগজ দিয়া এই সমগ্র এলাকাটির সজ্জা, স্থানে স্থানে রঙ-বেরঙের বৈদ্যুতিক বাতির সজ্জা প্রভৃতি করা হয়। বস্তুতঃ সন্ধ্যা ৭টা হইতেই রেলগেট হইতে বংশাল মোড় পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়ার সবুজ পতাকা হাতে দণ্ডায়মান থাকে এবং সেই রাস্তায় যানবাহন ও লোক চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠে। শেখ মুজিবকে বহনকারী গাড়ীখানা রাত্রি ৯টায় রাস্তা অতিক্রম করাকালীন সময় পর্যন্ত রেলগেট হইতে বংশাল মোড় ও বংশাল মোড় হইতে সভাস্থল পর্যন্ত রাস্তায় অচলাবস্থা বিরাজ করে।

Pakistan Observer
12th May, 1970
AL body asks govt. : Arrest Rising Prices

The Working Committee of the East Pakistan Awami League urged upon the Government to arrest the fast deteriorating economic conditions of the country and bring down the prices of consumer goods within the reach of the common people, reports APP.

The Working Committee which met in Dacca yesterday under the chairmanship of Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, concluded its deliberations on Monday.

The Committee, according to a Press release of the East Pakistan Awami League, also urged upon the Government to stop the process of certificate and body warrant against the poor cultivators for realisation of rents and taxes and demanded extension of time for payment of rents and taxes.

The Working Committee further urged the Government to give adequate relief, loans for reconstruction of houses and supply seeds to the people who were affected in the recent cyclone in different areas of East Pakistan.

The Committee viewed with great concern the series of acts of violence perpetrated by a section of racist Englishmen resulting in the killing of a Pakistani named Tasir Ali. The Working Committee condemned these actions of the racist hoodlums and urged the Government of Pakistan to demand of the British Government to ensure security and protection to the Pakistan citizens and take strong measures against the culprits to bring an immediate stop to the oppression against the Pakistanis living in Great Britain.

The Working Committee considered the latest political development in South East Asia centering round Cambodia. The Working Committee was of the opinion that the US Administration had flagrantly violated the neutrality of Cambodia guaranteed by Geneva Convention of 1954 by its military intervention in Cambodia. The Working Committee condemned this armed aggression of US on Cambodia and demanded immediate withdrawal of all US and other foreign forces from the soil of Cambodia.

The Working Committee considered 13 district and two city committees of Awami League so far reconstituted and accorded approval to 10 district and two city committees. Two district committees and one city committee have been referred to the Awami League Election Tribunal for settlement.

Seven district and one city units of Awami League have fixed up dates for holding elections. After the election of these district and city units are over, their approval would be considered in due course.

The Working Committee constituted a tribunal for settlement of disputes in connection with the election of Awami League units with five members. They are:-Mr. Tajuddin Ahmad, Convenor; Mr. Mizanur Rahman Chowdhury; Mr. Molla Jalaluddin Ahmed; Mr. Abdul Mannan and Mr. Shamsul Hoq.

The Working Committee reviewed recent disturbances at Serajganj between workers of All Pakistan Muslim League (Quayyum group) and the workers of Awmai League resulting in the institution of cases by both the groups. The Working Committee deplored the action of the local administration in invoking Martial Law regulations against the Awami League

workers alone while cognizance has been taken against the Muslim League workers under civil law only.

The Working Committee urged upon the Government to look into the whole affair and ensure even-handed justice without discrimination against Awami League workers.

Dawn

12th May, 1970

Mujib want justice for East Pakistanis:
Struggle to continue if demands not fulfilled

DACCA, May 11: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League said here last night that if the demands of the Bengalees were not realised through the elections those would surely be realized through struggle.

Sheikh Mujibur Rahman speaking at a party workers meetings at Bangsal area of the city, said that they would not allow the people of Bengal to be exploited any more whether they came to power or they remained outside.

The Awami League chief said that his party only wanted justice for the people of Bengal and nothing more, and the Six-Point programme sought to ensure that they were no more exploited.

Sheikh Mujibur Rahman said that the coming fight for realization of the demands of the Bengalees was going to be their last fight which would decide their fate for the future. The coming elections, he said, was virtually referendum on the issue of provincial autonomy on the basis of Six-Point programme. He explained his party's 6-Point programme and asked to support it in the coming October 5 elections.

The Awami League chief alleged gross inter-wing disparity for which he mainly blamed those whom he called the "Mir Jafars of Bengal".

He asked the people to exercise their right of franchise judiously and to eliminate those who had betrayed them in the past.

Sheikh Mujibur Rahman censured a section of Ulema, who, he said always raised the cry of Islam when there was any move for realization of the legitimate demands of the Bengalees.

Those Ulema, he said, were acting as paid agents of the traders, businessmen and industrialists who had exploited East Bengal in the past and who were still trying to exploit the people of this province. He made particular mention of Jammat-i-Islami

people and their leader Maulana Maudoodi and accused them of playing anti-East Pakistan role.

Sheikh Mujibur Rahman reiterated his earlier demand that the launching of Fourth Five Year Plan should be left for the people's Government and said that the present caretaker Government had no right to launch the plan. Instead he asked the Government to utilise the unspent money of the third plan in East Pakistan. -APP.

Morning News

12th May, 1970

AL Condemns US aggression in Cambodia

The Working Committee of the East Pakistan Awami Leagues has condemned the U.S. armed aggression on Cambodia and demanded withdrawal of U.S. and other foreign forces from the soil of Cambodia, reports PPI.

The condemnation by the party contained in a resolution adopted at the Working Committee meeting of the Awami League, held here under the presidentship of the party chief, Sheikh Mujibur Rahman.

The Committee considered the latest political development in the South-East Asia, centering round Cambodia. It was of the opinion that the U.S. Administration had flagrantly violated the neutrality of Cambodia guaranteed by the Geneva Convention of 1954 by its military intervention in Cambodia.

The Working Committee viewed with great concern the series of acts of violence perpetrated by a section of racist Englishmen resulting in the recent killing of a Pakistani named Tasir Ali. The Working Committee condemned these actions of the racist hoodlums and urged upon the Government of Pakistan to demand of the British Government to ensure security and protection to the Pakistani citizens and take strong measures against the culprits to bring an immediate stop to the oppression against the Pakistani living in Great Britain.

The Working Committee reiterated its demand to the Government for arresting the fast deteriorating economic condition of the country and bring down the high prices of consumer goods within the reach of the common people. The Working Committee also urged upon the Government to stop the process of certificate and body warrant against the poor cultivators for realisation of rents and taxes and demanded extension of time for payment of rents and taxes.

PLEA FOR RELIEF

The Working Committee further urged on the Government to give adequate relief and loans for construction of houses and supply seeds to the people who were affected in the recent cyclone in different areas of East Pakistan.

The Working Committee considered 13 district and two city committees of the Awami League so far reconstituted and accorded approval to 10 districts and two city committees. Two district committees and one city committee have been referred to the Awami League Election Tribunal for settlement. Seven district and one city units of the Awami League have fixed up dates for holding elections. After the election of these district and city units are over their approval would be considered in due course.

TRIBUNAL

The Working Committee constituted a tribunal for settlement of disputes in connection with the election of Awami League units with five members namely Messrs. Tajuddin Ahmad, convener; Mr. Mizanur Rahman Choudhury, Mr. Molla Jalaluddin Ahmed, Mr. Abdul Mannan and Mr. Shamsul Hoq.

The Working Committee reviewed the recent disturbances occurred at Serajganj between workers of the All-Pakistan Muslim League (Qayyum Group) and the workers of the Awami League, resulting in the institution of cases by both the groups. The Working Committee deplores the action of the local administration in involving Martial Law Regulations against the Awami League workers alone, while cognizance has been taken against the Muslim League workers under civil law only. The Working Committee urged upon the Government to look into the whole affair and ensure even handed justice without discrimination against Awami League workers.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ই মে ১৯৭০

জনগণের সত্যিকার কল্যাণ যাঁদের কাম্য তারাই স্বীকার করিবেন– সন্ত্রাসবাদের পথে সমস্যার সমাধান বা জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়: হিংসাত্মক পথের অনুসারীদের প্রতি শেখ মুজিবের কঠোর হুঁশিয়ারি

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন

এবং বলেন যে, এ ধরনের হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী পন্থায় দেশের সমস্যার সমাধান বা দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না।

বার্তা প্রতিষ্ঠান এপিপি মারফতে প্রদত্ত এই বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন, অতীতেও দেখা গিয়াছে যে, যখনই জনগণের কোন ন্যায্য দাবী উত্থাপিত হয়, তখনই ধূম্রজাল সৃষ্টির মাধ্যমে উহা বানচালের জন্য স্বার্থবাদী মহল তৎপর হইয়া ওঠে। জনগণ তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে দেখিয়া এই মহল অরাজকতা ও হানাহানি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবারও তাহাদের অশুভ ও জঘন্য খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে বোমাবাজিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ইহা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, নিরীহ লোকজনই এই বোমাবাজির শিকার হইতেছেন। তিনি বলেন, দেশপ্রেমিক এবং গণকল্যাণপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেই একমত হইবেন যে, এ ধরনের হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার দ্বারা দেশের সমস্যার সমাধান বা জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে না। শেখ সাহেব বলেন, যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সম্ভবপর কঠোরতম ভাষায় এহেন হিংসাত্মক কার্যক্রমের নিন্দা করিবেন।

শেখ মুজিব বলেন, সংশ্লিষ্ট মহলটিকে আমি হুঁশিয়ার করিয়া দিতে চাই যে, তাহাদের জঘন্য খেলার স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, জনগণ গণতান্ত্রিক পন্থায় তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবেই। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, সরকার যদি সত্যিই চান, তাহা হইলে এই অশুভ তৎপরতা বন্ধ করিতে এবং দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন।

ফরিদ আহমদ আবদুল খালেকের বিবৃতি

পিডিপির সহ-সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদ এবং প্রাদেশিক জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক গতকাল এক বিবৃতিতে জনগণের জীবনযাপনের নিরাপত্তা ও নির্বাচনের মাধ্যমে গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, "হিংসাত্মক শক্তিকে" দমন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পর পর বোমা বিস্ফোরণে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তাহারা বলেন যে, এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ হইতেছে নির্বাচন বানচালপ্রয়াসী মুষ্টিমেয় লোকের চক্রান্ত। তাহারা আশা প্রকাশ করেন যে, জনগণ সর্বস্তরে সন্ত্রাসবাদীদের রুখিয়া দাঁড়াইবে।

শহর জামাত সম্পাদক

ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম সরোয়ার গতকাল এক বিবৃতিতে ঢাকা ও খুলনায় বোমা বর্ষণে তিনটি প্রাণহানিজনিত

পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবক্তাদের দ্বারা সৃষ্ট এই সপ্তাহব্যাপী হিংসাত্মক তৎপরতা বন্ধের ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, "বিভিন্ন স্থানে এই বোমা বিস্ফোরণ সম্ভবতঃ সমাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীলদের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিরই রিহার্সেল।" তিনি সহিংস ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

Morning News
13rd May, 1970
Mujib expresses concern over bomb explosions

Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, yesterday expressed concern over the incidents of bomb explosion and said, "We have seen in the past that whenever any genuine demands of the people were voiced, interested quarters attempted to foil those by creating a smoke screen", reports APP.

In a statement issued here yesterday he said such interested quarters have again started their unholy and nefarious game to create chaos and violence when the people have launched their struggle to get back their rights.

Sheikh Mujibur Rahman said, "I am very much concerned" over the recent incidents of bomb explosion in some places in Dacca and Khulna. This is most unfortunate that the victims of these bomb explosion are the innocent people. Those who love the country and want genuine welfare of the people will agree with me that solution of the country's problem cannot be solved or improvement of the economic condition of the people cannot be brought about by resorting to terrorism and violence of this type. I am confident that saner element cannot but condemn this sort of violence in the strongest possible term. We have seen in the past that whenever any genuine demands of the people were voiced, interested quarters attempted to foil those by creating a smoke screen.

When we have launched our struggle to get back the rights of the people, such interested quarters have again started their unholy and nefarious game to create chaos and violence so that the people's rights cannot be achieved.

I warn those quarters that whatever might be their nefarious game, the people will achieve their right through democratic means.

"I am sure that if the Government is serious they can stop it and bring the culprits to book."

Morning News
14th May, 1970
Mujib condemns genocide of Indian Muslims
(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Shiekh Mujibur Rahman yesterday strongly condemned the genocide of the Muslims in India and demanded of the Indian administration to put an immediate end to the destruction of the life and property of the Muslims there.

In a Press statement, the Awami League chief also called upon the people of Pakistan to exercise utmost restraint in the face of all provocations in maintaining perfect communal peace and harmony in the country. Such restrain, he noted, would exhibit a show-piece of noble retaliation against communal barbarism in India.

Sheikh Mujibur Rahman said, I have been very much concerned and deeply shocked at the recent reported killings of Muslims in Maharastra State of India. It appears to be but another step towards the fulfilment of the same old design of powerful section of fanatic communalist Hindus who were responsible for killing of thousands of Muslims desecration or mosques and defilement of the holy places of the Muslims through hundreds of communal riots in different parts of India since independence to achieve their own base objectives.

He said while it is the incumbent duty of every civilized Government to guarantee the honour, security and fundamental rights of the citizens of minority communities the Administration of India proved to be quite imbecile and utterly ineffective in confronting the terror of the fanatic communalists to ensure to the Muslim minorities their minimum right 'the right to life'. In the event of the continued failure of the Indian Administration to provide adequate and effective safeguard to the Muslim minorities India cannot absolve itself from being accused before the bar of civilized nations for crime against humanity, Sheikh Mujibur Rahman said.

Dawn
15th May, 1970
Mujib's call to end destruction of
Muslim life in India Genocide condemned

DACCA, May 14: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, today strongly condemned the genocide of Muslims in India and demanded of the Indian Government to put an immediate end once for all to the destruction of life and properties of Muslims there.

Sheikh Mujib said, "I have been very much concerned and deeply shocked at the recent reported killings of Muslims in Maharashtra state of India. It appears to be but another step towards the fulfilment of the same design of a powerful section of fanatic communalist Hindus who were responsible for the killing of thousands of Muslims, desecration of mosques and defilement of the holy places of Muslims through hundreds of communal riots in different part of India since independence to achieve their own base objectives. While it is the incumbent duty of every civilised Government to guarantee the honour, security and fundamental rights of the citizens of minority communities the administration of India proved to be quite imbecile and utterly ineffective in confronting the terror of the fanatic communalists to ensure to the Muslim minorities their minimum right, the right to live."

Sheikh Mujib said: "I strongly condemn the genocide of Muslims in India and demand of the Indian administration to put an immediate end once for all to the destruction of the life and properties of Muslims. In the even of continued failure of the Indian administration to provide adequate and effective safeguard to the Muslim minorities India cannot absolve itself from being accused before the bar of civilised nations for crime against humanity.

In this connection I would avail of this opportunity to call upon the people of Pakistan to scrupulously exercise utmost restraint in the face of all provocations in maintaining perfect communal peace and harmony in Pakistan and thereby exhibit a show-place of noble retaliation against communal barbarism in India." –APP

Morning News
15th May, 1970
6 Points a monstrous lie and bluff, says Sabur

KAPILMUNI (Khulna), May 14 (APP) : Khan A. Sabur, Secretary of the Pakistan Muslim League (Qayyum Group), said that it was difficult to achieve independence but it was far more difficult to preserve the same.

Addressing a big public meeting at Kapilmuni, he said the much-heralded Six Points of Awami League was a subtle and clandestine method to hurl a death blow to the integrity and oneness of Pakistan drawn up by some imperialistic powers to suit their global interest.

Discussing the Six-Point Programme, Mr. Sabur said that these points had nothing to do with the lot of the common man. He said that the assertion by some Awami League leaders that the Six-Point programme was a panacea for all ills, was not true. He characterised it to be Òa monstrous lie and bluff' as the simple-minded people were Òcheated by the catchy slogans like 21 points in 1954".

Referring to 11 points, Khan Sabur said that it was known to every person that the Six Points of Awami League was produced in 1966, while the 11 points of the students took its birth last year.

He said that even a casual observer of political trends would be convinced that the Awami League was making a futile effort to hide their guilty conscience behind the 11 Points, as the Six-Point demand of Awami League was significantly silent about the representation on population basis or doing away with One Unit, whereas the 11 points of the student demanded representation on population basis.

He asked if the Six-Point programme was the key to the salvation of people of East Pakistan, why there was no mention about the students, labours and agriculturists in it.

PRACTICAL PLAN

He requested the Awami League leaders to adopt a practical and realistic programme and not to mislead the simple-minded people of our country. He said that it was easy to destroy a thing but it took painstaking care, preservance and infinite patience to build up a thing. He asked the intelligentsia of the country to ponder as to why Indian Radio was so vocal about the Six Points. He said almost every night the All India Radio was carrying on a ceaseless campaign in favour of Six Points.

"India who stands committed to the world for granting right of self-determination to the people of Kashmir is today stifling the voices of 5 million Muslims". He said India which has forcibly occupied Kashmir and at the same time unilaterally constructing the Farakka Barrage to convert the vast area of Pakistan to desert, was so vigorously campaigning in favour of Six Points. If it would be good for the people of Pakistan, "why has not India granted the same for the people of Kerala, Andhra and West Bengal," he asked.

Khan Sabur reminded the audience that the demand for linguistic province within Indian Union, like Telengana, had been ruthlessly suppressed by Mrs. Indira Gandhi's Government. He warned that a section of the people who, being inspired by some imperialist powers, was carrying on whispering campaign.

He said: "East and West Pakistan are two inseparable limbs to the same body and one cannot exist without the others."

দৈনিক পয়গাম

১৬ই মে ১৯৭০

খুলনার কপিলমুনির জনসভায় খান এ সবুর:
আওয়ামী লীগের ৬-দফা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করিবে

কপিলমনি (খুলনা), ১৪ই মে।–পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক খান এ সবুর বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব।

এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে খান এ সবুর বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির স্বার্থে প্রণোদিত আওয়ামী লীগের বহুল প্রচারিত ৬ দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি মূলে বিনষ্ট করিবে।

জনাব সবুর বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের কোন প্রকার কল্যাণ সাধন করিবে না।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করিয়া জনাব সবুর বলেন যে, কোন কোন আওয়ামী লীগ নেতা প্রচার করেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী সকল সমস্যার সমাধান করিবে। তিনি বলেন যে, ১৯৫৪ সালে ২১ দফা নামে দেশের সরল এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতাগণ বর্তমানে অনুরূপ প্রচার চালাইয়া যাইতেছে।

ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফার কথা উল্লেখ করিয়া আইয়ুব আমলের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী বলেন যে, দেশের প্রত্যেকটি লোক জানেন যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী ১৯৬৬ সালে প্রণোদিত হইয়াছিল অথচ ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফা বিগত বৎসর প্রণোদিত হইয়াছে। জনাব সবুর বলেন যে, নিয়মিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ তাহাদের দলীয় ৬ দফা কর্মসূচীর ত্রুটি ঢাকিবার জন্য ১১ দফার প্রচার করিয়া থাকে। কারণ, ছাত্রদের ১১ দফায় জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী রহিয়াছে। –এপিপি

আজাদ
১৭ই মে ১৯৭০
শেখ মুজিবর রহমানঃ জুন মাসে পশ্চিম পাকিস্তান সফর

করাচী, ১৬ই মে।–আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫ দিনব্যাপী সফরের জন্য জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করাচী আগমন করিবেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান গত রাত্রিতে ঢাকা হইতে করাচী আগমনের পর সাংবাদিকদের নিকট ইহা জানান। তিনি আরও জানান, শেখ সাহেবের সফরের বিস্তারিত কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করা হইতেছে।

নির্বাচনী জোট

জনাব কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের কোন নির্বাচনী জোট করার সম্ভাবনার কথা উড়াইয়া দেন। নির্দ্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা পর তাহার বিমান ঢাকা হইতে করাচী আগমন করে। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন বিমানটি কলিকাতা বিমান বন্দরে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

তিনি জানান যে, আগামী ৬ই জুন ঢাকায় তাহার পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে নির্বাচনী কৌশল নির্দ্ধারিত হইবে এবং পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হইবে। নয় সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারী বোর্ডে পদাধিকার বলে পার্টির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও থাকিবেন। বোর্ডের সদস্যগণের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না। –এপিপি

Pakistan Observer
18th May, 1970
AL has no secret pact with conventionists
From Our Correspondent

KARACHI, May 17: Awami League Secretary General Mr. Kamruzzaman today denied that his party had a secret understanding with Convention Muslim League led by Mr. Fazlul Quader Chowdhury.

He was addressing a Press conference at the local Awami League office. Certain political quarters in Karachi have been suggesting that Mujib-Daulatana-Fazlul Quader alliance has been forged through good offices of some leaders of West Pakistan.

He also said doors of Awami League would be open to all political workers and leaders except Convenionistst. He, however, did not comment when asked how Convenionists from Sind had joined his party.

Mr. Kamruzzaman also claimed that Awami League would win with thumping majority-90 percent of seats in East Pakistan but, he said it was very difficult to say anything about election prospects of his party in West Pakistan. He however felt that Awami league should win some seats in West Pakistan as it was in national interest Consequences otherwise would be dangerous.

Although he did not commit either way he gave sufficient indication that Sheikh Mujib would not take up challenge thrown by Mr. Wahiduzzaman to contest against him in Gopalganj. He said even an ordinary Awami League worker could defeat Mr. Wahiduzzaman with a comfortable majority.

He also talked about popularity of his party in East Pakistan and some salient features of Awami League manifesto which include abolition of 'zamindari', 'jagirdari' and 'sardari' system and doing away with cartels and monopolies. He said his party would encourage and provide facilities to West Pakistan industrialists in East Pakistan but would ensure that they do not transfer all their profits to West Pakistan.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই মে ১৯৭০
উচ্ছেদের আগে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন চাইঃ শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রাজধানী ঢাকা ও উহার আশে-পাশে অবস্থানকারী বাস্তুহারাদের স্থায়ী পুনর্বাসন এবং বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া তাহাদের বর্তমান অবস্থান স্থল হইতে উচ্ছেদ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (রবিবার) সন্ধ্যায় তিনি আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে সমবেত কয়েক সহস্র বাস্তুহারার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেছিলেন। বাস্তুহারারা বিকালে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ইকবাল হল ময়দানে

এক সভা শেষে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে শেখ সাহেবকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা সহকারে আওয়ামী লীগ অফিসে আগমন করে। শেখ মুজিব বাস্তুহারাদের অভাব-অভিযোগের কথা আন্তরিক দরদ ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন এবং তাহাদের দুর্দশা মোচনের প্রচেষ্টায় নিজে উদ্যোগী হওয়ার আশ্বাস দেন। বাস্তুহারাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বাইশ বছরের ভয়াবহ শোষণ ও লুন্ঠন, বৈষম্য ও বঞ্চনা, নদীর ভাঙ্গন, অনাবৃষ্টি, বন্যা এবং হরেক রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিশাপে গ্রাম বাংলা এক সীমাহীন দুঃখের ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে। অভাব-অনটন, রোগব্যাধি, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক নর-নারীকে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম হইতে শহরের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। তিনি বলেন, এইভাবে অভাবের তাড়নায় অতিষ্ট হইয়া ভাত-কাপড়ের সন্ধানে পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা, চিরপরিচিত অন্তরঙ্গ গ্রামীণ পরিবেশ ছাড়িয়া শহরে আসিয়া দুর্ভাগা বাংলার হাজার হাজার বিপন্ন নরনারী আজ রাস্তার ধারে, রেল লাইনের পাশে, বস্তি এলাকায় যত্রতত্র খুপড়ি-ঘর বাঁধিয়া মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হইতেছে। ইহাদের অবস্থা মোহাজেরদের চাইতে করুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, বহিরাগত উদ্বাস্তুদের সরকারী তহবিল আছে, হরেক রকম সাহায্য আছে, বাসস্থানের সুযোগ আছে, কিন্তু বাঙ্গালী যখন বাস্তুহারা হয়, তখন তাহার ভাগ্যে এক আশ্রয় মেলাও দুষ্কর হইয়া ওঠে। এ অবস্থাকে মানিয়া নেওয়া যায় না বলিয়া মন্তব্য করিয়া শেখ মুজিব বলেন, প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে আগত যে সব বাস্তুহারা বর্তমানে ঢাকা শহর ও শহরতলিতে বস্তি ও রাস্তাঘাটের পাশে কোনমতে খুপড়ি ঘরে বসবাস করিতেছে, বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া তাহাদের উচ্ছেদ করা চলিবে না। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্য বাইশ বছর ধরিয়া বাঙ্গালীদের নিকট হইতে যে ট্যাক্স নেওয়া হইয়াছে, উহার কোন হিসাবনিকাশ পাওয়া যাইতেছে না, অথচ এই বাংলারই অগণিত হতভাগ্য সন্তান বাস্তুভিটা হারাইয়া আজ এতটুকু আশ্রয়ের জন্য কাঙ্গালের মত পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিতেছে ইহার চাইতে কলঙ্কজনক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

পূর্বাহ্নে ইকবাল হল ময়দানের সভায় অন্যান্যের মধ্যে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ এবং ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি আবদুর রব বক্তৃত করেন। সভার প্রস্তাবে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বর্তমান বসতি হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ না করার দাবী জানান হয়।

Morning News

18th May, 1970

Al will win 90 p.c. seats in E. Wing, says Kamruzzaman

KARACHI, May 17 (APP): Mr. A H M Kamruzzaman, General Secretary of the Pakistan Awami League today said that only such constitution which is based on the Awami League's Six-Point programme would be accepted by the people of East Pakistan.

Addressing a news conference in the party's local office, the Awami League leader said that the coming elections were a test case for the popularity of the Awami League and its Six-Point programme. He said that his party regard the ensuing election as a referendum on the Six-Point programme.

He claimed that his party would capture not less than 90 per cent of seats in East Pakistan.

Mr. Kamruzzaman highlighted the features of his party's manifesto which would be approved and adopted by the Awami League council meeting scheduled for June 7 at Dacca.

He said that his party would not frame any law which was repugnant to the injunctions of the Holy Quran and the Sunnah, He said that the objective of the creation of a state was not for the purpose of changing Governments.

He said if voted into power, the Awami League would provide basic necessities including food shelter, clothing, education, medical facilities etc. to the common man.

He said that the concentration of wealth into few hands was disastrous. The Awami League would definitely do away with cartels, monopolies and concentration of wealth in few hands once and for all. He said his party favoured nationalisation of foreign trade, jute trade, cotton trade, heavy and basic industries, all mineral wealth, banks (including foreign) and Insurance companies.

He said that his party would also change the present structure of incidence of taxation. He said that the incidence of direct taxation, under the present structure, was more on the common man.

The Awami League would impose progressively higher taxes direct on the capitalists, monopolists and businessmen for the ultimate benefit of the common man.

দৈনিক পয়গাম
১৮ই মে ১৯৭০
সরকারের প্রতি শেখ মুজিব :
প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানান্তরিত লোকদের ঢাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন

ঢাকা, ১৭ই মে।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত লোকদের স্থায়ীভাবে ঢাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য আজ আহ্বান জানাইয়াছেন।

ঢাকা ও শহরতলী এলাকায় বসবাসরত স্থানান্তরিত লোকদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকালে তিনি বলেন যে, পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাহাদেরকে তাহাদের বর্তমান বাসস্থান হইতে উৎখাত করা উচিত হইবে না।

প্লাবণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতীতে যাহারা বাস্তহারা হইয়া ঢাকায় চাকরীর সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহাদের প্রতি শেখ সাহেব পূর্ণ সমর্থন দান করিয়া দুঃখের সহিত বলেন যে, তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার ইতিপূর্বে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই।

পূর্বাহ্নে ইকবাল হল ময়দানে স্থানান্তরিত লোকেরা এক সভায় মিলিত হন। –এপিপি

আজাদ
১৯শে মে ১৯৭০
৩১শে মে নান্দাইলে শেখ মুজিবের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৩১শে মে মোমেনশাহীর নান্দাইলে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন বলিয়া গতকাল সোমবার এক দলীয় এশতেহারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে মে ১৯৭০
প্রধানমন্ত্রিত্বের বদলেও শেখ মুজিব ৬-দফা ছাড়িল নাঃ
আওয়ামী লীগ-প্রধানের বিরুদ্ধে জামাত নেতার গুরুতর অভিযোগ!
(ইত্তেফাকের খুলনা অফিস হইতে)

১৮ই মে।–পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম এখানে বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা অনুধাবন করার মত যথেষ্ট জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন নেতা পূর্ব পাকিস্তানে নাই। উপরোক্ত গুণসম্পন্ন কোন নেতা না থাকার ফলেই পূর্ব পাকিস্তানীরা বঞ্চনার শিকারে পরিণত হইয়াছে এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছে। ইহার জন্য জনগণকে কোন দোষ দেওয়া যায় না, বরং নেতাদের অনুসৃত ভ্রান্তনীতিই ইহার জন্য দায়ী।

গত রবিবারে স্থানীয় সার্কিট হাউস ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে জনাব গোলাম আজম উপরোক্ত উক্তি করেন। বক্তৃতাকালে জনাব গোলাম আজম বলেন যে, তাহাদের প্রস্তাবে শেখ মুজিব রাজী হইলে দেশে দ্বিতীয়বার সামরিক আইন জারি হইত না। জনাব আজম প্রকাশ করেন যে, গোল টেবিল বৈঠকের সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (ডাক) ৮ দফা মানিয়া লইয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব ৬-দফা এবং ১১-দফা ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর জামাত নেতা বলেন যে, ইহার কারণ হইল সেই সময় শেখ মুজিব জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন এবং দেশে তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেহ ছিল না। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, শেখ মুজিব তাঁহার (গোলাম আজমের) প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া ৬ দফায় অনড় থাকেন। ভ্রান্তনীতি এবং অদূরদর্শিতার দরুন শেখ মুজিব নিজের জনপ্রিয়তা নষ্ট করিয়াছেন এবং জনসাধারণের উপর দুর্ভোগ টানিয়া আনিয়াছেন। অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, বর্তমানে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটি আসনও দখল করিতে পারিবে না বলিয়া মওলানা গোলাম আজম দাবী করেন।

জনাব গোলাম আজম বলেন যে, জামাত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী নহে। তবে আওয়ামী লীগের ৬-দফায় যে স্বায়ত্তশাসন চাওয়া হইয়াছে উহার ফলে কেন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশ বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

জনাব গোলাম আজম অতঃপর বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সত্য। সেনাবাহিনীর কতিপয় লোককে সঠিকভাবেই উহাতে জড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু উহাতে শেখ মুজিবের সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ শুধু মিথ্যাই নয়; অসদুদ্দেশ্যমূলকও বটে। তাহাকে জড়িত করার বিষয়টি মোনেম খানের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল।

জামাত নেতা আরও বলেন যে, মোনেম খান ছিলেন পহেলা নম্বরের নির্বোধ এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছিলেন একটি মস্ত বড় গর্দভ।–এই নির্বোধ ও গাধাই শেখ মুজিবকে রাতারাতি হিরো করার জন্য দায়ী।

জনাব আজম এই পর্যায়ে অকস্মাৎ তাহার বক্তৃতার মোড় ঘুরাইয়া তথাকথিত আগরতলা মামলায় দলিলপত্র পোড়ান এবং বিচারকের উপর হামলার জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করেন। তিনি প্রশ্ন করেন যে, উক্ত মামলায় যদি শেখ সাহেব জড়িত না-ই থাকিবেন তবে কেন তিনি (শেখ মুজিব) বিচারের রায় দান পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া বিনাশর্ত মুক্তির জন্য ঐ পথ বাছিয়া লইলেন? জামাত নেতা শেখ মুজিবের প্রতি এক প্রশ্নে তাঁহাকে কোর্টে গিয়া নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আহ্বান জানান।

সভায় এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতারা চুপ করিয়াই বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ছিল, কিন্তু মওলানার এই সকল কথাবার্তার পর সভায় ব্যাপকভাবে হৈ চৈ শুরু করে। জামাত স্বেচ্ছাসেবীদের এই সময় প্রতিবাদমুখর শ্রোতাদের দিকে ছুটিয়া যাইতে দেখা যায়। যাই হোক, কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তবে অধিকাংশ শ্রোতা অতঃপর ময়দান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং মাত্র জামাত সমর্থক এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতিতে রাত ৯-১৫ মি. পর্যন্ত সভার কাজ চলে।

জামাতের বহুল প্রচারিত এ জনসভায় শ্রোতাদের একটি বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহা হইল একজন টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানের সভার ছবি গ্রহণ। শ্রোতাদের অনেকে বলাবলি করিতে থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যথার্থই টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান অথবা ভাড়া করা কেহ। যদি টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানই হয় তবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি টিভি কর্তৃপক্ষের এই আনুকূল্যের হেতু কি!

সংবাদ
১৯শে মে ১৯৭০
আগামী ৬ই জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন

করাচী, ১৬ই মে, (এপিপি)।–আগামী ৬ই জুন ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হইবে। দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান অদ্য এখানে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে জনাব জামান বলেন যে, কাউন্সিল অধিবেশনে দলের ম্যানিফেস্টো আলোচিত, অনুমোদিত ও গৃহীত হইবে। আগামী ১৯৭০-৭২ সালের জন্য দলের নয়া কর্মকর্তা নির্বাচন ছাড়াও সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত হইবে।

জনাব কামরুজ্জামান জানান যে, আগামী মাসের মাঝামাঝি শেখ মুজিবর রহমান ২৫ দিনের এক সফরে পশ্চিম পাকিস্তান আগমন করিবেন।

জনাব কামরুজ্জামান অদ্য করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো সাব-কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। আগামী ১৮ই মে তিনি লাহোর যাত্রা করিবেন এবং পরবর্তী দিন ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

Dawn
23rd May, 1970
Mujib, Muzaffar & Ghulam Azam demand inquiry

DACCA, May 22: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief today urged the Government to set up a high-powered Commission to identify the real cause of the "tragic incident which originated from the dispute between the workers and management of a metal industry" here.

In a statement issued here today the Awami League chief who visited the place of incident, said the catastrophe that took place out of mere labour-management dispute is not only unfortunate but it smacks of deep-laid conspiracy being hatched up by the same old enemies of the people who in the past also spared no pains to foil the prospect of establishment of the rights of the people and democratic values in the country.

He said, "I have been deeply shocked at the tragic incident which originated from the dispute between the workers and management of the Bikrampur Jahangir Metal Industries Ltd. resulting in deaths and injuries to many persons and large scale arrest of labourers and citizens. I have visited the disturbed areas and the hospitals of Dacca and Narayanganj along with the Secretary of my party, Mr. Tajuddin Ahmad, Dacca city Awami League Secretary, Mr. G. Golam Mustafa, Mr. Tofail Ahmed and others".

The catastrophe that took place out of mere labour-management dispute is not only unfortunate but it smacks of deep-laid conspiracy being hatched up by the same old enemies of the people who in the past also spared no pains to foil the prospect of establishment of the rights of the people and democratic values in the country. I urge upon the Government to cause an enquiry to be made by a high-powered Commission to identify the real cause of this tragic incident and strongly deal with those elements who fan up trouble of this nature in order to achieve their own objectives. I also urge upon the administration to refrain from indiscriminate arrest of and oppression upon the innocent people.

NAP STATEMENT

Prof. Muzaffar Ahmad and Syed Altaf Hussain, President and General Secretary respectively of the East Pakistan (Wali Group) National Awami Party tonight condemned what they called "naked police attack and indiscriminate firing" in which many persons were injured.

In a joint Press statement they said that nothing would prevent the toiling people from demanding their food and lodging.

They lent support to the hartal called by the student community for tomorrow in protest against today's incidents.

While sympathising with the affected families, the two NAP leaders appealed to the people to observe the hartal peacefully.

Mr Anwar Zahid and Mr Nurul Huda Kader Bakhsh, joint secretaries, East Pakistan NAP (Bhashani group) in a joint statement said they were appealed to learn of the tragic incidents that took place at Shyampur in Dacca today resulting in the killing of and injuries to a number of workers.

Our language fails to condemn, what may be termed as a massacre committed by the Police, they said.

We call upon our countrymen to unequivocally condemn this police action and express our deep sympathies for the bereaved families, the NAP leaders said.

The statement said, "we demand a judicial inquiry into the incidents of Shyampur and urge the Government to bring to book the persons responsible for the tragedy and pay adequate compensation to the families of the victims".

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে মে ১৯৭০

'অতীতের সেই গণদুশমনদেরই গভীর চক্রান্তের পরিণতি':
শেখ মুজিব কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন নিয়োগ দাবী :
নির্বিচার গ্রেফতার ও নির্যাতন বন্ধ রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান

"নিছক শ্রমিক-মালিক বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া গতকল্য (শুক্রবার) যে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, তাহা কেবল দুর্ভাগ্যজনকই নহে, বরং অতীতে জাতীয় জীবনে জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্য যে গণ-দুশমনরা আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে গতকল্যকার ঘটনাটিও তাহাদেরই গভীর চক্রান্তের ফল।"

গতকল্যকার পোস্তগোলার গুলীবর্ষণ সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসংগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই দুঃখজনক ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া বাহির করার জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন নিয়োগের এবং নিজেদের দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য যাহারা এই ধরনের কারসাজি ফাঁদেন তাঁহাদিগকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য আমি সরকারে নিকট জোর দাবী জানাইতেছি।

শেখ সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে বিক্রমপুর জাহাঙ্গীর মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মালিক ও শ্রমিকবিরোধকে কেন্দ্র করিয়া গতকল্যকার মর্মান্তিক ঘটনায় বহু লোক হতাহত হওয়ায় এবং নির্বিচারে শ্রমিক ও জনসাধারণকে গ্রেফতারের ব্যাপারে গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছি। তিনি বলেন, আমার দলের সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, সিটি আওয়ামী লীগ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, তোফায়েল আহমেদ ও অপর কতিপয় সহকর্মী-সহ উপদ্রুত এলাকা এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের হাসপাতালসমূহ পরিদর্শন করিয়া ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করি।

উপসংহারে শেখ সাহেব বলেন, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে আমি নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হইতে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

আবদুল মান্নান

জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পুলিসের গুলীবর্ষণের ঘটনার নিন্দা করিয়া বলেন যে, পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে জাতীয় শ্রমিক লীগের বেশ কতিপয় কর্মী ও সমর্থক নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছে এবং বহু শ্রমিক আহত হইয়াছে। আহত, নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকের সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয় নাই। বিবৃতিতে জনাব মান্নান ঘটনা সম্পর্কে হাই কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছেন।

বিবৃতিতে জনাব মান্নান বলেন যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটিবে এই সতর্কবাণী পূর্বেই উচ্চারণ করা হইয়াছিল। গত ২০শে মে জাতীয় শ্রমিক লীগের আঞ্চলিক পোস্তগোলা সম্মেলনে এইমর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছিল যে, বিক্রমপুর জাহাঙ্গির মেটাল ওয়ার্কস পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রম দফতর ও সরকার হস্তক্ষেপ না করিলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, শ্রম দফতর ও সরকার যদি যথাসময়ে ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া হস্ত করিতেন তা হইলে এই রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটিতে পারিত না। বিবৃতিতে তিনি ঘটনার জেরে পাইকারী গ্রেফতারের তীব্র

নিন্দা করিয়া গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের এ মুক্তি এবং আহতদের ও নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতি পূরণদানের দাবী জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে জনাব মান্নান গতকল্যকর ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য মালিকপক্ষকে আহবান জানান। তিনি বলেন যে, মালিকপক্ষ মিল বন্ধের চক্রান্ত বন্ধ করিলেই শুধু শিল্পে প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে।

রিকুইজিসন ন্যাপ

রিকুইজিসনপন্থী পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে ঢাকার পোস্তগোলায় পুলিস বাহিনীর হামলা ও নির্বিচার গুলী চালনার ফলে বহু শ্রমিক নিহত ও শতাধিক শ্রমিক আহত হওয়ায় গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। বিবতিতে তাঁহারা এইমর্মে সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, জেল, জুলুম, পাইকারী নির্যাতন ও গুলীবর্ষণ দ্বারা শ্রমিক-জনতার রুটি-রুজির সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাইবে না।

পিকিং ন্যাপ

পূর্ব পাকিস্তান পিকিং ন্যাপের দুইজন নেতা মেসার্স আনোয়ার জাহিদ ও নূরুল হুদা কাদের বক্স এক যুক্ত বিবৃতিতে পোস্তগোলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করিয়া দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দান এবং নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানাইয়াছেন।

ইকবাল হলে প্রতিবাদ সভা

পোস্তগোলায় শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে গতকাল রাত্রে ইকবাল হলে এক প্রতিবাদ সভা ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জিনাত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যকার হরতালকে সফল করিয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতাদান করেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শামসুদ্দোহা।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে মে ১৯৭০

৭ই জুন আওয়ামী লীগের কুচকাওয়াজ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৭ই জুন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে অভিবাদন গ্রহণ করিবেন পার্টির প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা মহকুমা এবং থানা স্বেচ্ছাসেবক প্রধানদেরকে নিজ

নিজ জেলার ব্যানারসহ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লইয়া ৭ই জুন সকাল ৬টায় পলটন ময়দানে উপস্থিত থাকার জন্য গতকাল আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক প্রধানের এক বিবৃতিতে জানা যায়।

আজাদ

২৮শে মে ১৯৭০

মানিকগঞ্জে শেখ মুজিবের সভা

ঢাকা, ২৭শে মে।–আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৯শে মে মানিকগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। উক্ত সভায় জনাব কামরুজ্জামান জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবর্গও বক্তৃতা দিবেন। –পিপিআই

Dawn

28th May, 1970

CML won't align with AL, NAP, says Daultana

HARIPUR, May 27: Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana, President of the Council Muslim League said here yesterday that his party would never align with any group aiming at harming the solidarity and integrity of the country.

Addressing a public meeting, he said there could be no alliance of his party with Wali Khan NAP and Sheikh Mujibur Rehman's Awami League on the basis of the demand for Pakhtoonistan and Six-Points,

Mian Daultana said that after the fall of Ayub Khan his deputies had spread themselves in the political arena of the country to recapture their lost positions by 'deceit' Some of them were with Mr. Fazlul Quader Chowdhury and other had aligned themselves with Khan Qayyum Khan still others who could not find accommodation in any of these parties had formed their own parties he added.

He said Islam was the basis of Pakistan and "If we neglect this basis we will be striking at the very roots of the country."

When Islam is a complete moral, social economic, and ethical code, why should there be any foreign system he asked.

He said his party wanted to promulgate an Islamic order in the country, preserve the integrity and solidarity of Pakistan and enforce a democratic order.

The Muslim League, he said had fought and defeated Hindus Sikhs Britishers. Unionists and the Congress Nationalists before partition and bureaucracy and dictatorship afterwards.

He asked which other party had to its credit such record.

Mian Daultana warned the people that any wrong move this time would doom the country.

He said the forthcoming elections were most-crucial and asked the people to discharge their responsibility by making a judicious use of their votes.

Pakistan Observer
29th May, 1970
Mujib asks people to help realise six points

MANIKGANJ, May 29: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the All Pakistan Awami League, today called upon the people to erect invincible fortresses of Six-Point in each and every village of Bangla Desh, reports PPI.

Addressing a huge public meeting at the local stadium this afternoon, the Sheikh maintained that implementation of Six-Point formula was the last instrument to realise the genuine demands of the Bangalees.

Narrating briefly the history of the 23 years of Pakistan, he said that it was a history of suppression and oppression tyranny, bloodshed and betrayal.

He said that the ensuing general election was not for power but for framing a constitution for the country and added that election would be the decisive factor whether the people of Bangla Desh would live like Pakistani citizens or subjects in a colony.

He reminded the people that souls of the martyrs for people's rights were running from doors to doors and none should dare to betray their cause, he added.

Dawn
30th May, 1970
Nothing wrong in Six Points :
AL set to end E. Wing's exploitation says Mujib

MANIKGANJ, (DACCA), May 29: Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, reiterated here today that his party would continue its struggle to put an end to the economic exploitation of East Pakistan and added they were ready to make any sacrifice in the struggle.

Addressing a big public meeting, the Awami Leauge leader said the coming general election was an opportunity for the people to demonstrate in unequivocal terms that they were in favour of full regional autonomy on the basis of six-point programme.

Sheikh Mujib explained briefly the background of the formulation of the six-point programme and said "nothing could be wrong in it". It was understandable some people, who exploited common man, would be unnerved at it, he added.

The Sheikh maintained that implementation of six-point formula was the last instrument to realise the genuine demands of the Bangalees.

Narrating briefly the history of the 23 years of Pakistan, he said that it was a history of suppression and oppression, tyranny, bloodshed and betrayal.

He said that the ensuing general election was not for power but for framing a constitution for the country. He said that the election would decide whether the people of Bangla Desh would live like Pakistani citizens or subjects in a colony. He reminded the people that the souls of the martyrs of people's rights were running from door to door and none should dare to betray their cause. –APP/PPI

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০শে মে ১৯৭০
অক্টোবরের নির্বাচনে বাংলার ইতিহাসের ধারা পাল্টাইয়া দিতে হইবে :
মানিকগঞ্জের বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বক্তৃতা
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

মানিকগঞ্জ, ২৯শে মে।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, পূর্ব বাংলার গত ২২ বৎসরের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস, আর্তনাদের ইতিহাস, উপবাসের ইতিহাস, গুলির ইতিহাস। কিন্তু আগামী নির্বাচনে তীব্রতম আঘাত হানিয়া এই ইতিহাসের গতিকে নূতন পথে ধাবিত করিতে হইবে। আর দুঃখ নয়, আর কান্না নয়-আমরা চাই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও পরমানন্দ।

মানিকগঞ্জের স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান আজ অপরাহ্নে ভাষণ দিতেছিলেন। পূর্ব বাংলার ধর্মভীরু মুসলমানদের মধ্যে

ইসলাম বিপন্ন বলিয়া ফতোয়াবাজি না করিয়া যারা পূর্ব বাংলাকে শোষণ করিয়া শ্মশান করিতেছে, পবিত্র ইসলামের আদর্শের আলোকে তাহাদের হেদায়েৎ করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

জামাতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা ও বিরাট কর্মীবাহিনী তাহাদের আনুগত্যের জন্য মাসে মাসে বেতন পান কিনা তাহা আল্লার নামে কসম খাইয়া দেশবাসীর খেদমতে প্রকাশ করার জন্য শেখ সাহেব সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বিপুল জনসমাবেশের শ্রোতাদের সামনে রাখিয়া তিনি বলেন, জামাত নেতা ও কর্মীদের আনুগতের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের ইতিহাস দেশবাসীর অজানা নয়। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কে দেয় জামাতে ইসলামীর প্রতি শেখ সাহেব বিরাট এক জিজ্ঞাসা তুলিয়া ধরেন।

জামাতে ইসলামী ও অনুরূপ ফতোয়াবাজদের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন এই ফতোয়াবাজরা একদিন ফতোয়া দিয়াছিল যে, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে ইসলাম বিপন্ন হইবে, একদিন ইহারা ফতোয়া দিয়াছিল, যুক্ত নির্বাচন হইলে ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন হইবে। কিন্তু পূর্ব বাংলার তরুণ ঢাকায় কাল রাজপথে নিজের বুকের রক্ত দিয়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে ইসলাম বা পাকিস্তান বিপন্ন হয় না, বরঞ্চ মজবুত হয়। মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনের সময় জামাতে ইসলামীসহ অন্য সব ফতোয়াবাজরা আমাদের সঙ্গে একত্রে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোট দিয়া দেখিয়াছে যে, তাহাতেও ইসলাম বিপন্ন হয় না। দুইশত বৎসর ইংরাজ এ দেশ শাসন করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পর চক্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও ইসলাম বিপন্ন হয় নাই। আজ যখন বাঙ্গালীরা ৬-দফার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলিয়াছে, তখন ফতোয়াবাজরা আবার পাকিস্তান আর ইসলাম বিপন্নের ফতোয়া লইয়া ময়দানে নামিয়াছেন। ফতোয়াবাজদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, সময় থাকিতে ফতোয়াবাজদের সতর্ক হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাই। কারণ, বাঙ্গালী যেদিন রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বুকের রক্তে কারফিউ ভাঙ্গিতে শিখিয়াছে, সেই দিন তাহাদের এই আত্মপ্রত্যয়ও জন্মিয়াছে যে, দাবী তাহারা আদায় করিবেই করিবে। আমি তাহাদের আরও একটা সত্য জানাইয়া দিতে চাই যে, বিরাট সংখ্যক আলেম আজ আমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া নির্যাতন ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইসলামের ন্যায়নীতি অনুসরণ করিয়া পূর্ব বাংলার প্রতি সবাইকে ইনসাফ করিতে বাধ্য করাই এই ন্যায়বান আলেম সম্প্রদায়ের সংগ্রামের মূলমন্ত্র।

যাহারা পূর্ব বাংলার ভুখা-নাঙ্গা মানুষকে শোষণ করিয়া বছরের পর বছর ইনসাফ লইয়া প্রহসন করিতেছেন, তাঁহাদের হেদায়েত করার জন্য তিনি ফতোয়াবাজদের উপদেশ দেন। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে যারা শোষণ করে তাদের সূতিকাগার পশ্চিম পাকিস্তান। আজ ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ইসলাম যদি বিপন্ন হইয়া থাকে তবে তাহা হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

ইসলাম ও মানবতার এই দুশমনদের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ বন্ধ করিয়া ইসলাম বিপন্নকারী এই কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে যদি জামাতে ইসলামী ও তার দোসররা, কণ্ঠ না খোলে তবে দেশবাসী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

আগামী নির্বাচনের তাৎপর্য-

আগামী নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া শেখ সাহেব তাহার মুগ্ধ শ্রোতাদের বলেন যে, ৫ই অক্টোবরের নির্বাচন মন্ত্রী বানানোর নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন হইবে অধিকার-পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। পাকিস্তানের যে কায়েমী স্বার্থবাদ অর্থের অধিকারী, ক্ষমতার অধিকারী, অস্ত্রের ভাষা প্রয়োকারী সেই কায়েমী স্বার্থবাদ ও শোষণবাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য শক্তিধর ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে এই নির্বাচন ব্যালটের সংগ্রাম। এই সময় বিশাল জনসমাবেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি সিংহের মত গর্জন করিয়া উঠে, জাগো জাগো, বাঙালী জাগো। শেখ মুজিবর রহমান গগনবিদারী এই স্লোগানের প্রত্যুত্তরে বলেন, নির্বাচনে ঘুমন্ত বাঙালীদেরও জাগিবার সময়।

পূর্ব বাংলার উপর বছরের পর বছর শোষণ চালাইয়া যাওয়ায় জন্য যে সব বাঙালী মীরজাফর কায়েমী স্বার্থবাদে তল্পীবহন করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, বাংলার মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিত তবে ইংরাজ বেনিয়া ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলাকে পরাভূত ও হত্যা করিতে পারিত না।

পাকিস্তানোত্তর কালের ইতিহাস মীরজাফরদের ইতিহাস। এই মীরজাফরদের অমরা সনাক্ত করিয়াছি, আপনারাও ইহাদের স্বরূপ জানেন। তিনি বলেন, বাংলার পলিমাটিতে ফসলের সঙ্গে আগাছাও জন্মায়। এই আগাছা বাছিয়া ফেলিতে না পারিলে ক্ষেতে ফসল জন্মায় না। তেমনি আগামীতে যদি আপনারা ফসল চান তবে ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে মীরজাফর নামীয় পরগাছাদের নির্মূল করিয়া ফেলিতে হইবে।

৬-দফা কর্মসূচীর দফাওয়ারী ব্যাখ্যা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বিশাল জনারণ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আপনারা যদি ৬-দফা সমর্থন করেন, আওয়ামী লীগকে যদি আপনাদের দল মনে করেন, আর আমার উপর যদি

আপনাদের আস্থা থাকে তবে হাত তুলিয়া আজ ওয়াদা দিন যে, এদেশে আমরা সবাই মিলিয়া সংগ্রাম করিয়া শোষণহীন সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এক সমাজব্যবস্থা কায়েম করিবই করিব। আওয়ামী লীগ প্রধানের ডাকে জনারণ্যের প্রতিটি মানুষ শূন্যে হাত তুলিয়া শ্লোগান দিয়া করতালির ঐকতান বাজাইয়া ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করে।

দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে শেখ মুজিবর রহমান তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া বলেন, মনে রাখিও আমাদের জীবন প্রায় শেষ, কিন্তু এ তোমাদের দেশ। ভবিষ্যৎ তোমাদের সম্পদ। অতীত মরিয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতকে তোমরা মরিতে দিতে পার না। তাই বলি, বিলম্ব না করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড় এবং তোমাদের সংগ্রামকে জয়যাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দাও।

আওয়ামী লীগ প্রধানকে দেখিবার ও শুনিবার জন্য ছোট্ট শহর মানিকগঞ্জ আজ যেন মানুষের বান ডাকিয়াছে। প্রান্তর পার হইয়া গ্রাম গ্রামান্তর হইতে সর্বশ্রেণীর মানুষ জনসভার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে। মানিকগঞ্জের হারানো মানিক যেন তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে। সভাশেষে ঘরমুখী মানুষের মিছিলে ছিল প্রত্যয়ের জোয়ার, ছিল সংগ্রামের সঙ্কল্প।

মানিকগঞ্জ শহরে প্রবেশের পূর্বে শেখ মুজিবর রহমান মানিকগঞ্জের সংগ্রামী সন্তান রফিকুল করিম ভূইয়ার কবর জিয়ারত করেন। তিনি ছিলেন মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রাণ, ছিলেন ছাত্রলীগের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। শেখ সাহেব জেলে থাকার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সামসুল নেতার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে তাহারা বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। মেসার্স শাহ মোয়াজ্জেম, সামসুল হক, মইজ উদ্দিন, সামসুজ্জোহা, কাজী কামাল, মোল্লা রিয়াজুদ্দিন, হাবিবুর রহমান, বোরহানউদ্দিন গগন প্রমুখও নেতার সঙ্গে ছিলেন।

মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি খোন্দকার মজহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনাব মোসলেম উদ্দিন খান শেখ সাহেবকে একটি মানপত্র দেন। মহকুমা ছাত্রলীগের পক্ষে খোন্দকার ফেরদৌস হাসান আজাদ এবং রিক্সা শ্রমিক লীগের পক্ষে জনাব ওয়াহেদ আলী যথাক্রমে শেখ সাহেবকে একটি মানপত্র ও ৬ দফার প্রতীক উপহার দেন। সিঙ্গাইর থানার পক্ষ হইতে একটি স্বর্ণ মেডেল, ঢাকুরিয়া থানার পক্ষে এক জিল কোরান শরিফ, হরিরামপুরের পক্ষে আর এক জিল কোরান শরিফ নেতাকে উপহার দেওয়া হয়। জনাব মোঃ আলী হাতের আঁকা শেখ সাহেবের ছবি উপহার দেন। জনাব হাবিবুর রহমান নেতাকে একটি পাথরের ঘোড়া উপহার দেন।

Morning News
30th May, 1970

Avail of opportunity to establish rights, Mujib advises people

MANIKGANJ, May 29 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, reiterated here today that his party would continue its struggle to put an end to the economic exploitation of East Pakistan and added they were ready to make any sacrifice in the struggle.

Addressing a big public meeting, the Awami League leader said the coming general elections was an opportunity for the people to demonstrate in unequivocal terms that they were in favour of full regional autonomy on the basis of Six-Point Programme.

Sheikh Mujib explained briefly the background of the formulation of the Six-Point Programme and said nothing could be wrong with it. "It was understandable that some people who exploited the common man would be unnerved by it", he added.

Sheikh Mujib said the right of franchise was achieved after many sacrifices made by the people in course of the movement and struggle.

As such, he wanted the people to avail of the opportunity to establish their rights and achieve autonomy.

The Awami League leader, however, regretted that a section of the political leaders were not happy with the demand for all regional autonomy for East Pakistan because it stood in the way of the continued exploitation of East Wing by the vested interests.

JAMAAT CRITICISED

Sheikh Mujib was critical or the role of the Jamaat-e-Islami and its leaders in particular. He said they never cared to raise even the feeble voice of protest when the interest of East Pakistan was ignored by Governments leading to the growth of economic disparity between the two wings.

Maulana Maudoodi, he charged did not mind to come out with fatwas to hold back the rising tide of the legitimate demands of the people of East Pakistan.

He also criticised Nawabzada Nasrullah and Khan Abdul Qayyum Khan for their roles.

Sheikh Mujib said these leaders also raised the slogan of ÒIslam in danger” to protect the interest of exploiters.

Criticising the Jamaat-e-Islami leaders he asked: ÒDon’t you get salary every month like those in Government services?” and answering himself he added: "You get part of the money being taken from East Pakistan."

Sheikh Mujib said instead of issuing fatwas against the legitimate demands of East Pakistan, these leaders should ask West Pakistani capitalists running their business in Eastern Wing, "not to exploit East Pakistan any more."

The Awami League chief said these leaders have their "agents" in East Pakistan to work on their behalf and repeated his appeal to the people to weed out the "political parasites and Mir Jafars" through the coming elections.

Sheikh Mujib also criticised Mr. Nurul Amin for his role as the Chief Minister of the province during the Language Movement in 1952.

He said being the head of the Government then, how Mr. Amin could expect to be exonerated from the responsibility of police firing on students.

He regretted that the Government could find Rs. 2, 000 crore to build Tarbela and Mangla Dams in West Pakistan, but could not get Rs. 1,600 crore required for the flood control measures in East Pakistan as suggested by the Krugg Mission.

দৈনিক পয়গাম

৩০শে মে ১৯৭০

মানিকগঞ্জের জনসভায় শেখ মুজিবঃ
ধর্মের শ্লোগান তুলিয়া শোষকের স্বার্থ রক্ষার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

মানিকগঞ্জ, (ঢাকা), ২৯শে মে।–আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাহার পার্টি পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাইবার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে এবং এই সংগ্রামে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত।

এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে তাহাদের সুস্পষ্ট রায় প্রদানের সুযোগ পাইবেন। তিনি বলেন, জনসাধারণ এক বিরাট ত্যাগের পর আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে ভোটের অধিকার পাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের স্বায়ত্তশাসন ও জনসাধারণ অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করুক ইহাই আমরা চাই।

জনাব মুজিব মওলানা মওদুদী ও নসরুল্লাহ খানের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, এইসব নেতা শোষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য বারবার শুধু ‘ইসলাম বিপন্ন’ বলিয়া শ্লোগান তোলে এবং এই ভাবেই তাহারা ধর্মের নামে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করিয়া চলিয়াছে। জনাব মুজিব জনাব নূরুল আমীনেরও তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া জনাব নূরুল আমীনকে দায়ী করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া জনাব মুজিব বলেন আমরা শোষকদের সনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং এই সব শোষকদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান। –এপিপি

আজাদ

১লা জুন ১৯৭০

ভাসানী-মুজিব আকস্মিক সাক্ষাৎ

টাংগাইল, ৩১শে মে।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত অদ্য সকালে ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ ঘটিলে দুই নেতা কয়েক মিনিট আলাপ করেন। মওলানা ছাহেব শেখ সাহেবকে পরে এক সময় মিলিত হওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, “অনেকদিন আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নাই।” শেখ সাহেব মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হইয়া যান।

টাঙ্গাইলের নিকট ঢাকা-মোমেনশাহী রোডে আকস্মিকভাএব দুই নেতার এই সাক্ষাৎ হয়। শেখ সাহেব সেই সময় নান্দাইল যাইতেছিলেন। মওলানা ভাসানীও সেই সময় দিনাজপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরার জন্য জামালপুর যাইতেছিলেন। শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীকে দেখিয়া মোটরগাড়ী হইতে নামিয়া আসেন এবং মওলানার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৫ মাসে মওলানা ভাসানীর সহিত শেখ মুজিবের ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। গত বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে জেল হইলে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ সাহেব মওলানা ভাসানীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। –এপিপি

Morning News

1st June, 1970

Mujib-Bhashani surprise meeting near Tangail

TANGAIL, May 31 (APP): Sheikh Mujibur Rahman had a change meeting this morning with the ageing N.A.P. leader Maulana Bhashani.

During a brief chat lasting a coupple of minutes, Maulana Bhashani asked Sheikh Saheb to meet him "sometime"–"We are not meeting for long; let us meet sometime to have some chat", the Maulana told the Awami League chief who readily agreed to his suggestion.

The surprise meeting of the two leaders took place on Dacca-Mymensingh Road near Tangail, when the Sheikh Saheb on way to Nandail for a public meeting spotted Maulana Bhashani who was going by car to Jamalpur to catch a train for Dinajpur where he launches his mass movement tomorrow. Sheikh Saheb got down from his car to meet the Maulana and enquire about his health.

This was the first meeting of Sheikh Saheb with the Maulana in last 15 months. The Awami League chief had met the Maulana in February last year after his release from jail in Dacca.

সংবাদ

১লা জুন ১৯৭০

শেখ মুজিব কর্তৃক নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের সম্ভাবনা অস্বীকার

ঢাকা, ৩১শে মে (এনা)।–আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সহিত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচন ঐক্যজোট গঠনের কোন সম্ভাবনা নাই।

ইষ্টার্ণ নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধির সহিত এখানে আলোচনা কালে আওয়ামী লীগ প্রধান এই তথ্যের উল্লেখ করেন। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার অভিযান সমাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমানকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে জনগণের রায়েই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে বাতাস কোন দিকে বহিবে।

তিনি আরও বলেন যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ৭ কোটি বাঙালীর অগ্নি পরীক্ষা হইবে। ছয় দফা সম্পর্কে যে ভুল বুঝাবুঝি রহিয়াছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ইহাতে একই সাথে বসবাস করার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাঁহার দলের ছয় দফা কর্মসূচীতে সকল রকম শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার রহিয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

১লা জুন ১৯৭০

দীর্ঘ পনের মাস পর একটি আকস্মিক সাক্ষাতকার

টাংগাইল, ৩১শে মে।–বয়োবৃদ্ধ ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানীর সহিত জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের আজ সকালে এক আকস্মিক সাক্ষাতকার হইয়া যায়।

কয়েক মিনিট স্থায়ী আলোচনাকালে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে পরবর্তী কোন এক সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করার জন্য বলেন। আওয়ামী লীগ নেতা সাথে সাথেই মওলানা ভাসানীর প্রস্তাব মানিয়া লন।

টাঙ্গাইলের নিকট ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে দুই নেতার এই আকস্মিক সাক্ষাতকার ঘটে। এক জনসভায় বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে নান্দাইল গমনের পথে শেখ সাহেব জামালপুরগামী এক মোটর গাড়ীতে মওলানা ভাসানীকে দেখিতে পান। উল্লেখযোগ্য যে, আগামীকল্য হইতে গণ আন্দোলন শুরু করার উপলক্ষে দিনাজপুরে যাইবার ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যেই মওলানা সাহেব জামালপুর যাইতেছিলেন।

শেখ সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া ভাসানীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানিতে চান।

গত পনর মাসের মধ্যে মওলানার সহিত শেখ মুজিবের ইহাই প্রথম সাক্ষাতকার অর্থাৎ গত ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্তির পরই তিনি মওলানার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। –এপিপি

আজাদ

২রা জুন ১৯৭০

নান্দাইলে শেখ মুজিব : আওয়ামী লীগ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে

নান্দাইল, (মোমেনশাহী), ১লা জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এখানে পুনরায় ঘোষণা করেন, তাঁহার পার্টি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। গতকল্য সন্ধ্যায় তিনি চান্দিপাশা হাইস্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দান করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার পার্টির সংগ্রাম কোন অঞ্চল বা জনসাধারণের বিরুদ্ধে নহে। পাকিস্তানের পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জনসাধারণ একই রকম বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ শোষণের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

শেখ সাহেব আসন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই নির্বাচন বাংগালীদের জন্য অগ্নিপরীক্ষার সামিল। তাঁহারা স্বায়ত্তশাসন চায় কি না এই নির্বাচন সেই সম্পর্কে রায় ঘোষণা করিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। –এনা

The Pakistan Observer

2nd June, 1970

Mujib criticises statement-prone leaders

NANDAIL, June 1: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, has said the right of franchise was achieved by the people after ceaseless struggle against heavy odds and added "we cannot betray the cause for which many laid down their lives in the movements", reports APP.

Addressing a huge public meeting here on Sunday, the Awami League leader referred to the political situation and injustices done to East Pakistan and stressed the coming general elections would decided "our" destiny. He appealed to the people to utilize the opportunity to vindicate "our points of view."

Sheikh Mujib wanted people not to allow themselves to be swayed away by those politicians who were now out only to get their votes in the coming elections. He said the leaders never actively associated themselves with the movements. Their role remained confined to issuing statements.

He regretted that these leaders did not dare to ask the Government to state about his where about after he was taken to Cantonment from the Central Jail. He said for long five months none of his near relations even knew where and under what conditions he was during the period.

Referring to the role of these political leaders he said "a coward cannot be expected to serve the people". The Awami League leader said he had unshaken faith in God and added he preferred death to backing out from his stand.

Sheikh Mujib said he and his party men were subjected to harassments and imprisonments for supporting the cause of the people and for voicing their legitimate demands. Without sustained struggle nothing could be achieved, he told the audiences.

Morning News

2nd June, 1970

Identifz, root out Bengali exploiters, betrayers: Mujib

(From Our Special Correspondent)

NANDAIL, June 1: The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, yesterday called upon the people "to identify and root out those Bengali exploiters and betrayers who", he said, "were mainly responsible for all the sufferings of and oppressions on the Bengalees during the last 23 years".

Addressing a big public meeting here, about 35 miles from Mymensingh, the Sheikh said that the betrayers from within were more dangerous than those from outside the province. The meeting presided over by Mr. Shahnawaz Bhuiyan President of Nandail Thana Awami League, was addressed, among others, by Syed Nazrul Islam, Vice-President, East Pakistan Awami League and local Awami League leaders Syed Sultan Ahmed and Rafiquddin Bhuiyan.

The Sheikh in his half-an-hour speech said that after 23 years of our hard-earned independence it was high time that we make a thorough assessment of our past failures, success, gains and losses.

The Awami League chief told the people of Nandail (from where PDP chief Mr. Nurul Amin hails) that leaders like Nurul Amin, Nasrullah Khan and Moudoodi at launched a campaigned against him(Sheikh) and his party forgetting their own misdeeds.

He said that the activities of Mr. Nurul Amin was known to the people. Mr. Nurul Amin came to power from backdoor and killed the students and members of the public to suppress popular demands and to keep his position in fact.

Sheikh Mujibur Rahman depicted a very grim picture of the deteriorating economic condition of farmers, workers and middle class people and said that continued exploitation by the vested interests and capitalist class during 23 years had completely shaltered the economic backbone of the people of East Pakistan. He said, "We don't want to make allegation against anybody". "What we want is justice and fair play. We don’t want to snatch away anybody's dues. We want to make it sure that we would no more be deprived of our due share by others", the Sheikh said.

The Awami League chief said that the right of franchise was achieved by the people after ceaseless struggle and sacrifices. He

said at least 100 valuable lives were lost during the last during the last movement alone and "we cannot betray the cause for which these lives were sacrificed."

The Awami League chief said that leaders of different political parties who were more than once condemned by the people for their past misdeeds, were a main coming to people for votes holding out lofty promises. He called upon the people not to be swayed away by those political leaders who, he reminded, had never associated themselves with the people in times of trials and tribulations.

সম্পাদকীয়

পূর্বদেশ

২রা জুন ১৯৭০

এটা সত্য নয়

আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচনী প্রচারকার্যে নেমেছেন। নির্বাচনে প্রত্যেক দলই নিজেদের দলের কথা ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে প্রচার করবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচারকার্য এক কথা, প্রচারণা আরেক কথা। সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারকার্যে নেমে আওয়ামী লীগ যে প্রচারণা শুরু করেছে তা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অনিষ্টকরও। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী নেতারা বলতে শুরু করেছেন, আইয়ুব সরকারের পতনের জন্য একমাত্র তারাই আন্দোলন করেছেন। রাজনৈতিক সুবিধা লোটার দিক থেকে এটা যতই লাভজনক প্রচারণা হাক না কেন, আদপেই কিন্তু কথাটা সত্য নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্যের মস্ত বড় অপলাপ। শুধু শেখ মুজিব নন, সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী সোনাকান্দা গ্রামে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বলেছেন, আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মিগণ যখন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি এমন কি ফাঁসির রজ্জুর মুখোমুখি হয়েও সংগ্রাম করেছেন, তখন দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনেম সরকারের জেল জুলুমের ভয়ে রাজনীতির ময়দান ছেড়ে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসেছিলেন। একথা যে আদৌ সত্য নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্যের বিপরীত কথা, দেশের একটি বালকেরও আজ তা অজানা নয়। একথা সত্য, আওয়ামী লীগের একশ্রেণীর নেতা ও কর্মী (সকল নেতা নন) আইয়ুব আমলে জেল জুলুম ও চরম দমন নীতি সহ্য করেছেন।

কিন্তু তাই বলে একথা সত্য নয় যে, এ সময় অন্যান্য দল হাত গুটিয়ে বসেছিল। বরং আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতারা যখন দল ছাড়তে আরম্ভ করেন এবং মাথাওয়ালা কর্মীরা গা ঢাকা দিতে শুরু করেন, তখন অন্যান্য দল ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে না নেমে এলে আওয়ামী লীগের নেতারা সম্ভবতঃ এত শীঘ্র মুক্ত আলো বাতাসে ফিরে আসতে পারতেন না। এমন কি ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে যে সব ছাত্র আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ক'জন আওয়ামী পন্থী ছিলেন, তা লক্ষ্য করলেও আওয়ামী লীগের একক সংগ্রামের শুভঙ্করীর ফাঁকি প্রকাশ হয়ে পড়বে। নির্বাচনী প্রচারকার্যে নেমে আওয়ামী নেতারা অন্যান্য দল সম্পর্কে যাই বলুন, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের একক কৃতিত্বের দাবীদার হওয়া মোটেই উচিৎ নয়। বরং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী নেতারা যে আজ মুক্ত আলো বাতাসে চলাফেরা করতে পারছেন, এজন্য অন্যান্য সকল দলের কাছে–বিশেষ করে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতিহাস বিকৃতি একটি মারাত্মক অপরাধ। ইতিহাস জাতিকে পথ দেখায়, অন্ধকারে আলোক বর্তিকার কাজ করে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণজাগরণের ইতিহাস আমাদের রাজনৈতিক জীবনের একই অমূল্য সম্পদ। এই ইতিহাস ভবিষ্যতেও পাকিস্তানী জাতিকে অন্ধকারে পথ দেখাবে এবং নতুন গতিবেগ দান করবে।

সুতরাং আওয়ামী লীগ যদি ইতিহাসের রায়ে বিশ্বাস করেন, তাহলে তাদের উচিৎ, ইতিহাসের বিকৃতি সাধন না করা। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের যেটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য, ইতিহাস ঠিকই তাকে সেটুকু দেবে। কিন্তু অন্যায়ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করতে গেলে হয়ত ভবিষ্যতে ইতিহাসের বিচারে আওয়ামী লীগ তার প্রাপ্য কৃতিত্বটুকুও পাবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা আজ মুখে যাই বলুন, তারা জানেন, ১৯৬৫ সালের পর থেকে তাদের একক আন্দোলনের দ্বারা আইয়ুব সরকারের ভিত্তি এতটুকুও দুর্বল হয়নি। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে একমাত্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া কোথাও আন্দোলন হয়নি এবং আওয়ামী নেতারা একদিনের বেশী এই আন্দোলনকে জিইয়ে রাখতে পারেন নি। যখনি দেশে কোন আন্দোলন হয়েছে, শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী নেতারা তাতে নেতৃত্ব দান ও আন্দোলন জিইয়ে রাখার চেষ্টা করার বদলে দ্রুত জেলে গমনের ব্যবস্থা করে নিজেদের নিরাপত্তা ও জনপ্রিয়তা বজায় রাখার নীতি চিরকাল অনুসরণ করেছেন বলেও কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ শোনা যায়। আজ পর্যন্ত আওয়ামী নেতারা এ অভিযোগের জবাব দেন নি।

বারম্বার ‘একলা চলার আন্দোলনে’ ব্যর্থতা বরণের পর ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে অন্যান্য দল অনেক কষ্ট করে আওয়ামী লীগকে ডেমোক্রাটিক একশন কমিটি বা ডাকে যোগ দিতে সম্মত করান। এর পরেই দেশে ‘আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এই সময় শেখ মুজিবের মুক্তি বা আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে যে বিরাট মিছিল রাজশাহী থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত প্রতিটি জনপদ প্রকম্পিত করে তুলেছে, তা আওয়ামী লীগের একার মিছিল নয়। বরং ডাকের আহূত মিছিল। ডাক নেতৃবৃন্দ এই সময় ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী থাকা সত্ত্বেও শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। আওয়ামী নেতারা মুক্তি লাভের পর পরই কিছুদিনের মধ্যে যে কাজটি করেন তা হল কায়েমী স্বার্থের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এই ‘ডাক’ ভেঙ্গে দেয়া এবং আইয়ুব ও তার সহচরদের পরিবর্তে ডাকেরই কতিপর নেতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তোলার চেষ্টা করা। ইতিহাস বড় নির্মম বিচারক, সুতরাং আওয়ামী লীগ নেতারা আজ ইতিহাসকে যতই পালটাতে চান, একদিন এই ইতিহাসের আদালতে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবেই। প্রচারণা চালিয়ে সেই বিচার থেকে তারা অব্যাহতি পাবেন না।

দৈনিক পয়গাম

২রা জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (বুধবার) সকালে আওয়ামী লীগ অফিসে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠক শুরু হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ইহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অদ্য অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হইবে।

এইদিকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আগামী ৬ই জুন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আগামীকল্য (বৃহস্পতিবার) ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হইবে।

৭ই জুন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রেসকোর্সে ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা হইতে প্রায় ৩০ জন নেতা ঢাকা আগমন করিয়াছেন বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানানা হয়।

দৈনিক পয়গাম

২রা জুন ১৯৭০

নান্দাইলে শেখ মুজিবর রহমানঃ শহীদানের প্রতি আমরা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি

নান্দাইল (মোমেনশাহী), ১লা জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনগণ বহু ত্যাগের বিনিময়ে ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে এবং গণআন্দোলনে উৎসর্গকৃত ব্যক্তিদের জন্য আমরা কোন প্রকারেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না।

গতকল্য এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায় অবিচারের বর্ণনা দান করেন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত হইবে। তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, কিছু সংখ্যক নেতা তাহাকে সেন্ট্রাল জেল হইতে ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যাওয়ার পর তাহার সম্পর্কে সরকারের নিকট কোন কিছু জানিতে চাহেন না।

দীর্ঘ ৫ মাস তাহার অবস্থা সম্পর্কে তাহার আপন আত্মীয় স্বজনরাও কিছুই অবগত হইতে সক্ষম হয় নাই।

কিছু সংখ্যক নেতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, একজন কাপুরুষ নেতার নিকট জনগণ কোন কিছু খেদমতের আশা করা যাইতে পারে না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, জনগণের দাবী সমর্থন করার জন্য তাহার দল হয়রানী এবং জেল জুলুমের শিকার হইয়াছে। তিনি জনগণকে বলেন যে কঠিন সংগ্রাম ব্যতীত কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব নহে।

২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করিলে দেশের প্রশাসনিক পরিচালনা করিতে কষ্টকর হইবে বলিয়া যাহারা বলিতেছেন তাহাদের সহিত একমত না হইয়া বলেন যে বড় বড় শিল্পের উপর যথাযথ ভাবে ট্যাকস বসাইলে অনায়াসে ৭ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, নূরুল আমীনের প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে ভাষা আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলীবর্ষণে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র নিহত হয়। ঐ সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য এই গুলীবর্ষণের অপরাধকে তিনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা জুন ১৯৭০
তোফায়েল আহমেদের আওয়ামী লীগে যোগদান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ গতকাল (মঙ্গলবার) আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন। গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহম্মদ এবং বিপুলসংখ্যক ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হিসাবে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত জনাব তোফায়েল আহমেদ ছাত্র-রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা ইকবাল হলের সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ডাকসুর সহ-সভাপতি থাকাকালে ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলন তথা ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের সাফল্যজনক নেতৃত্ব দানের ফলে তিনি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন। বরিশাল জেলার দীপাঞ্চল ভোলার কোরালিয়া গ্রাম নিবাসী সাতাশ বছর বয়স্ক তোফায়েল আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন এবং আইনের কোর্স শেষ করিয়া পরীক্ষাদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, "জন্মলগ্ন হইতেই সংগ্রামী সংগঠন আওয়ামী লীগ শত বাধা বিপত্তির মুখে শোষণমুক্ত সমাজ, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে। আওয়ামী লীগ এই গৌরবজনক ভূমিকাই আমাকে এ দলে যোগদানের প্রেরণা যোগাইয়াছে।"

ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচীর মধ্যে ৬-দফা পুরাপুরিভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ৬-দফা ও ১১-দফার আন্দোলন পৃথক নয়– একই আন্দোলনের দুইটি স্তর মাত্র। তিনি বলেন যে, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়াই স্বাধীকারকামী বঙ্গবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে শোষককুলের মোকাবিলায় আগাইয়া চলিতেছে।

তিনি বলেন, "আজ আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত। বারবার কায়েমী স্বার্থবাদীরা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্যোর মুখে বিভ্রান্ত করিয়াছে-জনগণকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে দেয় নাই, তাদের আশা-আকাংক্ষা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুয়োগ দেওয়া হয় নাই। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া এইবারও কুটিল চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হইয়াছে। তাই আজ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের। আর এজন্যই শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হইয়া অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের আওয়ামী লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া তিনি এই দলে যোগদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন কিনা জানিতে চাওয়া হইলে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, "নির্বাচন বড় কথা নয়। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে জনগণের আশা-আকাংক্ষা রূপায়ণের জন্যই আওয়ামী লীগে যোগ দিতেছি।"

The Pakistan Observer
4th June, 1970
AL Council Meets today
By a Staff Correspondent

The East Pakistan Awami League Council session begins at 3 p.m. at a local hotel today (Thursday) in the back-drop of conflicting trends in the party. While a large number of councilors expect to commit themselves fully to an election campaign immediately after the council meeting, some others are openly voicing their misgivings about whether it will at all be wise to contest the elections with Sections 25 and 27 of the Legal Framework order still intact.

The Awami League today has gained in popularity but at the same time internecine quarrel has split the party in many districts.

The council session which will be attended by about 1, 100 councilors will take all these factors into consideration.

Although much heat is expected to be generated initially on the issue of Legal Framework Order, the councilors will in all probability endorse the views of the party hierarchy who would accept the Legal Framework Order but at the same time adopt a strongly worded resolution demanding 27 in order to satisfy the party militants. Last Awami League Working Committee meeting urged the President to amend the sections in question.

With a view to win over the militant members who comprise mostly the younger section the Awami League leadership might declare the next election as a referendum on the issue of Six-Point

and 11-Point Programmes. The difference of opinion on the IFO vis-a-vis the election would take most of the time of the council.

On the organisational front also the council will witness heated controversy. In a number of districts and subdivisions parallel Awami League committees had been formed. The old Awami Leaguers felt that the outward settlement of the disputes in the districts and subdivisions which were done under the pressure of the party leadership could not satisfy the rank and file and as such up-roar in the council from the disgruntled members were not unlikely. The districts which caused embarrassment to the Awami League leadership included Rangpur, Khulna, Jessore, Faridpur and Comilla.

Dawn

4th June, 1970

A.L. organising body discusses political situation

DACCA, June 3: The Organising Committee of the All Pakistan Awami League met here this morning under the presidentship of party chief Sheikh Mujibur Rahman.

The three-and-a-half hour meeting discussed the present political situation in the country. Twenty nine members representing five provinces attended the meeting. Besides, 14 prominent leaders of the party from both the Wings also attended the meeting on special invitation.

Leaders or different provincial units explained organisational activities in their respective areas.

The draft manifesto of All Pakistan Awami League was presented and discussed at the meeting. The manifesto has been referred to a 14-member committee to suggest amendments if any.

The Central Committee of the All Pakistan Awami League which will meet here on June 6 will finally adopt the manifesto.

The meeting of the Organising Committee which was adjourned till 9 p.m. on June 5 has pressed its condolence over the sad demise of Hyder Baksh Jatoi a famous Hari leader.

EPAL EXECUTIVE MEETS

The Working Committee of the East Pakistan Awami League also met here under presidentship of party chief.

The Council session of the East Pakistan Awami League begins here tomorrow afternoon. The Awami League chief will inaugurate the session.

The two-day council session will discuss the political situation and organisational matters. Leaders of various districts will present their report about the party activities in their respective areas.

The session will also elect the office-bearers of the party for the session 1970-72. The session will elect a nine-member Parliamentary Board in connection with the ensuing National and Provincial Assembly elections, if the Council session normally approves the decision to take part in the election.

Large number of councillors from different parts of the province have already arrived here to attend the Council session while more are expected by night and tomorrow morning.

Meanwhile, the biennial Council session of the Dacca Awami League was held here today inaugurated by the East Pakistan Awami League, Vice-President, Syed Nazrul Islam. The Council session was presided over by the Provincial Party Secretary, Mr Tajuddin Ahmed.

The morning session was devoted for discussion on political situation and organisational activities, the afternoon session elected the office-bearers of City Awami League.

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, briefly in the afternoon session recalled the glorious past of the party and called upon its workers to work hard to reach its goal.

He also congratulated the new office-bearers and advised them to work with more initiative to keep the party's standard high. – PPI.

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা জুন ১৯৭০

ভোট গ্রহণ পদ্ধতি

গত ৩০শে মে শুক্রুরে এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার আগামী সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীর নাম ও প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত একটি মাত্র ব্যালট পেপার দেওয়া হইবে। ভোটারগণকে উক্ত ব্যালেট পেপারে তাহাদের সমর্থিত প্রার্থীর নাম ও প্রতীক চিহ্নের ঘরে সমর্থনসূচক চিহ্ন দিয়া, প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে রক্ষিত বাক্সে উহা ফেলতে হইবে।' ভোট বেচা কেনা এবং ভুয়া ভোট প্রদান বন্ধ করাই এই পদ্ধতি প্রবর্তনের হেতু।

প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের এই অভিমতকে নানা কারণে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, নির্বচন যাহাতে অবাধ ও ত্রুটিমুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করাও সবিশেষ জরুরী। নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষও দুর্নীতিমুক্ত না হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে তাহার ভুরি ভুরি নজির রহিয়াছে। ১৯৬৩ সালে হাইতিতে প্রেসিডেন্ট পদে যে নির্বাচন হয়, প্রেসিডেন্ট দবেলিয়ায় নাকি তাহাতে "শতকরা ১০৫" ভোট লাভ করেন। শতকরা একশ' ভাগ ভোট তো তাঁর বাক্সে পড়িয়াছেই, তদুপরি আর পাঁচ পার্সেন্ট ফাও ভোট পড়িয়াছে। সাকুল্যেরও অতিরিক্ত এই 'পাঁচ পার্সেন্ট' কোথা হইতে 'জনপ্রিয়' প্রেসিডেন্ট বাক্সে আসিয়া ঢুকিল আশা করি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না।

আমাদের দেশেও এই ধরনের নির্বাচনী প্রহসন আমরা দেখিয়াছি। 'কালো বাক্সের' সহিত জনাব আইয়ুবের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় ছাড়িয়া দিলেও ১৯৬৫ সালে যে নির্বাচন হয়, আসলে উহা প্রহসন ছাড়া আর কিছু ছিল না। সে নির্বাচনে ভুতুড়ে ভোটের আধিক্য এবং টাকার খেল কি মারাত্মকভাবে চলিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। সেই খেলা পুনরারম্ভে সকল পথ বন্ধ করা অবশ্যই কর্তব্য। অন্যথায় যোগ্য, জন-হিতৈষী ও দেশদরদী অনেকের পক্ষেই নির্বচনে জয়লাভ করা হয়ত সম্ভব হইবে না। যাঁহারা ঠিকাদারী কন্ট্রাক্টরী আর পলিটিকাল টাউটগিরি করিয়া বিগত শাসনামলে টু-পাইস উপার্জন করিয়াছেন তাঁহারাই টাকার জোরে যোগ্য ব্যক্তিদের পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে হয়তো কেহ বলিতে পারেন যে, আগামী নির্বাচন বি, ডি'র নির্বাচন নয়, সুতরাং এত মানুষের ভোট কেনার আশঙ্কা নাই। কথাটা পরাপুরি স্বীকার করিয়া 'লওয়া কঠিন' এই জন্য যে, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সব ক্ষেত্রে ১০/২০ হাজার ভোট কিনতে হয় না। দেড় দুই হাজার ভোটেই অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ কোন রকমে দুই হাজার ভোট কিনতে পারিলে, যাহাদের নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়, তেমন অনেকেই হয়ত পাড়ি দিয়া চলিয়া আসিতে পারে। ইহাছাড়া ভোট কেনা-বেচা সমাজজীবনে দুর্নীতির ও প্রসার ঘটায়। প্রথমত:, উহা দুর্নীতির বীজ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করায়, দ্বিতীয়ত:, যাঁহারা ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া নির্বাচনে জয়ী হন অর্থাৎ টাকার উপর নির্ভর করিয়া নির্বচনে যাঁহার জিতিতে চান তাঁহারা নির্বাচনে টাকা ব্যয় করাকে শিল্পে-মূলধন নিয়োগ করার মতই মনে করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে মূলধন উঠাইয়া মুনাফা অর্জন করা। উহা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

বিভিন্ন প্রার্থীর নাম ও প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত একটি মাত্র ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ অসুবিধায় পড়িতে

পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কেননা দেশের বেশীর ভাগ লোকই নিরক্ষর। কিন্ত আমরা মনে করি, যদি প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও প্রতীক চিহ্নের ঘরটি পর্যাপ্ত পরিমাণে বড় রাখা হয়, তাহা হইলে অসুবিধা হইবে না। তাছাড়া কিভাবে 'মার্ক' করিতে হইবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এবং ফিল্ম প্রদর্শনের মাধ্যমেও সে সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব। ইহাতে 'ব্যালট বাক্সের' আকার বড় হইবে বটে, কিন্তু বাক্স লাগিবে কম। তাই নির্বাচন অবাধ ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা এই পদ্ধতি প্রবর্তনেরই সমর্থন করিতেছি। এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইলে ব্যালট পেপার যেহেতু প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে বাক্সে ফেলিতে হইবে। সেহেতু ভোট কেনা বেচা হ্রাস পাইতে বাধ্য। কেননা, গত নির্বাচনে আলাদা ব্যালট পেপার ছিল বলিয়া উহা পকেটে করিয়া বাহিরে আনিয়া বিক্রয় করা সম্ভব হইত। নতুন পদ্ধতির ভোট গ্রহণে ব্যালট পেপার বাহিরে আনিয়া বিক্রয় করা যেহেতু সম্ভব হইবে না, সেহেতু কাকে ভোট দিল এই অনিশ্চয়তার জন্য ভোট কেনা বেচার পরিমাণও হ্রাস পাইবে। কর্তৃপক্ষ এ পদ্ধতি প্রবর্তন করিবেন, উহাই আমরা প্রত্যাশা করি।

আজাদ

৫ই জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু: নির্বাচন বানচালের আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছুসংখ্যক পদস্থ সরকারী অফিসার আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে।

এই অপচেষ্টা প্রতিহত করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এই সর্বেসর্বা আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রকে আওয়ামী লীগ ও এই দেশের জনগণ সর্বশক্তি দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইবে।

হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে নির্মিত সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে শেখ মুজিব উপরোক্ত ঘোষণা করেন। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় ১২ শত কাউন্সিলর ও কয়েক সহস্র ডেলিগেট এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের শুরুতে শেখ মুজিবর রহমান অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ জোহা, সার্জেন্ট জহুরুল হক, জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও বিগত গণআন্দোলনে পুলিশের গুলীতে নিহত শতাধিক শহীদ শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। শোক প্রস্তাবের পরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বিগত দুই বৎসরের কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান

উদ্বোধনী ভাষণে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, এই দল কখনই ক্ষমতার রাজনীতি করে নাই। শত নির্যাতনের মুখেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা জনগণের দাবী আদায়ের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছে।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া তিনি বলেন যে তাঁহার প্রেরণা আওয়ামী লীগকে উত্তরোত্তর একটি সংগ্রামী সংগঠনে পরিণত করিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গত ২২ বৎসরে যে ষড়যন্ত্র দেশের কৃষক শ্রমিককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে উহার মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক শোষণ। কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই শোষণের ফলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার স্বাদ জনগণ কোনদিনই ভোগ করিতে পারে নাই। অপরপক্ষে সারা দেশের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের লুণ্ঠিত সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের ২৩টি পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হইয়াছে।

এই কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে কৃষক শ্রমিকের নেতৃত্বে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার জন্য তিনি কাউন্সিলরদের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, জনাব নুরুল আমীন, মওলানা মওদুদী, জনাব আবদুস সালাম খান প্রমুখ নেতার ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, কোন একজন জামাত নেতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পুনরুজ্জীবনের আবদার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি এই 'অপচেষ্টা' চলে তাহা হইলে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এবং তাহার জন্য সেই প্রতিক্রিয়াশীল নেতারাই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারা সংশোধনের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। অতএব

সরকারের জনগণের উপর আস্থা রাখা উচিত। এই পর্যায়ে তিনি বলেন যে, সর্বজননন্দিত ৬-দফাকে কিভাবে আদায় করিতে হয়, জনগণ তাহা অবহিত আছেন।

তাজউদ্দিন

সম্পাদকের রিপোর্টে জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে, নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে আওয়ামী লীগের পক্ষে উহাতে অংশগ্রহণই যুক্তিযুক্ত হইবে। তিনি বলেন যে, নির্বাচন বানচাল হইলে কিংবা অনুষ্ঠিত হইতে না দিলে আন্দোলনের পথই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি জানান যে, আওয়ামী লীগ কোন নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করিবে না, কেননা ইহাতে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানের মালিক হামিদ সরফরাজ (পাঞ্জাব), কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ (সিন্ধু), মোহাম্মদ খান রৈসানী (বেলুচিস্তান), জনাব খলিল তিরমিজি (করাচী), মাষ্টার খান গুল (সীমান্ত) প্রমুখ নেতাও বক্তৃতা করেন।

আজ শুক্রবার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। –পিআইএ

The Pakistan Observer
5th June, 1970
AL will contest polls:
A section in govt trying to create disorder : Mujib
By A Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, said in Dacca on Thursday that his party was going to participate in the ensuing general elections taking it as a referendum on the Six Point programme. He was speaking at the opening session of biennial council meeting of the East Pakistan Awami League being held under a big shamiana at the premises of a local hotel.

Referring to the objection of his party to Sections 26 and 27 of the Legal Framework Order he said that his party had urged the President for amending those sections.

However, He emphatically said that supreme authority vested in the representatives of the people and none could deny that right.

Speaking about the elections, he said that there was a section in the administration who were trying to create disorder in the country with a view to divide the people and perpetuate their rule. Sounding a note of warning to such forces, he said, "We will resist them whatever is the consequence". He asked those forces not to play with fire.

In course of his lengthy speech, the Awami League leader criticised Mr. Nurul Amin, Nawabjada Nasrullah Khan, Maulana Maudodi, Khan Abdul Qayyum Khan, Salam Khan, and Mr. Gholam Azam. Without naming he also made pointed attack on Mrs. Amena Begum, who was the acting General Secretary of the East Pakistan Awami League in its critical days.

Criticising Mr. Nurul Amin, he said that Mr. Nurul Amin was responsible for deferring 33 bye-elections, shooting in Rajshahi jail killing of students during State Language Movement and for imprisonment of hundreds of political workers.

About Nawabzada Nasrullah Khan, Sheikh Mujibur Rahman said that posing as a friend of East Pakistan, the Nawabzada tried to divide the Awami League by creating a parallel Awami League. He said although the Nawabzada could succeed in recruiting some Awami League leaders, but he failed to divide the workers. Incidentally, Maulana Tarkabegish, Mr. Mujibur Rahman of Rajshahi, President and General Secretary respectively of the pro-PDM, East Pakistan Awami League were sitting on the same dais from where Sheikh Mujibur Rahman was addressing the councilors. Both of them have been co-opted as councilors.

Criticising Mr. Ataur Rahman, the Awami League leader said, that those people who could not be elected in the District Board elections could became Chief Minister due to their association with Awami League. But, he said, in the dark days of the party they did not come to the rescue of the organisation. He bracketed Mr. Salam Khan with Mr. Ataur Rahman Khan and said when a large number of Awami League leaders and workers were rotting in jail during the Ayub regime, these leaders had been living a happy and peaceful life.

Lashing out at Mr. Gholam Azam, Sheikh Mujibur Rahman said that the so-called Professor had urged the government to revive the false Agartala Conspiracy Case. Sheikh Mujibur Rahman said that the Jamaat leader could utter such things as here was today and extra-ordinary situation in the country; otherwise, he said, the Professor would have been bidden a farewell from East Pakistan. In a stern voice, he said that the people had already given their verdict on the case and if any quarter tried to revive the conspiracy case it would have to be careful about its consequences also.

Giving a detailed accounts of his role during the RTC (Round Table Conference) days, he said that his attempts to settle all the major issues in the RTC failed due to a conspiracy to which

Nasrullah Khan, Moulana Moududi, Chowdhury Mohammed Ali were parties. In this respect he also accused Mr. Nurul Amin for not cooperating with his (Sheikh) proposals.

The internet quarrel in the Awami League was revealed from accusations he made against certain section in the party. He said that slanders were being spread against each other in the party and such a thing was not a happy sign for the organisation. He said that no good thing could be achieved by spreading slanders.

He said those who had joined the party for getting nomination should quit the organisation. He said that Awami League was a party for struggle and not for going to power alone. He said that many of the partymen felt that as the elections were nearing the chance of Awami League going to power was also coming. But he cautioned them it might not happen so. He did not, however, elaborate the point.

He said that Awami League and Student League workers were convicted in some places of East Pakistan for launching protest in meetings where Awami League was nakedly criticised by other party leaders. He said that leaders of some political parties could dare criticise Awami League under the protection of some special laws.

He also said that Awami League workers were assaulted at Sirajganj. He said that Awami League workers were not born to be assaulted. He instructed his workers to retaliate if attacked. However he advised them to follow Islam and not to attack first.

The council meeting will resume at 3 p.m. today (Friday) upsurge in the country and later when the students came to the fore of the movement the Students League united them into an irresistible force.

Mr. Tajuddin Ahmed while talking about the Six-Point programmee said that it was unfortunate that although the Bengali Muslims suffered most for the creation of Pakistan their patriotism had been questioned by certain sections of people time and again. ÒNow the time has come to establish the bonafide of the claims to patriotism by these very people. Let them come out in support of the Six-Point programme and demonstrate their patriotism, Òhe said.

Although the report of the Awami League General Secretary covered a long period of time what was conspicuously missing from it was any reference to the Awami League's association with the United Front, the NDF, the COP and finally the DAC.

One thousand one hundred and thirty-eight councilor are attending the East Pakistan Awami League council meeting. About 50 councilors from West Pakistan who will attend the All Pakistan Awami League Council meeting were also present at the Provincial Council meeting.

Twenty-five councilors were co-opted at the initial stage of the meeting. Notable among them are Maulana Abdur Rashid Tarkabagish who was the president parallel Awami League (Pro-PDM). Syed Abdus Sultan, a Council Muslim League former MNA of Mymensingh, Mr. Kafiluddin Chowdhury, a former Provincial Minister who was away from active politics for long, Mr. Fazlul Huq Moni, a former student leader, and Mr. Abdul Mannan, the General Secretary of the Jatiyo Sramik League.

Immediately after the Tilwat-e-Quran Mr. Shafiulla, a folksinger sang a song which pointedly attacked Mr. Nurul Amin, Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Farid Ahmed, Mr. Fazlul Qader Chowdhury and Maulana Maududi, The song devoted more time to Maulana Maududi than any one else.

Dawn

5th June, 1970

Struggle to achieve people's rights to go on, says Mujib :
Vested interests may sabotage elections
Reopening of Adamjee Jute Mills demanded

DACCA, June 4: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman declared here tonight that the struggle for the realisation of the people's rights would continue whether the next general elections were held or not.

He was addressing the opening session of the two-day biennial Council session of the East Pakistan Awami League at Hotel, Eden here.

Referring to the prospects of the election, he told the Councillors that the Party had never fought for going to power but mitigating the sufferings of the people.

He said that the people brought independence after giving huge blood. Again the right of adult franchise had been achieved after a long and continuous struggle. If the elections were not held due to the conspiracy of the vested interests, the Party workers must be prepared for a struggle to achieve their rights, he said.

Sheikh Mujibur Rahman feared that there would be no general elections on all-Pakistan basis in the near future if the ensuing election was sabotaged by vested interests. He, however, was confident that all attempts by vested interests would be followed by the people.

He said that the interested quarters had become active once again to sabotage the elections and the unfortunate incidents at Postogola, Khulna and Adamjeenagar had proved that.

The Awami League chief, recalling the role of Adamjee before the promulgation of the President’s rule in East Pakistan in 1954, said that the old role was being played there again. He demanded that the Adamjee Jute Mill be immediately opened.

About the supremacy of the proposed parliament, the Party chief said that his party had already demanded amendments to Articles 25 and 27 of the Legal Framework Order.

Mr Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League, today called upon the people of West Pakistan to prove their loyalty to the country by accepting the six-point formula of the Awami League.

While submitting his reports as the General Secretary of the Party Mr. Ahmed asserted that the people of East Pakistan had proved their patriotism by accepting the six-point formula, the implementation of which, he added, would cement the solidarity and integrity of the two Wings of the country.

He maintained that the people of the Province would realise their autonomy on the basis of the six point formula at any cost.

Altogether 65 West Pakistan Councillors out of 94 arrived here from different regions of West Pakistan till this evening to attend the All-Pakistan Awami League Council session beginning here on June 6.

The session, which will be presided over by its chief Sheikh Mujibur Rahman, is expected to be attended by 200 Councillors from all over the country.

The remaining West Palkistan members are expected to reach here tomorrow.

Those who arrived from West Pakistan included Mr K. A. Tirmizi, General Secretary, Karachi Awami League; Mr Manzurul Haq, President, Karachi Awami League; Kazi Faiz Mohammad, Senior Vice-President,

All-Pakistan Awami League: Mr Imdad Shah, son of Mr G. M. Sayed, a prominent Awami League leader; Mr Mohammad

Khan Raisan, President, Baluchistan Awami League: Malik Hamid Sarfaraz, President Punjab Awami League; Mr B. A. Salmi, a prominent Awami League leader; and Master Khan Gul, President, NWFP Awami League.

The contingent of 106 East Pakistani Councillors is already in the city. The total number is 200. –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই জুন ১৯৭০
কাউন্সিল অধিবেশনের বিবরণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

'৬৯-এর গণআন্দোলনের পটভূমিকায় প্রতিশ্রুত নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া শত শত দুর্জয় সাহসী কর্মীর বজ্রদৃঢ় শপথ বাণী মুখর এক সংগ্রামী পরিবেশে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে মতিঝিলের ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। টেকনাফ হইতে পচাগড় পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ১১৩৮ জন কাউন্সিলার এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগদান করিতেছেন। গতকল্যকার অধিবেশনের শুরুতে ২৫ জন কাউন্সিলার গঠতন্ত্রের বিধানমত কো-অফট করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, জনাব জানে আলম দোভাষ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান এবং ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল আলম খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

শোক প্রস্তাব

কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব তফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়া, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, জনাব ফজলুর রহমান, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ এবং প্রিন্সিপাল ফজলুর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিগত দশকে গণআন্দোলনে শহীদ সার্জেন্ট জহরুল হক, ডঃ শামসুজ্জোহা, আসাদ, মতিউর সহ শত শহীদদের আত্মার কল্যাণ কামনায় নীরবতা পালন ও মোনাজাত করা হয়।

অতঃপর জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট শেষে শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক আইনের দণ্ডভোগের পর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক হামিদ সরফরাজকে পরিচয় করাইয়া দেন।

অতঃপর মালিক হামিদ সরফরাজ, সিন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাষ্টার খান গুল, বেলুচিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ খান রইসানি, করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজী এবং পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের জনাব সালেহী বার এট ল' বক্তৃতা দান করেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে ১১-দফা আন্দোলনের অগ্রনায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ ও শেরে বাঙলার পুত্র অধ্যপক এ কে ফয়জুল হককে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

'৬-দফা আমাদের বাঁচার দাবী' শ্লোগান শোভিত মঞ্চে নেতৃবৃন্ধ মঞ্চে পাতা বিছানায় আসন গ্রহণ করেন। কার্টুন ও শ্লোগান আকীর্ণ পোষ্টারে সারা প্যান্ডেল সুসজ্জিত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত ৬৫ জনের অধিক প্রতিনিধি মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের তিনজন মহিলা প্রতিনিধিও মালিক হামিদ সরফরাজের স্ত্রীও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিল অধিবেশনের প্যান্ডেলের চারপার্শ্বে ও রাস্তায় সমবেত বিপুল জনতা কাউন্সিল অধিবেশন প্রত্যক্ষ করেন।
গতকাল রাতে সিলেক্ট কমিটির সভা শুরু হয়।

অদ্যকার কর্মসূচী

আজ (শুক্রবার) বিকাল ৩টায় কাউন্সিল অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে। এই অধিবেশনে শুধু কাউন্সিলারদের প্রবেশাধিকার থাকবে। অদ্যকার অধিবেশনের কর্মসূচীর মধ্যে আছে আগামী মেয়াদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান হইতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের জন্য ১০৬ জন কাউন্সিলর নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্লমেন্টারী বোর্ডের ৭ জন নির্বাচন এবং বিবিধ।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই জুন ১৯৭০
জেল-জুলুম, বে-ইমানী আর বে-ইনসাফীর যুগের যদি অবসান চান, নির্বাচনের মাধ্যমে এবার ধোকাবাজ ও মীরজাফরদের খতম করুন: রেসকোর্সে নয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী উত্তাল জনসমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া দেশবাসীর প্রতি শেখ মুজিবের উদাত্ত আহ্বান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অঝোরধারায় ক্রন্দনরতা প্রকৃতির ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সমাগত নয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী বর্ষণসিক্ত জনতার এক মহাসমুদ্রকে

সাক্ষী রাখিয়া গতকল্য (রবিবার) আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন এদেশের আপামর মানুষের স্বাধিকারের দাবীতে সংগ্রাম করিতে গিয়া '৬৬-র ৭ই জুনে মনু মিয়ারা শহীদ হইয়াছে, যেমন করিয়া বিগত ২৩ বৎসরে শহীদ হইয়াছেন, আরও অনেকে; কিন্তু স্বাধিকার তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইসব বীর শহীদানের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করার জন্য আরও যদি রক্তের প্রয়োজন হয়, আমি জানি বাংলার ছাত্র-যুবক-মেহনতী মানুষ তাহাতে তৈয়ার। তবে এবার আর শহীদ নয়, আপনাদিগকে এবার গাজী হইতে হইবে। আর রক্তের ডাক নয়, এদেশের আপামর মানুষের কাছে এবার আমার একটিই মাত্র আবেদন: জেল-জুলুম, বে-ইমানী আর বে-ইনসাফীর অবসান ঘটাইয়া যদি মানুষের মত বাঁচিতে চান, তবে আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে ধোঁকাবাজ আর মীরজাফরদের খতম করিয়া ৬-দফার উপর সু-স্পষ্ট ম্যান্ডেট দিন, আমি আপনাদের দাবি আদায় করিয়া আনিব। আর রক্তের যদি প্রয়োজন হয়ই তবে সর্বাগ্রে আমিই রক্ত দিব, তারপর আপনাদেরকে ডাকিব।

আওয়ামী লীগ প্রধান অতঃপর ঘোষণা করেন: "আনুষ্ঠানিকভাবে আজ হইতে আমি আমার দলের নির্বাচনী অভিযান শুরু করিলাম, এ অভিযানে আপনারা আমাকে দোয়া করুন যেন এদেশের নির্যাতিত মানুষের মনোবাঞ্ছা আমি পূরণ করিতে পারি।"

'৬৯-এর গণআন্দোলনের মুখে সামরিক ছাউনীর জঙ্গী নিবাস হইতে মুক্তি পাইয়া পরদিবসে রেসকোর্স ময়দানের দশ লক্ষ লোকের যে জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা করেন, গতকল্যকার সমাবেশ তাহার কলেবরকেও ম্লান করিয়া দেয়। সমাজের উপরতলা নীচতলা নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মানুষ-এমনকি সম্ভ্রান্ত ঘরের শত শত মহিলা ও অসংখ্য ছাত্রী আপাদমস্তক ভিজিয়া আওয়ামী লীগ নেতার ৮০ মিনিটব্যাপী বক্তৃতার প্রতিটি কথা যেন হৃদয় দিয়া গাঁথিয়া লইতে থাকে। প্রকৃতির ভ্রূকুটি অগ্রাহ্যকারী প্রত্যয়দৃঢ় শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে শেখ সাহেব এক এক করিয়া যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অতীত ও ভবিষ্যৎ সরকারের ভূমিকার সমালোচনা, শিল্পপতি মহলের চক্র-চক্রান্ত, সমস্যা জর্জরিত দরিদ্র মানুষের অভাব-অভিযোগের কাহিনী বর্ণনা করিয়া জলদগম্ভীর নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া আগামীদিনের পথনির্দেশ দিতে থাকেন, বর্ষণসিক্ত হর্ষোৎফুল্ল জনসমুদ্রের বুকে তখন প্রত্যয়দৃঢ়তার উত্তাল ঢেউ বহিয়া যাইতে থাকে। আর মঞ্চোপরি উপবিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও করাচীর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া সে দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন।

সভার প্রারম্ভে 'ডাকসু'র পক্ষ হইতে 'ডাকসুর' সহ-সভাপতি আ, স, ম, আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন শেখ মুজিবকে মাল্যভূষিত করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক শেখ মুজিবকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর তেজগাঁও আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফার প্রতীকস্বরূপ আনীত ৬টি কবুতর শেখ সাহেব শূন্যে উড়াইয়া দেন। সভাশেষে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের অপর সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মজলুম মানুষের অবস্থার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়া বলেন : পূর্ব পাকিস্তানের গরীব আর পশ্চিম পাকিস্তানের গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; অতএব; দেশ ও দেশের মানুষকে যদি বাঁচাইতে হয়, তবে বাংলার গরীবদের মত পাঞ্জাব, সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্তপ্রদেশ ও করাচীর গরীবদেরও জাগিতে হইবে। জমিদার, জোতদার, সর্দার আর নবাবজাদা-খানজাদাদের বিরুদ্ধে তোমরা রুখে দাঁড়াও। বাংলার মজলুমরা তোমাদের পার্শ্বে আছে।

শ্রমিক সমাজের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন তোমরাও শিল্পের মালিকানায় শরীক হইবে-আওয়ামী লীগ সেই কর্মসূচীই গ্রহণ করিয়াছে। এ প্রসংগে তিনি আওয়ামী লীগের ব্যাঙ্ক-বীমা ও শিল্প জাতীয়করণ নীতির প্রতি আলোকপাত করেন।

জনগণের সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামোর দুইটি ধারার বিচার করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নী সংস্থার সার্বভৌমত্ব স্বীকারের আবেদন জানান। এ প্রসংগে তিনি বলেন যে, ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কোন শাসনতন্ত্র দেশের বারো কোটি মানুষের উপর চাপাইয়া দেওয়ার কোন শক্তি কারো নাই। তিনি বলেন, পাকিস্তানের মজলুম মানুষকে আর আমরা শোষণ করিতে দিব না। আর দিব না বলিয়াই আওয়ামী লীগ ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্তির পর সে পথে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

'বাইশ পরিবার' ও শিল্পপতি মহলের কারসাজির কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে এক পর্যায়ে আদমজী মিলের প্রসংগ টানিয়া শেখ সাহেব অচিরেই মিল

খুলিয়া দিয়া শ্রমিকদের রুজির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। মিল কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে তিনি এ বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণে প্রস্তুত বলিয়া জানান।

এক পর্যায়ে 'মওদুদী জামায়াতের' এক নেতার সাম্প্রতিক মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগের প্রধান তাঁহাকে 'ইসলামের' নামে দেশে 'বে-ইনসাফীর' রাজ কায়েম রাখার অতীত নিয়মের দুরভিসন্ধি হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এ প্রসংগে তিনি বলেন, '৫৪ সালের নির্বাচনে তোমরা 'যুক্তফ্রন্টে' ভোট দিলে 'বিবি তালাক' হওয়ার ফতোয়া দিয়াছ। যুক্তফ্রন্ট জিতিয়াছে। কিন্তু বিবি কাহারও তালাক হয় নাই। '৫৬ সালে ধুয়া তুলিয়াছিলে 'যুক্ত-নির্বাচন' সমর্থন করিলে 'ইসলাম' বরবাদ হইয়া যাইবে। 'যুক্ত-নির্বাচন' হইয়াছে কিন্তু 'কৈ, ইসলাম তো বরবাদ হয় নাই। মেয়েলোক রাষ্ট্রপ্রধান হইলে 'গয়ের ইসলামী কাজ করা হইবে'–এককালে ফতোয়াও তোমরা দিয়াছ। আবার '৬৫-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'মাদার মিল্লাতকে' সমর্থন করিয়াছ। কৈ 'গয়ের ইসলামী' কাজের জন্য তওবা তো কর নাই।'৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া তোমরা বলিয়াছিলে, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইলে 'ইসলাম খাৎরা মে চলা জায়েগা।' বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। কৈ, ইসলাম তো খাৎরা মে নাহি গিয়া।' এবার বলিয়াছ ৬-দফা হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইবে। আমি তোমাদের সাফ বলিয়া দিতে চাই যে, ৬-দফাও হইবে, পাকিস্তানও থাকিবে। তোমাদের 'বে-ইনসাফী' ফতোয়া ফতোয়াই থাকিবে।

সংবাদ

৫ই জুন ১৯৭০

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব:
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই হইবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্নকারী আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারা বাতিলের জন্য স্বীয় দলের দাবীর কথা পুনরুল্লেখ করেন।

পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তাঁহার রিপোর্টে পরিষদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্নকারী আইনগত

কাঠামো আদেশের ধারাসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এতৎসত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে। কারণ, এই নির্বাচন জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পন্থা। ইহাছাড়া আওয়ামী লীগ যে দায়িত্ব পালনের পিছপা নহে উহা প্রমাণ করাও ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব তাজুদ্দীন আহমদ তাঁহার রিপোর্টে আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ঐক্য জোট করিবে না। কারণ, নির্বাচনী ঐক্য জোটের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তবে আন্দোলনের প্রশ্নে বরাবরের ন্যায় তাঁহারা অন্যান্য সহযোগীদের সহযোগিতাকে অভিনন্দন জানাইবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সহস্রাধিক কাউন্সিলার উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা মালিক হামিদ সরফরাজ, কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, মাষ্টার খান গুল, মোহাম্মদ খান বাইসানী, খলিল আহমদ তিরমিজি প্রমুখও বক্তৃতা করেন। অধিবেশনে মওলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগিশ, জনাব জহিরুদ্দীন, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক প্রমুখকে কাউন্সিলার হিসাবে কো-অপ্ট করা হয়।

নির্বাচন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান মুজিবর রহমান বলেন, আগামী নির্বাচন হইবে ৬-দফার প্রশ্নে একটি গণভোট। জনসাধারণ ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা–নির্বাচনে উহাই নির্ধারিত হইবে। প্রসঙ্গতঃ তিনি হুশিয়ার করিয়া দেন যে, আটান্ন সনে সামরিক আইন জারীকারী শক্তি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। পোস্তগোলা, খুলনা, আদমজী মিল প্রভৃতির ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন, একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, সরকার মালিকদের সাহায্য করিতেছে। ১৯৫৪ সনে আদমজীর বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা ও তৎসংক্রান্ত চক্রান্তের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আমদজীকে সতর্ক করিয়া দেন যে, পুরানো খেলা ছাড়িয়া দিন, অবিলম্বে মিল চালু করুন।

তিনি বলেন যে, এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রেরও একটি অংশ নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক কার্যকলাপ চালাইতেছে। তাহাদেরকে এবং নির্বাচন বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, নির্বাচন হইতে না দিলে উহার পরিণাম মারাত্মক হইবে। তিনি বলেন যে, জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না দিলে তাহাদেরও অনিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণের অধিকার রহিয়াছে। তবে, তিনি সাধারণ ও অবাধ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুনিয়াদী বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র জনগণের কাম্য নহে। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশবাসী নির্বাচনের পথে কোন অন্তরায়ক সহ্য করিবে না।

৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা ও তৎসম্পর্কে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জবাবে তিনি বলেন যে, ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের কথাই নাই; ইহাতে সমগ্র দেশবাসীর কথা রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি ১৯৬৫ সনের যুদ্ধকালে এই প্রদেশের বিচ্ছিন্ন অবস্থা ও সেই পটভূমিতে লাহোরে সর্বদলীয় বৈঠকে ৬-দফা কর্মসূচী পেশের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, মওদুদী-নসরুল্লা-চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ এই কর্মসূচী লইয়া আলোচনা পর্যন্ত করিতে রাজী হন নাই। তিনি শিল্প, বাণিজ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী, সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যের বর্ণনা দেন এবং বলেন যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানী হইতে পারে, কিন্তু প্রদেশের বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য টাকা হয় না।

তিনি সংখ্যাসাম্য স্বীকার, স্বাধীনতাকলে এই অঞ্চল হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী বহু হোমরা-চোমরাকে লীগের কাউন্সিলর নির্বাচন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, 'আর আমাদের দেওয়ার মত কিছুই নাই–আছে শুধু স্নেহ ও ভালবাসা'। তিনি বলেন, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে নহি–শোষক, পুঁজিপতি, ভূস্বামী প্রভৃতির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ ২৩ পরিবারের সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়ায় এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হইতেছে যে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধে।

বিগত গোলটেবিল বৈঠকে মওদুদী-নসরুল্লাহ-চৌঃ মোহাম্মদ আলী-দৌলতানা-নুরুল আমিন প্রমুখের ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকার মুখোশ উন্মোচন করিয়া তিনি বলেন যে, এই নেতারা আইয়ুব প্রদত্ত ভোটাধিকার ও পার্লামেণ্টারী সরকারের প্রতিশ্রুতিকে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন, ইংরেজ যেমন যাওয়ার আগে পেটোয়া ঠিক করেছিল, তেমনি আইয়ুব এদেরকে ঠিক করেছিল। এইসব নেতার বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইহারা আজ ৬০ নম্বর সামরিক আইন বিধির ছত্রছায়ায় পুনরায় ময়দানে নামিয়াছে। তিনি বলেন, কনভেনশনের ফজলুল কাদেররাও মাঠে নামিতে পারিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ জামাত নেতা জনাব গোলাম আজম কর্তৃক আবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার অনুষ্ঠানের কথা উত্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলেন যে, ৬০ নম্বর বিধি না থাকিলে এই দেশের মানুষ তাহাকে টিকেট কাটিয়া বিদায় করিয়া দিত কারণ এই জনগণ বুকের রক্তদানের মাধ্যমে তাহাদের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করিয়াছে। দ্বিতীয় দফা সামরিক আইন জারী প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, গোলটেবিলে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত কার্যকরী না হওয়ায় আইয়ুব ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা দেন।

আওয়ামী লীগের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব সালাম খানের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, যাহারা সংগঠনের দুর্দিনে গা ঢাকা দিয়াছিলেন, মুচলেকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহারাই বিভিন্ন সভায় কুৎসা রটাইয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বলেন, জেল জুলুম, কারা-নির্যাতন, ষড়যন্ত্র মামলা নিপীড়নের মধ্য দিয়া তাঁহার দলকে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা একটি শোষক শ্রেণী কায়েমের জন্য আগাগোড়া চক্রান্ত করিয়া আসিতেছে। তিনি সতর্ক করিয়া দেন যে, সেই চক্রান্তের আজও শেষ হয় নাই। সংগঠনের সঙ্কটকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখের ভূমিকার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে, সেই সময় একজন মহিলাও কিছু কিছু ভূমিকা পালন করেন; কিন্তু উহার চেয়ে তিনি বেশী অঘটন ঘটানোতে তাঁহার মুক্তির আগেই সংগঠন হইতে সরিয়া পড়েন। তিনি বলেন যে, পূর্বাহ্নে সরিয়া না পড়িলে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হইত।

পূর্বদেশ

৫ই জুন ১৯৭০

কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবঃ নির্বাচন না হলে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রকাশ করছেন যে তাঁর দল আসন্ন নির্বাচনে ৬ দফাভিত্তিক গণভোট হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গতকাল বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুই দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব উপরোক্ত দলীয় নীতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে আগামী "নির্বাচন হবে গণভোট। এতে প্রমাণিত হবে জনগণ ৬ দফার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন চায় কি না।" ঢাকার হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে দলের প্রায় ১১শ' কউন্সিলার যোগ দিয়েছেন। মোট কাউন্সিলারের সংখ্যা হল ১১শ'৩৮ জন।

দলীয় প্রধান তাঁর আশী মিনিট ব্যাপী ভাষণে আওয়ামী লীগের ২২ বছরের ইতিহাস বর্ণনাকালে বলেন যে এই দলের ইতিহাস 'জেল গুলী, নির্যাতন, সংগ্রাম ও কষ্টের ইতিহাস'। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছে, ক্ষমতা লাভের জন্যে নয়।

স্বাভাবিক মৃত্যু নয়

শেখ মুজিব তার ভাষণের শুরুতে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও দলের জনপ্রিয়তা লাভের ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে

ইত্তেফাক সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) নাম বিশেষভাবে স্মরণ করেন।

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে অভিযোগ করেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। যারা তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর জন্য তিনি তাদের দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, যারা সোহরাওয়াদীর মৃত্যুর জন্য দায়ী জনগণ তাঁদের কোন দিন ক্ষমা করবে না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, মানিক মিয়ারও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, তাঁর মৃত্যুও অস্বাভাবিকভাবে হয়েছে।

শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামোর কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংশোধনের ক্ষমতা এবং শাসনতন্ত্র স্বাক্ষর সম্পর্কিত ধারণাগুলির সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে প্রস্তাববিত জাতীয় পরিষদে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে, অন্য কেউ নয়।

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে দলীয় কাউন্সিলারদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, পাকিস্তানের শুরু থেকে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে এবং এ অবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, নির্বাচন না হলে বা জনগণের দাবী আদায় না হলে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

নেতৃবৃন্দের সমালোচনা

শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ভাষণে জনাব নুরুল আমীন, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবদুস সালাম খান, অধ্যাপক গোলাম আজম, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা মওদুদী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেন।

জনাব নূরুল আমীনের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, "নূরুল আমীনের মত স্বৈরাচারী (ডেসপট) দেশে আর জন্ম গ্রহণ করেনি।" তিনি বলেন যে, জনাব নূরুল আমীনের আমলে বহু লোককে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলী করা হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের সামসুল হক জেলে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের নাম উল্লেখ না করে শেখ মুজিব বলেন যে, যার জেলা বোর্ডের সদস্য হবার ক্ষমতা ছিল না আওয়ামী লীগের নামে তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি নাম উল্লেখ করে বলেন যে জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব আবদুস সালাম খান আইয়ুবের আমলে

"নাকে খত" দিয়েছিলেন। এবডো প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে 'আল্লা রক্ষা করেছেন। মাপ চাওয়া নেতা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গেছেন।"

প্রাদেশিক জামাত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে কয়েক বছর মাস্টারী করলে যদি অধ্যাপক হওয়া যায়, তাহলে আওয়ামী লীগে হাজার হাজার অধ্যাপক আছে। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পুনরুজ্জীবনের দাবী সংক্রান্ত জনাব গোলাম আজমের উক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক গোলাম আজমের 'গুরুদেব' আগরতলা যড়যন্ত্র মামলা পুনরুজ্জীবনের পরিণতি চিন্তা করতে বলেন।

আইয়ুবের সাথে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার জন্যে তিনি মওলানা মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাকে দায়ী করেন এবং বলেন যে এই সব পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ও কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানী নেতার গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি গোল টেবিল বৈঠকে জনগণের দাবী আদায়ের যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়।

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সব নেতা যখন জেলে তখন দলকে সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে সৈয়দ নজরুল ইসলামের অবদানকে প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আর একজন মহিলাও ছিলেন তিনিও (আমেনা বেগম) কিছু কাজ করে ছিলেন। তবে কাজের চেয়ে তিনি অকাজই বেশি করেছিলেন। আমি জেলের বাইরে আসার পরে তার অকাজ বেরিয়ে পড়ে, ফলে তিনি দল ছেড়ে চলে যান। শেখ মুজিব আরও বলেন যে তিনি নিজে থেকে দল ছেড়ে চলে না গেলে তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হত।

বিভিন্ন সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মার খাবার জন্যে জন্ম নেয়নি। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে 'আগে আক্রমণ করো না, তবে আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণ কর।'

সম্পাদকের রিপোর্ট

পূর্বাহ্নে দলীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন তাঁর রিপোর্টে বলেন যে জনসাধারণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। নির্বাচনে অংশগ্রহণ তার একটি পন্থা মাত্র। যদি এ পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ না দেয়া হয়, অর্থাৎ যদি নির্বাচন বানচাল করা হয় কিংবা নির্বাচিত পরিষদকে সুষ্ঠু রূপে কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ না দেয়া হয়, তাহলে আন্দোলনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে আন্দোলনের পথে আওয়ামী লীগ অতীতেও গণতন্ত্রকামী মানুষের সহযোগিতা চেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা চাওয়া হবে।

প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার ছয়জন নেতাও বক্তৃতা করেন। তারা হলেন পাঞ্জাবের মালিক হামিদ সরফরাজ ও জনাব সালোমী, সিন্ধুর কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ ও খলিল আহমদ তিরমিজী, সীমান্তের মাষ্টার খান গুল এবং বেলুচিস্তানের মোহাম্মদ খান রাইসানী।

আজ শুক্রবার অপরাহ্ন তিনটায় অধিবেশন পুনরায় শুরু হবে।

The Pakistan Observer

6th June, 1970

Disappointment in AL Councillors heard speeches, but no discussion!

By A Staff Correspondent

The two day council meeting of the East Pakistan Awami League concluded in Dacca on Friday amidst a note of dis-appointment. The councillors who wanted to speak out their mind in the meeting after a lapse or two eventful years did not get the opportunity as no discussion on the General Secretary's report was allowed.

Internecine quarrels brewing inside the party might have come to the fore if discussions on the General Secretary's report were permitted.

The party chief Sheikh Mujibur Rahman in his speech on Thursday warned the warring, factions in the party of severe consequences if the continued to indulge in mutual vilification campaign. The warning was so much effective that the elections of three panels took only 10 minutes time. There was no dissenting voice.

A dissatisfied councillor told me, "We came to discuss our problems and issues, instead we heard speeches from a number of West Pakistani leaders in the opening session". "Of course," he said, "the speech of our leader (meaning Sheikh Mujib) was most illuminating." The council meeting, according to another old Awami Leaguer, gave festive look to the whole show, but lacked in seriousness.

Some councillors resented the omission of the name of Mizanur Rahman Chowdhury, ex-MNA, and former acting General Secretary of Awami League in the 10-member Parliamentary Board of the East Pakistan Awami League.

The old Awami Leaguers who have staged a comeback after a crisscross in the political arena were not given any post in the

Provincial Awami League or in the Parliamentary Board. Such leaders include Moulana Abdur Rashid Tarkabagish, a former president of Awami League, Mr. Mujibur Rahman of Rajshahi, Mr. Mosihur Rahman, a former Provincial Minister and Mr. Zahiruddin Ahmed, a former Education Minister in Suhrawardy's Cabinet.

These people might be accommodated in the Working Committee to be selected later and presumably after they are given a shock treatment for their past deeds.

The election of councillors for the Central Awami League Council which will be held at 9 A.M. today (Saturday) at the same venue did not satisfy all the councillors from districts. The councillors from Noakhali, for instance, resented selection of three members for their district, whereas seven have been selected from Comilla district.

The East Pakistan Awami League adopted a number of restoration in the concluding session which was a closed session. As was expected the meeting urged President Yahya to delete Sections 25 and 27 of the Legal Framework Order. It was however decided that the Awami League would participate in the ensuing elections even if these sections were not deleted of course, the party would consider the elections as a referendum on Six-Point programme.

Office-bearer

Status quo has been maintained with regard to office bearers except in two posts. The posts which have new office-bearers are Treasurers and ladies Secretary. The new Treasurer Mr. Md. Mohsin of Khulna replaced Mr. Mohibus Samad of Sylhet and new Ladies Secretary Badrunnesa replaced Mrs. Amena Begum.

The other office-bearers are: President: Sheikh Mujibur Rahman.

Vice-Presidents: Syed Nazrul Islam, Capt. M. Mansoor Ali, and Khandaker Mushtaq Ahmed.

General Secretary: Mr. Tajuddin Ahmad.

Organizing Secretary: Mr. Mizanur Rahman Choudhury, Publicity Secretary: Mr. Abdul Momin, Office Secretary: Mr. Muhammadullah, Labour Secretary: Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, Agriculture Secretary: Mr. Sohraf Hossain, Social & Cultural Secretary: Mr. K. M. Obaidur Rahman.

Parliamentary Board

The Council constituted a ten-member Parliamentary Board of East Pakistan Awami League with the following:

Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Tajuddin Ahmad and Mr. Abdul Malek UkiI (ex-officio members), Syed Nazrul Islam, Capt. M Mansoor Ali, Khandaker Mushtaq Ahmed, Mr. A.H.M. Qamaruzzaman, Prof. M Yusuf Ali, Mr. M A Aziz and Babu Gour Chandra Bala.

সংবাদ

৬ই জুন ১৯৭০

প্রাদেশিক আঃ লীগ সভাপতি ও সম্পাদক পদে
শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন পুনর্নির্বাচিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শেখ মুজিবর রহমান পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইয়াছেন। গতকাল (শুক্রবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুই দিন ব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধিবেশনে প্রস্তাবাবলী গ্রহণ ও নয়া কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচিত হন:

সভাপতি: শেখ মুজিবর রহমান। সহ-সভাপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও খন্দকার মুশতাক আহমেদ। সাধারণ সম্পাদক: জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ। সাংগঠনিক: জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। প্রচার: জনাব আব্দুল মমিন। দপ্তর: জনাব মাহমদুল্লাহ। শ্রম: জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী। কৃষি: সোহরাব হোসেন। সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক: কে এম ওবায়দুর রহমান। মহিলা: বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। কোষাধ্যক্ষ: জনাব মোহাম্মদ মহসীন।

ইহা ছাড়া, শেখ মুজিবর রহমানকে সভাপতি করিয়া একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারী বোর্ডও গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্যবৃন্দ হইলেন জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জনাব আব্দুল মালেক উকিল, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী, জনাব এম এ আজিজ ও বাবু গৌরচন্দ্র বালা।

নিখিল পাক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন

অদ্য (শনিবার) নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অধিবেশন দলীয় প্রধান শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইবে।

মশাল শোভাযাত্রা

আজ (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ হইতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক মশাল শোভাযাত্রা বাহির হইবে। শহর আওয়ামী লীগের সকল কর্মীকে যথাসময়ে যোগদানের অনুরোধ জানান হইয়াছে।

পূর্বদেশ

৬ই জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগের অধিবেশন সমাপ্তঃ
বাছাই কমিটিতে মতানৈক্যের দরুন
প্রাদেশিক কমিটিতে স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে হয়েছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দলের বাছাই (সিলেক্ট) কমিটির অধিকাংশ সদস্যের প্রবল বিরোধিতার মুখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের প্রধান পদগুলিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হয়েছে।

দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সমর্থনপুষ্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করার পদক্ষেপ বিরোধিতার মুখে অতি সন্তর্পণে গুটিয়ে আনতে হয়েছে। উপায়ন্তর না দেখে শেখ মুজিবর রহমান স্বয়ং পুনরায় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, শেখ সাহেব সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। দলীয় প্রধানের এই প্রচেষ্টার আভাস অবশ্য কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব বেশ কয়েক বার দলের দুর্দিনে সৈয়দ নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা কাউন্সিলারদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হয়নি।

প্রকাশ, বাছাই কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সভাপতি হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম উঠলে, সদস্যদের অধিকাংশ এর বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতার কারণ হিসাবে তাঁরা খন্দকার মুস্তাক আহমদের নাম উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে জনাব মুস্তাক আহমদ আওয়ামী লীগের প্রবীণ সদস্য এবং দলের জন্যে তাঁর ত্যাগও অনেক বেশী। অপর দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম একটি বিশেষ সময়ে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন মাত্র।

দলের বহুসংখ্যক সদস্যের মধ্যে নানা কারণে যে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছে তা আপাতঃ চাপা দেয়া গেলেও, বাছাই কমিটিতে এই ধরনের বিরোধ দেখা দিবে, দলীয় প্রধান সম্ভবতঃ তা ভাবেন নি। তাই অনন্যোপায় হয়ে 'মুখ

রক্ষা' এবং 'দলের ভাঙ্গন' রোধের জন্যে তিনি নিজেই পুনরায় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

বাছাই কমিটিতে যে প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল তা গতকাল শুক্রবার অপরাহ্নে কাউন্সিলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৃহীত হয়েছে। নয়া প্যানেলে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

নতুনদের মধ্যে মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা হিসাবে মিসেস বদরুন্নেছা আহমদ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে জনাব এম মহসিন নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য পদে আগের সবাই নির্বাচিত হয়েছেন। এরা হলেন:

সভাপতি মুজিবর রহমান, সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং খন্দকার মুস্তাক আহমদ। সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন। সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমীন, দফতর সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, কৃষি সম্পাদক জনাব সোহরাব হোসেন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান।

পালামেন্টারী বোর্ড

গতকাল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। দশ সদস্যের এই বোর্ডে পদাধিকার বলে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং জনাব আবদুল মালেক উকিল রয়েছেন। এ ছাড়া আরও সাত জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মুস্তাক আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব এম এ আজিজ এবং মি. গৌর চন্দ্র বালা।

পার্লামেন্টারী বোর্ডের নির্বাচনে দলের কাউন্সিলারদের অনেকে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

যশোর জেলার জনৈক কাউন্সিলার আমাকে জানালেন যে, খুলনা বিভাগ থেকে পার্লামেন্টারী বোর্ডে কোন সদস্য নির্বাচিত না করে বিভাগের খুলনা, যশোর, বরিশাল ও কুষ্টিয়া এই চার জেলার উপর অবিচার করা হয়েছে। এই সব জেলার সদস্যরা আশংকা করছেন যে, বোর্ডে তাদের এলাকার কোন সদস্য না থাকায় মনোনয়ন দান পক্ষপাতহীনভাবে হবে না।

ধূমায়িত ক্ষোভ

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের বিভিন্ন এলাকার অধিকাংশ সদস্যের মনে জেলা কমিটি নির্বাচন, কাউন্সিলার নির্বাচন ইত্যাদি নানা কারণে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার যে কাউন্সিল সভা শেষ হয়েছে তাতে এই ক্ষোভ প্রকাশ হয়নি কারণ "নির্বাচনে মনোনয়ন পাবার আশা"। জনৈক কাউন্সিলারের মতে, "উপস্থিত সব কাউন্সিলারই মনোনয়ন প্রার্থী"। তাই গোলযোগ করে কেউ মনোনয়ন লাভের সম্ভাবনা নষ্ট করতে চাননি। দলের অনেকে আশঙ্কা করছেন যে এই ক্ষোভ আপাততঃ চাপা থাকলেও বেশী দিন চাপা রাখা যাবে না। মনোনয়ন দানের সময় এলেই এই ক্ষোভ "ফেটে পড়বে"।

সুযোগ সন্ধানীদের সুবিধা

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সদস্যের মতে 'সুযোগ মত হালুয়া-রুটির আশায়' যারা এখন দলে ভিড়েছেন তারাই প্রাধান্য পাচ্ছেন। দলের দুর্দিনে যারা 'বিপদ ঘাড়ে করে' দলকে টিকিয়ে রাখছেন তাঁরা স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। বস্তুতঃ এটাই হোল দলের সদস্যদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টির প্রধান কারণ। দলীয় প্রধান কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন যে যারা এমএনএ, এমপিএ হবার আশায় আওয়ামী লীগে এসেছেন তারা দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু, দলীয় প্রধানের এই উক্তিও দলের সদস্যদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। তাদের মতে, দলীয় প্রধানের এই উক্তির সাথে অনুসৃত নীতির কোন সামঞ্জস্য নেই। "বরং ঠিক উল্টা।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত বৃহস্পতিবার কাউন্সিল অধিবেশনে প্রবেশ পথে বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল। তাছাড়া জেলা থেকে মনোনীত অনেক কাউন্সিলারের নাম ঢাকা থেকে বেছে বেছে বাদ দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, কুমিল্লা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব এনায়েতুর রহমান কাউন্সিলার মনোনীত হয়ে ছিলেন। কিন্তু ঢাকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে দলের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা (কুমিল্লা জেলার) জানালেন যে "এমএসসি পাস" ছাত্রলীগের একজন প্রভাবশালী সাবেক ছাত্র নেতার নাম কাউন্সিলার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলো। আমি তাকে কি জবাব দেব? আমার কি জবাব আছে?

বস্তুতঃ এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অধিকাংশ জেলা থেকে এই ধরনের অভিযোগ আছে।

আমেনা বেগম প্রসঙ্গে

দল থেকে আমেনা বেগমের বেরিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গেও সদস্যদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে। সম্ভবতঃ এটা আঁচ করতে পেরেই দলীয় প্রধান তাঁর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে প্রকৃত কারণ প্রকাশ না করে আমেনা বেগমের বিরুদ্ধে "অনেক অকাজের অভিযোগ উত্থাপন করে ছিলেন। কিন্তু দলীয়

প্রধানের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি বলে মনে হচ্ছে। কারণ গতকালও অনেক আওয়ামী লীগ সদস্য এই মত প্রকাশ করেছেন যে, দলের মহা দুর্দিনে আমেনা বেগমের কাজের স্বীকৃতিতো দেয়া হয়নি বরং তার উপর অবিচার করা হয়েছে।”

অবস্থার প্রেক্ষিতে যা মনে হচ্ছে তা হল, আপাততঃ আওয়ামী লীগের সদস্যদের মনের ক্ষোভ চাপা দেয়া সম্ভব হলেও, মনোনয়ন দান নিয়ে এই অসন্তোষ ব্যাপক ভাবে দেখা দিবে। ‘ব্যক্তি স্বার্থে’ যখন আঘাত পড়বে। তখন কোনভাবেই মনের ক্ষোভ চাপা দেয়া সম্ভব হবে না।

গতকাল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দুইদিন ব্যাপী সভা সমাপ্ত হয়েছে। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব আগামীকাল প্রকাশিত হবে।

আজাদ

৭ই জুন ১৯৭০

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ রুদ্ধ হইলে জনগণ চরমপন্থা গ্রহণ করিবে : মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শনিবার বলেন, সুবিধাভোগীদের বর্ত্তমান শাসন কাঠামো টিকাইয়া রাখিয়া যদি শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ রোধ করা হয় তবে জনগণ চরমপন্থা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবে না।

স্থানীয় হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দান কালে জনাব মুজিব বলেন, দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধন না করা হইলে সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটিবে। এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা এই পরিবর্ত্তনে বিরোধী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। ‘যদি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ আমাদের বাধা দেয়, তবে আমরা উহা প্রতিরোধ করিব।’

তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, জনগণ আর বঞ্চিত হইতে রাজী নহে। তাহারা গত বৎসরের ন্যায় অধিকার আদায়ের জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া জনাব মুজিব বলেন যে, জনগণের প্রতিনিধিদের উপর এই ধরনের কোন বিধি নিষেধ তাঁহারা আইনসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, এই প্রকারের বিধিনিষেধ

সংকট ত্বরান্বিত করিবে এবং পাকিস্তানের জনগণের উপর চরম পরিণাম ডাকিয়া আনিবে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত দশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভাষণে জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন, গণতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া পাকিস্তানের বিভিন্ন অঙ্গ একত্রিত থাকিতে পারে না। যাহারা গণতন্ত্রকে খতম করিতে প্রয়াসী তাহাদের জানা উচিত যে তাহারা এইভাবে পাকিস্তানকে খতম করিবেন।

জনাব মুজিবর রহমান দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তৃতীয় পাঁচ সালায় মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় হইয়াছে পূর্ব পাকিস্তানে ২৪০ টাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৫২০ টাকা, মাথাপিছু রাজস্ব ব্যয় হইয়াছে পূর্ব পাকিস্তানে ৭০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৯০ টাকা। দেশের আমদানীর শতকরা ৩০ ভাগের বেশী কখনো পূর্ব পাকিস্তানে আসে নাই।

তিনি বলেন, দেশের বর্ত্তমান বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা এবং উহার সুদের বর্ত্তমান বর্ষের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

তিনি বলেন, আন্ত আঞ্চলিক এই বৈষম্যের একমাত্র প্রতিকার হইতেছে ছয় দফা কর্মসূচী।

তিনি বলেন, ছয় দফা কখনওই এছলাম বিরোধী নহে। গতকাল প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, ইহাতে তাঁহারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামাজিক বিপ্লব সাধনের একটি পরিকল্পনা লইয়াছেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান তাঁহার রিপোর্ট অধিবেশন পেশ করেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের অধিবেশন গতকাল সমাপ্ত হয়।

অধিবেশনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়।

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জুন ১৯৭০

৭ই জুন স্মরণে

আজ ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালের এমনি একটি দিনে স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে এই দেশের আপামর জনসাধারণ প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। গণতন্ত্র ও ৬-দফা দাবী ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল ঢাকা শহর ও প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালনের মধ্যে দিয়া।

এই হরতালের আহ্বানকে ব্যর্থ করিয়া দিতে তৎকালীন সরকার সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। 'ইত্তেফাকে'র উপর হরতাল সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মূলতঃ ৭ই জুনের এই আন্দোলন সংক্রান্ত কারণেই ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কারারুদ্ধ হন, ইত্তেফাকের কণ্ঠরোধ করা হয়। যাহার ফলে প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর পর্যন্ত 'ইত্তেফাক' বন্ধ থাকে। সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া জনসাধারণকে এই দিবস পালনের ডাকে সাড়া দেওয়া হইতে বিরত থাকিতে চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল সর্বপ্রকারের। কিন্তু ছাত্র-শ্রমিক জনতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মুখে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা নস্যাৎ হইয়া গিয়াছিল। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করিয়া মুটে-মজুর হইতে শুরু করিয়া সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তারাও সেদিনকার কর্মসূচী সফল করিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। ঢাকা শহরে সেদিন শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালিত হয়। কিন্তু জোর করিয়া কলকারখানা খোলা রাখিতে গিয়া তেজগাঁ, ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জ শিল্প এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুলিসের গুলীতে সরকারী হিসাবেই ১১ জন শ্রমিক নিহত হন, কত যে আহত হইয়াছেন তাহার হিসাব নাই।

আজ দেশে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর যৌক্তিকতা বিতর্কের উর্ধ্বে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের শহীদানের জীবনের মূল্যই এই সত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বুকের রক্ত রাজপথ রাঙ্গাইয়া তাঁহারা আন্দোলনের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অভীপ্সিত লক্ষ্য আজিও অর্জিত হয় নাই। আজিকার দিনে তাহাদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া আমরা দেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার প্রতি আহ্বান জানাই-পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে কাতারবন্দী হউন। তাহাই হইবে ৭ই জুনের শহীদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ।

সংবাদ

৭ই জুন ১৯৭০

পরিষদের সার্বভৌমত্বের উপর বিধিনিষেধ সঙ্গত নয় : শেখ মুজিব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্বের উপর কোন প্রকার বিধিনিষেধকে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না। এই ধরনের প্রচেষ্টা চালান হইলে মারাত্মক সঙ্কট সৃষ্টি হইবে।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়ম কানুন চলিতে দেওয়া হইলে যুক্তিপূর্ণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৬-দফা ফর্মুলায় সন্নিবেশিত ফেডারেল পরিকল্পনায় আঞ্চলিক অধিকারের সমাধান রহিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, আজ শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল একটি শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্ভব। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যাহা করিতে চাহিতেছেন উহা সফলকাম হইলে বিস্ফোরণ অনিবার্য। এই অবস্থায় জনগণ হিংসাত্মক পন্থা অনুসরণে দ্বিধা করিবে না। আর যদি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হইয়া পড়িবে।

তিনি বলেন, মনের মধ্যে কোন কিছু না রাখিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে এখনও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্ভব। এই কারণেই আমরা আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন, ৬-দফার দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হয় নাই। তিনি অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মোকাবিলা করিয়া তাহাদের শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় আন্তঃ আঞ্চলিক বৈষম্য ও সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণের খতিয়ান তুলিয়া ধরেন এবং বন্যা সমস্যার আশু সমাধানের উপর জোর দেন। পরিশেষে তিনি শহীদের রক্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য দলীয় কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের প্রতি আহ্বান জানান।

কামরুজ্জামান

পূর্বাহ্নে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান তাঁহার রিপোর্টে সংগঠনের কার্য বিবরণী ও আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমিকা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

প্রস্তাবাবলী

কাউন্সিল সভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে আইনগত কাঠামোর অগণতান্ত্রিক বিধানসমূহ ব্যাখ্যা ও উহা সংশোধনের দাবী জ্ঞাপন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবে শহীদানের প্রতি জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও হায়দার বক্স জাতোইর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, ছাত্র, শ্রমিক ও

রাজনৈতিক নেতাদের উপর হইতে মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফ, গত আন্দোলনের শহীদানের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দান, পোস্তগোলা-খুলনা-আদমজী নগরে পরিচালিত নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ, সাংবাদিক দলন বন্ধকরণ, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ টি, ভি, বেতার প্রভৃতি সরকারী প্রচারযন্ত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিধি নিষেধ আরোপে উদ্বেগ এবং প্রেসট্রাস্ট বিলোপ এবং কতিপয় সংবাদপত্র ও বার্তা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়।

কাউন্সিলের গৃহীত প্রস্তাবে ভিয়েৎনামে মার্কিন হামলার নিন্দা, সৈন্য প্রত্যাহার, ভারতে মুসলিম হত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ ও ভারতীয় সরকারের প্রতি উহা বন্ধকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, কাশ্মীরে ভারতীয় দখলের নিন্দা ও জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্যার সমাধান, ফারাক্কা বাঁধ সমস্যার আশু সমাধানের আহ্বান জানান হয়।

অপরাপর প্রস্তাবে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাবে উদ্বেগ ও খাদ্য সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ কায়েম, যমুনার উপর সেতু ও রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন, চিঠিপত্র সেন্সর ও টেলিফোন টেপ করার ন্যায় অসভ্য ও অগণতান্ত্রিক কাজ অবিলম্বে বন্ধকরণ, কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহে এই প্রদেশ হইতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব বিধান এবং তৃতীয় পরিকল্পনার ঘাটতি পূরণ ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সংশোধনের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ পরিষদের হাতে অর্পণের আহবান জানান হয়। এক প্রস্তাবে মোহাজেরদের পুনর্বাসন ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদানের আহ্বান জানান হয়।

দৈনিক পয়গাম

৭ই জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র প্রকাশ:
শিল্প জাতীয়করণ সহ অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অঙ্গীকার

ঢাকা ৬ই জুন।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আজ গণতান্ত্রিক কাঠামোধীনে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনার উদ্দেশ্য সম্বলিত নাতিদীর্ঘ এক দলীয় মেনিফেষ্টো গ্রহণ করে।

দলীয় ঘোষণাপত্রে নয়া শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থায় অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লব সাধন ও বর্তমান বেইনসাফী কাঠামো অপসারণের অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়।

আজ এখানে পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মেনিফেষ্টোতে পাকিস্তান ফেডারেশনে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি হিসাবে আওয়ামী লীগের ৬ দফাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণা পত্রে আইনসভা ও ফেডারেল সার্ভিস সমূহে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি এবং শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থা রাখার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন জানান হয়।

কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ ও প্রয়োগ না করার অঙ্গীকারের সাথে আরও ঘোষণা করা হয় যে, আইনের চোখে সংখ্যালঘুরাও সমান মর্যাদা ও ছত্রছায়া লাভ করিবে।

মেনিফেষ্টোতে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান সংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলিয়া ঘোষণা করা হয়। লীগ ব্যবস্থা ও সকল বৈষম্যমূলক উপজাতীয় আইন বাতিল করার অঙ্গীকার করা হয়।

আওয়ামী লীগ মেনিফেষ্টো মৌলিক মানবিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জনসমাবেশ।

দৈনিক পয়গাম

৭ই জুন ১৯৭০

আজ ৭ই জুন রেসকোর্সে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য রবিবার অপরাহ্ন, ৩টায় রমনা রেসকোর্সে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক জনসভায় বক্তৃতা দেন। ৭ই জুন উদযাপন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ এই জনসভার আয়োজন করে।

উল্লেখযোগ্য আজ হইতে চারি বৎসর পূর্বে এইদিন আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ দিবসে পুলিশের গুলিতে কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়। সেই হইতে ৭ই জুন উদযাপন করা হইতেছে।

জনসভায় ভাষণ দান ছাড়াও লীগ প্রধান অদ্য সকালে রেস কোর্সে আওয়ামী লীগের দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে শেখ সাহেব অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

৭ই জুন উদযাপনের প্রস্তুতি হিসাবে গতকল্য সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক মশাল মিছিল বাহির করা হয়। মশাল মিছিল ঢাকা হাই কোর্টের সামনে আসিলে মশালের আগুন লাগিয়া শহীদ হোসেন (২০),

আবদুল মজিদ (২২), ওয়াহিদ উল্যাহ (১৩), সামিম মিয়া (৪৫) ও মোহাম্মদ ফরহাদ মানিক নামে ৫ ব্যক্তি আহত হয়। আগুনে তাহাদের হাত পা ও বুক পুড়িয়া যায়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাহাদের অবস্থা ভালোর দিকে বলিয়া হাসপাতালের সূত্রে জানা যায়।

দৈনিক পয়গাম

৭ই জুন ১৯৭০

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) অনুষ্ঠিত দলীয় কাউন্সিল অধিবেশনে পুনর্বার নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান প্রথমবারের মতো নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনজন নবনির্বাচিত সহ সভাপতি হইলেন কাজী ফেয়াজ মোহামদ, মাষ্টার গুল খান ও জনাব বরকত আল সলিম। নব নির্বাচিত দুই জন যুগ্ম সম্পাদক হইলেন জনাব মোহাম্মদ খান রেশনী ও জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক।

অন্যান্য নব নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ হইলেনঃ সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ খালিদ আহমদ তিরমিজি, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, শ্রম সম্পাদক মালিক ফারুক সুর আওয়ান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মোস্তফা সরওয়ার, দফতর সম্পাদক শফিউল আলম, কৃষি সম্পাদক সৈয়দ ইমদাদ মোঃ শাহ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান এবং মহিলা সম্পাদক বেগম নুরজাহান মোর্শেদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কাউন্সিল অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৯৪ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১০৬ জন কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন।

Dawn

8th June, 1970

Pakistan cannot be destroyed by any power, says Mujib : 'Islam in danger' cry a political stunt Awami League election campaign launched

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, June 7: The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, declared today amidst cheers that Pakistan had come to stay and that there was no force which could destroy it.

Addressing a massive public meeting at Ramna Race Course this afternoon in torrential rains the Sheikh repeatedly held out the assurance that Islam was in no danger on the sacred soil of Pakistan, and lashed out at those who raised cries of "Islam in danger" on flimsy grounds, to promote their own political ends. He said in the past also similar bogeys were raised by a section of the people during the 1954 elections in East Pakistan and on the question of joint electorate, but it had been proved conclusively that "Islam in danger" cry was a mere political stunt.

Today's public meeting was organised by the Awami League to commemorate the movement of June 7, 1966, when a number of people fell to the bullets of the police of Ayub regime. Despite inclement weather and pouring rains, hundreds and thousands of enthusiastic people sat through the meeting to hear the Sheikh who was the only speaker, Defying rains, the people came from far and near in processions on foot and in buses and trucks and trains and launches. They shouted six-point slogans and rented the air with cries of "Joy Bangla". West Pakistani Awami League leaders who came to attend the Council meeting of the All-Pakistan Awami League which consent on the dais.

Sheikh Mujib regretted that the clouded yesterday, were also pre Fourth Five-Year Plan had been announced by the present Government despite his Party's demand that it should be left for the future Government to draw up the Plan, He declared the Fourth Plan would be scrapped and recast when a representative Government was Inducted into office after the elections.

The Awami League chief, who was frequently greeted with slogans of "Bangla Bandhu" (Friend of Bengal), told the meeting the coming elections should be treated as a referendum on the autonomy issue-whether the people wanted autonomy on the basis of this party's six-point programme.

The Sheikh, who formally announced the launching of his Party's election campaign as from today, asked the people to 'finish' the "Mir Jafars" of Bengal through elections and to see to it that their boxes went empty during the polls. Agency reports add:

The Awami League chief said that from the allocations in the Fourth Plan, which had recently been announced, it appeared that East Pakistan had not been given her due share of 56 per cent on the basis of her population. He posed a question if the allocations were not properly made how could you remove the disparity?

The meeting also said that the elected representatives of the people would have to revise the Fourth Five-Year Plan and alter it in every respect, necessary to bring it into accord with those constitutional provisions which were expected to invest the Governments of federating units with full powers of economic management.

The meeting referred to the shortfall of Rs. 1,100 crores in the Third Plan expenditure in East Pakistan and urged that all the previous shortfalls in the Plan expenditure be made up. It held that no annual development plan could represent meaningful steps towards revising the trend of economic disparity "unless the previous shortfalls are made up."

Sheikh Mujib recalled how in the past East Pakistan had been exploited and described how people had suffered under successive Governments. The Awami League chief said that his Party struggle was to create a society free from exploitation, to eliminate the exploiters and to free the toiling masses peasants and workers from exploitation.

Replying to the propaganda against the six-point programme, he said that its realisation would in no way harm Pakistan. "The six points will be realised and Pakistan shall also stay", he said amidst loud cheers.

DEEP-LAID CONSPIRACY

Sheikh Mujib said that the economic situation in the country was deteriorating and that there was a deep laid conspiracy to paralyse the economy by closing down mills and factories. Referring to the Adamjee Jute Mills riots of 1954, he said there was similar conspiracy to create chaos and confusion to prevent the smooth transfer of power to the people. He referred to the recent closure of the Adamjee Jute Mills and asked for its immediate reopening.

The Awami League chief said that his party was not anxious to come to power, because they believed that even without coming to power the rights of the people could be realised. In this connection he referred to his Party's earlier demand for representation on the basis of population and break up of One Unit in West Pakistan which were ultimately realised. He also referred to their struggle for making Bengali one of the State languages.

Sheikh Mujib said that his party's struggle was to establish a 'workers and peasants' rule in the country. He said that their demand for exemption of land revenue up to 25 bighas had partly

been realised, when it was learnt that the Government was going to grant such exemption upto nine bighas. Awami League manifesto had promised workers share in industries, he said.

The big crowd at the meeting signified their support by raising their hands when at one stage Sheikh Mujib asked if they wanted to realise regional autonomy on the basis of his Party's six-point programme, if they wanted to establish the rule of workers and peasants and above all of they liked to live like human beings.

The Sheikh censured the Jamaat-i-Islami for what he called their anti-East Pakistan role and for trying to deprive the people of this province of their legitimate rights by creating confusion in the name of Islam. He alleged that Maulana Maudoodi's partymen in East Pakistan were paid workers serving the case of those who made money by exploiting East Pakistan. The Awami League chief also criticised Khan Abdul Qayyum Khan, Nawabzada Nasrullah, Chowdhury Mohammad Ali, Ataur Rahman Khan. Besides he also critcised Mr Nurul Amin for his role as Chief Minister with particular reference to the language movement.

Referring to Mr. Nurul Amin's observation that the coming elections could not be regarded as referendum on six points, the Sheikh said that in undivided India when "Mr Gandhi and other Congress leaders had opposed the partition of India the Muslims had voted for Pakistan through referendum."

He said that the people of the country alone could frame the country's constitution and no constitution framed at the instance of any individual would be acceptable to them.

The Awami League chief pointed out that the elected representatives of the people were "alone competent to frame the constitution on behalf of the people."

In this context he once again urged the President to amend Article 25 and 27 of the Legal Framework Order immediately making the Parliament supreme in constitution-making.

Sheikh Mujib warned those who had been trying to establish dictatorship, he said that the people had learnt to sacrifice their blood for a cause and they would resist all attempts to sabotage the elections. "Take a lesson from the history," he asked them.

He said that these anti-election forces had tried to create trouble at Mirpur, Mohammadpur, Postagola, Khulna and many other places. The Sheikh declared that no one had the power to undo Pakistan and the people who had achieved Pakistan would defend it. They would realise their due rights as well, he added.

Sheikh Mujib reminded his audience that the Ayub Regime had snatched away the right of franchise and the people had to make tremendous sacrifices to get back that right. He urged the people to exercise their right of franchise in the coming elections judiciously so that those who had betrayed them in the past could be completely eliminated.

Morning News
8th June, 1970
Mujib warns against intrigues to thwart people's aspirations
(By Our Staff Reporter)

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday formally launched his election campaign with a "clear warming to those who had smeared the politics of this country with intrigues for the last 23 years and who were again active to frustrate the democratic aspirations of the people".

The Sheikh told a massive Race Course rally that his party stood for democracy and democratic means of achieving the wishes of the people. But if there were attempts to thwart this democratic process, he said, his party and he would not desist from launching a massive movement to crush these anti-democratic and anti-people forces,

The meeting was held to mark the fourth anniversary of Awami League protest day called to resent the arrest of the Sheikh and other party leaders in 1966 following the launching of 6-Point Programme. Several persons were killed in police firing on that day.

In his broadside against Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan, Khan Abdul Qayyum Khan and Mr. Nurul Amin whom he identified as representing the anti-democratic forces, the Sheikh said in such a movement this time, however, there will be no "shaheeds" but only "ghazis", no more blood of the innocent will be allowed to be spilled.

Sheikh Mujib said the country, which had witnessed a series of intrigues by power hungry anti-people elements, is again faced with new conspiracies. Mirpur communal riots in November, police firing at Postagola and actions at Khulna and closure of Adamjee Jute Mills and lock-outs in a hundred other industrial units were considered by him to be signs of such conspiracies against the people.

Sheikh Mujib regretted that for all their sacrifices the people of Pakistan, particularly of East Bengal, did not get anything during the last 23 years of independence. Stark poverty, bullets, palace intrigues and deception by power hungry politicians have been their lot.

KRISHAK-MAZDOOR RAJ

The Awami League, he said, was now determined to fight for the establishment of a krishak-mazdoor raj and a society completely free from exploitation. And in this fight the poor of Bangla Desh will march forward shoulder to shoulder with their poor brethren in West Pakistan.

The Sheikh said his party was not against the common man of West Pakistan who had been suffering under Nawabzadas, Jagirdars and Pirzadas as badly as their brethren in East Pakistan. What he wanted is the due share of East Pakistan in all walks of national life.

Amidst slogans and thunderous clapping's, the Sheikh said the coming elections would be a referendum on Six-Point Programme. And this would not as Mr. Nurul Amin says, bring the country to the brink of a colossal disaster.

AUTONOMY

The demand for regional autonomy on the basis of Six Point Programme would not harm the integrity of Pakistan as its adversaries like Mr. Nurul Amin, Nawabzada Nasrullah and Maulana Maudoodi claimed.

He said Pakistan will be very much there if the Six-Point Programme was implemented. Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan, Mr. Nurul Amin and their followers were only adopting the "old trick of raising the bogey of Pakistan in danger" in denouncing the Six-Point Programme.

The Ayub-Monem regime had raised similar alarms but the verdict of the people went against them. The Sheikh also attacked those who were raising the slogans of "Islam in danger" because his party was demanding full regional autonomy. Similar cries went up when demands were made for making Bengali the state language of Pakistan or the dismemberment of West Pakistan. "Well, Bengali has been made the state language of Pakistan" and the One Unit has been dissolved, but is Pakistan or Pakistan Islam in danger because of these two actions, he asked.

ISLAM NOT IN DANGER

In a country where over 90 per cent population was Muslim, Islam could never be in danger, he said. It was only a bogey which had been raised by people hankering after power from time to time.

He asked Maulana Maudoodi, Purba Pakistaner Yahudi (Jew) Maulana Maudoodi, as the Sheikh would describe the Jamaat leader, where was his party when the blood of the people was being spilled on the roads of Dacca, Rawalpindi and Lahore. Had not the same Maulana who now describes anything that Awami League does as anti-Islamic fought from the same platform of COP with Awami League on the basis of a joint electorate, against Ayub with Miss Fatima Jinnah as their candidate for the presidentship.

He referred to the reported speech of Prof. Ghulam Azam in Khulna where the Jamaat leader had asked for the reopening of the so-called Agartala conspiracy case. He said the case had been dismissed not by the Ayub Government but by the people of Pakistan. He asked Prof. Ghulam Azam it was not true that they like Government servants received regular salaries for their "services to the people". "And where from the money comes?" Thea Sheikh alleged that the big 22 families who were in possession of the 85 per cent of the wealth of the country were the financiers for Jamaat-i-Islami which he described as Maudoodi Jamaat. "These elements were the stooges of the vested interests". He wanted to know why Maulana Maudoodi who claimed to be the "sole agent of Islam" in Pakistan had not raised the question of due share of East Pakistanis in the national life. "Does not Islam enjoin upon us to fight for the cause of the deprived?"

JAI SLOGANS

As for the slogans of Jai Bangla, he said, his party believed in slogans of "Jai Bangla, Jai Punjab, Jai Frontier, Jai Baluchistan, Jai Sind and Jai Pakistan". If Punjab could be called Punjab why Bangla Desh could not be called Bangla Desh, he wanted to know.

He said this was an irony of fate that Maulana Maudoodi who had opposed Pakistan was now dubbing him as anti-Pakistan.

Reverting to the intrigues that had marked the politics of Pakistan he said it was a familiar pattern from the very beginning. Whenever anyone had tried to oppose those who wielding the state power had enacted anti-people laws, he over had enacted anti-people laws, he was either put behind the bars or completely eliminated from the scene.

He referred to the assassination of Premier Liaquat Ali Khan and said it was strange that the murder of a Prime Minister still remained a westerly.

In his attack on Mr. Nurul Amin he said the people would be happier without him in politics. He asked the audience: who killed students in 1952, who opened fire in Rajshahi jail and who had been responsible for the insults to Sher-e-Bangla and Shahid Suhrawardy in as much as they were rendered in effective after the 1954 elections? Every time the audience said "Nurul Amin".

The Awami League chief said it was more for the Mir Jafars of Bengal than the West Pakistani leaders that the people of this province had suffered in the past. It was time that they retired from politics.

FOURTH PLAN

Sheikh Mujibur Rahman said that the Fourth Five-Year Plan which is scheduled to be launched from July 1, would be thoroughly recast when the people's Government comes to power after the elections.

Sheikh Mujibur Rahman again questioned the propriety of launching the Fourth Plan by the present Government. He said that since the present Government was Òa care-taker Government" it should have left the new Plan to be launched by the people's Government. He said, the Government instead should have first utilised the unspent amount of Rs. 1,100 crores of the Third Plan in East Pakistan.

The Awami League chief said that from the allocations in the Fourth Plan which had recently been announced it appeared that East Pakistan had not been given her due share of 56 per cent on the basis of her population. He posed a question that if the allocations were not properly made "how can you remove disparity".

Sheikh Mujibur Rahman said Awami League never hankered for power because we know people's right could be achieved even without going to power. He referred to the dissolution of One Unit and the acceptance of the principle of representation on population basis by the present government.

He said it was he who after his release from detention had demanded representation on population basis and dissolution of One Unit at the Race Course rally last year. And it was on popular movement that the people have now got back their right to choose their representatives for democratic government.

LAND REVENUE

His proposal back in 1964 for exemption of revenue on land holding up to 15 bighas was scoffed as impractical. Now the Government, he said, has decided to exempt revenue on land holdings up to nine bighas. And by the time the elections were held he was certain, the Government would concede Awami League's demand for exception of the revenue on holdings up to 25 bighas.

Awami League believed in democracy and wanted to make it clear that it would not tolerate any attempt to thwart the democratic process of Government. It is difficult to rule a country with guns, he said, and recalled how Ayub Khan's attempt to perpetuate his rule with the help of bullets was frustrated by the people.

Referring to the LFO, the Awami League chief said that his party had already appealed to the President to amend it to make the parliament a sovereign body. He said in framing the constitution of the country the will of the people and not of any single individual, was supreme. If any attempt was made to impose one man's will on the people, the Awami League will oppose it and if necessary will launch a resistance movement.

The Awami League chief also referred to the appeal of one political party for electoral alliance and said his party only believed in the "alliance of the people". If anyone wanted alliance he was welcome to join the Awami League.

BANK NATIONALISATION

Sheikh Mujib said his party's manifesto was now before the people. We have proposed nationalisation of bank and insurance, the two instruments with which the 22 families were depriving the people of their rights.

He accused the provincial administration of partiality when President Yahya himself had said that his regime would be neutral. He said some bureaucrats have forgotten that they had moved up the scale of their career on the blood of the people of this province.

The Awami League chief demanded bridges over Buriganga and Jamuna, repeal of Molasses Act and acceptance of the demands of the primary teachers, tea workers and a halt to repression on workers.

Referring to Maulana Bhashani's recent statement that he was not against election, the Sheikh said the Maulana, who was a respected elder statesman, should desist from creating confusion in the country. It was good that he now has said that he was not opposed to elections.

The Sheikh appealed to the people for contribution to the Awami League fund for election. "We are for the poor and we would like to fight the election with their help and not with the assistance of the exploiters of the country".

Sheikh Mujibur Rahman called for integration of muhajirs with local people in the country. He said after 22 years of the independence no one should be called a muhajir. They have bound their destinies with the local people. "Why call them muhajirs?" he asked.

The Sheikh opened his speech by recalling the sacrifices of those who had laid down their lives since June 7, 1966 till 1969.

He read out the list of the names of 84 persons and there were still unknown many who had carried forward the struggle of democracy in this country. The list included the names of Prof. Shamsuzzoha and Sgt Zahu rul Huq.

Sheikh Mujib said martyrs never die. And the only way we could pay respect to them would be to achieve the goals for which they had laid down their lives. Awami League, he said, would never betray them.

Morning News

8th June, 1970

AL volunteers urged to seek people's welfare

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday called upon the members of the Awami League volunteers corps to devote their time and energy to the welfare of the teeming millions, reports PPI.

He was addressing the volunteers at Outer Stadium in Dacca yesterday morning after taking salute and reviewing parade of the volunteers corps.

About 10,000 volunteers from different parts of the province wearing white pajamas, punjabi and caps with six-stars symbolising six-point programme, turned out at the Stadium to commemorate the June 7 movement of 1966 when 11 persons demanding the realisation of six-point programme were killed by police firing.

Sheikh Mujibur Rahman told the volunteers that they had to serve the people at the time of natural calamities and emergencies besides working for the party. They should keep in mind that they were not only political volunteers but at the service of the human being, he reminded.

The Awami League chief said that those helped the human beings, ultimately helped the Almighty Allah.

He also called upon the volunteers to sacrifice their lives for realisation of the Six-point Programme and mitigation of the sufferings of the people.

Earlier the Sheikh wearing white pajama, punjabi, traditional coat and cap with six stars arrived at the venue. Besides the volunteers the huge crowd which gathered there since morning despite continued rain, burst into cheers and raised various slogans welcoming the Sheikh. Awami League chief replied facing and bidding Assalam-o-Alai-Kum. He was led to the saluting dais by the chief of the volunteers corps, Mr. Abdur Razzaq.

The ceremony began with the recitation from the Holy Quran. Then the national flag and the party banner were unfurled by Sheikh Mujibur Rahman.

The Commandant of the crops Mr. Matiur Rahman led the general salute which was accompanied by a patriotic song. After the salute, the Sheikh accompanied by the chief of the volunteers corps and the Commandant reviewed the parade despite heavy rain.

Later he addressed the volunteers. The ceremony came to an end with the taking of solemn oath by the volunteers for sacrificing their lives for the party and the people.

The interesting feature of the parade was that despite rain fall, the huge crowd including Awami League leaders from West Pakistan and ladies with nesses the parade.

সংবাদ

৮ই জুন ১৯৭০

রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবঃ
নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মব্যবসায়ীদের নির্মূলের আহ্বানঃ
ঐক্যজোটের প্রস্তাব পুনরায় প্রত্যাখ্যান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শহীদের রক্তে রঞ্জিত অমর ৭ই জুন স্মরণে গতকাল (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্ম ব্যবসায়ী তথা দালাল গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের গণ-বিরোধী চক্রান্ত বানচাল করিয়া

সার্বভৌম পরিষদ কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যজোট গঠনের যে আহ্বান জানান হইয়াছে, তিনি উহা পুনরায় প্রত্যাখ্যান করেন।

ঐক্যজোট প্রশ্নে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নাম উল্লেখ না করিয়া বলেন, "একটি দল ঐক্য-ঐক্য করিয়া আমার মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরা নির্বাচনী ঐক্যে বিশ্বাসী নই, আমরা জনতার ঐক্যে বিশ্বাসী। সংশ্লিষ্ট দলের অনেকেই আগে আওয়ামী লীগ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা আবার আওয়ামী লীগে আসিতে পারেন। তাহা না করিলে নির্বাচনে এককভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং বাক্সে যদি ভোট না পড়ে তাহা হইলে বাড়ীতে চলিয়া যাইতে পারেন।"

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তিনি বলেন, "তিনি সম্প্রতি মনের আগুনের কথা বলায় আমি খুশী হইয়াছি, তুষের আগুনেও আপত্তি নাই। তবে, আপত্তিকর কথাবার্তা ছাড়িয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেই তিনি ভাল করিবেন। জনসাধারণ পছন্দ করিলে তিনি হইয়াও যাইতে পারেন। তবে তিনি বুজুর্গ লোক, তাঁহার সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলিতে চাই না।"

আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারা বাতিলের দাবী জানাইয়া তিনি বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্র দিতে পারে–অন্য কেহ নহে। তিনি বলেন, "আমরা শাসনতন্ত্র চাই এবং উহা গণপ্রতিনিধিরাই ঠিক করিবে। এই প্রচেষ্টায় বাধা দিলে কিংবা ষড়যন্ত্র করিলে বাধা দিব, প্রতিরোধ আন্দোলন করিব।"

তিনি বলেন, "এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা জীবন দিতে শিখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে জীবনও দিব।"

বক্তৃতার শুরুতে তিনি বিগত দশকের গণআন্দোলন শহীদানের নাম পাঠ করেন। সভায় শহীদানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া দোয়া করা হয়।

সভায় প্রায় দেড় লক্ষ জনসমাগম হয়, বিভিন্ন স্থান হইতে ২ শতাধিক ট্রাক ও বাসযোগে বহু লোকের সভায় যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাছাড়া, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে বাদ্যবাজনা সহকারেও বিভিন্ন মিছিল জনসভায় যোগদান করে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া জনসভায় আর কোন নেতা বক্তৃতা করেন নাই। বৃষ্টিপাতের দরুন শ্রোতৃমণ্ডলীর অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া অন্যান্য নেতাকে বক্তার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়।

শেখ মুজিবর রহমান শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের রক্তের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। ২২ বছরের

ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে গুলী, জেল, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা ছাড়া আর কি পাইয়াছি? তিনি বলেন, ২২ বছরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, দুঃখের ইতিহাস। প্রসঙ্গতঃ তিনি ১৯৪৮ হইতে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত নুরুল আমীনের রাজত্বকালের অমানুষিক নির্যাতনের চিত্র তুলিয়া ধরেন এবং বলেন যে, তিনি আবার মাঠে নামিয়াছেন।

তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভোটাধিকার ও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মীরপুরে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা বাধাইয়া, পোস্তগোলা ও খুলনায় গুলী চালাইয়া এবং আদমজীতে সংঘর্ষ বাধাইয়া এই চক্রান্ত চালানোর প্রয়াস চলিয়াছে। কিন্তু জনগণ সচেতন। এক পর্যায়ে তিনি ভারতে মুসলিম হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইন্দিরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, এখানেও সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের মধ্যে দাঙ্গা বাধানোর অপপ্রয়াস চলিয়াছে। কিন্তু সচেতন জনগণ উহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

শেখ মুজিব দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব বিরাজ করিতেছে। মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাইতেছে। চারিদিকে হাহাকার। ২২ বৎসরে ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হইয়াছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে, এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তাঁহার দল ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করিতে চায়।

তিনি বলেন, আমরা শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের অবসান চাই। কিন্তু আজ আইয়ুব-মোনায়েমের মতই মওদুদী-নসরুল্লা-কাইয়ুম খান ও নুরুল আমিনেরা একই সুরে অপপ্রচার চালাইতেছেন। জামাতে ইসলামীর কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, শোষণ, নির্যাতন, যখন চলে, তখন মওদুদীরা কোথায় থাকে? ইসলাম গেল জিগিরের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, ইসলাম কোথায় গেল? তিনি অভিযোগ করেন যে, জামাত শোষক গোষ্ঠির নিকট হইতে অর্থ লাভ করে ও তাহাদের স্বার্থে ইসলামের নাম ভাঙ্গাইয়া অপপ্রচার চালায়।

তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রশ্ন তুলিতে বলেন, জামাত কোথায় হইতে টাকা পাইয়া এতগুলি পত্রিকা প্রকাশ ও বড় বড় অফিস করিয়াছে। জামাতে ইসলামীকে মওদুদী ইসলাম বলিয়া অভিহিত করিয়া জনাব গোলাম আজমকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন যে, জামাত শোষকদের টাকায় যে পত্রিকা প্রকাশ ও প্রতিটি কর্মীকে মাসিক বেতন দেয়, উহা কী তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? জনাব আজম কর্তৃক পুনরায় আগরতলা মামলার বিচার

করার আবেদন পেশের জবাবে তিনি বলেন, ৬০ নম্বর বিধি না থাকিলে জনগণ তাঁহাকে বাংলা দেশ হইতেই বিদায় করিয়া দিত। কারণ, জনগণ রক্ত দিয়া সেই মামলা 'ডিসমিস' করিয়া দিয়াছে।

জনাব নুরুল আমিনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, ১৯৪৮ সনে রাজশাহী কারাগারে কে গুলী চালায়, কে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের গুলী করে, কে শত শত কর্মীকে জেলে পাঠায়? তিনি বাংলার মীরজাফরদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানান এবং বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণকে দোষ দিয়া লাভ নাই, আমাদের দুঃখের জন্য বাংলার এক শ্রেণীর লোকই দায়ী। প্রসঙ্গতঃ তিনি জনাব আতাউর রহমান খান এবং জনাব সালাম খানেরও তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, 'এবডো' থাকাকালে ৫ বৎসর রাজনীতি করিব না বলিয়া মুচলেকা দেওয়ার পর আজ নির্বাচন দেখিয়া তাঁহারা আবার মাঠে নামিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সম্পর্কেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

মওদুদী ও কাইয়ুম খানের ফতোয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, '৫৪ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ভোট না দিলে ও যুক্ত নির্বাচন করিলে স্ত্রী তালাকের ফতোয়া দেওয়া হইয়াছিল! কিন্তু স্ত্রী তালাক হয় নাই। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হইলে ইসলাম থাকিবে না বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম ঠিকই রহিয়াছে'। তিনি বলেন, তেমনি ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন হইলে বাংলাও থাকিবে, পাকিস্তানও থাকিবে–কোন শক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে পারিবে না।

'জয় বাংলা' প্রশ্নে তিনি বলেন, যাহারা বাংলার পরাজয় চায় তাহারাই ইহার বিরোধিতা করে। তিনি বলেন, আমরা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে 'জয় পাঞ্জাব', 'জয় সিন্ধু', 'জয় করাচী', 'জয় পাঠান', 'জয় বেলুচ' এবং 'জয় পাকিস্তানে'ও বিশ্বাসী। তিনি ক্ষোভের সহিত বলেন, গরীবের জন্য কথা বলিলেই ইহারা 'ইসলাম গেল' বলিয়া জিগির তুলে। তিনি প্রসঙ্গতঃ মওদুদীর পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া জামাতে ইসলামীকে ডাইনী দল বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

বর্তমান সরকারের বহু বিঘোষিত 'নিরপেক্ষতা'র নীতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের ক্ষেত্রে ইহা অনুসৃত হয় নাই। সিরাজগঞ্জের ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, কাইয়ুম লীগের লোকেরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বাসা আক্রমণ করে এবং আওয়ামী লীগের লোকেরা পাল্টা তাদের অফিসে হামলা করে। কিন্তু কাইয়ুম লীগের লোকদের জামিন দেওয়া হইলেও আওয়ামী লীগের লোকদের জামিন দেওয়া হয় নাই। দলীয় কর্মী ও ছাত্রলীগারদের প্রতি নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া

তিনি ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, তিনি যেন ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টি দেখেন। কারণ তাঁহার অধস্তনেরা বাড়াবাড়ি করিতেছে বলিয়া তাঁহার (শেখ) মনে হয়। এক পর্যায়ে তিনি কনভেনশন লীগের ৩ কোটি টাকার তহবিল সামরিক আইনে কেন বাজেয়াপ্ত হয় না, সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

টেলিভিশনের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করিয়া তিনি বলেন যে, নুরুল আমীন, গোলাম আজম প্রমুখের ৫ শত লোকের ‘বিরাট জনসভার’ খবর ছবিসহ পরিবেশন করা হয়, কিন্তু তাঁহার (শেখ) জনসভার খবর পরিবেশিত হয় না। প্রসঙ্গতঃ তিনি তাঁহার চকবাজার ও বংশাল মোড়ের সাম্প্রতিক জনসভার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, টেলিভিশনে জামাতে ইসলামীরই বেশী প্রচার চালান হইতেছে। তিনি অবিলম্বে এই নীতি পরিহারের আহ্বান জানান।

বন্যা সমস্যার সমাধান প্রশ্নে তিনি বলেন, বৎসরে শত শত কোটি টাকা বন্যায় ক্ষতি হয়; কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি চতুর্থ পরিকল্পনা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য রাখিয়া দিতে স্বীয় অভিমতের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন আমাদের কথায় কান দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আমরা যদি নির্বাচিত হই, তাহা হইলে ঐ পরিকল্পনাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রদবদল করি।

প্রসঙ্গতঃ তিনি তৃতীয় পরিকল্পনার অব্যয়িত ১১ শত কোটি টাকা খরচ করার দাবীর পুনরুল্লেখ করেন। তিনি পুনরায় ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন যে, ইতিমধ্যেই ৯ বিঘা পর্যন্ত সম্ভব হইলে ২৫ বিঘা পর্যন্তও সম্ভব হইবে। তিনি শ্রমিকদেরকে শেয়ার প্রদান, পাটের ন্যায্য মূল্য এবং পাট ও তুলা জাতীয়করণেরও প্রতিশ্রুতি দেন এবং লবণকর প্রত্যাহারের দাবী জানান। সমুদ্রের গ্রাস হইতে বাংলাকে রক্ষার জন্য তিনি সুন্দরবনের ক্ষতি সাধন বন্ধ করারও দাবী জানান।

আদমজী মিল বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “শান্তি কায়েম করিতে না পারিলে ডাক দিবেন, ৫ মিনিটের মধ্যে শান্তি আনিয়া দিব।” কিশোরগঞ্জ সুগার মিল বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “মালিকের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য ৫৪ সালের আদমজীর দাঙ্গার ন্যায় ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। তিনি বলেন, এই জন্যই তাঁহার দল ব্যাঙ্ক, বীমা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের কর্মসূচী লইয়াছে। এক পর্যায়ে তিনি কোহিনুর গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীকে মাত্রারিক্ত আমদানী লাইসেন্স দেওয়ার অভিযোগ করেন এবং বলেন যে, এইভাবেই চকবাজারের ছোট সাবানের কারখানাগুলির ন্যায় বাংলার ব্যবসাকে খতম করা হইয়াছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, ৭ই জুনের সমাবেশে যাহাতে আদমজী মিল হইতে

লোক আসিতে না পারে তজ্জন্যই সেখানে গোলমাল বাধান হয়। তিনি মালিক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তিনি রেললাইনের ধারে বসতি স্থাপনকারী হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের দাবী জানান। মোহাজেরদেকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, আপনারা ২২ বৎসর পর আর মোহাজের নন–আমাদের ভাই। তিনি তাহাদেরকে এদেশের মানুষের সহিত মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া যাইতে আহ্বান জানান। উপসংহারে তিনি পুনরায় ৬-দফা ও আওয়ামী লীগের সমর্থনে হাত তুলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে সমর্থন আদায় করেন এবং বলেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নহে-দাবী আদায়ের জন্যই ভোট চাই।

ক্ষমতায় যাইতে চাহিলে ভোট ছাড়াও পারা যাইত। তিনি বলেন, ক্ষমতায় না গিয়া আন্দোলনের মাধ্যমেও দাবী আদায় হয়। ভোটাধিকার, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল, ৯ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফই উহার প্রমাণ।

পরিশেষে তিনি বৃষ্টিতেও তাহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য অপেক্ষা করায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁহাদের শুভেচ্ছা কামনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, রেসকোর্সের জনসভা হইতেই তাঁহার নির্বাচনী অভিযান শুরু হইল। তিনি দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের প্রত্যেককে ১০টা করিয়া পোষ্টকার্ডের মাধ্যমে চিঠি লিখিয়া এবং গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া জনসাধারণকে পি-ডি-পি, জামাতসহ প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়ার আহ্বান জানান।

সংবাদ

৮ই জুন ১৯৭০

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ

মুজিবের অভিবাদন গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৭ই জুন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী অনুযায়ী গতকাল (রবিবার) সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং ছাত্রলীগ প্লাটুন, শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জ্ঞাপন করে। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতে ছাত্রলীগের ৩টি প্লাটুন (সার্জেন্ট জহুর ১৫, ১৬ ও ১৭) একটি মহিলা ও একটি বাদ্যদলের সাব-প্লাটুন এবং পিছনে

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী একের পর এক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে সালাম জানায়। অভিবাদন জ্ঞাপনকালে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাগ্রে ছাত্রলীগ প্লাটুনের চীফ কমাণ্ডার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আঃ শঃ মঃ রব পূর্ব বাংলার পতাকা হাতে অভিবাদন জানান। পরে ছাত্রলীগের অন্যান্য প্লাটুন কমাণ্ডার এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক নিজ নিজ প্লাটুন সহকারে একের পর এক তাঁহাকে অনুসরণ করে এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করে।

বিভিন্ন প্লাটুন এবং ছাত্রলীগ ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর নিজ নিজ পতাকা ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব প্রতিটি গ্রামে বন্দরে 'আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহার কর্মীদের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্বদেশ

৮ই জুন ১৯৭০

রেস কোর্সের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি:
বাংলার উমিচাঁদ জগৎশেঠের গোষ্ঠী নির্মূল করা হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছেন যে, জনগণের সরকার কায়েম হলে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করা হবে।

৭ই জুন স্মরণ উপলক্ষে গতকাল রবিবার রমনা রেসকোর্সে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিব উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, কাজেই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁদের থাকা উচিত নয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কতিপয় আমলা দ্বারা প্রণীত হওয়ায় মানুষে মানুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে অর্থনৈতিক দূরত্ব ও বৈষম্য আরও মারাত্মকরূপে বৃদ্ধি পাবে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ মারাত্মকভাবে কম এবং উক্ত বণ্টন জনসংখ্যার অনুপাতে করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১১শ' কোটি টাকা থেকে ইতিমধ্যেই বঞ্চিত হয়েছে। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, কোন পরিকল্পনাই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে সক্ষম ব্যবস্থা সম্বলিত না হলে কার্যকরী হতে পারে না।

প্রস্তাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংশোধনের ক্ষমতা দেয়ার দাবী করা হয়েছে।

গতকাল সারাদিন ধরে বৃষ্টিপাতজনিত প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও রেসকোর্সের জনসভায় শতাধিক বাস-ট্রাকে করে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ উপস্থিত হয়।

বক্তৃতা মঞ্চ ছাড়া সভা এলাকা উন্মুক্ত থাকায় সাংবাদিক ও মহিলাসহ সভায় উপস্থিত বিশাল জনতাকে দীর্ঘ সময় ঘরে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে সভার কাজ শুরু হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে শুধুমাত্র শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন। তবে তাঁর বক্তৃতা শুরু হবার আগে বেশ কিছুক্ষণ দলীয় প্রচারমূলক গান পরিবেশন করা হয়েছে।

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন যে, দেশের বাইশ বছরের ইতিহাস গুলী, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, শোষণ এবং গৃহহারা ও সর্বহারাদের আর্তনাদের ইতিহাস। তিনি বলেন, বর্তমানে গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠেছে এবং মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। অন্যদিকে ২২টি পরিবার দেশের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদের অধিকারী হয়ে বসেছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে পাকিস্তানের রাজনীতি, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং এই ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিয়াকত ও ডাক্তার খান সাহেবের হত্যার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, লিয়াকত হত্যা সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট আজও পেশ করা হয়নি। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি এবং শ্রমিক দাঙ্গার কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন যে, এগুলি এই যড়যন্ত্রের অংশ। তিনি এই ধরনের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি জানিয়ে বলেন যে, 'আগুন নিয়ে খেলা করবেনা', আপনাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন যে, "বন্দুক-কামান দিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। দেশ শাসনের জন্যে চাই ভালবাসা।" আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ভাষণে বলেন যে, মানুষ এখন গুলী খেতে শিখেছে, তাই এই ধরনের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্যে যে কোন রকম ত্যাগ করতে তারা পিছপা হবে না।

শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো সংশোধন করার দাবী জানিয়ে তিনি বলেন যে, জনগণের প্রতিনিধিরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

নেতৃবৃন্দের সমালোচনা

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ভাষণে বলেন যে, ছয়-দফা সম্পর্কে আইয়ুব-মোনেম যে ধরনের কথা বলতেন, বর্তমানে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা মওদুদী, খান কাইয়ুম খান, জনাব নূরুল আমিন এবং "আইয়ুবের দালাল" জনাব আবদুস সবুর খান ও জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সেই একই ভাষায় কথা বলছেন।

জামাত সম্পর্কে

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে প্রাদেশিক জামাত নেতা জনাব গোলাম আজমের দাবীর সমালোচনা করে শেখ মুজিব বলেন যে, জনতা এই মিথ্যা মামলা সম্পর্কে তাদের রায় জানিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন যে, জামাতের অর্থের জোর রয়েছে বলে সম্ভবত তারা এই ধরনের দাবী করার শক্তি পাচ্ছেন এবং নিজেদের ইসলামের ঠিকাদার হিসাবে দাবী করছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, 'ইসলাম' জনাব গোলাম আজম ও জামাতের মনোপলী (একচেটিয়া) নয়। মুসলমান মাত্রেই কলেমার বিশ্বাসী এবং আওয়ামী লীগও কোরান ও সুন্নার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করবে না।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, "জামাতের নেতারা সরকারী কর্মচারীদের মত বেতন পান।" তিনি আরও বলেন যে, এই টাকা দেশের বাইশটি শোষক পরিবার সরবরাহ করছেন।

ডাইনীর দল

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ভাষণে বলেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার শক্তি কারো নেই। তিনি বলেন যে, তিনি পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করেছেন এবং অপরদিকে মওলানা মওদুদী পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী হলে তাকে ডাইনী বলে, কাজেই মওদুদীর দল ডাইনীর দল।

শেখ মুজিবর রহমান কনভেনশন মুসলিম লীগের তিন কোটি টাকার তহবিল বাজেয়াপ্ত করার দাবী করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে জামাত সম্পর্কে বলেন যে, "তিন বছরে জামাত ১১টি দৈনিক কাগজের মালিক হয়েছে" এবং হাজার হাজার প্রচারপত্র বের করছে। তিনি প্রশ্ন করেন যে, "এই টাকা কোথা থেকে আসে।" শেখ মুজিব সরকারের কাছে রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল সম্পর্কে হিসাব নেওয়ার দাবী করেন।

নিরপেক্ষ নয়

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ভাষণে অভিযোগ করেন যে, বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ বলে দাবী করলেও টেলিভিশনের পর্দায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ প্রচারের সময় পক্ষপাতিত্ব করা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ঢাকার চক বাজার, লালবাগ প্রভৃতি এলাকায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হলেও টেলিভিশন সেসব সভার কোন প্রচার করেননি, কিন্তু জনাব নূরুল আমিনের ছোট সভা টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, টেলিভিশন সংবাদে জামাতে ইসলামকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। শেখ মুজিব এই ধরনের পক্ষপাতমূলক কাজের জন্য টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন।

বাংলা দেশের দুঃখ

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বাংলার মীরজাফর ও জগৎশেঠের গোষ্ঠিকে নির্মূল করা হবে। কারণ বাংলা দেশের দুঃখের জন্য এরাই দায়ী এবং এদের নির্মূল না করে জনগণের দাবী আদায় করা সম্ভব নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে জনাব নূরুল আমিন, জনাব আতাউর রহমান খান এবং জনাব আবদুস সালাম খানের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জনাব নূরুল আমিন তাঁর সময়ে জুলুম চালিয়েছিলেন এবং জনাব আতাউর রহমান খান ও আবদুস সালাম খান আইয়ুবের কাছে মাফ চেয়ে বেচেছিলেন।

নির্বাচনে আসুন

শেখ মুজিবর রহমান মওলানা ভাসানীর প্রতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি "বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি" না করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, জনগণ যদি আপনাকে নেতা মানে, আমরাও আপনাকে নেতা বলে মানবো।

জয় বাংলা

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে 'বাংলা দেশ' ও 'জয় বাংলা' প্রসঙ্গে বলেন যে, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান যেমন থাকবে, তেমনি বাংলা দেশ বাংলা দেশই থাকবে। জয় বাংলা শ্লোগান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, "আমরা জয় সিন্ধু, জয় পাঞ্জাব, জয় বেলুচিস্তান, জয় সীমান্ত এবং জয় পাকিস্তান বলবো।" তিনি বলেন, "জয় মানে, আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবো"। এতে ইসলাম ধ্বংস হবার কোন কারণ নেই।

কোহিনুর কোপানী সম্পর্কে তদন্ত

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ভাষণদানকালে অভিযোগ করেন যে, কোহিনূর কোম্পানীকে প্রদেশ থেকে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭শ' ৫০ টাকার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাবান তৈরীর জন্যে ৬০ লক্ষ টাকার নারকেল তেল আমদানির লাইসেন্স রয়েছে। তিনি এই লাইসেন্স ঠিকমত ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, তা তদন্ত করার দাবী করেন।

দলীয় ঘোষণা

দলের ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, শ্রমিকদের প্রত্যেককে কারখানার অংশীদার করা হবে এবং ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী এবং পাট ও তুলা ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে।

ভাষণদানকালে শেখ মুজিব অবিলম্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, লবণকর প্রত্যাহার এবং বুড়ীগঙ্গা ও যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বন সম্পদ রক্ষা, রূপপুরে আণবিক প্রকল্প ও জামালপুর কয়লা খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করেন।

আওয়ামী লীগ তহবিল

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন যে, আওয়ামী লীগের টাকা-পয়সা নেই। তিনি ময়দানের বিভিন্ন স্থানে যে 'টিন' রাখা আছে তার মধ্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করার জন্যে সভায় উপস্থিত সকলের প্রতি আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, জনসাধারণ যা সাহায্য করবেন, 'তাই হবে আওয়ামী লীগের তহবিল' এবং এই তহবিল দিয়ে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করে যাবে।

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে মোহাজেরদের মোহাজের নাম পরিত্যাগ করে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে যেতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, বাইশ বছর পরে আর কেউ মোহাজের থাকে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান ভাষণে বলেন যে, তাঁর দল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে বেশী ব্যস্ত নয়। আসন্ন নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নয়, এটা হবে গণভোট।

পরিশেষে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, গতকাল রবিবার থেকে তিনি নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করলেন।

পূর্বদেশ

৮ই জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

ঢাকা, ৭ই জুন।–গতকাল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পরে গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিচে দেয়া হলো:

(১) ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্যে আওয়ামী লীগ নতুন উদ্যমে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

(২) জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক সরাসরিভাবে নির্বাচিত সার্বভৌম পরিষদ গঠনই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য এবং সেই পরিষদই হবে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম।

রাজনৈতিক প্রস্তাবে আইনগত কাঠামোর অগণতান্ত্রিক বিধানসমূহ ব্যাখ্যা ও তা সংশোধনের দাবী জ্ঞাপন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবে গত আন্দোলনের শহীদদের প্রতি, জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও হায়দর বখশ জাতোই-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতাদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফ, গত আন্দোলনের শহীদদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দান, পোস্তগোলা-আদমজীনগর-খুলনায় পরিচালিত নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ, সাংবাদিক দলন বন্ধকরণ, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিসমূহের তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ ও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ, টিভি বেতার প্রভৃতি সরকারী প্রচারান্তে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিধিনিষেধ আরোপে উদ্বেগ, প্রেস ট্রাস্ট বিলোপ ও কতিপয় পত্রিকা ও বার্তা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়।

এছাড়া ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার নিন্দা, সৈন্য প্রত্যাহার, ভারতে মুসলিম নিবন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ ও ভারত সরকারের প্রতি এই নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপরাপর প্রস্তাবে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাবে উদ্বেগ ও খাদ্য সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ কায়েম, রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন, চিঠিপত্র সেন্সর ও টেলিফোন ট্যাপ করার মতো অসভ্য ও অগণতান্ত্রিক কাজ অবিলম্বে বন্ধকরণ, তৃতীয় পরিকল্পনার ঘাটতিপূরণ এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনের দায়িত্ব ভবিষ্যত পরিষদের হাতে অর্পণের আহ্বান জানানো হয়। এক প্রস্তাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক পয়গাম

৮ই জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অধিবেশনে শেখ মুজিব : প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এই মর্মে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্বের উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হইলে উহা এক সমস্যাসহ পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে।

গতকল্য (শনিবার) ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন 'আমরা পরিষ্কারভাবে

জানাইয়া দিতে চাই যে জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব অথবা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর কোন বিধিনিষেধ অরোপই বরদাশত করিবে না'।

আওয়ামী লীগ প্রধান জাতির বর্তমান সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাহার দল বিশ্বাস করে যে, জনগণের হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করা হইলে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশে খাঁটি ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র আসিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি আইনগত কাঠামোর সংশোধনের পরামর্শ দেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন আমাদের শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের চাপ অপ্রতিরোধ্য।

তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে দায়ী করেন।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা হয়তো ইহাই শেষ। আমরা এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইলে জাতি এক সংকটে পতিত হইবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো ব্যতীত পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটের জনগণ একত্রে একটি জাতি হিসাবে বসবাস করিতে পারে না।

তিনি উল্লেখ করেন যে ৬-দফা কর্মসূচীর মধ্যে ফেডারেল পদ্ধতি ভিত্তিক পরিকল্পনা দান করিয়া আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করিবার প্রস্তাব দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে ৬-দফা কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং ইহার মধ্যে জনগণের অর্থনীতিকে মজবুত করিয়া তোলার সুযোগ দান। তিনি উল্লেখ করেন যে ঠিক অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনগণও তাহাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলার সুযোগ লাভ করিবে।

শেখ মুজিবর রহমান গণসংগ্রামে নিহতদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা সংগ্রাম অব্যাহত রাখিব। কোন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আমাদের বাধা দান করিলে সব শক্তি দিয়া তাহাদের প্রতিহত করিব। তিনি বলেন এই গণ সংগ্রাম একটি বিপ্লবে রূপলাভ করিবে এবং ইহার জন্য আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি। তিনি বলেন জনগণ আর তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে চায় না।

তাহারা নিজেদের আশা-আকাংখা হইতেও দূরে থাকিতে ইচ্ছুক নয়। তিনি বলেন, বিগত আন্দোলনে তাহারা অধিকার আদায়ের জন্য রক্ত দিয়াছে।

এবং ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যাহারা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দানে প্রস্তুত রহিয়াছে কোন প্রকারেই তাহাদের প্রতিহত করা যাইবেনা। তিনি গণআন্দোলনে শান্তি ও শৃংখলার উত্তর বহু গুরুত্ব দিন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে তিনি তাহাদেরও সমালোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম

৮ই জুন ১৯৭০

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করিবে না:
রেসকোর্স ময়দানের গণজমায়েতে শেখ মুজিবের ভাষণ:
শোষণমুক্ত কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) ঢাকায় ঘোষণা করেন যে, তাহার দল ৬-দফা ও ১১-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে শোষণমুক্ত কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর এবং প্রয়োজন বোধে এই জন্য তাহারা রক্ত দিতেও প্রস্তুত।

প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করিয়া রেসকোর্স ময়দানে সমবেত বিপুল সংখ্যক শ্রোতার উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব ইহাও সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, আওয়ামী লীগ অপর কোন রাজনৈতিক দলের সহিত ঐক্য জোট গঠন করিবেনা। এই প্রসঙ্গে তিনি তাহার পূর্বেকার উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, তাহার দল নেতৃত্বের ঐক্যে বিশ্বাসী নহে, জনতার ঐক্যে বিশ্বাসী। বৃষ্টিপাতের জন্য সভায় সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ব্যতীত আর কোন নেতা বক্তৃতা করেন নাই। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বলেন যে, বহু রক্তের বিনিময়ে জনগণ তাহাদের ভোটের অধিকার লাভ করিয়াছে। কাজেই জনগণের এই অধিকার নস্যাৎ করার যে কোন ষড়যন্ত্রই প্রতিহত করা হইবে বলিয়া তিনি হুশিয়ার করিয়া দেন।

সভার প্রারম্ভে শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন হইতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়।

জনসভায় শেখ মুজিব এরূপ ৮৪ জন শহীদের নাম পাঠ করিয়া শোনান। মনোরম ভাবে সহিত সভা মঞ্চে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন আমাদের এই সময়ের ইতিহাস বড় দুঃখের ইতিহাস। ইহাকে তিনি ষড়যন্ত্র, জেল জুলুম নির্যাতন দুর্নীতি ও আর্তনাদের ইতিহাস বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

তিনি দেশ হইতে ষড়যন্ত্রের এই রাজনৈতিক উৎখাত করার আওয়ামী লীগের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন।

শেখ মুজিব ষড়যন্ত্র কারীদের হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন "তোমরা আর আগুন লইয়া খেলা করিও না, তোমাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে।" তিনি বলেন বন্দুক কামান দিয়া দেশ শাসন করা যায় না–দেশ শাসন–করিতে হইলে চাই দেশবাসীর প্রতি মায়া স্নেহ।

আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বলেন, আমরা এমন শাসনতন্ত্র চাই যে শাসনতন্ত্র এদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রণয়ন করিবেন।

৯০ মিনিটকাল স্থায়ী বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব চৌধুরী মোহমদ আলী, মওলানা মওদুদী, নবাবজাদা নসরুল্লা খান, জনাব কাইউম খান, জনাব সবুর খান, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, জনাব নুরুল আমীন, জনাব আতাউর রহমান, জনাব আবদুস সালাম খান, অধ্যাপক গোলাম আজম প্রমুখ নেতার তীব্র সমালোচনা করেন।

অধ্যাপক গোলাম আজমের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, '৬ মাস মাষ্টারী করিয়াই তিনি অধ্যাপক হইয়াছেন।' অধ্যাপক গোলাম আজমের সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 'আজম সাহেব, ক্ষমতা থাকে ত আমার বিরুদ্ধে আর একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করিতে পারেন কিন্তু মনে রাখিবেন আপনারা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন দেশে সামরিক আইন না থাকিলে উড়ো জাহাজে করিয়া আপনাদেরকে দেশান্তর প্রেরণ করা হইত।' তিনি প্রশ্ন করেন, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সময় ইসলামের ঠিকাদাররা কোথায় ছিলেন' চান্দেরা আমার। শেখ মুজিব জামায়াতে ইসলামকে 'মওদুদীর জামাত' বলিয়া আখ্যায়িত করেন এবং তাহার দলকে ডাইনীর দল বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি চতুর্থ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার কোন কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান 'কেয়ার টেকার' সরকারের চতুর্থ-পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন অধিকার নাই।

শেখ মুজিব বলেন, জনগণের সরকার কায়েম হইলে এই চতুর্থ পরিকল্পনা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ব্যাঙ্ক, বীমা জাতীয়করণ করিয়া শোষণের চাবি কাঠি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাহার দল ক্ষমতায় গেলে মেনিফেষ্টো অনুযায়ী কলকারখানার শ্রমিকদের মালিকানার অংশ দেওয়া হইবে।

তিনি লবণ কর প্রত্যাহার সুন্দরবন মধুপুর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বন এলাকাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব টেলিভিসনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করিয়া অভিযোগ করেন যে, রাজনৈতিক সভা সমিতির প্রচারনার ব্যাপারে ইহা পক্ষপাতিকে পরিচয় দিয়া আসিতেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি প্রদেশের কোন কোন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর পক্ষপাতিত্ব মূলক মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। শেখ মুজিবর রহমান গভীর ক্ষোভের সহিত বলেন, বাংলায় দুঃখ দুর্দশার জন্য বাংলার মীর জাফররাই দায়ী। তাহাদের খতম করিতে না পারিলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেও জনগণের দাবী পূরণ করা যাইবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন গত ২২ বছরে কয় মাস আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল বাকী সারা জীবনই উজানে নৌকা বাহিয়াছেন তবু বেইমানের কাছে মাথা নত করে নাই। শেখ মুজিব বলেন বাংলার গরীব আর পাঞ্জাবের গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক জায়গীরদার, জমিদার, নবাবজাদা মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার জন্য তথাকার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে, এই সংগ্রামে জাগ্রত বাংলা জনগণ তাহাদের কাধে কাধ মিলাইয়া আগাইয়া যাইবে।

তিনি বলেন পাঞ্জাব পাঞ্জাবই থাকিবে সিন্ধু সিন্ধুই থাকিবে বেলুচিস্তান বেলুচিস্তানী থাকিবে বাংলা বাংলাই থাকিবে। আমরা বলিয়া জয় সিন্ধু জয় পাঞ্জাব জয় বেলুচিস্তান বলিব জয় পাকিস্তান। শেখ মুজিবুর রহমান তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে কনভেনশন লীগের তিন কোটি টাকা বাজেয়াফত করণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তহবিল সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে শেখ মুজিবর রহমান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি মনে আগুন অথবা তুষের আগুন জ্বালাইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে তিনি যেন নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন গণ্ডগোল না করেন। শেখ মুজিব তাহাকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া বলেন জনগণ যদি তাহাকে মানিয়া নেন তাহা হইলেও তিনিও মানিয়া নিবেন। শেখ মুজিব শেষে বলেন, মওলানা সাহেব বুজর্গ মানুষী ইহার বেশী বলিবার আর কিছুই নাই।

সভায় শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত নেতৃবৃন্দকে শ্রোতাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে আওয়ামী লীগ সরকারই ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

পোস্তগোলা, আদমজী, খুলনায় শ্রমিক অসন্তোষ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব পোস্তগোলা ও খুলনা শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন এবং মিলসমূহ বন্ধ না করিয়া অবিলম্বে পুনরায় চালু করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প অতিসত্বর বাস্তবায়নের দাবী জানান।

তিনি সাংবাদিক নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন এবং শিক্ষকদের দাবী মানিয়া নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বাস্তুহারা ও মোহাজেরদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্যও দাবী জানান।

বক্তৃতায় শেষ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান গ্রামে গ্রামে আনাছে কানাচে ৬ দফা, ১১ দফা ভিত্তিক দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে ২৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

The Pakistan Observer

9th June, 1970

Amena Begum criticises AL leaders

From our Correspondent

KHULNA, June 8:–Mrs. Amena Begum, former Acting Secretary of East Pakistan Awami League and now an NPL leader has bitterly criticised the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman and said that be betrayed the cause of East Pakistan by accepting the Legal Framework Order in violation of the basic principles of Six Point at local Municipal park yesterday.

Replying to criticism of Awami League chief in the recent council session of Awami League Dacca against her, Mrs Amena Begum said that she was the only person who defying the pressure of the then government openly came out to serve the cause of Awami League and the Six Point programme. Despite the fact that her husband lost his job and suffered immensely under the stream roller of the then government she moved nooks and corners of the country to propagate the message of Awami League and its Six Point programme and time led the party single-handed in those difficult periods.

Mentioning certain incidenta of those difficult days she disclosed that Mr. Nazrul Islam of Mymensingh who was the Acting President of Awami League when Sheikh Mujib went to jail on Agartala case had refused to call a meeting of the working committee of the Awami League in apprehension of being arrested and involved in the Agartala case. She said that on June 7, 1966 when a hartal was called throughout the province in support of Six Point programme Mr. Nazrul Islam attended the court at Mymensingh as usual and allegedly told the Deputy Commissioner of Mymensingh that he had no connection with the movement of Awami League.

She said that Mr. Quamruzzaman who is now championing the cause of Awami League also refused to preside over one of the meetings of Awami League committee in fear of the then Government. It is an irony of fate that these leaders are now championing the cause of Six Point programme and are being praised by their party chief. She said that Awami League and its leaders were dreaming to go into power and for that they were even prepared to sacrifice the Six Point programme.

She added that its leader was as much sure about winning the general election that he already formed a shadow ministry under his Prime Ministership. Mrs. Amena Begum said that when she resigned from Awami League some Awami League leaders approached her and requested her to stay in the party as the party chief had agreed to include her in the so-called ministry.

Despite occasional rains a large number of people were in the meeting which was held under the auspices of Khulna District NPL. It was addressed among others by NPL chief Ataur Rahman Khan, Mr. Oli Ahad, Mr. Nurur Rahman and local student leaders including Mr A K A Feroz Noon and Harunoor Rashid, Mr. Abdus Sattar, Advocate and Convenor Khulna District NPL presided over the meeting.

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ই জুন ১৯৭০

এদেশের রাজনীতির বিচার বিশ্লেষণ:

রেসকোর্সের গণসমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান 'মওদুদী জামাতের' উদ্দেশে প্রশ্ন করেন : এক বৎসরে

১১টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের টাকা তোমাদের কোথা হইতে আসে? পাক কোরান স্পর্শ করিয়া অস্বীকার করিতে পার, তোমাদের নেতা ও কর্মীরা নিয়মিত বিরাট অঙ্কের মাসোহারা পান? এ টাকা কাহারা যোগায়? যোগায় সেই শোষকশ্রেণী যাহারা ১২ কোটি মানুষকে শোষণ করিয়া বিত্তের পাহাড় গড়িয়াছে, তাহারাই। এই কারণেই মজলুম মানুষ যখন ইনসাফ চাহিয়া আগাইয়া আসে, তখনই তোমাদের 'ইসলাম' বিপন্ন হয়। এই কারণেই মজলুমদের হইয়া ইন্‌সাফের পক্ষে তোমরা কথা বলো না–বলিতে পার না। কারণ আমাদের অজানা নয়। গরীবের পক্ষে ইনসাফের কথা বলিলে তোমাদের মাসোহারা যে বন্ধ হইয়া যায়।

এ সবই আমরা বুঝি। 'জয়বাংলা' শ্লোগানের সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলা ও বাঙালীর পরাজয় ঘটাইয়া শোষণের যাঁতাকল যারা অব্যাহত রাখিতে চান, কেবল তাঁরাই 'জয় বাংলা' শ্লোগানে আপত্তি করিতে পারেন। 'যুদ্ধে জয়' বলিতে যাহা বুঝায় 'জয় বাংলাও' সেই অর্থ বহন করে। অতএব জয় কথাতে এত আপত্তি কেন? দেশের বারো কোটি মানুষকে শোষণমুক্ত করার জন্য 'জয়বাংলা' 'জয় সিন্ধু', 'জয় পাঞ্জাব', 'জয় বেলুচিস্তান', 'জয় সরহাদ', 'জয় পাকিস্তান', বলা হইলেই বা আপত্তি উঠিবে কেন? বরং এই শ্লোগানই তো এলাকাওয়ারী শোষণমুক্তির সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষাকবচ। অতএব, এ শ্লোগানের কদর্থ করিয়া মানুষকে আর ধোঁকা দিয়া লাভ কি।

দেশবাসী জানে পূর্ব বাংলাকে যারা গত ২২ বৎসর নির্দয়ভাবে শোষণ করিয়াছে সেই কুখ্যাত ২২টি পরিবার বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করার উদ্দেশ্যে জামাতে ইসলামীর জন্য কোটি কোটি টাকা যোগাইতেছে। এই কায়েমী স্বার্থবাদীদের অর্থের দ্বারা ইহারা বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বই ছাপাইয়া বাংলার গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিতেছে। আর বাংলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া এইসব মীরজাফর আর উমীচাদরা শোষকদের পয়সা খাইয়া অতীতের নিয়মে বাংলার সর্বনাশ করার জন্য আজ আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অত্যচার নির্যাতন আর সমস্যয় সমস্যায় এ দেশের মানুষ যখন জেরবার হইয়া যায়, তখন এইসব ইসলাম দরদীর মুখে কথা ফুটে না। যখনই দেশে নির্বাচনের কথা উঠে বা দেশবাসীর দাবী আদায়ের জন্য বাংলার মানুষ যখনই কোন আন্দোলনে নামিয়াছে, তখনই শোষক শিবিরে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে আর তাহাদের এইসব বশংবদ ও বেতনভুকের দল 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া তুলিয়া ময়দানে নামিয়াছে।

৪র্থ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের কঠোর সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের অধিকার তাঁহার সরকারের নাই। আমরা তাঁহার সরকারকে ৪র্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন না করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। কিন্তু সরকার সে পরামর্শ শোনেন নাই। শোনেন নাই বলিয়াই আজ আমাদের জিজ্ঞাসা, চতুর্থ পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৫৬ ভাগ বরাদ্দ নাই কেন? তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের অংশে যে ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় নাই, সেই টাকা গেল কোথায়? আমরা বলিয়াছিলাম, ৪র্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ১১০০ কোটি টাকা আগে ব্যয় করুন। তাহা করেন নাই। শেখ মুজিব তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন: নির্বাচিত সরকার আসিয়া বর্তমান সরকারের দেওয়া চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা বাতিল করিয়া আমাদের প্রতিশ্রুতি নয়া সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন।

পূর্ব বাংলার সমস্যাবলী

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ আজ সরকারী বিভিন্ন গণবিমুখী নীতির কবলে পড়িয়া যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন, সরকারীর নীতির ফলে পূর্ব বাংলার স্বর্ণ আঁশ পাট আজ প্রায় শেষ হইয়াছে। চাষীদের স্বার্থের বিনিময়েই আজ পাট অর্থনীতির নামে একটা মিথ্যা ঠাট-ঠমক বজায় রাখা হইয়াছে। অথচ পাটই হইতেছে পূর্ব বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। পাট ও পাটচাষীদের রক্ষার জন্য আওয়ামী লীগ পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করিয়াছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করিয়া আমরা দেখাইতে চাই যে, ইচ্ছা থাকিলে চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলার বাণিজ্য জাতীয়করণ করিয়াও পশ্চিম পাকিস্তানী চাষীদের রক্ষা করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আখচাষীদের দুর্ভোগের বিবরণ দিয়া বলেন, আখচাষীদের ভাগ্য নিয়া সরকার একটা তামাশা শুরু করিয়াছেন। চাষীদের আখ নিয়া চিনির কলে যাইতে হয়। কিন্তু গেলেই নিস্তার নাই। মিলওয়ালারা আখ ক্রয় করে না। অতিরিক্ত আখ লইয়া চাষীরা কি করিবে? আইন করিয়া আখী গুড় বানানো নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। আমার উৎপন্ন আখে আমি গুড় বানাইতে পারিব না এই ধরনের জুলুম আর বরদাশত করা যায় না। অবিলম্বে আখচাষীদের আখের ন্যায্য মূল্য দান ও তাদের উপর আরোপিত বিভিন্ন বাধানিষেধ প্রত্যাহারের জন্য আমি সরকারের নিকট জোর দাবি জানাইতেছি।

১০ লক্ষ লবণ চাষীর দুরবস্থা

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলাঞ্চলের ১০ লক্ষ লবণচাষীর বিধ্বস্ত জীবনের এক করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়া আওয়ামী লীগের প্রধান বলেন যে, করাচীর লবণ বাংলায় চালানোর জন্য বাংলার উৎপন্ন আট আনা মণের লবণের উপর আড়াই টাকা শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। শুল্কভারে আজ লবণ শিল্প বিলুপ্তির পথে। আর সঙ্গে সঙ্গে লবণ উৎপাদনকারী ১০ লক্ষ দরিদ্র দিনমজুর বেকার হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এই দশ লক্ষ লবণচাষীকে ধংসের হাত হইতে উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে আমি লবণ-কর প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

বনভূমি প্রসঙ্গে

পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলাঞ্চলের বনভূমি রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলাঞ্চলের বনভূমি-বিশেষ করিয়া সুন্দরবনকে ধ্বংস করা হইতেছে। অথচ সুন্দরবন সমুদ্রের গ্রাস হইতে স্থলভূমিকে রক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে যদি বন কাটা বন্ধ করা না হয়, তবে সমুদ্র মূলভূখণ্ডকে গ্রাস করিতে শুরু করিবে। তিনি বলেন যে, আমি প্রাদেশিক প্রশাসনের উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিয়াছি। সে মহল বলিয়াছেন, দেখিতেছি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে দফা রফা হইয়া যাইবে। তাই অবিলম্বে সুন্দরবন কাটার ইজারা দেওয়া বন্ধ করিয়া সযত্নে উপকূলাঞ্চলের বনভূমি রক্ষা করার জন্য সরকারের কাছে আমি জোর দাবি জানাইতেছি।

কোহিনূর গ্রুপ সম্পর্কে

অনেককে শেষ করিয়া কিভাবে ব্যক্তিকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা হয় তাহার একটি নজির উপস্থাপিত করিয়া শেখ সাহেব বলেন, কোহিনূর গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি শিল্পগোষ্ঠী আছে। তারা নানা ধরনের প্রসাধন প্রস্তুত করে। এই সুবাদে তাদের ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৫০ টাকার আমদানী লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই বিপুল পরিমাণ টাকার দ্রব্য তারা আমদানী করে কিনা, আমদানী করিলে তার দ্বারা তারা কোন কিছু প্রস্তুত করে কিনা সে সম্পর্কে গণমনে একটা বিরাট সন্দেহ আছে। এই ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য আমি দাবী জানাইতেছি। তিনি বলেন যে, সাবান তৈরীর জন্য নারিকেল তেলের প্রয়োজন পড়ে। ঢাকায় এককালে বিপুল পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হইত আর এই সাবান প্রস্তুতের দ্বারা ঢাকার বহু লোক জীবিকার্জন করিত।

কিন্তু নারিকেল তেলের অভাবে ঢাকায় আর ঢাকাই সাবান প্রস্তুত হয় না। কারণ, কোহিনূর বা তিব্বত কোম্পানীকে ৬০ লক্ষ টাকার নারিকেল তেল আমদানী করিবার একচেটিয়া লাইসেন্স দেওয়া হয়।

দায়ী কর্মচারীদের বিচার হয় না কেন?

পোস্তগোলায় পুলিসের গুলিতে 'শ্রমিক হত্যার' উল্লেখ্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যে কর্মচারীটি পোস্তগোলার নিদারুণ কাণ্ডের জন্য দায়ী আজ পর্যন্ত তার শাস্তি হয় না কেন? পোস্তগোলা ঘটনার জন্য যে সব শ্রমিককে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হইয়াছে অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি দাবি জানান। খুলনায় গ্রেফতারকৃত শ্রমিকনেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্যও তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বড় কর্তাদের কারবার জানি

পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক ছাত্রদের রক্তের বিনিময়ে ইডেন বিল্ডিং এ আজ যারা বড় পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাদের প্রসঙ্গ টানিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, এই সব বড় মিয়া আমাদের বুকের রক্তর বিনিময়ে পদোন্নতির সোপান লাফাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেশ আশা করিয়াছিল তাহারা দেশবাসীর খেদমত করিবে। কিন্তু প্রশাসক হিসাবে আজ তারা যা সব করিতেছেন, আমরা সে সবের খবর রাখি। যে রক্ত দিয়া তাদেরকে উচ্চাসনে আসীন করা হইয়াছিল সেই রক্ত দিয়াই আবার তাদের সমুচিত শাস্তিবিধানও করা হইবে।

নিরপেক্ষতা না পক্ষপাতিত্ব?

বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে সব অফিসের বড় বড় পদ পাইয়াছেন, তাহারাই এক্ষণে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে সিরাজগঞ্জের ঘটনার উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যে কাইয়ুম খান দুই দুইবার আইয়ুব খানের নিকট মাফ চাহিয়াছিলেন, সেই কাইয়ুম খানের লোকেরা সিরাজগঞ্জের আওয়ামী লীগের মহকুমা শাখার সভাপতির বাড়ী আক্রমণ করে। খবর পাইয়া আওয়ামী লীগের কর্মীরা পরে কাইয়ুম লীগ অফিস ও কাইয়ুম লীগের সভাপতির বাড়ী আক্রমণ করে। আওয়ামী লীগের পক্ষে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার ফলে যাহাদের গ্রেফতার করা হয়, তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। অপরপক্ষের পাল্টা মামলায় মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও অন্যান্য কর্মী এবং শ্রমিককে সামরিক আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাহাদের

জামিন দেওয়া হয় নাই। অথচ ঘটনার সময় মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডিসি'র সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, কাইয়ুম লীগের লোকেরা প্রথম আক্রমণ করায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা পাল্টা আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। অথচ যাহারা প্রথম আক্রমণ করিয়া, অঘটনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল তাহাদিগকে সামরিক আইনে গ্রেফতার না করিয়া কেবল আওয়ামী লীগের কর্মীদের কেন সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হইল, শেখ মুজিব উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, যে সব বড় বড় অফিসার এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের জন্য দায়ী, তাহাদিগকে কি করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিতে হয় তা জনসাধারণের জানা আছে।

ষড়যন্ত্রকারীরা সাবধান!

গণসমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, "জনগণের পক্ষ হইতে আমি ষড়যন্ত্রকারীদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতে চাই, আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। ষড়যন্ত্র বরদাশত করিতে আমরা রাজী নই–প্রয়োজন বোধে মৃত্যুকে বুক পাতিয়া নিব। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করিব না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে এই ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান, তাঁহার হত্যার ব্যাপারে তদন্তকারী এবং ডাঃ খান সাহেবও প্রাণ হারাইয়াছেন, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা অন্তরীণাবদ্ধ হইয়াছেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিদেশে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়া আমার কণ্ঠস্তব্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে। তিনি বলেন, গরীবের রক্ত চুষিয়া খাওয়ার বিরুদ্ধে যাহারাই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, যাহারাই জনগণের পক্ষ হইয়া কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদেরই কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য জেল-জুলুম ও গুলী চালান হইয়াছে। তিনি বলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বর্তমান পর্যায়ে নির্বাচন বানচালের জন্য মীরপুরে দাঙ্গা বাধান হইয়াছে, পোস্তগোলা ও খুলনায় শ্রমিক হত্যা করা হইয়াছে, আদমজী মিল বন্ধ করা হইয়াছে এবং ছাত্র শ্রমিক ও রাজনীতিক কর্মীদের নির্বিচারে জেলে পাঠান হইতেছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আর নয়–এবার ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান চাই।" তিনি সংশ্লিষ্ট মহলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া

বলেন, যদি কেহ ষড়যন্ত্র করিয়া নির্বাচন বানচালের মাধ্যমে একনায়কত্ব কায়েম করিতে চায়, তাহাকে আইয়ুব-মোনেমের চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির মোকাবিলা করিতে হইবে যে দেশের মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিতে শিখিয়াছে সেখানে আর যাই চলুক একনায়কত্ব চলিতে পারে না।

আজ আর মোহাজের নয়

আওয়ামী লীগ প্রধান মোহাজেরদের উদ্দেশে বলেন যে, ২২ বৎসর পর আর এই দেশে কেহ মোহাজের থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, এখন সবাই আমরা এক। আপনারা আমাদের ভাই এবং আমরা আপনাদের ভাই। তিনি মোহাজেরগণকে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত একাত্ম হইয়া যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা সবাই বাংলা দেশে বাস করি। অতএব সকলেই আমরা বাঙ্গালী।

সামনে বিরাট পরীক্ষা

শেখ সাহেব বলেন, উদ্দেশ্য করিয়া নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া আজ আপনাদের সামনে এক বিরাট পরীক্ষা সমুপস্থিত। জনসমুদ্রকে তিনি প্রশ্ন করেন, আপনারা মানুষের মত বাঁচিতে চান কিনা? পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক আপনারা হইতে চান কিনা? আপনারা দেশের কৃষক-মজুরের রাজ কায়েম করিতে চান কিনা? ৬ দফার ভিত্তিতে আপনারা আপনারা স্বায়ত্তশাসন কায়েম করিতে চান কিনা? আগামী নির্বাচনে আপনাদের এইসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হইবে। শেখ সাহেবের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বিপুল জনসমুদ্র এককণ্ঠে চাই চাই বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিতে থাকে।

তিনি জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আপনাদের ভোটাধিকার আপোষে আসে নাই। আইয়ুব এ অধিকার হরণ করিয়াছিল স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। শহীদদের রক্তের বিনিময়েই আপনারা হারানো ভোটাধিকার ফিরিয়া পাইয়াছেন। অতএব আগামী নির্বাচনে সুপাত্রে ভোট প্রদান করিয়াই শোষকদের হাত হইতে আপনাদের অব্যাহতি পাইতে হইবে।

কি পাইয়াছি?

শেখ সাহেব বিশাল জনসমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, গত ২২ বৎসরে আপনারা কি পাইয়াছেন? স্তব্ধ মানুষের কণ্ঠ হইতে জবাব কাড়িয়া লইয়া শেখ সাহেব বলেন, গত ২২ বৎসরে আপনারা উপবাস করিয়াছেন, অত্যাচারিত হইয়াছেন, গৃহহারা হইয়াছেন, গুলী খাইয়াছেন, শোষিত হইয়াছেন আর প্রতিনিয়ত বুকফাটা হাহাকার আর আর্তনাদে প্রত্যেকটি মানুষ ফাটিয়া পড়িয়াছে। অথচ এই জন্য আমরা পাকিস্তান আনি নাই। আপনারা সুখী

হইবেন, সমৃদ্ধিশালী হইবেন, সেজন্যই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছিল। অথচ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, আপনাদের গায়ে আজ কাপড় নাই কেন? আপনাদের পেটে আজ অন্ন নাই কেন? গ্রামে গ্রামে প্রতিনিয়ত হাহাকার কেন? জেলে আর জেলেই বা আমাদের জীবন ও যৌবন কাটাইতে হইল কেন? আওয়ামী লীগ প্রধান প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়িয়া মারিয়া জিজ্ঞাসা করেন আপনারা খবর রাখেন কি যে, এই দেশে শেরে বাংলা ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতারাও অপমানিত হইয়াছেন? ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারকে খতম করিয়া দিয়া যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলাকে স্বগৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল? যাঁকে বাদ দিয়া পাকিস্তানই হইত না সেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়, যার পরিণতিতে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং অকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাজনৈতিক দলের তহবিল প্রসঙ্গে

রাজনৈতিক দলের তহবিল পরীক্ষা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রধান বলেন, কেহ কেহ রাজনৈতিক দলের হিসাব পরীক্ষার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। প্রশ্ন আমারও এ ব্যাপারে আমার বা আমার দলের কোন আপত্তি নাই। তবে এ সম্পর্কে তিনি তাঁহার কিছু জিজ্ঞাসা আছে বলিয়া জানান। কনভেনশন মুসলিম লীগের তহবিলে যে তিন কোটি টাকা আছে সে টাকা আজ পর্যন্তও বাজেয়াফত করা হইতেছেনা কেন? এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কনভেনশন মুসলিম লীগ পাইল কোথা হইতে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছেনা কেন?

চামড়া দিয়া

জামাতে ইসলামীর তহবিল সংগ্রহের কায়দা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, কোরবানীর গরু-বকরির চামড়ার পয়সা গরীবের হক। এতকাল কোরবানীর চামড়া সলিমুল্লাহ ও ইসলাম মিশন এতিমখানার এতিমদের ব্যয় নির্বাহ হইত। কিন্তু আজ এইসব এতিমখানার এতিমরা সে হক হইতে বঞ্চিত। জামাতে ইসলামী বর্তমানে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর জন্য পোষ্টার বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ঘরে ঘরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী পাঠাইয়া কোরবানীর পশুর চামড়াগুলি হজম করিতেছেন।

দেখুন না আগুন দিয়া

জামাতে ইসলামী ও তাহাদের দোসরদের তথাকথিত ইসলাম প্রীতির জবাবে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার প্রতিজন মুসলমান ধর্মভীরু। এখানে ইসলাম রক্ষার জন্য ভাড়াটিয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বলেন যে, গত ২২ বছর

যে স্বল্প কয়দিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল সে সময়ে আলীয়া মাদ্রাসার জন্য কত লক্ষ টাকা মঞ্জুরী করা হয় সে কথা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা। আলীয়া মাদ্রাসা মওদুদী-জামাত করে নাই, আমরা করিয়াছি। জামাতে ইসলামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি বলেন যে, আমাদের ইসলাম আমরাই রক্ষা করিব। আমার সামনে কেহ কোন মসজিদে আগুন দিয়া দেখুন না সে মসজিদ রক্ষার জন্য মাওলানা মওদুদীর আগে আমিই শহীদ হইব।

কি কি চাই

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুতর সমস্যাবলীর উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য এবং প্রাদেশিক রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সাধনের জন্য অবিলম্বে যমুনার উপর পুল নির্মাণের দাবী জানান। রূপপুর আণবিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর টালবাহানা না করিয়া অবিলম্বে রূপপুরের কাজ শুরু করার জন্য তিনি সরকারের কাছে জোর দাবী জানান। জামালগঞ্জের কয়লা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জামালগঞ্জের কয়লা পাকিস্তানের এক শতাব্দীর চাহিদা মিটিবে। অথচ এই কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে সরকার অজুহাতের পর অজুহাত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমরা আর কোন অজুহাত শুনতে রাজি না। অবিলম্বে জামালগঞ্জের কয়লা উত্তোলনের জন্য আমি সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি। বুড়ীগঙ্গার উপর পুল নির্মাণ করিয়া ঢাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবী মানিয়া নেওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। যুদ্ধের পর শত্রু সম্পত্তি হিসাবে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী এখতিয়ারে আনা হইয়াছে সেগুলিতে অবিলম্বে শ্রমিকদের শেয়ার দানের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ভারতের দাঙ্গা

ভারতে মুসলিম নিধন যজ্ঞের তীব্র নিন্দা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ইন্দিরা সরকার যদি সভ্য সরকার হয় তবে অবিলম্বে ভারতে আর যেন দাঙ্গা না হয় সেজন্য সার্বিক ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ জানাইতেছি। ভারতীয় দাঙ্গার মুখেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়াছেন সেজন্য তিনি সবাইকে মোবারকবাদ জানান। তিনি সচেতন নাগরিকদের শত উস্কানির মুখেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি সংশ্লিষ্ট মহলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চক্রান্ত চলিতেছে। আমি বিশ্বাস করি এদেশের সচেতন নাগরিকরা এই সব উস্কানির মুখে শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিবে না, তারা সর্বশক্তি দিয়া এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করিবে।

বাংলার ইহুদি

ইসলামের তথাকথিত একনিষ্ঠ সেবক মওলানা মওদুদী রাজনৈতিক কারণে ধর্মীয় মতাদর্শকে যেভাবে ব্যবহার করিতেছে তাঁর ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কে শেখ সাহেব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ এ পরিণামের কথা আঁচ করিতে পারিয়া আজ বলিতে শুরু করিয়াছেন "একশত ইহুদী মওলানা মওদুদী"। আমি অবশ্য একথা বলিনা। "বাংলার ইহুদী মওলানা মওদুদী"।

ভাসানীর প্রতি

পিকিং পন্থী ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীকে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার আহ্বান জানাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, মওলানা সাহেব বুজুরগ ব্যক্তি। দেশবাসী যদি তাঁহাকে নেতা বলিয়া বরণ করিয়া নেয় তবে আমরাও সবিনয়ে তা স্বীকার করিব। দেশে গোলযোপ সৃষ্টি না করিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে দেশবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

শোষণের চাবি ভাঙ্গিব

আওয়ামী লীগ প্রধান দেশবাসীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশবাসীর দাবি আদায়ের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষমতার বাহিরে থাকিয়াও দাবী আদায় করা যায়। আওয়ামী লীগ তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। আপনারা দেখিয়াছেন, ব্যাপক গণ-আন্দোলনের দ্বারা স্বৈরাচারী সরকারের 'উন্নত' মাথাকেও কিভাবে অবনত করান যায়। তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, দেশবাসীর হৃত ভোটাধিকার আদায় হইয়াছে। সংগ্রামের মাধ্যমে এক ইউনিট ভাঙ্গিবার জন্য আমাদিগকে ক্ষমতায় যাইতে হয় নাই। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বও আমরা সংগ্রামের মাধ্যমেই আদায় করিয়াছি। ভূমি রাজস্ব না হইলে সরকার চলিবে না বলিয়া যারা প্রচার করিতেছেন তাহারাই আজ নাকি ৯ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করিতেছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় গিয়া হোক আর না গিয়াই হোক জনগণের দাবী আদায়ই আওয়ামী লীগের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আদায় যদি ক্ষমতার বাহিরে থাকিয়াই হয়, ক্ষতি কি। তবে এ কথা সত্য যে, কায়েমী স্বার্থবাদের শোষণের চাবিটি আমরা ভাঙ্গিবই।

টেলিভিশন

টেলিভিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, কোন কোন নেতার ৩শত লোকের বিরাট জনসভা দৃশ্য দেখাইবার জন্য টেলিভিশনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করা হইলেও আওয়ামী লীগের লক্ষ লোকের জনসভার প্রচার তাঁরা করেন না। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক দুইটি নজির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তিনি সম্প্রতি বংশাল ও চক বাজারে দুইটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিলেও সেগুলির দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় স্থান পায় নাই। অথচ সম্প্রতি আর একজন নেতা যখন চকবাজারে তিন শত লোকের জনসভায় বক্তৃতা করেন তার ফলাও প্রচার ঠিকই করা হইল। তিনি অভিযোগ করেন যে, বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ জামাতে ইসলামীর প্রতিই সবিশেষ অনুরক্ত। ইহার কারণ কি? তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া টেলিভিশনের এই বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে কোরআন তেলোয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ মোবারক। রেসকোর্সের জনসভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সন্দ্বীপের চারণ কবি শফিউল্লাহ ও নোয়াখালীর দেলোয়ার হোসেন।

সভা শেষে ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ জনতায় সয়লাব হইয়া যায়। জনতা আনন্দমুখর পরিবেশে শোভাযাত্রা সহকারে দলে দলে বাড়ী ফিরিয়া যায়। রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথে জনসভায় যোগদানকারীদের বাড়ী প্রত্যবর্তনরত দেখা যায়।

Morning News

June 9, 1970

Mujib leaves for Rangpur on June 18

Sheikh Mujibur Rahman, chief of Awami League, will leave for a visit to Rangpur district on June 18. He will address public meetings at Gaibandha on June 19, at Nageshwari on June 20 and at Kurigram on June 21. He will leave Rangpur for Dacca in the small hours of June 22, says an AL Press release.

পূর্বদেশ

৯ই জুন ১৯৭০

রেসকোর্স ময়দানে জনসভার প্রস্তাব :
আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবী

[গত রোববার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিবরণ গতকালকের 'পূর্বদেশ'এ ছাপা হয়েছে। আজ প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হলো। বাঃ সঃ পঃ]।

জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবী করা হয়েছে।

অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, "জনগণের প্রতিনিধি কর্তৃক গহীত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ আওয়ামী লীগ বরদাস্ত করবে না।"

সভায় গৃহীত অপর কয়েকটি প্রস্তাবে সকল রাজনৈতিক মামলা, রাজনৈতিক দণ্ডাজ্ঞা, গত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও দণ্ডাজ্ঞা বাতিল, আদমজী জুটমিলসহ সকল কলকারখানা বিলম্বে খোলার দাবী জানানো হয়।

সভায় 'কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা ভংগের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে সকল বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ দাবী, আরবদের উপর ইসরাইলী হামলার এবং ইসরাইলকে সাহায্য করার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের নিন্দা করে এবং 'ভারতে মুসলিম নিধন প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় সরকারের নিন্দা করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।'

এক প্রস্তাবে ইংল্যান্ডে বর্ণবৈষম্যবাদীগণ কর্তৃক পাকিস্তানীদের উপর হামলার নিন্দা করা হয় এবং পাকিস্তানীদের জানমাল রক্ষা ও হামলা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুতর অবনতির কথা উল্লেখ করে অপর কয়েকটি প্রস্তাবে দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা, গ্রামে গ্রামে সংশোধিত রেশন প্রথা চালু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা, রেশনে খাদ্যশস্য সরবরাহ বৃদ্ধি, শ্রমিকদের জন্য পূর্ণ রেশনিং চালু, নিম্ন বেতনভুক্তদের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা, টেষ্ট রিলিফ চালু করা, আখ ও পাটের ন্যায্য মূল্য, দক্ষ অদক্ষ শ্রমিকদের পৃথক বেতনের স্কেল প্রভৃতি দাবী করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে লক আউট ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপর কয়েকটি প্রস্তাবে পূর্বের সকল অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণের জন্যে বাংলা দেশকে পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান, যমুনার উপর এবং হার্ডিঞ্জ ব্রীজ বরাবর চলাচলের জন্যে সড়ক নির্মাণ, বুড়িগঙ্গার উপর সেতু, রূপপুর আণবিক প্রকল্প ও জামালগঞ্জ কয়লা উত্তোলন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ঢাকা-দিনাজপুরে সড়ক, কুষ্টিয়া রাজবাড়ী সড়ক নির্মাণ ত্বরান্বিত করার জন্যে দাবী জানানো হয়।

অপর কয়েকটি প্রস্তাবে যমুনা, গোড়াই এবং অন্যান্য নদীর ভাঙ্গনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় ও প্রদেশের জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যে

বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্যে অবিলম্বে ক্রুগ মিশন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। সেচ ব্যবহার অসুবিধা দূরীকরণ, তামাকের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করতঃ তামাক উৎপাদনকারীদের জন্যে বাজার সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের হয়রানী বন্ধ, সম্প্রতি হস্তান্তরের ব্যবস্থা কার্যকরী ও তাঁদের পুনর্বাসন, সরকারী হুকুমে জমি দখলের ক্ষতিপূরণ প্রদান ত্বরান্বিত, উচ্ছেদকৃতদের বিকল্প ভূমি দান, আইয়ুবী আমলের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যাস বাতিল, প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও কুম্ভিপাতা থেকে বিড়ি প্রস্তুত নিষিদ্ধকরণ অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের জন্যে, এবং প্রদেশের মৎস ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মৎস উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, মাছ ধরার জন্যে জাহাজ ও মৎস বন্দর স্থাপনের জন্যে দাবী জানিয়ে জেলেদের চৌদ্দ দফার দাবী জানিয়ে জেলেদের চৌদ্দ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

দৈনিক পয়গাম
১০ই জুন ১৯৭০
মুজিবের প: পাক সফরের প্রস্তুতি

ঢাকা, ৮ই জুন।-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব সামসুল হক আজ বিকালে রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান কালে তিনি লাহোর ও করাচী সফর করিয়া পার্টি প্রধান শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান সফরসূচীর চূড়ান্ত রূপদান করিবেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাষ্টার খানগুল এবং অন্য তিনজন কাউন্সিলারও আজ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। -এপিপি

দৈনিক পয়গাম
১০ই জুন ১৯৭০
মিসেস আমেনা বেগমের অভিযোগ: শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন

খুলনা, ৮ই জুন।-গতকল্য এখানে অনুষ্ঠিত মিউনিসিপ্যাল পার্কের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক মিসেস আমেনা বেগম আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের তীব্র

সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান আইনগত কাঠামো নির্দেশ গ্রহণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। কারণ আইনগত কাঠামো নির্দেশ আওয়ামী লীগের ৬ দফার লক্ষ্যের পরিপন্থী।

আওয়ামী লীগ প্রধান সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে তাহার যে সমালোচনা করিয়াছেন উহার জবাবে মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরকারের চাপ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী ও আওয়ামী লীগের জন্য নিরলস কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার জন্যই তাহার স্বামীও চাকরী হারাইয়াছেন। তৎকালীন সরকারের নানান ধরনের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি সব রকম ঝুঁকি মাথায় করিয়া দেশের আনাচে কানাচে আওয়ামী লীগের ৬-দফার জন্য সফর করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি বলেন, এই দুর্দিনে আওয়ামী লীগ একমাত্র তাহার নেতৃত্বেই পরিচালিত হইত। এই পর্যায়ে মিসেস বেগম এই দুর্দিনের দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ময়মনসিংহের নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে তখন গ্রেফতার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সহিত জড়িত হইয়া পড়িবেন বলিয়া ভয়ে ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা ডাকার ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন। অথচ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর তখন আগরতলা মামলায় জড়িত হইয়া কারাগারে আটক রহিয়াছেন। মিসেস আমেনা বেগম বলেন, ৬ দফার সমর্থনে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সারা প্রদেশব্যাপী যখন হরতাল আহ্বান করা হয়, তখন জনাব নজরুল ইসলাম স্বাভাবিক ভাবেই ময়মনসিংহ আদালতে হাজির থাকেন এবং আওয়ামী লীগের এই আন্দোলনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনারকে জানান।

তিনি বলেন জনাব কামরুজ্জামান সরকারের ভয়ে তখন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় সভাপতিত্ব করার ব্যাপারে আপত্তি করেন। ভাগ্যের পরিহাস যে, এই সব নেতা এখন ৬ দফার পুরুষ সাজিয়াছেন এবং পার্টি প্রধান আজ তাহাদের প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ও উহার নেতৃবৃন্দ ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর এবং এই জন্য তাহারা ৬ দফা কর্মসূচী উৎসর্গ করার প্রস্তুতিও গ্রহণ করিতেছেন।

মিসেস আমেন বলেন, তাহারা নিশ্চিত হইয়াছেন যে আসন্ন নির্বাচনে তাহারা জয়লাভ করিবেন এবং এজন্য তাহারা একটি ছায়া মন্ত্রিসভাও ইতিমধ্যে গঠন করিবেন। তিনি যখন আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগ করেন

সেই সময় কোন আওয়ামী লীগ নেতা তাহাকে আওয়ামী লীগে অবস্থান করিতে অনুরোধ জানান এবং বলেন যে, পার্টি প্রধান তাহাকে তথাকথিত মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করিতে রাজি আছেন বলিয়া মিসেস আমেনা বেগম উল্লেখ করেন।

খুলনায় ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগের আহ্বানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজাদ
১৩ই জুন ১৯৭০
শেখ মুজিবের লাহোর সফর

লাহোর, ১২ই জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৪ঠা জুলাই লাহোর সফরে আগমন করিবেন। ২৬শে জুন তিনি করাচী আগমনের পর থাট্টা, হায়দ্রাবাদ, দাদু, নওয়াবশাহ, শিকারপুর ও কোয়েটা সফরের পর লাহোর গমন করিবেন।

৪ঠা জুলাই লাহোরে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার এক সম্বর্ধনায় যোগদান করিবেন। ৫ই জুলাই তিনি এক কর্মী সমাবেশে ভাষণ দিবেন। ঐ দিনই তিনি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন ও পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। ৬ই জুলাই শেখ মুজিব পাঞ্জাব ছাত্রলীগ সভাপতি মূনীর কোরেশীর আয়োজিত এক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন।

৭ই জুলাই তিনি পিণ্ডি রওয়ানা হইয়া যাইবেন এবং পথিমধ্যে গুজরানওয়ালা ও গুজরাট সফর করিবেন। পিণ্ডিতে একদিন অবস্থানের পর ৯ই জুলাই তিনি পেশোয়ার যাইবেন। পিণ্ডি ও পেশোয়ারে তিনি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। –পিপিআই

The Pakistan Observer
13th June, 1970
Mujib begins W. Wing tour from June 26
From Our Correspondent

LAHORE, June 12: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman is beginning his tour of West Pakistan from Karachi on June 26. After visiting Karachi, Sind and Baluchistan he will arrive in Lahore on July 4 for a three-day stay in the city.

In Lahore he will address public meeting, Awami League Working Committee meeting, Awami League workers' meeting and two receptions being arranged by Punjab Students' League and

women section of Awami League. He will leave for Rawalpindi on July 7 and address public meetings at Gujranwala and Gujrat on way. After one day stay in Rawalpindi he will reach Peshawar on July 9 to begin his tour of Frontier Province.

আজাদ
১৪ই জুন ১৯৭০
আজ নরসিংদীতে শেখ মুজিবের জনসভা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ নরসিংদীতে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ছাড়াও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা নরসিংদীর সভায় বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম
১৪ই জুন ১৯৭০
সরকারের প্রতি শেখ মুজিবের সুপারিশ:
অভাবগ্রস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত টেষ্ট রিলিফ মঞ্জুর করুন
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান উত্তর বঙ্গের অভাবগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত খাদ্য-শস্য মঞ্জুরের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।

শেখ সাহেব রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের দারুন খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং কিছুসংখ্যক অভাবগ্রস্ত লোককে সাহায্য বিতরণের আওতাভুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ টেষ্ট রিলিফের সংস্থান করার দাবী জানান।

জনসাধারণের দুর্গতিপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব খাজনা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করিয়া কৃষক সাধারণের বিড়ম্বনা বৃদ্ধি না করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

প্রদেশের লবণ শিল্পের অগ্রগতির জন্য তিনি লবণ কর প্রত্যাহার এবং সীমান্ত এলাকায় কুম্ভা পাতার বিড়ি তৈরীর বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়ার দাবী জানান। তিনি বলেন এই বিধি নিষেধের ফলে বহু সংখ্যক লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

২৫শে জুন পর পাক সফর
আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে ১৭ দিন ব্যাপী এক সফরের উদ্দেশ্যে আগামী ২৫শে জুন করাচী গমন করিবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান কালে শেখ মুজিব থাটা, দাদু, নওয়াবশাহ, শিকারপুর কোয়েটা, লাহোর, ইসলামাবাদ, পেশোয়ার ও কোহাট সফর করিবেন।

শেখ মুজিবর রহমানের সহিত জনাব কামরুজ্জামান জনাব জহির উদ্দিন ও প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা জনাব তোফায়েল আহমদও পশ্চিম পাকিস্তান গমন করিবেন।

অদ্য নরসিংদীতে জনসভা
আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রবিবার নরসিংদীতে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা নরসিংদী গমন করিবেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অদ্য (রবিবার) রাত্রেই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

কামরুজ্জামানের খুলনা সফর
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান অদ্য (রবিবার) খুলনা গমন করিবেন। তিনি অদ্য অপরাহ্নে খুলনার এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জনাব মহাসিনও জনাব কামরুজ্জামানের সহিত খুলনা গমন করেন।

আজাদ
১৫ই জুন ১৯৭০
নরসিংদীর বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব:
কোরান ও সুন্নাহর পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করার ওয়াদা
(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

নরসিংদী, ১৪ই জুন।—পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকালে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন, মিথ্যা কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। আমি পুনরায় ওয়াদা করিতেছি, আওয়ামী লীগ কোরান ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করিবেনা। আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মন্ত্রে বিশ্বাসী। আমার সামনে কেহ যদি মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে তাহাকে আমি হত্যা করিতে দ্বিধা বোধ করিবনা।

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন নরসিংদী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোছলেহ উদ্দিন ভূইয়া।

শেখ মুজিব ৬ দফার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে। পাকিস্তান সরকারের যাহা প্রয়োজন তাহাই দেওয়া হইবে–ইহাই ছয় দফার মর্ম্ম কথা। তিনি আরও বলেন যে, এই ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন কায়েম হইলে পাকিস্তান দুই টুকরা হইবে না–পাকিস্তান এক টুকরাই থাকিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত ও দরিদ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে তাহার কিছু বলার নাই। তিনিও তাহাদের কল্যাণ ও আর্থিক উন্নতি কামনা করেন। গত ২৩ বৎসর ধরিয়া যে ২২টি পরিবার পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করিয়াছে কেবল মাত্র তাহাদের বিরুদ্ধেই তাহার সংগ্রাম।

তিনি বলেন যে, শোষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম আজ শ্মশান ও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন দাবীর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতেই চাকুরী এবং জাতীয় সম্পদ বণ্টন করিয়া লইতে চাই।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে চাউলের মণ ৫০ টাকা, প্রতিভরি সোনার দাম ১৬৫ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে চাউলের মণ ২০ টাকা, প্রতি ভরি সোনার দাম ১২৫ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটি রাজধানী নির্ম্মাণ করা হইল। তারবেলা বাধের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থ পাওয়া যাইতেছেনা।

ইহা কোনদিন ইনসাফ হইতে পারেনা।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে কিয়ামত পর্য্যন্ত ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ হইয়া যাইবে এবং শ্রমিকরাই কলকারখানা ও ফ্যাক্টরীর মালিক হইবে।

তিনি মন্তব্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মানবিক অধিকার কায়েম হইবে কিনা আগামী ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে তাহা চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। এই নির্বাচন ক্ষমতা দখল বা সরকার গঠনের নির্বাচন নহে।

তিনি নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্রকে বানচালের উদ্দেশ্যে শান্তি শৃঙ্খলার সহিত কাজ কাজ করিয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব বক্তৃতা প্রসংগে মওলানা মওদুদী, নসরুল্লাহ খান এবং জনাব নুরুল আমিনের বক্তব্য ও কার্য্যক্রমের সমালোচনা করেন।

পিআইএ

শেখ মুজিব বলেন যে, পিআইএ'র মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের এক মহান সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। পি আই এ পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মাল বহনের বেলায় প্রতি পাউণ্ড মালের মাসুল আদায় করে '৮০ পয়সা। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানে মাল বহনের সময় প্রতি পাউণ্ড মালের মাশুল ১ টাকা ৮০ পয়সা চার্জ করা হয়। তিনি এই বৈষম্য অবসানের দাবী জানান। আওয়ামী লীগ প্রধানের নরসিংদী গমন উপলক্ষে ঢাকা হইতে নরসিংদী পর্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ৩০টি সুসজ্জিত তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়। তিনি রাস্তার কয়েক জায়গায় অনির্ধারিত জনসমাবেশেও বক্তৃতা করেন।

আজাদ

১৫ই জুন ১৯৭০

পেশোয়ারে লুন্দখোর : ৬ দফা একটি ষড়যন্ত্র

পেশোয়ার, ১৫ই জুন।–কাউন্সিল মুছলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর দেশের চরমপন্থী এবং পাখতুনিস্তান দাবীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আজাদী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী মুছলীম লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঘুন্তে বাবার সভাপতিত্বে স্বীয় গ্রাম লুন্দখোরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জনাব লুন্দখোর বলেন যে, একমাত্র কাউন্সিল মুছলিম লীগই কায়েদে আযমের প্রকৃত উত্তরাধিকারের দাবীদার। সুতরাং খান আবদুল কাইয়ুম খান সহ সকল মুছলীম লীগ নেতারাই দেশের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ইহার পতাকাতলে সমবেত হওয়া উচিত। কায়েদ-ই-আযমের নেতৃত্বে মুছলীম লীগ পাকিস্তান অর্জন করে এবং একমাত্র এই দলটিই পাকিস্তানের আদর্শ ও 'আঞ্চলিক সীমানা' রক্ষা করিতে পারে বলিয়া তিনি দাবী করেন।

তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আওয়ামী লীগের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মুছলিম লীগে পুনঃ যোগদান করিয়াছেন। কারণ স্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করেন যে যাহারা মুছলিম লীগকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহারা আজ মুছলিম লীগে নাই।

জনাব লুন্দখোর আওয়ামী লীগের ছয় দফার সমালোচনা করেন এবং ছয় দফা কেন্দ্রকে দুর্বল করিবার ষড়যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ছয় দফা জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিবে। তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন এবং প্রদেশগুলিকে অধীনস্থ ইউনিট হিসাবে রাখিবার পক্ষশতি বলিয়া মন্তব্য করেন।–এপিপি

The Pakistan Observer

15th June, 1970

Six Points will be implemented, Mujib confident

By A Staff Correspondent

Awami League President Sheikh Mujibur Rahman told a public meeting at Narsingdi some 30 miles off Dacca, on Sunday evening that the people of this wing wanted to live as citizens of Pakistan, not as natives of a colony.

Justifying the demand for autonomy on the basis of the Six Point Programme Sheikh Mujibur Rahman said that autonomy to East Pakistan would not lead to the splitting up of the country into two parts. "By the grace of Allah the Six Points will be implemented and Pakistan will also stay", he said.

Criticising those who opposed the Six Point programme in the name of Islam the Awami League President reminded the people that joint electorate and making Bengali a state language did not destroy Islam. Similarity, autonomy on the basis of the Six Point programme would not destroy Islam. Throwing lights on the details of the Six Point programme Shiekh Mujib wanted to know which aspect of the programme was opposed to Islam.

Sheikh Mujib reiterated that the ensuing election was not an election for going to power. He said that the election would be a referendum on the issues: it the people of East Pakistan would get the rights of citizens or not; if there would be autonomy on the basis of The Six Point programme or not; if the wealth of East Pakistan would remain in this wing or not; if workers would be owners of mills and factories or not.

Remembering those killed in the last mass upsurge Sheikh Mujib observed that it was because of their supreme sacrifice that he had got back his freedom. He said that his offence was that he had been fighting to resist the exploitation of the people.

Exploitation

Sheikh Mujib said that there was nothing to say against the suffering mases of West Pakistan. "But we shall not allow exploitation of the poor people of Bengal," he said.

Sheikh Mujib quoted certain figures to show how injustice had been done to East Pakistan. He also said that three capitals had been built in West Pakistan; and 600 crores of rupees had been spent for Islamabad. But the flood problem of East Pakistan had not yet been solved, he pointed out.

He also pointed out that various essential commodities were cheaper in West Pakistan and also that there were more hospitals bed sin West Pakistan than in East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman mentioned the plights of the weavers of East Pakistan and also criticised the imposition of duty on salt in East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman cristicised Maulana Maududi and his Jamaat for not protesting against the injustices done to East Pakistan. Alleging that Maududi's men got salaries he also alleged that it was the exploiters of the peoples who gave Jamaat this money.

He also criticised Mr. Nurul Amin whom he held responsible for the police firing of 1952. He observed that the mirzafars of Bengal were responsible for the woe of Bengal.

Sheikh Mujib urged the people to remember that in the eye of Allah all men were equal and observed that the Muslims and the Hindus had equal rights as citizens of Pakistan. He appealed to people to maintain peace and toll any conspiracy against communal harmony.

PIA freight rate

Sheikh Mujibur Rahman, in course of his speech, alleged that P.I.A. charged different freight rates for inter-wing transportation of cargo depending on if the cargo was being transported from East Pakistan or to East Pakistan. He alleged that the rate for cargo transported from this wing to West Pakistan was only 80 paisa while the rate for cargo transported from West Pakistan to this wing was Rs.1.90.

Sheikh Mujib thought that this disparity in rates was discouraging people of East Pakistan to bring commodities from the other wing, while it was encouraging people to take commodities from East Pakistan to West Pakistan.

He demanded an enquiry into the anomaly in the cargo rates of P.I.A.

Sheikh Mujib was the lone speaker at the meeting. Others refrained from speaking due to lack of time. The meeting started late owing to delayed arrive of Sheikh Mujib. He had to address a number of unscheduled meetings on his way to Narshingdi.

The meeting which was held at the local Eidgah Maidan was largely attended.

Man with gun

About an hour before Sheikh Mujib's arrival at the meeting place a section of the crowd was found bringing a man towards the dias; there was a gun at his possession. But before the man could be taken on to the dias he was manhandled by a section of the crowd. He was, however, rescued due to the interference of volunteers. The gun he was carrying was found to be unloaded. The story I gathered from what the man himself said in a low voice and also from what some volunteers said is the following:

The man is a volunteer of Awami League backed Sramik League. The gun was taken away from a railway passenger at Jhinardi station. A group of people wanted to board a compartment of a Narshingdi bound train for going to the meeting, but some passengers in that compartment resisted their attempt to board the compartment. At this a quarrel followed and a passenger allegedly tried to use his gun. The crowd took away the gun. It was this gun that the man was carrying for bringing in to the dias.

Dawn

15th June, 1970

Mujib for early transfer of power to people :
Says he has no grievances against W. Wing brethren

NARSINGHDI, (Dacca), June 14: Sheikh Mujibur Rahman, President of All Pakistan Awami League today again stressed the need for early transfer of power to the people and said that the demands of Bengalis could only be realised by establishing a people's Government.

He was addressing a big public meeting at Idgah Maidan here this afternoon, organised by the local Awami League, The meeting was presided over by the President of Narsinghdi Thana Awami League, Mr. Moslehuddin Bhuyian.

The Awami League chief said that the people of East Pakistan want only their legitimate shares and had no grievances against their West Pakistani brethren.

He said that his fight was against the exploiters who had concentrated the whole national wealth in their hands. He said: ÒI want back due shares for all the people of Pakistan".

Sheikh Mujibur Rahman regretted that incidentally all the 22 families exploiting the poor masses came from West Pakistan.

He said that "we wanted to be brothers of West Pakistanis and not their slaves". "We want to become equal citizens and not the bazaars of West Pakistan", he added.

Amidst cheers, he declared that the people of Bengal would establish their legitimate rights at all costs when they had learnt to give blood.

PEOPLE'S CONDITION

Giving an account of the condition of the people of East Pakistan, the Awami League chief said that the people who had abundant paddy, rice, fish and cattle, had become poorer day by day since Independence.

He said that three national capitals had been built in West Pakistan spending huge amount of money. Over Rs. 600 crores were spent for building Islamabad while flood, the major national problem of East Pakistan could not be stopped by implementing a proper scheme

Sheikh Mujibur Rahman said that East Wing had earned major portion of foreign exchange for the country but what it had received was much less than it's earning. A small share from the foreign aids and loans was given to East Pakistan.

The Awami League chief regretted that East Wing had also been deprived of her due shares in the field of development. There were 24, 000 hospitals beds in West Pakistan while the number of such beds in East Pakistan was 6, 000 only.

Sheikh Mujibur Rahman pointed out that the next election was not for capturing power, but a referendum on the six-point programme. The election would decide whether the people of East Pakistan would get their real right of citizen.

"Mir Jaffars of Bengal are mainly responsible for the present misfortune of the people of Bengal", he said, and added if Mir Jafars were not there, Serajudaulah would not have been defeated at the hand of the Britishers.

The Sheikh said that the past activities of Mr. Nurul Amin, Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan and Khan Abdul Qayyum Khan were known to the people and these politicians should no more be allowed to play foul with the aspirations of people.

Turning to Jamaat chief, Maulana Abul Ala Maudoodi, Sheikh Mujibur Rahman suggested that the Maulana should have the courage to speak for the people of East Pakistan, who had been oppressed and suppressed by the vested interests for the last 22

years. The Maulana he said, had no such courage to make open plea for the Bengal because in that case he would not have a place in Lahore.

Addressing the labourers which formed the major portion of the audience, Sheikh Mujib said that partial ownership of the factories would go to the labourers, if people's Government were established through the next election.

PIA FREIGHT RATES

Sheikh Mujib demanded enquiry into the differences in interwing freight charges of PIA. He said that the PIA was charging 80 paisa per pound for carrying goods to West Pakistan, while the airlines had been charging 180 paisa per pound for carrying goods to East Pakistan from the West Wing.

He alleged that it was intended to take East Pakistani goods easily to West Pakistan and discourage the movement of West Pakistani goods to East Pakistan Sheikh Mujibur Rahman pointed out that he had already written a letter in this connection to the airlines administration.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই জুন ১৯৭০

সুরেশ্বরের পীর ভ্রাতৃদ্বয়ের আওয়ামী লীগে যোগদান

'ছয়-দফা জনগণের মুক্তি সনদ'

সুরেশ্বর (ফরিদপুর), ১২ই জুন। – ৬-দফা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার তথা পাকিস্তানের মুক্তি সনদ। অবিলম্বে দেশের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নাগরিকের বিশেষ করিয়া আলেম সমাজের উচিত উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করা। সুরেশ্বরের বর্তমান গদিনসিন পীর সাহেব মৌলভী শাহনূরে জালাল ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলভী শাহনূরে তোজাম্মল এক বিবৃতিতে তাঁহাদের আওয়ামী লীগের যোগদানের কথা ঘোষণা কালে উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

সংবাদপত্রে প্রেরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে তাহারা আওয়ামী লীগে যোগদানের বিষয় ঘোষণা করেন ও পূর্ব বাংলার গণমানুষের একমাত্র জননেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। বিগত 'কালো দশক' সম্বন্ধে খেদোক্তি করিয়া পীর সাহেবগণ বলেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলার ৭ কোটি নিরীহ মানুষকে বঞ্চনা, হতাশা ও শোষণের দ্বারা পশ্চিমা এক শ্রেণী পুঁজিপতির করুণার পাত্রে পরিণত করা হইয়াছে। তথাকথিত এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীই প্রকৃতপক্ষে শোষকদের এজেন্ট হইয়া কাজ করিয়াছে বলিয়া পীর সাহেবগণ অভিযোগ করেন। তাহারা আরো বলেন, ৬-দফা প্রকৃত প্রস্তাবেই বাংলার তথা পাকিস্তানের মুক্তিসনদ এবং অনতিবিলম্বে দেশের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের বিশেষ করিয়া আলেম সমাজের উচিত উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থনদান করা। "কোরান ও সুন্নার পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না" আওয়ামী লীগের এই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে তাহারা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উহার দ্বারা অনেক জটিলতর সমাধান হইবে বলিয়া তাহারা উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগের প্রতি সর্ব প্রকার সহায়তা ও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করিয়া শেখ মুজিবর রহমানের সংগ্রামী হস্তকে আরো দৃঢ়তর করার জন্য তাহারা সুরেশ্বর দরবারের ভক্তগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

Morning News

15th June, 1970

Ensuing polls will decide fate of province, says Mujib

(From our special correspondent)

NARSINGHDI, June 14: The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today said that the ensuing general elections would prove whether the people of "Bangla Desh" wanted to get their rights and autonomy back on the basis of the Six-Point Programme of Awami League.

Addressing a huge public meeting here, about 30 miles from Dacca, the Sheikh reminded the people that the vote this time is not the vote for capturing power. "The vote would be a crucial one for our people who, he noted, have to decide whether they want regional autonomy for East Pakistan whether the workers want their share in the industry they work in and whether the farmers want abolition of revenue upto 25 bighas of land.

The Awami League chief who was the lone speaker at the meeting which began at about 6 p.m. reiterated that his party was not opposed to the common and oppressed people in West Pakistan, "We have nothing against them. We want them to be free from hunger and poverty and exploitation by the vested interests".

However, the Sheikh in his half-an-hour speech pointed out that while advocating the cause of the common people of West Pakistan, "we should not forget our own demands and grievances". The Sheikh said that now we want our "huq" (share) and warned that the people would no more allow their wealth to be looted by others.

Sheikh Mujibur Rahman listed the disparity in various sectors of allocations such as spending and price levels between the two wings of the country. He said our struggle was directed against the vested interests who have exploited the people since independence. The common people of West Pakistan had been exploited as much as the people of East Pakistan, he said and assured that his party would fight equally for the common people of the other wings against exploitation and injustices.

The Awami League chief regretted that whenever any demand had been raised from East Pakistan, cries of ÒIslam in danger” or Ònational unity and integrity in danger” were made to stifle such demands. He referred to the examples of 1954 elections against Muslim League, Language Movement of 1952 and election campaign for Madar-e-Millat in 1964 and said after all these neither Islam was abolished nor Pakistan was broken into pieces.

The Sheikh reiterated his demand for full regional autonomy on the basis of the Six-Point Programme of his party and expressed his confidence that autonomy would be achieved and at the same time the country would remain strong and united.

PLA CRITICISED

The Awami League chief in his address criticised the PLA authorities for maintaining separate and differential rates for cargo shipment from one wing to another. He said that while only Rs.0.80 was charged for a pound of cargo from East Pakistan to West Pakistan, Rs.1.80 was charged from West Pakistan to East Pakistan for the same distance.

PPI adds: He alleged that it was designed to take East Pakistani goods easily to West Pakistan and discourage the movement of West Pakistani goods to East Pakistan.

LEADERS CRITICISED

The Sheikh said that the past activities of Mr. Nurul Amin, Maulana Maudoodi, Nawabzada Nasrullah Khan and Khan Abdul Quyyum Khan were known to the people and these politicians should no more be allowed to play foul with the hopes and aspirations of people.

Turning to Jamaat chief Maullana Abul Aala Maudoodi, Sheikh Mujibur Rahman suggested that the Maulana should have the courage to speak for the people of East Pakistan who had been oppressed and suppressed by the vested interest for the last 22

years. The Maulana had no such courage as to make open plea for the Bangalees because in that case would not have a place in a Lahore.

The Awami League Chief blamed that a section of Bengalees was responsible for the sufferings of the Bengalees. He said that had there been a Monem Khan here, false case would not have been institute against me.

Referring to his party’s programme, the Awami League chief said that if his party came to power, they would exempt land revenue up to 25 bighas of land. They would not enact any law repugnant to Islam, he said.

He said that when people’s government would come to power the workers would have share of the mills and factories. He also referred to the deteriorating condition of the handloom industry and wanted help and assistance to save this industry from extinction.

The Awami League chief also stressed the need for a solution of the unemployment problem in East Pakistan.

The Awami League chief regretted that the East Wing had also been deprived of her due shares in the field of development. There were 24, 000 hospital beds in West Pakistan while, the number of such beds in East Pakistan was 6, 000 only.

APP adds: Earlier before the meeting started, 2 person who was in possession of an unloaded gun was caught by a section of the audience and man handle. He was then rescued by the volunteers and brought to the dias. The gun which was also brought to the dais found to be unloaded.

On his thirty-mile journey from Dacca to Narsingdi by car the Awami League chief was accorded a rousing reception at various points. He also addressed over a dozen unscheduled meetings.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই জুন ১৯৭০

প্রদেশকে বস্ত্রবাজার হিসাবে ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা:

পূর্ব বাংলার তাঁতী ও তাঁত শিল্পকে ধ্বংস হইতে রক্ষার আহ্বান:

নরসিংদীতে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রদত্ত)

নরসিংদী, ১৪ই জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের তাঁত শিল্পকে সুপরিকল্পিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া ২০

লক্ষ তন্তুবায়কে সর্বনাশের কবল হইতে উদ্ধার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এই তাঁত শিল্পকে নানাভাবে পঙ্গু করিয়া পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বস্ত্র-বাজারে পরিণত করার কায়েমী স্বার্থবাদী কারসাজির তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

শেখ সাহেব আজ বিকালে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ভাষণ দিতেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, "পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানী বস্ত্রের বাজার হিসাবে ঘোষণা করিয়া এখানকার সম্পদ লুণ্ঠন অব্যাহত রাখার স্বার্থেই তাঁতীদের পর্যায়ে সূতা সরবরাহ নিয়া সমস্যার সৃষ্টি করা হইতেছে এবং এই প্রদেশের তাঁত শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার চক্রান্ত চলিতেছে।" ৫ই অক্টোবরের নির্বাচনে যদি জনগণের সরকার কায়েম হয়, তবে বাংলার তাঁতীদের ভাতে মারিয়া কায়েমী স্বার্থবাদীরা কিভাবে এখানে একচেটিয়া বস্ত্র ব্যবসায়ের নামে লুটতরাজ চালায়, তার একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন।

তাঁতশিল্পের মত প্রদেশের লবণশিল্প ধ্বংসের সুকৌশল অপচেষ্টার স্বরূপ পুনরায় উদ্ঘাটন করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, কৃষি ও কুটিরশিল্প ভিত্তিতে লবণ প্রস্তুতকারী লক্ষ লক্ষ লোক যাতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যাতে বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানী লবণ খাইতে বাধ্য হয়, সেজন্যই লবণ প্রস্তুতের উপর বেআইনীভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর ধার্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, ২২ বৎসর ধরিয়া ছলে-বলে কৌশলে পূর্ব বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া বাঙ্গালীদের পথের কাঙ্গালে পরিণত করা হইয়াছে। তাহাদের হাড়-মাংসে দাগ লাগাইয়া ফেলা হইয়াছে। এই শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসানের জন্যই ছয় দফা বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আগামী অক্টোবরের নির্বাচনে জনগণকে তাই ছয় দফার পক্ষে স্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করিতে হইবে।'

শেখ সাহেব বলেন, মানুষ যাতে মানুষকে না ঠকায়, শোষণ না করে, বৈষম্য, বঞ্চনা, অবিচারের অবসান হয়, তারজন্য দেশবাসী একদিন স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, তারি জন্য অগণিত রাজনৈতিক কর্মীনেতা, ছাত্র-শ্রমিক অবর্ণনীয় জেল জুলুম সহ্য করিয়াছে, অসংখ্য বীর সন্তান জীবন দিয়াছে, কিন্তু ২২ বছর পরেও আমাদের সেই স্বপ্ন সফল হয় নাই। তিনি বলেন, শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে একদিনের ঐশ্বর্যময়ী বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর আজ সীমাহীন দুঃখের ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে, গৃহহারা সর্বহারার করুণ আর্তনাদে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত সম্পদ গিয়া জমা হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। তিনি

বলেন, এজন্য আমরা পাকিস্তান অর্জন করি নাই। উপরে জ্যৈষ্ঠ শেষের মেঘাবৃত সজল আকাশ, বামে মেঘনার প্রবহমান জলরাশি আর সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মত উপবিষ্ট অগণিত শ্রোতাকে স্বাক্ষী রাখিয়া শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "আমাদের সম্পদ লুঠ করিয়া ২২ পরিবার দিনে দিনে ভুঁড়ি মোটা করিবে আর বাঙ্গালী না খাইয়া মরিবে, ইহা বরদাশত করিব না। পরিণতি যাহাই হউক, যদি আপনারা সঙ্গে থাকেন, বাংলার সম্পদ আর লুঠ করিতে দিব না।"

মওলানা মওদুদী, নসরুল্লাহ খান, কাইয়ুম খান প্রমুখের ছয়-দফা ও বাঙ্গালী বিরোধী ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, যে কোনভাবে পূর্ব বাংলাকে মুনাফা শিকারের বাজার হিসাবে ব্যবহার অব্যাহত রাখার জন্যই কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় তাঁহারা কাজ করিতেছেন। তিনি বলেন, "৫ই অক্টোবরের ভাগ্য নির্ধারণী নির্বাচনে মওদুদীদের সম্বল পুঁজিপতি কায়েমী স্বার্থবাদী শোষক কূলের দেওয়া টাকা, আর আমার সমস্ত শক্তির উৎস হইতেছে বাংলার শোষিত-বঞ্চিত গণ-মানুষ।" আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের ভোটদানের আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব জনগণের উদ্দেশে বলেন, "দোয়া করিবেন, যেন আপনাদের ভালো-বাসার মর্যাদা দিতে পারি, যেন আপদে বিপদে, সুখে-দুঃখে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনাদেরই একজন হিসাবে আপনাদের পাশে পাশে থাকতে পারি।"

মেঘনা নদীর তীরে ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোসলেহ উদ্দিন ভূঁইয়া এবং বক্তৃতা করেন শুধুমাত্র শেখ সাহেব। অদ্যকার এই জনসভায় দূর-দূরান্ত হইতে অগণিত লোক যোগদান করেন। সভা শুরু হইবার বহু পূর্বে বেলা আড়াইটায় সভাস্থলে গিয়া দেখা যায় যে, সমগ্র ময়দান লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। বেলা যতই গড়াইতে থাকে, জৈষ্ঠের প্রচণ্ড খরতাপ সত্ত্বেও সভার কলেবর ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লঞ্চ, ট্রাক, বাস, ট্রেন ও পদব্রজে মনোহরদি, ঘোড়াশাল ও নারায়ণগঞ্জ হইতে দলে দলে শ্রমিক জনতা শোভাযাত্রা সহকারে এই সভায় যোগদান করে। বহু মিছিলের পুরোভাগে সুদৃশ্য ফেষ্টুন ব্যান্ড পার্টি মিছিলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। বেলা ৫টার দিকে ঈদগাহ ময়দান ছাপাইয়া জনতার ঢেউ পার্শ্ববর্তী সকল খোলা জায়গা, বৃক্ষচূড়া এবং গৃহশীর্ষ ছাপাইয়া উঠে। এই সময় সভাস্থল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ একটি আনন্দ মেলায় পর্যবসিত হয়। এদিকে বেলা সাড়ে বারটা ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়া শেখ সাহেবের মাত্র ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নরসিংদী পৌঁছিতে সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া যায়। মধ্যবর্তী পথে পথে

অগণিত জনতা আওয়ামী লীগ প্রধানকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়। পথিমধ্যে যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, খাদন, বরপা, মুড়াপাড়া, ভুলতা, আদুরিয়া, পাঁচরুখি, পুরিন্দা, মাধবদী, শেখের বাজার, পাঁচদোনা, বাঘাটা, সাহেপ্রতাপ, শালিধা ও নরসিংদীতে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা শেখ সাহেবের সম্মানে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মানিক মিয়া, বঙ্গবন্ধু, তীতুমীর ও গণ-আন্দোলনের শহীদদের নামে ৩০টি তোরণ নির্মাণ করে। শেখ সাহেব প্রতিটি তোরণের পার্শ্বে নামিয়া সমবেত জনতার সঙ্গে কুশল বিনিময় বা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। নরসিংদীতে পৌঁছার পর এক বিরাট হর্ষোৎফুল্ল জনতা শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে সভাস্থলে লইয়া যায়। সেখানে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা ছাড়াও শেখ সাহেবকে ছয় দফার প্রতীক, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী এবং "দুই হাজার টাকার মালা" উপহার দেওয়া হয়। পথে পথে সম্বর্ধনার ফলে শেখ সাহেব নির্ধারিত সময়ের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে নরসিংদী গিয়া পৌঁছেন এবং অপেক্ষাকৃত বিলম্বে বিকাল ৬টার দিকে সভাস্থলে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, প্রচণ্ড ভীড় ও গরমে সভাস্থলে ৪ ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। শেখ সাহেবের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে মেসার্স তাজুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোস্তফা সরোয়ার, গাজী গোলাম মোস্তফা, মোল্লা রিয়াজ উদ্দিন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা এখানে আগমন করেন।

Morning News

16th June, 1970

6-point serves certain foreign power: Sabur

(By Our Staff Reporter)

Khan A Sabur, Secretary General. Pakistan Muslim League (Qayyum group), said in Dacca yesterday Six-point programme had been devised to fit in the global strategy of certain foreign power. He said it did not offer any solution to the problems faced by common people of East Pakistan.

He was speaking at a dinner given by Haji Mohammad Salim, President, Dacca City Muslim League, at "Shahbagh House".

Khan A. Sabur said the exponents of the Six-Point programme had not given it up despite the five fundamental principles outlined by President General Yahya in his last broadcast to the nation which would be the basis of the future constitution of Pakistan.

He said five principles of President Yahya which did not include any of the point contained in the Six-point programme had been hailed by the entire nation. He said because the exponents of the programme had contractual obligation they would not give it up under any circumstances.

Khan A Sabur said it Six point programme would be discussed point by point one would come to the conclusion it did not provide any solution to the economic, social or day-to-day problems of the people of East Pakistan. He did not agree with the contention of Sheikh Mujibur Rahman that coming election would be referendum on the Six-point programme. He said it could be only a referendum on the geographical entirety of Pakistan

Khan A. Sabur said Pakistan struggle was launched on the basis of the two-nation theory. He said in undivided India the Muslims were facing the threat of complete annihilation from the Hindus. He said Hindu religion had liquidated Buddhism from their country and likewise they were determined to destroy distinct traces of Muslim culture and religion. Under the circumstances the Muslims of India were compelled to fight for the establishment of a separate homeland where they could fashion their lives according to dictates of their religion and culture.

He said today in Pakistan attempts were being made in certain quarters to destroy the very basis and ideology for which this country was created. He said attempts were being made for the Òcultural conquest" of Pakistan.

Referring to "Jai Bangla" slogan, the Muslim League leader said it was nothing but to pave way for the Jai Hind slogan.

ASGHAR SLATED

Khan A. Sabur made a frontal attack on Air Marshal (retired) Asghar Khan and Air Marshal Noor Khan whom he accused of doing great damage to East Pakistan. He said in the PIA total employment of Bengalis including leaders were not more than 14 to 15 per cent. He said both the Air Marshals who were the Chief of PIA for a along time had done great injustices to people of East Pakistan.

Khan A Sabur said while he was Central Minister he wrote personal letter to Air Marshal Asghar Khan to employ East Pakistanis as managers instead of employing foreigners. The reply given by the Air Marshal in this connection was still in the file of PIA. He said it was irony that the Air Marshal who worked against the interest of East Pakistan was receiving welcome by the people of this wing.

Khan A. Sabur said people of East Pakistan had developed a "psychosis of rebellion" due to the continued and long injustices

done to them. He said this matter needed serious attention and the future government should take all appropriate steps to remove the misgivings in the minds of people of East Pakistan in an honest way.

He said there existed great disparity in services and other spheres of the national life between East and West Pakistan and it was the time that effective measures should be taken to remove them as quickly as possible. Mr. Sabur said in the services at the time of establishment there was only one ICS in East Pakistan as against 105 ICS in West Pakistan but subsequently the gap widen due to wrong policy of the Government. He suggested that for promotion to senior cadre of the services two sets of principles should be applied-one exclusively for East Pakistan and other for General, In this way alone disparity could be narrowed down considerably in the next five year time.

Khan A. Sabur said economic condition now obtaining in rural areas of East Pakistan gave a very frustrating and dismal picture.

He suggested labour incentive test relief and rural works programme be initiated without loss of time to save the situation. He urged the government to reduce to price of wheat at RS. 10 a maund and rice at Rs. 20 a maund in statuary rationing to that it might fall within purchasing capacity of the people.

He demanded all agricultural loans and certificates be for skein because the agriculturalist were not in a position to pay them. He said in the coming budget provision be made write of all agricultural taxes. He suggested that the government take recourse to deficit financing.

Khan A. Sabur demanded that the government should appoint a commission to consider whether agriculture sector could be run without level lug taxes. Since in East Pakistan agriculture had become non-productive and non-profitable such a commission was needed to probe in detail possibilities of managing agriculture without taxes.

Referring to Farraka barrage project, he said baneful effect of it was visible. He said the government must take counter measures otherwise East Pakistan would be completely ruined. He accused "Banga Bandhu" who claimed himself to be the sole contractor of East Pakistan remaining silent on this point.

Earlier, Haji Salim welcomed Khan A. Sabur, the function was attended, among others by former Health Minister Mr. Fazlul Bari.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই জুন ১৯৭০

ন্যাপ নেতা উসমানী বলেন : ৬-দফা জনগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক উসমানী গতকাল (বুধবার) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী জনগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছয়দফা স্বায়ত্তশাসনেরই আরেক নাম হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। ন্যাপের কোন কোন প্রথম সারির নেতা প্রকাশ্যে ছয়দফা সমর্থন করিতেছেন, ইহা সত্য কিনা এই মর্মে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব উসমানী আরও বলেন যে, গণমনে ইহা গভীর রেখাপাত করিয়াছে বলিয়াই ন্যাপ ছয়দফার বিরোধী নহে। তবে তিনি বলেন যে, ন্যাপের নিজস্ব কর্মসূচী রহিয়াছে এবং প্রধানতঃ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ভিত্তি করিয়াই ন্যাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যাপসহ কোন রাজনৈতিক দল বিদেশী অর্থ পাইতেছে বলিয়া জনাব কাইয়ুম খান এবং অন্য কোন কোন নেতা যে অভিযোগ তুলিয়াছেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে জনাব উসমানী বলেন যে, অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর। কারণ ইহার সঙ্গে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত।

এই অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া ন্যাপ নেতা বলেন যে, যদি কোন দল বিদেশ হইতে অর্থ পাইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে সেই দল নিষিদ্ধ ঘোষিত এবং উহার নেতার ফাঁসি হওয়া উচিত। আর যদি এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া মারা উচিত।

ন্যাপ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ত্যাগ করিতেছে কিনা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, সমাজতন্ত্র ন্যাপের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ভোটদান পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া জনাব উসমানী বলেন যে, দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত বিধায় কলম ধরিতেও জানেনা। সুতরাং অনেকের পক্ষেই 'ক্রস' চিহ্ন দানের মাধ্যমে ভোট দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। তিনি প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাক্স এবং সেই বাক্সে ব্যালট পেপার প্রদানের পদ্ধতি চালুর আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব উসমানী মোটামুটিভাবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন চতুর্থ পরিকল্পনায় ঐক্যজোট প্রভৃতি প্রশ্নে দলের সদ্য সমাপ্ত কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তন এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করেন। চরম দক্ষিণ ও চরম বামপন্থিদের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, মুখে যাহাই বলুক, ইহারা আসলে নির্বাচন চায় না। আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবীতে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান ও জনাব আতাউর রহমানকে সেক্রেটারী করিয়া একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হইলে তাহার দল উহাতে যোগ দিবে কিনা জানিতে চাওয়া হইলে জনাব উসমানী বলেন, "ইহা একটি কাল্পনিক প্রশ্ন"।

দৈনিক পয়গাম
১৮ই জুন ১৯৭০
শেখ মুজিবের রংপুর যাত্রা

ঢাকা, ১৭ই জুন।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তিন দিবস ব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে অদ্য রাত্রে রংপুর যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি জুন মাসের ১৯ তারিখে গাইবান্ধা, ২০ তারিখে নাগেশ্বরী ও ২১ তারিখে কুড়িগ্রাম জনসভায় বক্তৃতা করিবেন এবং ২২ তারিখে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। সফরে তাহার সহিত অন্যান্যদের সহিত থাকিবেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও জনাব তোফায়েল আহমদ। -এপিপি

Morning News
19th June, 1970
Jamaat leader slates Mujib, nationalism

SUKKUR, June 18 (PPI/APP): Prof. Ghulam Azam, chief of the Jama'at-i-Islami East Pakistan, on Tuesday night challenged those who oppose Islam to declare it publicly.

Speaking at a public meeting he said the Awami League chief Mr. Mujibur Rahman who depends on Hindus of East Pakistan had dared not to say that the dream of establishing an Islamic state had not been realised even after 23 years.

The most dangerous evil in East Pakistan is Bengali nationalism, led by Mr. Mujibur Rahman by which he wants to unite East and West Bengal, Prof. Azam charged**.**

He warned the non-Muslims of East Pakistan that they would be the first target of Mr. Mujib should he come to power.

He said the basic religious rights were awarded in the period of British regime but we achieved Pakistan not for getting bread and clothes but to implement Islamic law and order.

Prof. Ghulam Azam denied any rift in the Jama'at in East Pakistan over contesting the election. He said no member of the party desired to contest the election unless nominated by the high command.

He said if the party does not get a suitable candidate for any seat then it will support the less evil man among the candidates.

The Jamat leader said that Sheikh Mujib's popularity was created during Ayub regime.

Professor Ghulam Azam said that the slogan of "Jago Jago Bengali Jago" sought to establish Bengali Hindus and Musims as one nation. This, he said was against the principles on which Pakistan was achieved.

Sheikh Mujib's name was known in every home in East Pakistan as Bhutto's name was known in West Pakistan.

Professor Ghulam Azam said that Sheikh Mujibur Rahman held a public meeting on June 7 at Race Course Ground, Dacca, which was the biggest ground there.

Arrangements were made to assemble people there from all corners of the province. And according to estimates of expenditure published by "Purbo Desh" not less than Rs.50 lakh were spent on that meeting. "From where does he get this money", he asked.

He said that 1000 people were wounded as a result of hooliganism at the public meeting of Jamaat-e-Islami held at Paltan Maidan some months back.

Since then, the Islamic movement has gained much strength throughout East Pakistan because that exposed the fascist tendencies of the Awami League.

Professor Ghulam Azam told a questioner that socialism was the worst form of capitalism.

Maulana Jan Mohammed Bhutto, Deputy Amir Jamaat-Islami, Sind-Karachi, addressing the meeting, said that October 5 provided an opportunity to the people to establish Islamic system or socialism in the country.

He called upon his audience to use their votes sagaciously. He said that certain people who had deprived the people of Pakistan their democratic rights had now come out in a different garb. They were now raising the slogans of socialism, he said.

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে জুন ১৯৭০
২৭শে জুন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের করাচী উপস্থিতি: বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য জনাব তিরমিজির আহ্বান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক জনাব খলিল আহমদ তিরমিজি জানাইয়াছেন যে, আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৭শে জুন সন্ধ্যা ৬টায় বিমানযোগে করাচী পৌঁছিবেন।

শেখ সাহেব পরদিন ২৮শে জুন বিকাল সাড়ে ৪টায় করাচীর নিশতার পার্কে এক জনসমাবেশে ভাষণ দান করিবেন। ২৭শে জুন সন্ধ্যা ছয়টায় বিমানবন্দরে শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং পরদিন নিশতার পার্কে তাঁহার জনসভায় যোগদানের জন্য করাচী নাগরীর অধিবাসীদের প্রতি জনাব তিরমিজি আহ্বান জানাইয়াছেন।

সম্পাদকীয়
দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে জুন ১৯৭০
সমঝোতা ও সৎসাহস চাই

পাকিস্তানের তেইশ বৎসরের জীবনে এই প্রথম বারের মত আগামী অক্টোবরের দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। জাতীয় জীবনে এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই নির্বাচনের সহিত দেশের সংখ্যাতিত সমস্যা সমাধানের শুভ সূচনার বিষয়ই শুধু নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের প্রশ্নও জড়িত। অদৃশ্যপূর্ব কোন কারণে কিংবা সময়ের ডাকে যথোচিতভাবে সাড়া প্রদানের ব্যর্থতায় এইবারও যদি পদস্খলন ঘটে, তাহা হইল জাতির ভবিষ্যৎ কোন অতলস্পর্শী অন্ধকার গুহাবর্তে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা ভাবাও যায় না। তাই আজ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, রাজনৈতিক দল তথা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকলের ও প্রত্যেকের বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, বিজ্ঞতা ও সৎসাহসের যুগপৎ প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন।

এই আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে কোন কোন রাজনৈতিক সংগঠন নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের পক্ষে এবং কোন কোন মহল ইহার বিপক্ষে কথা বলিতেছেন। জনসাধারণের ভোটাধিকার আদায়ের পূর্বে দেশের পরিস্থিতি যেরূপ ছিল, আজিকার অবস্থা অবিকল তদনুরূপ নয়। এখন জনসাধারণের ভোটাধিকার আদায় হইয়াছে, বাকী রহিয়াছে উহার যথোচিত সদ্ব্যবহারের

প্রশ্নে জনসাধারণকে বিভিন্ন দলের কর্মসূচী বিবেচনা করিয়া ভোট প্রদানের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই দিক হইতে নির্বাচনী ঐক্যজোটের বিপক্ষে যারা মত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। তবে জনসাধারণের ভোটাধিকার সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই গণতন্ত্রের বিশ্বাসী সকলের ও প্রত্যেকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি হওয়া দরকার। কেননা, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য ঐক্য করার চাইতেও বড় কথা নির্বাচনোত্তরকালীন পরিস্থিতির জন্য সমোঝোতা গড়িয়া তোলা। লক্ষ্য যাহাদের অভিন্ন অর্থাৎ গণতন্ত্রে উত্তরণ যাঁহাদের অভিপ্রায়, তাঁহাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির ব্যাপারে কোন বাধা থাকিতে পারে না। ইহার ফলে নির্বাচনবিরোধী ও গণতন্ত্র যাহারা মূলতঃ সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করা যেমন সহজ হইবে, তেমনি নির্বাচনোত্তর দুরূহ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথ সুগম হইবে। উপরোক্ত দুইটি গুরুতর বিষয়ে গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মত পার্থক্যও যে আকাশ-পাতাল, তেমন নয়। তাই নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এখন হইতেই সমঝোতার ভাব গড়িয়া তোলা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা ছাড়া স্বার্থপর গণবিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শক্তিকে খাটো করিয়া দেখিবার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নাই। বিগত শাসনামলে যাহারা দেশটাকে লুটিয়া-পুটিয়া খাইয়াছে, যাহাদের নির্যাতন-নিপীড়নে দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাদের ক্ষমতার দোর্দণ্ড দাপট দেশে অনেক অঘটন ঘটাইয়াছে, যাহারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ বনিয়াছিল এবং যাঁহারা অচিন্ত্যনীয় বিলাস-ব্যসন ও জৌলুসে গা ভাসাইয়া দিবার মত অপরিমেয় সম্পদের মালিক- মোক্তার বনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, জনসাধারণ নিজেদের হস্তে নিজেদের ভাগ্য গড়ার অধিকারপ্রাপ্ত হইলে শোষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে জঠর স্ফীতকায় করার অবসান হইতে বাধ্য। তাই তাহারা দেশবাসীর গণতান্ত্রিক জীবনে উত্তরণের সম্ভাবনার মুখে যেমন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না; তেমনি সংখ্যায় নগণ্য হইলেও তাহাদের অঘটন শক্তি সামান্য নয়। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সমঝোতার অভাব তাহাদের শক্তিকেই আরও বৃদ্ধি করিবে। তাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকলের ও প্রত্যেকের মধ্যে অধিকার ঘনিষ্ঠ সমঝোতার ভাব গড়িয়া তোলাকে আমরা মঙ্গলজনক মনে করি।

এই মঙ্গলজনক সমঝোতার ভাব গড়িয়া তোলার জন্য কতিপয় বিশেষ দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সত্য যে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর হইতে বিধি- নিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়ার পরবর্তী কয়েক মাসে যে উত্তাপ উত্তেজনা এবং এক পর্যায়ে হিংসাত্মক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়াছিল,

এক্ষণে তাহা অনেক স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। এই শুভ লক্ষণকে চরম রূপ প্রদানের জন্য উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টিমূলক ব্যক্তিগত পারস্পরিক আক্রমণ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি দলের কর্মসূচী নিয়া গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা অবশ্যই চলিতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের ব্যবধানের প্রাচীর দৃঢ়তর করিয়া তোলার কোন সার্থকতা নাই, এতদ্ভিন্ন গণতন্ত্র উত্তরণের স্বার্থে নূতন ইস্যু সৃষ্টি করা হইতেও সকল মহলেরই বিরত থাকা প্রয়োজন। জন-জীবনে আজ যে বিচিত্রতর সমস্যার ভিড়, তাহার যে কোন একটিকে অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিঃসন্দেহেই নূতন ইস্যু সৃষ্টি করা যাইতে পারে-কিন্তু তাহাতে দীর্ঘস্থায়ী সত্যিকার কোন ফলোদয় হইবে না। জনসাধারণ নিজেদের হস্তে নিজেদের ভাগ্য গড়িবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেই কেবল প্রাণান্তকর সমস্যবলীর সমাধানের পথ অবারিত হইতে পারে। কেননা, আজ জন-জীবনে যে-সব সমস্যা, তাহার সবগুলির জবাব একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংশ্লিষ্ট তাহা হইল দেশে জনমতের উপর নির্ভরশীল সরকার প্রতিষ্ঠা। জনমতের উপর যে সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সে সরকার কোন সময়ই মানুষের সমস্যার প্রতি চোখ বুঁজিয়া থাকিতে পারে না।

অবশ্য ইহা ঠিক যে, গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেই দেশ আজ যে সমস্যার পঙ্কে নিমজ্জিতপ্রায়, সে পঙ্কে পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিবে না। ইহার জন্য সময়, সুযোগ ও সহনশীলতার প্রয়োজন। তথাপি ইহাও ঠিক যে, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হইলে নিশ্চিতভাবেই সমস্যার পঙ্কে পঙ্কজ ফুটিবার শুভ সূচনা হইবে। তাছাড়া সমাজ জীবনে অগণিত সমস্য আছে বলিয়া– অর্থাৎ অন্য কথায়, নদীতে ঢেউ দেখিয়া কূলে তরী ডুবাইয়া দিবার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। বরং উত্তাল তরঙ্গমালার ভিতর দিয়া তরী নির্দিষ্ট লক্ষ্যে লইয়া যাওয়ার দৃঢ়তার মধ্যেই সার্থকতা নিহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের প্রবীণতম জনৈক নেতাসহ নির্বাচনবিরোধীদের মধ্যে আমরা উক্ত দুঃখজনক মানসিকতাই লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহাদের বক্তব্যমতে, দেশে যে, অন্তহীন সমস্য নির্বাচিত সরকারের পক্ষে উহার সমাধান দুঃসাধ্য। ফলে মাস দুইয়ের মধ্যে সে সরকারকে জনপ্রিয়তা হারাইয়া পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে পারে, এই আশঙ্কায় জন-জীবনের সমস্যা নিরসনের মোকাবিলার সৎসাহস প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিয়া সমস্যার নামে জনপ্রিয়তা রক্ষার মনোভাব আর যাহা হউক, ইহাকে জনসাধারণের প্রতি দরদ বলিয়া চালানো যায় না। সত্যিকার রাজনৈতিক দলের নিকট দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা জনতার স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করা উচিত। অন্যথায় সে রাজনীতি হইয়া দাঁড়ায় আত্মস্বার্থের রাজনীতি। পক্ষান্তরে, অপর একটি অপর একটি ক্ষুদ্র

দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়– যাহারা মুখে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি করিয়াও কার্যতঃ সময় সময় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়া নৈরাশ্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। সম্ভবতঃ তাঁহারা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পাদপীঠ বৃটেনের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের কথা ভাবিয়া থাকেন। অথচ গণতন্ত্রের প্রথম বিকাশের যুগে বৃটেনেও কত হানাহানি হইয়াছে, সে ইতিহাস তাহাদেরও জানা। জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য সমস্যা মোকাবিলার সৎসাহস প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিয়া জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার সম্পর্কে নৈরাশ্য সৃষ্টি এবং শেষোক্ত কার্যধারার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকলের উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টির মাধ্যমে গণমানসে শক্তি সঞ্চয় করা উচিত। তাই আজ সবচেয়ে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক শক্তির পারস্পরিক সমঝোতা, ব্যক্তিপর্যায়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধকরণ এবং দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সৎসাহস ও বিজ্ঞতার যুগপৎ প্রয়োগ।

Morning News
20th June, 1970
AL meeting held at Pachkhola
(From Our Correspondent)

MADARIPUR, June 19: A public meeting of the Awami League was held on June 16 at Pachkhola Board School premises, one mile away from Madaripur town under the presidentship of Mr. Abdul Kader Howlader.

Mr. Abdul Mannan, Secretary, Madaripur Sub-divisional branch of the Awami League, in his speech, explained the Six-point Programme and said that if their party came to power, they would exempt land revenue up to 25 bighas of land. They would not enact any law repugnant to Islam he assured. He also said that when people's government would come to power the workers would have share of the mills and factories. He, in his speech, referred to the deteriorating condition of the local fishermen and wanted help and assistance to save them from poverty.

Babu Phani Majumder who is a councilor of the Central Awami League, said that only the exploiters and the vested interests were afraid of any legitimate demand of the people of East Pakistan and opposed the Awami League's six-point movement. He later told the people to prepare themselves for the ensuing election which would afford them opportunities to

exercise their democratic rights of choosing their representatives who would frame the constitution of the country. He also pointed out that the next general election would decide the fate of East Pakistan in respect of the rights and autonomy of the people of the province. He also expressed the view that their party would sacrifice its every strength and attention for the cause of the common men of West Pakistan. Master Niru, a local student leader, also spoke on the occasion.

আজাদ

২১শে জুন ১৯৭০

রংপুরের জনসভায় শেখ মুজিবঃ

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সরবরাহের দাবী

রংপুর, ২০শে জুন।—আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষ এলাকায় ও প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান। আজ অপরাহ্নে মহিমাগঞ্জ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তিনি এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিতে ছিলেন।

তিনি বলেন যে, প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। এই অবস্থায় জনসাধারণকে রক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেশনিং পদ্ধতি চালু করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, সুদীর্ঘ ২২ বৎসরে শোষণ, লুণ্ঠন, বন্যা, নদীর ভাঙ্গন ও অনাবৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

শেখ মুজিব জনগণকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, কতিপয় মহল নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করিতেছে। তিনি গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের খাতিরে এ সম্পর্কে জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

গাইবান্ধায় জনসভা

গাইবান্ধা, ২০শে জুন।—আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আসন্ন নির্বাচন দেশ হইতে শোষক গোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য জনগণকে সুযোগ আনিয়া দিয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান গতকল্য এখানে এক জনসভায় বক্তৃতাদান কালে বলেন যে, আন্দোলন চালাইয়া ভোটের মাধ্যমে এই শোষকদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তিনি বলেন যে, জনগণের দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত ২২টি পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

২২টি পরিবারের জন্যই দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়াছে।

আওয়ামী পার্টি প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, মওলানা মওদুদী ও তাঁহার দলের নেতাদের মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

তিনি মওদুদী ও জামাত নেতাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, জামাত নেতারা এছলামের নামে জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিতেছে। শেখ মুজিব বলেন যে, ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় হইলে এছলাম বিপন্ন হইবে না।

তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যমুনার উপর সেতু নির্মাণ, রূপপুর প্রজেক্ট চালু ও জামালগঞ্জের কয়লার খনির সদ্ব্যবহার করার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৫৬ ভাগ লোক বাস করিলেও সরকার প্রদেশের উন্নয়নকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে ২১ হাজার প্রাইমারী স্কুল ছিল, বর্ত্তমানে উক্ত স্কুলের সংখ্যা ২৭ হাজার আসিয়া দাড়াইয়াছে। —এপিপি/পিপিআই

The Pakistan Observer

21st June, 1970

Save people from starvation, Mujib asks Govt.

KURIGRAM, June 20: Sk. Mujibur Rahman President of Awami League said today “near famine condition prevails” almost everywhere in East Pakistan and asked the Government to take necessary steps immediately to save people from starvation, reports APP.

Addressing a big public meeting at Nageswari, about 15 miles from here, the Awami League chief said all our resources should be mobilized to meet the grim situation. Any delay in taking the relief steps would contribute to further worsening of the situation, he added.

Sk Mujib suggested to the Government a number of steps including free rationing for those who lost purchasing power, modified rationing and extensive test relief in the rural areas in particular. He also said that in the worst hit areas gruel kitchens should also be opened for the people.

The Awami League chief blamed the past Government for neglecting to agriculture and expressed deep concern at the deteriorating economic condition of the people. He regretted that

the province had to import 17 lakh tons of food grains to meet the deficit while not long ago people had enough food production to meet the demand of East Pakistan.

Sheikh Mujib

Another APP message from Kurigram says: Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League, on Sunday condoled the death of the former President of Indonesia Dr. Sukarno and paid tributes for his leadership in freeing Indonesia from colonialism.

Sheikh Mujib said in his death the world lost a great freedom fighter. Dr. Sukarno had led his people to independence and fought imperialism.

Dawn

21st June, 1970

A.L. for economic justice for all regions of country :
Polls to decide if 6 points can be basis of Constitution
Mujib to abolish tax holiday for industrialists

From Our Staff Correspondent

NAGESWARI (Rangpur), June 20: Sheikh Mujihur Rahman said here today that the realisation of the Six Point programme was 'a must' to save the people of Bengal from impending catastrophe.

He said that the coming elections would be a referendum on the question of the six-point formula, provincial autonomy and the realisation of justice for the people of Bengal.

Sheikh Mujib reminded his audience that they should be cautious about the so-called Islam-loving patriots who would try "to make business out of the votes" of the people as they had done in the past.

Addressing a public meeting here, Sheikh Mujib called upon the Government to arrange immediate refer in the form of free rationing and modified rationing famine areas of East Pakistan where the situation had reached "near famine conditions".

He demanded introduction of test relief so that people could afford to buy food since they had already lost purchasing capacity even if rice and wheat were available in the market.

For the worst affected areas, the AL chief demanded opening of gruel kitchens by the Government to save the people from starvation.

Sheikh Mujibur Rahman also emphasised that in fact the entire East Pakistan is facing "near famine conditions" due to the ceaseless "exploitation of Bengal" the plunderers in the last 23 years. He said the jute growers have been deprived of due prices, and maximum taxation has been imposed an tobacco ginger and other cash crops.

Yesterday at Mahimaganj Sheikh Mujibur Rahman, said that if his- party was voted to power with 90 percent seats in the Consembly, none could stop him from framing the Constitution on the basis of the Six-Point formula. The formula would bring justice to East Pakistan whereas other regions of the country would also get their due economic share and participation in the running of the country.

Addressing a big crowd at Mahimaganj High School ground here on his way to Gaibandha, the Sheikh announced that if anyone of the country tried to desecrate any mosque he would come out first to shed his blood in stopping the sacrilege.

Earlier on his way to the northern parts of the province from Dacca today Sheikh Sahib also addressed gatherings at Bahadurabad Ghat and at the Tistamukh Ghat where he was warmly welcomed by enthusiastic crowd. Bitterly criticising the vested interests and the Ayub regime for the ruthless exploitation of Bengalees in the last 23 years the Awami League leader called upon the people to put a stop to the threat of continuation of such exploitation by voting his party into power in the coming elections. He said that the ghost of the past exploiters were still hovering about in the area of politics in the garb of Òservants of the people". He cautioned his audience that the local traitors were in league with those agents of the exploiters.

Asking the people to take the October polls as referendum on the Six-Point programme, provincial autonomy and whether the people wanted the Awami League and his leader Sheikh Mujibur Rehman, he asked his audience to be alert.

SHORTFALLS OF 3 PLANS

The AL chief demanded that the shortfall of the three Five Year Plans amounting to Rs.1100 crores which was not spent here should be covered and that the 52 percent allocations for East Pakistan in the Fourth Plan must be increased to 56 per cent Justice in the Defence Services and other services of the Central Government, so far as East Pakistan was concerned, must be realised which, he asserted, was possible only through the achievement of the Six-Point's programme.

Sheikh Mujib also said that the condition in the northern parts of the province had reached a "famine position" for which immediate arrangements of adequate relief in the form of cash and rice must be made. He lamented that the people of the area had already lost their buying capacity and as such even if rice was available in the market, it could not be consumed by them. He also asked the Government to arrange test relief for the affected areas so that the poor peasantry was saved from hunger.

Sheikh Mujib also expressed his concern at the Government actions against the peasants for the realisation of the land revenue arrears. He said that in Rangpur district alone, lakhs of certificates and body warrants were being issued against the poor farmers. He urged upon the Government to stop this "repressive measures" immediately.

In this regard he reminded the people that if Awami League was voted to power, individual land holding up to 25 bighas (about 10 acres) would be exempted from payment of land revenues.

Sheikh Sahib also announced that his Government would pass enactments to do away with the "tax holiday" enjoyed by the industrialists, who, he said, must replenish the public fund from their crores of rupees earning, they made during the last 23 years.

The Awami League leader sternly warned the so-called Ulema, who, he felt, were working at the instance of vested interests of West Pakistan. He especially referred to the Jamaat-i-Islami in this regard which, he said, made it a practice to proclaim "Fatwas" whenever the question of East Pakistan's interests came up.

Sheikh Mujibur Rahman said that the holding of the coming election was achieved through struggle and it was never a gift from anybody. He sounded a note of warning against certain sections of people who, he said, were ready to go to any length to prevent a general election. Ayub also did not go voluntarily but he had to go due to the people's upsurge against the misdeeds of his regime which had perpetuated exploitation on the people of Bengal especially, he added.

The people of Bengal were turned to "second class citizens", while their rights were curtailed Sheikh Mujib said.

The Six Points programme was launched only to save the people of Bengal from extinction, he said. But for that reason Òthe Ayub-Monem regime brought all repression on me" the AL leader stated and explained to the people that he never sought in the Six Points that the poor brethren of West Pakistan should be

condemned or be deprived of their rights of subsistence. It was as a matter of fact formulated in a manner so that the common people of Punjab, Sind, Baluchistan and Frontier regions were allowed to enjoy their rights simultaneously with the people of Bengal, he further explained. But the vested interests of West Pakistan, who, he said, had exploited the common people of both the Wings alike should be taught a lesson and that was possible in the Six Points formula was achieved which meant bringing justice to East Pakistan and to all other regions of the country.

He regretted that there were 70 lakhs of youth who are unemployed in East Pakistan alone at the moment. And whenever these problems were discussed and deliberations held for their redress the Jamaat-i-Islami people, at the instance of the same visited interests, came out with the bogey of "Islam-in-danger". The people must be cautioned regarding these slogans, he said. Moreover money in enormous volume would flow during the election time from these quarters he warned and asked the people to be careful.

He also said that he had asked the President to amend the certain sections of LFO and make the Consembly Sovereign.

ISLAMI IN DANGER CRY

"PPI" adds: "It is a steer stupidity to suggest that Islam is in danger on the sacred soil of Pakistan," he added.

He reiterated his assurance that his party if voted to power would never enact any law repugnant to Quran and Sunnah.

He singled out Maulana Maudoodi for saying Islam in danger and said whenever the people of Bangla Desh voiced their demands for the realisation of their rights, men like Maulana Maudoodi tried to confuse the people in the name of religion.

The Sheikh reminded Maulana Maudoodi that East Pakistanis are true Muslims and they can protect Islam without his Fatwa.

ULTERIOR MOTIVES

He maintained that Islam will live forever on its own strength and asked the people to be on guard against those elements who are out to hoodwink them in the name of Islam only to serve their ulterior motives. The Sheikh asked the Maulana as to what he was doing when the blood of the people was being spilled on the roads of Dacca, the people of Bangladesh were groaning under the wheels of oppression and injustices during the last 23 years and when leaders their put behind the bars and tortured.

He said that Maulana Maudoodi who speaks loudly in favour of Islam, should have the morality of calling for the implementation of such vital projects as are concerned with life and death of the people of East Pakistan. Does Islam enjoin upon anybody to perpetrate injustices? he asked.

Sheikh Mujib called upon Maulana Maudoodi and others like him not to cast aspersion the "Iman" (faith) of the Muslims of this province by raising the cry "Islam in danger."

Earlier on arrival at Bahadurabad Ghat the Sheikh was accorded a rousing reception by hundreds of people they greeted him with slogans of "Bangla Bandhu Zindabad." The crowd also raised "Jai Bangla" slogans.

Many persons were seen wearing white caps with six stars symbolising six points of Awami League while many put on white metal badges with inscription of "Jai Bangla."

BENGALI LEADERS SLATED

He bitterly criticised some Bengali leaders for betraying the interest of Bangladesh for ÒGaddi" and said it was more for the "Mir Jaffars" of this province than the West Pakistani leaders that the people suffered most in the past.

He said he had no craving for graving for power. "If I wanted to become Prime Minister of Pakistan I could easily become so during the regime of Ayub Khan, but I preferred jails and hardships to betraying the interest of Bangla-Desh for the some of position", he added.

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে জুন ১৯৭০

কুড়িগ্রামে শেখ মুজিবঃ

খাদ্যসঙ্কট কবলিত এলাকায় রেশন, টেষ্ট রিলিফ ও লঙ্গরখানা চাই

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

কুড়িগ্রাম, ২০শে জুন।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের খাদ্যসঙ্কটকবলিত এলাকাসমূহে অবিলম্বে সংশোধিত ও বিনামূল্যের রেশন এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু এবং চরম দুর্গত এলাকায় লঙ্গরখানা খোলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ পূর্বাহ্নে ট্রেনযোগে গাইবান্ধা হইতে এখানে আসার পথে কাউনিয়া, তিস্তা, সিঙ্গারদাবড়ো, রাজারহাট, তুগারিহাট প্রভৃতি রেলষ্টেশনে তাঁহাকে

সম্বর্ধনা জানানোর জন্য সমাগত জনতার উদ্দেশে ভাষণদানকালে শেখ সাহেব এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বলিতে কিছু অবশিষ্ট নাই। সুতরাং অবিলম্বে উল্লেখিত ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে পল্লীবাসীদের জীবনধারা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ সাহেব অভিযোগ করেন যে, বাইশ বছরের সীমাহীন শোষণ বঞ্চনা ও লুণ্ঠনের ফলে বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে।

Morning News

21st June, 1970

No rest until people's rights realised : Mujib

GAIBANDHA, June 20 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, said here today the forthcoming elections in October would offer an opportunity to the people to weed out the exploiters who amassed wealth during the last 22 years at the cost of the poor.

Addressing a huge public meeting here the Awami League leader declared his party had launched the struggle to break the backbone of these exploiters through the polls. He held them responsible for the injustices done to East Pakistan in the 22 years.

Sheikh Mujib said his party would not rest until people's rights were realised and added their fight was against the 22 families who with the help of the anti-people Governments acquired almost entire wealth of the nation making the poor poorer. The process also contributed to the growth of economic disparity, he added.

JAMAAT CRITICISED

Sheikh Mujib cautioned the people against a set of Maulanas and Jamaat-e-Islami party leader Maulana Mudoodi against their misleading and false propaganda.

He said these people never bothered to raise the voice of dissent when East Pakistan interest was allowed to be exploited by Ayub Khan's and other Governments.

The Awami League leader strongly criticised Maulana Maudoodi and said the Jamaat leader did not hesitate to mislead the people in the name of Islam, when strong voice was raised from East Pakistan for justice to the Province and to reverse the process of growth of economic disparity. Sheikh Mujib said the people of East Pakistan were deeply religious minded and they would continue to remain so.

The Awami League leader, said party was opposed to an legislation against the Holy Quran and the Sunnah. He said by raising the bogie of Islam in danger, one could not suppress the struggle of the people to achieve regional autonomy on the basis of the Six-Point Programme, he declared.

Sheikh Mujib told the meeting that, if the people elected 90 per cent of the Awami League representatives from East Pakistan in the national assembly, nothing can stop us from framing the constitution on the basis of the Six-Point Programme guaranteeing full regional autonomy

DEVELOPMENT

Sheikh Mujibur Rahman said although East Pakistan represented 56 per cent of the country's population it was deliberately neglected by the past Governments in respect of development. This resulted in the economic disparity which we are determined to remove.

Making a comparative assessment of the development in the two wings, Sheikh Mujib said there were 29,000 primary schools in East Pakistan in 1947 while it came down to 27,000 now. But the number of the primary schools in West Pakistan rose to 34, 000 by now front only 8,000 in 1947. He also referred to other fields.

Addressing another meeting earlier in the day at Mohimaganj, 25 miles from here, Sheikh Mujib said it was common knowledge with everyone that neither the Rooppur Atomic Project materialized nor the much-needed bridge over Jamuna was constructed providing direct railway link between North Bengal and other parts of the province, although big projects requiring hundreds of crores of rupees were exploited in West Pakistan.

East Pakistan projects were suffering implementation on the excuse or non-availability of funds, he added. He said there were a host of other examples of such neglects to this province’s legitimate interest.

WARNING

Sheikh Mujib also warned the people against conspiracies being hatched in certain quarters to sabotage the election. He however, added the people would not allow the sacrifices made by them for democracy and regional autonomy to go in vain.

The Awami League leader addressed about a dozen wayside meeting on his way here by train from Dacca. He also addressed several gatherings at the railway stations including at Ghaffargaon in the late night. He was given a warm welcome at a number of railway stations.

Addressing a big crowd at Tistamukhghat and Bahadurabad the Awami League leader stressed the importance of the railway bridge on Jamuna river and regretted that despite persistent demand by the people for the bridge nothing has yet been done.

সংবাদ

২১শে জুন ১৯৭০

কুড়িগ্রামে শেখ মুজিব : প্রদেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে

কুড়িগ্রাম, ২০শে জুন (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্রই দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে। জনগণকে অবিলম্বে অনাহারের হাত হইতে রক্ষার জন্য তিনি সরকারের প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

এখান হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে নাগেশ্বরীতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমাদের সকল সম্পদ ব্যয় করা উচিত। তিনি বলেন, যে কোন প্রকার বিলম্ব হইলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিতে পারে।

যাহারা ক্রয় ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাদের জন্য বিনামূল্যে রেশন এবং বিশেষ করিয়া পল্লী এলাকার জন্য বিধিবদ্ধ রেশন ও ব্যাপক টেষ্ট রিলিফ সহ-সরকারের কাছে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা কৃষির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য বিগত সরকারের প্রতি দোষারোপ করেন এবং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে চাউলের মণ ২০ টাকা। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে ৫০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, গত ২২ বছর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবাধে অবিচার করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ টি পরিবার আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে। আমরা এই অবস্থার অবসান করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শেখ মুজিব বলেন, জনগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষার জন্য ৬-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

Dawn

22nd June, 1970

Mujib promises far-reaching reforms if elected

DACCA, June 21: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahınan has said if voted to power, his party will bring in far-reaching egrator and industrial reforms to improve the lot of the common man.

Addressing a public meeting at Ulipur in Rangpur District this afternoon, he said his party stands for the early implementation of the Rooppur nuclear power plant, Jamalganj coal-field project flood control measures and construction of a bridge over the Jumna.

He said allocation made for development works in East Pakistan during the next plan fall short of what he called the legitimate rights of the people.

The Awami League chief said his party is determined to prevent abnormal rise in prices of essential commodities in East Pakistan as compared to there in the Western Wing and to bring about a uniform rate of gold price all over the country.

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে জুন ১৯৭০

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি শেখ মুজিব:
সামরিক আইনে দণ্ডিত ছাত্র-শ্রমিক
ও রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

কুড়িগ্রাম, ২০শে জুন।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সামরিক আইনে দণ্ডিত ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছেন।

তিনি আজ সকালে গাইবান্ধা হইতে এখানে আসার পথে ট্রেনে এক অনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্টের প্রতি এই অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক আইনে দণ্ডিত ছাত্র শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। শেখ সাহেব আরও বলেন যে, দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থেই অবিলম্বে পোস্তগোলা, খুলনা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও নোয়াখালীর গ্রেফতারকৃত

সকল ছাত্র, শ্রমিক রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দান করা উচিত। আওয়ামী লীগ প্রধান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যহারেরও দাবী জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে এক শ্রেণীর নেতা ব্যক্তিগত আক্রোশবশত: বিরোধী মতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। আর এই মামলার অজুহাতে নির্বিচারে ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হইয়াছে। শেখ সাহেব আরও বলেন যে, একশ্রেণীর তথাকথিত নেতার সভায় কোন শ্রোতা দুই-একটি প্রশ্ন করিলেই এই 'নেতারা' পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় এবং পুলিশ সামরিক আইনের মামলা ঠুকিয়া দেয়।

শেখ সাহেব অভিযোগ করেন যে, কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও পোস্তগোলার ১৩৫ জন আটক শ্রমিককে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। এমন কি তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে কারাগারে দেখা করিতে দেওয়া হয় না। তিনি বলেন, সিদ্ধিরগঞ্জ কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে আপোষরফা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ও নিরীহ নাগরিকদের সেখানে গ্রেফতার করা হইয়াছে। শেখ সাহেব বলেন যে, বর্তমানে প্রদেশে শতাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র কারাগারে আটক রহিয়াছে এবং ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে আইয়ুব আমলে দায়েরকৃত ২ শত মামলা এখনও ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে অবিলম্বে এইসব মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার এবং আটক ছাত্র, শ্রমিক ও রাজবন্দীদের মুক্তি দান করা উচিত।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে জুন ১৯৭০

গাইবান্ধায় নিহতদের জন্য শেখ মুজিবের শোক

কুড়িগ্রাম, ২১শে জুন।-আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল গাইবান্ধায় তাহার জনসভায় যোগদানকারী যে সব শ্রোতা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছেন তাহাদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। এক শোকবাণীতে তিনি নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, কয়টি মূল্যবান জীবনহানিতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছেন। শেখ সাহেব গতকাল গাইবান্ধা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখিতে যান এবং তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে জুন ১৯৭০
যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদেশের বুভুক্ষাগ্রস্ত মানুষকে রক্ষার আবেদনঃ
নাগেশ্বরীর জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতাঃ
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে চাউলের মূল্যে বিরাট ব্যবধানের নিন্দা

কুড়িগ্রাম, ২০শে জুন।–এখান হইতে ১৫ মাইল দূরে নাগেশ্বরীর এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে এবং অনতিবিলম্বে সরকারকে এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মানুষকে ক্ষুধার তাড়না হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

তিনি বলেন, এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং সাহায্য প্রেরণে কোন প্রকার বিলম্ব ঘটিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিবে। শেখ মুজিব সম্পূর্ণ ক্রয়ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদেরকে বিনামূল্যে রেশন প্রদানের আহ্বান জানান।

দেশের কৃষিব্যবস্থার প্রতি অবহেলার জন্য তিনি বিগত সরকারকে দায়ী করেন এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রদেশের খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে এখনও ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছে। অথচ খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন প্রদেশের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য এদেশের জনগণ প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন করিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, দেশের দুই অংশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক উদাহরণ দান করিয়া তিনি বলেন, বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি মণ চাউল ২০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে, অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি মণ চাউল ৫০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। তিনি বলেন, দেশের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই রকম প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। তিনি বলেন, গত বাইশ বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবার আমাদের সকল সম্পদ শোষণ করিয়াছে, এবার তাহা বন্ধ করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শেখ মুজিব বলেন, জনগণকে শোষণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ৬-দফা প্রণীত হইয়াছে এবং ৬-দফা জনগণের সম্পদ জনগণের হাতে রাখিয়া নিশ্চয়তা প্রদান করে। তিনি বলেন, জনগণ তথাকথিত ধর্মপ্রাণদের

শ্লোগানসহ বিভিন্ন প্রকার ভাঁওতাবাজির চক্রান্তে পড়িয়া এতদিন শোষিত হইয়াছে, এবার জনগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে।

যাহারা আইয়ুব বিরোধী সংগ্রামে শরীক হইতে অস্বীকার করিয়া ছিলেন, শেখ মুজিব পুনর্বার সেই সকল নেতা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন এবং বলেন, জনগণের ভাগ্যের বিনিময়ে যখন আমরা ভোটাধিকার ফিরিয়া পাইয়াছি, ঠিক তখনই এই সকল নেতা মাঠে নামিয়াছেন, ইহারা অতীতে জনগণের ভাগ্য লইয়া যেভাবে ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, এবারও তাঁহারা সেই আশায় মাঠে নামিয়াছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনাব আবুল কাশেমও এই দলে রহিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের স্বার্থ সম্পর্কে গলাবাজি করা সত্ত্বেও তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকায় একটি বস্ত্র কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। শেখ সাহেব প্রশ্ন করেন, গণস্বার্থ বিসর্জন না দিলে একজন মানুষ এত অল্প সময়ে কি করিয়া এত বিপুল টাকা সঞ্চয় করিতে পারে?

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন তাহাদের সঙ্গত অধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলিয়াছে, তখন 'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়া তুলায় মওলানা মওদুদী প্রমুখ নেতারা আওয়ামী লীগ প্রধানের সমালোচনা শুরু করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের উক্ত নেতৃবৃন্দের অনুচরদের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে উৎখাতের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে ৬-দফার প্রশ্নে গণভোট বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচীতে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা রহিয়াছে। তিনি ৬-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ভোট দানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

উৎফুল্ল জনতার উদ্দেশে '৬-দফা, বাস্তবায়নের সংগ্রাম হইতে কোন কিছুই আমাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। গণস্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে আপোষ অপেক্ষা আমি জনগণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।'

শেখ মুজিব বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ থাকিলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

দেশের শ্রমিক পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি বিভিন্ন শিল্প এলাকায় অযথা শ্রমিক 'হয়রানি' সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি পোস্তগোলা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও খুলনায় শ্রমিক গ্রেফতারের কথা উল্লেখ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নির্দোষ শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া উচিত। ছাত্র

ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের ন্যায় এখানেও সাধারণ ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত।

গাইবান্ধা হইতে নাগেশ্বরী গমনকালে আওয়ামী লীগ প্রধান এখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে এক আন্তরিক সম্বর্ধনা দান করা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ষ্টেশনে বিপুল জনতা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে সমবেত হওয়ায় শেখ সাহেবকে আরও কয়েকটি অনির্ধারিত সভায় বক্তৃতা করিতে হয়।

Morning News

22nd June. 1970

Movement if E. Wing not safeguarded: Mujib

KURIGRAM (Rangpur), June 22, (APP): Sheikh Mujibur Rahman, President of Pakistan Awami League, has said that his party will launch mass movement if the legitimate interests of East Pakistan were not safeguarded through the constitution, to be framed by the National Assembly after October elections.

Addressing a massive public meeting here yesterday, the Awami League leader said he would not compromise with his demand for full regional autonomy on the basis of six-point programme and wanted people to be ready for a struggle if found necessary for the realisation of our rights.

Sheikh Mujib said: "We want justice. We want our due share. The exploitation of our resources would not be allowed anymore". He added people in East Pakistan suffered exploitation during the last 22 years and expressed deep concern at the present food situation in the province.

The Awami League leader, in his broadside against a section of political leaders, said they never bothered to raise their voice when the people of East Pakistan struggled to protest against injustices. But these leaders did not lose time to oppose legitimate demands of the province in the name of Islam, he added.

Sheikh Mujib told his audience that Islam enjoined upon every Muslim to rise against injustices and untruth. These leaders including Maulana Maudoodi remained silent when the ten-year Ayub regime deprived East Pakistan of its due share in the field of development. Hence, they were unnerved when "we want our share", he added.

The Awami League leader said Awami League was not opposed to the common men in West Pakistan. They too were sufferers. The people of East Wing would fight shoulder to shoulder with their brethren of West Pakistan in their fight to free themselves from the clutches of jagirdars, zamindars and vested interests.

Sheikh Mujib said the extent of exploitation of East Pakistan resources and result of neglect to its development could be understood from the fact that the province now had to import 17 lakh tons of food grains annually to meet the deficit while in the past East Pakistan produced enough to feed the people.

OPPRESSION

Sheikh Mujib said "oppression" was the Government's reply whenever people of East Pakistan demanded justice. He regretted that the Government found it difficult to finance flood control measures although crores of rupees could be spent for Tarbela, and Mangla dams and for building country's another capital in Islamabad.

The Awami League leader said he was himself subjected to imprisonments and harassments whenever he had raised the demands of East Pakistan. And a section of East Pakistani politicians "mirjafars" collaborated with the Government in the suppression of the genuine demands of East Pakistan.

Referring to the economic situation he said the tax-burden on common men increased manifold over the years while with the active patronage of the Government the 22 families exploited the country, particularly East Pakistan to amass in their hands by now almost the entire wealth of the nation.

He said the anti-people leaders had called unrealistic his suggestion for exempting farmers from the payment of land revenue for holdings upto 25 bighas, but now the Government itself was reportedly considering to write of it up to ten bighas. He added "we would show how it can be raised to 25 bighas if we come to power".

ECONOMIC CONDITION

He referred to the economic conditions of East Pakistan and said it was reported recently that a number of girls were taken by organised gangs to West Pakistan to be "sold" there. He appealed to the Government to enquire into the reports and take drastic actions against the culprits allegedly operating from West Wing.

Sheikh Mujib also referred to the members of the minority community and said they had equal this as the citizens of the country. All are equal in the eyes of God and we have the responsibility to ensure that they enjoy their legitimate rights and justice is done to them.

The Awami League leader earlier in the day told another meeting at Ulipur that the coming general election was an opportunity to wipe out “bmirjafars” ”and agents of exploiters from the political life in the country. He blamed them for their 'betrayal to people's interest” which substantially contribute to disparity.

Sheikh Mujib said Mr. Abul Quasem, who hails from Ulipur, was one of the leaders who refused to side with the people during their struggles against oppression. He said Mr. Quasem on the one hand cries for the interest of North Bengal while on the other hand he himself set up textile mills in Dacca.

GHULAM AZAM CRITICISED

The Awami League leader also lashed out at Prof. Ghulam Azam of Jamaat-e-Islami party and wondered “how he dared to speak against the 1952 language movement which established Bengali as one of the state languages”. He added if Prof. Azam could regret his participation in the language movement it would be no surprise to find him saying “one day that he is sorry for his birth in East Pakistan”.

Addressing the Kurigram meeting Mr. Tofail Ahmed said people gave their verdict in favour of six-point and eleven point programmes during the mass upsurge and added that no constitution would be acceptable to the people unless it was based on those programmes.

He also criticised the political leaders who had wanted the revival of 1956 constitution and said they, coming to the field for support of people in the elections were also speaking against the interest of East Pakistan in the same language former President Ayub Khan used to “mislead” people to suppress their demands.

Mr. Abdur Rouf spoke on the mass movement which ousted Ayub regime and said Awami League spearheaded the struggle for the restoration of democracy and realisation of full regional autonomy.

INDIAN COAL

PPI adds: Sheikh Mujib called upon the Government to inquire immediately into the import of Indian coal to West Pakistan though there is no trade relations between the two countries.

The Sheikh said he had report that Indian coal was reaching Karachi port, he wondered how Indian coal could be imported there despite discontinuation of trade between the two countries, and wanted to know which firm has been engaged to import.

He warned of severe consequences if the Government failed to enlighten the people on the actual position with regard to the import of Indian coal to West Pakistan.

He also alleged that Tendu leaves from India were also being imported into the West Wing and demanded a thorough probe into the matter.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জুন ১৯৭০

ভারত হইতে কয়লা ও টেণ্ডুপাতা করাচীতে আসে কিভাবে?

কুড়িগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিবের সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

কুড়িগ্রামে, ২২শে জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও করাচীতে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় কয়লা ও টেণ্ডুপাতা আমদানী করা হইতেছে বলিয়া গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি গতকাল বিকালে স্থানীয় ষ্টেডিয়াম ময়দানে আয়োজিত কুড়িগ্রামের ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভায় ভাষণদানকালে এই ব্যাপারে অবিলম্বে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। কুড়িগ্রাম মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আহমদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গত গণআন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জনাব তোফায়েল আহমদ ও জনাব আবদুর রউফ বক্তৃতা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, জনসভাটি কুড়িগ্রাম গওহর পার্কে অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু এই মাঠে লোক সঙ্কুলান না হওয়ার আশঙ্কায় বিরাট ষ্টেডিয়াম ময়দানে সভার আয়োজন করা হয়। কুড়িগ্রাম ষ্টেডিয়াম ময়দানে কোন রাজনৈতিক দলের জনসভা অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন, কয়লার অভাবে পূর্ব বাংলার যেখানে ইট কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং ইটের উপর নির্ভরশীল

উন্নয়নমূলক কার্য ব্যাহত হইতেছে। সেখানে ভারত হইতে করাচীতে কয়লা আসে কেমন করিয়া? তিনি আরও জানান যে, টেণ্ডুপাতার অভাবে বাংলার বিড়ি শিল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক আজ বেকার হইয়া অর্ধাহারে অনাহারে দিনাতিপাত করিতেছে। অথচ করাচীতে ভারত হইতে টেণ্ডুপাতা আমদানী করার সময় বাণিজ্য চুক্তির প্রশ্ন উঠে না।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জুন ১৯৭০

ফতোয়া দিয়া বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাইবে নাঃ
উলিপুরের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) ২১শে জুন।–আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন যে, বাঙ্গালীর দুঃখের জন্য এক শ্রেণীর বাঙ্গালী মীরজাফরই দায়ী।

শেখ সাহেব বলেন, এই পেশাদার বেঈমানরা মন্ত্রিত্বের লোভে, পারমিটের লোভে বারবার বাঙ্গালীর স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে এই 'পরগাছাদের' উৎখাত করার আহ্বান জানাইয়া শেখ সাহেব বলেন, এই দালালদের হালাল করিতে না পারা পর্যন্ত বাঙ্গালীর মুক্তি নাই।

মাইনকারচরের জনৈক কাউন্সিল লীগ নেতার বাড়ী হইতে কয়েকশত গজ দূরে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, উলিপুরের জনগণের জন্য যদি এই নেতাটির সত্যিকার দরদ থাকিত, তবে তিনি স্বনামে টেক্সটাইল মিলটি জয়দেবপুর না করিয়া এখানে স্থাপন করিতেন সেক্ষেত্রে উলিপুরের বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হইত। তিনি জিজ্ঞাসা করেন এই টেক্সটাইল মিল করার প্রারম্ভিক মূলধন কোথা হইতে আসিল? শেখ সাহেব দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন, কোটি কোটি সর্বহারা বাঙ্গালীর সঙ্গে বেঈমানী করিয়াই বহু নেতাই আজ বহু মিল-কারখানার মালিক বনিয়াছে।

জামাত নেতার সমালোচনা

"বাংলা ভাষা আন্দোলন করিয়া ভুল করিয়াছি" এই মর্মে জামাতে ইসলামী নেতা জনাব গোলাম আজম যে মন্তব্য করিয়াছেন উহার সমালোচনা করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'একদিন হয়ত গোলাম আজম সাহেবের মুখে এমন কথাও শোনা যাইবে যে, তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছেন।' ভাড়াটিয়া ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াবাজি সম্পর্কে সতর্ক থাকার

জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেনঃ "ফতোয়া দিয়া বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাইবে না। তারা চান পূর্ব বাংলার সম্পদ পাচারের চিরতরে অবসান।" তিনি বলেন যে, পুঁজি ও সম্পদ পাচার বন্ধ করা না গেলে যমুনা নদী ও ধরলা নদীতে সেতু নির্মাণ, রূপপুর ও জামালগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়ন, চিলমারী রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কিছুই করা যাইবে না। তামাকের উপর অস্বাভাবিক হারে কর ধার্যের সমালোচনা করিয়া তিনি এই কর প্রত্যাহারের দাবী জানান। জনাব আবদুল হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসমাবেশে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদও বক্তৃতা করেন।

নিভৃত মফস্বল এলাকার এই ক্ষুদ্র বাণিজ্যকেন্দ্রটি শেখ সাহেবের জনসভা উপলক্ষে ভোর হইতেই লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। প্রচণ্ড রৌদ্রকিরণ উপেক্ষা করিয়া সেই বিশাল জনসমুদ্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে আওয়ামী লীগ প্রধানের বক্তৃতা শ্রবণ করে। ইহার আগে উলিপুর থানার পথে দুর্গাপুর ও চান্দিজান রেলষ্টেশনে শেখ সাহেবকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়।

আজাদ

২৪শে জুন ১৯৭০

কুড়িগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণাঃ
স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কখনও আপোষ করিবে না

কুড়িগ্রাম, ২২শে জুন।–পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এখানে ঘোষণা করেন যে, অক্টোবর নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদ রচিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য স্বার্থসমূহ রক্ষিত না হইলে তাহার দল গণ-আন্দোলন শুরু করিবে।

শেখ মুজিব গতকল্য এখানে এক বিশাল জনসমাবেশে বলেন, ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে কোন কিছুর বিনিময়েই আওয়ামী লীগ তাহার সহিত আপোষ করিবে না। তিনি বলেন, "আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, আপনারা এজন্য প্রস্তুত থাকুন।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "গত ২২ বছর পূর্ব পাকিস্তান শোষিতই হইয়াছে এক্ষণে আমরা ন্যায় বিচার চাই, ন্যায্য অংশ চাই, আমাদের সম্পদ শোষণ করিতে দিতে আমরা আর কিছুতেই প্রস্তুত নই।"

পূর্ব্ব পাকিস্তানের খাদ্য পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে শেখ মুজিব উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার সমালোচনা করিয়া বলেন, প্রদেশবাসী ইতিপূর্বে যখন নির্যাতিত ও উৎপীড়ত হইতেছিল তখন এই সকল নেতা নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে টুশব্দটিও করেন নাই। এক্ষণে এছলামের নামে জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার বিরোধিতার কাজে নামিতে তাহাদের একটুও বিলম্ব হয় নাই।

শেখ মুজিব শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এছলাম অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়ানোকে প্রতিটি মুছলমানের কর্তব্য হিসাবে নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মওলানা মওদুদীসহ এই সকল নেতা আইয়ুবের ১০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানকে যখন উন্নয়নের ক্ষেত্রে ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করা হয় তখন তাহারা চুপ করিয়া ছিলেন।

তিনি বলেন, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধী নহি। কারণ তাহারাও আমাদের মতই বঞ্চিত জমিদার জায়গীরদার ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামে আমরাও তাহাদের পার্শ্বে রহিয়াছি।

ভারতীয় কয়লা

আওয়ামী লীগ প্রধান করাচী বন্দরে ভারতীয় কয়লা আমদানী সম্পর্কে তদন্ত দাবী করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ভারতের সহিত কোনরূপ বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এই কয়লা কিভাবে করাচী বন্দরে আসিয়া পৌঁছিল।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে অবহেলিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি যে, প্রদেশের জন্য বাৎসরিক ১৭ লাখ টন খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। কিন্তু অতীতে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার জন্য অর্থের অভাব হইলেও মঙ্গলা ও তারবেলা বাধের জন্য শত শত কোটি টাকার অভাব হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই তাঁহাকে বারে বারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব আরও বলেন যে, দিনে দিনে বহুগুণ ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা যখন শোচনীয় পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে তখন সরকারী সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের সকল সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

আওয়ামী লীগ প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, দেশের নাগরিক হিসাবে তাহারা সমঅধিকার লাভের অধিকারী। আল্লাহর চোখে সকলেই সমান। কাজেই সংখ্যালঘুরাও যাহাতে সমঅধিকার লাভ করে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করা সমাজের সকলেরই কর্তব্য।

সংবাদ
২৪শে জুন ১৯৭০
শেখ মুজিবের প্রতি মোজাফফরের জিজ্ঞাসা: এই মুহূর্তে আন্দোলন ছাড়া স্বায়ত্তশাসন কিভাবে অর্জিত হইবে?

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ গতকল্য (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে আইনগত কাঠামো আদেশের ২০(৪) ধারা ও অন্যান্য অগণতান্ত্রিক বিধানসমূহের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে আন্দোলন পরিচালনা না করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কিভাবে অর্জন করা যাইবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হইতে এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দাবী করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের সাম্প্রতিক এক ঘোষণার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এক ভাষ্যে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে যদি পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষিত না হয় তবে তাঁহার দল এক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে। আমি বিনয়ের সহিত তাঁহাকে এবং তাঁহার দলের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট প্রশ্ন করিতে চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের বিভিন্ন ধারা, বিশেষ করিয়া ২০(৪) ধারার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ কি ইতিমধ্যে বিপন্ন হয় নাই? আমি বা আমার পার্টি বাগাড়ম্বর কিংবা কুৎসা রটনার নীতিতে বিশ্বাসী নই। আমার পার্টি এবং দেশবাসীর পক্ষে আমি শেখ সাহেবের নিকট এই প্রশ্নটির সরাসরি উত্তর চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের ২০(৪) নং ধারা ও অন্যান্য অগণতান্ত্রিক বিধানসমূহের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে আন্দোলন পরিচালনা না করিয়া তিনি কি পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করিতে চাহিতেছেন।"

দৈনিক পয়গাম
২৪শে জুন ১৯৭০
নবাবপুরে আওয়ামী লীগের সভায় বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা: ছয় দফার ভিত্তিতে সুখী পাকিস্তান গঠন সম্ভব

ঢাকা, ২৩শে জুন।–গতরাত্রে নবাবপুর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নরেন্দ্র বশাক লেনে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা করা হইলে শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্য

সুবিচারের ব্যবস্থা করিবে না বরং দেশের অন্যান্য প্রদেশও ন্যায্য পাওনা লাভ করিবে। ফলে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে ও সুখী ও সমৃদ্ধশালী পাকিস্তান গড়িয়া উঠিবে।

জনাব মনসুর আহমদ, জনাব আবদুর রসিদ, এস এম শামসুল হক সিরাজী, জনাব আজহার উদ্দিন খান ও জনাব এম এ হাদিও উক্ত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে ঢাকা শহর হইতে নির্বাচন প্রার্থী হইতে অনুরোধ জানান হয়।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে জুন ১৯৭০

কুড়িগ্রামে শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা:
'শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা না হইলে আন্দোলন শুরু করিব'

কুড়িগ্রাম, ২২শে জুন।—আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য বলেন যে, আগামী শাসনতন্ত্রে যদি পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষিত না হয় তাহা হইলে তাহার দল দেশে গণআন্দোলন শুরু করিবে।

গতকল্য এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাঁহার ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রশ্নে তিনি কোন আপোষ করিবেন না এবং দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে জনগণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হইবে।

একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ প্রসঙ্গে তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে অবিচার প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহার বিরুদ্ধে আজ পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। উক্ত রাজনৈতিক মহলের নেতৃবৃন্দ তখনও সে ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করিতেছেন শুধু তাহাই নয়, এ ব্যাপারে তাহারা একটুও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। উপরন্তু তাহারা ইসলামের ধোয়া তুলিয়া প্রদেশবাসীর ন্যায্য দাবী বিরোধিতা করিতে তৎপর হইয়াছেন। তিনি বলেন ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকেই অবিচার, অত্যচার অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। অথচ আইয়ুব সরকারের আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে যেভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে, মওলানা মওদুদী ও তাহার অনুসারীরা উহার বিরুদ্ধে আওয়াজ না তুলিয়া বরং নিশ্চুপ রহিয়াছিলেন।

শেখ সাহেব বলেন, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধী নয় বরং জায়গীরদার জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রাম করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও করাচীতে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় কয়লা ও টেণ্ডুপাতার আমদানী হইতেছে বলিয়া গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি এ ব্যাপারে অবিলম্বে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, কয়লার অভাবে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ইট কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং ইটের উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন কার্যসমূহ ব্যাহত হইতেছে, সেখানে ভারত হইতে করাচীতে কয়লা আসে কেমন করিয়া? টেণ্ডুপাতা সম্পর্কে তিনি বলেন, টেণ্ডুপাতার অভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বিড়ি শিল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক আজ বেকার হইয়া অর্ধাহারে অনাহারে জীবন যাপন করিতেছে: অথচ করাচীতে টেণ্ডুপাতা আমদানী করার সময় বাণিজ্য চুক্তির প্রশ্ন উঠে না।

সম্প্রতি অধ্যাপক গোলাম আজম বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, শেখ সাহেব উহার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, যে আন্দোলনের জন্য বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইয়াছে সেই ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আজম কোন সাহসে মন্তব্য করিতে পারেন? ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য গোলাম আজম সাহেব যখন আফসোস করিয়াছেন, তখন একদিন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিবেন তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে। —এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে জুন ১৯৭০

করাচীতে শেখ মুজিবের জনসভা বাতিল:
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদ

(ইত্তেফাকের করাচী অফিস হইতে)

২৪শে জুন।—আগামী রবিবার এখানে নিশতার পার্কে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের যে জনসভায় বক্তৃতা করার কথা ছিল, করাচী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। করাচী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গতকাল প্রাচীরগাত্রে পোষ্টার ও প্রচারপত্র লাগাইবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব খলিল আহমদ তিরমিজী আজ এই প্রসঙ্গে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের

পশ্চিম পাকিস্তান সফরের প্রাক্কালে উক্ত ব্যাপারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই বিধিনিষেধ সম্পর্কিত নোটিস জনসভা বানচালের একটি ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিব আগামী শনিবার করাচী আসিয়া পৌঁছিবেন এবং জনসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিকার্য সমাপ্ত হইয়াছে। এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যেই দশ হাজার পোষ্টার ছাপান হইয়াছে এবং তাহার বর্তমানে বিতরণ প্রায় শুরু করা হইতেছিল। জনাব তিরমিজী উল্লেখ করেন যে, এ পর্যন্ত অন্য কোন দলের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় নাই এবং এমনকি করাচী দেয়ালসমূহে এখন মওলানা মওদুদীর ১৩ই জুনের জনসভা ও পিডিপি, জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য দলের ৩১শে মে'র জনসভার পোষ্টারের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

জনাব তিরমিজী জানান যে, তিনি ও করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে গতকাল এ ব্যাপারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে জানান যে, শেষ মুহূর্তে এই নিষেধাজ্ঞা শেখ মুজিবর রহমানের জনসভা অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। কাজেই তাহারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য তাহাকে অনুরোধ জানান।

জনাব তিরমিজী আরও উল্লেখ করেন যে, উক্ত জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে শেখ মুজিব তাঁহার দলের ম্যানিফেষ্টো ব্যাখ্যা করিবেন বিধায় উহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জনসভা হইত। তিনি জানান যে, বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের কর্মসূচী বহাল থাকিবে এবং এক্ষণে উক্ত জনসভার পরিবর্তে একটি কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হইবে।

শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান সফরসূচী

এদিকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব শফিউল আলম গতকাল পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নিম্নোক্ত সফরসূচীর কথা ঘোষণা করেন।

২৭শে জুন বিকাল ৬-২০ মিনিটে করাচী বিমানবন্দরে আগমন এবং ২৮শে ও ২৯শে জুন করাচী অবস্থান। ৩০শে জুন করাচী অবস্থান। ৩০শে জুন সকাল ৮-২৫ মিনিটে ট্রেনযোগে নওয়াবশাহ যাত্রা এবং ১-৪২ মিনিটে তথায় উপস্থিতি। সন্ধ্যা ৭-৪৭ মিনিটে কোয়েটা যাত্রা এবং ১লা জুলাই ভোর ৫টায় কোয়েটা উপস্থিত। ২রা জুলাই বিকাল ৪-২৫ মিনিটে পেশোয়ার যাত্রা এবং ৪ঠা জুলাই সকাল ৯-২৫ মিনিটে তথায় উপস্থিতি। ৫ই জুলাই রাত ১০টায় লাহারে যাত্রা এবং সকাল ৮-৫৫ মিনিটে তথায় উপস্থিতি। ৭ই জুলাই ঢাকা যাত্রা।

উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইবে।

আজাদ

২৬শে জুন ১৯৭০

শেখ মুজিবের উদ্বেগ : প্রদেশের লবণ শিল্প বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

ঢাকা, ২৫শে জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান লবণ কর প্রত্যাহারের ব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার দরুন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি আজ সকালে পূর্ব পাকিস্তান লবণ উৎপাদন সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। তাহারা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণ হইতে কর প্রত্যাহারে শেখ সাহেবের সহযোগিতা লাভের জন্য আজ বিকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তাহারা শেখ সাহেবকে ইহা অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার লবণ উৎপাদিত এলাকার পাঁচ লক্ষ লোক দারুণ অর্থ সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে তাহারা জানান যে, সরকার প্রতিমণ লবণে আড়াই টাকা কর আদায়ের জন্য যে ব্যবস্থা আরোপ করিয়াছেন, তাহার ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিমণ লবণ চল্লিশ–পঁয়তাল্লিশ পয়সা দামেও বিক্রয় হইতেছে না। শেখ সাহেবকে প্রসঙ্গতঃ বলা হয় যে, লবণ কর যদি আশু প্রত্যাহার করা না হয়, তবে লবণ প্রস্তুতকারী কুটির শিল্পের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার ফলে অন্যতম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে প্রদেশকে স্বাবলম্বী হওয়া হইতে বঞ্চিত করা হইবে এবং বহু সংখ্যক গরীব লোক বেকারত্বে নিক্ষিপ্ত হইবে। –পিপিআই

দৈনিক পয়গাম

২৬শে জুন ১৯৭০

শেখ মুজিবের প্রতি নূরুল আমীনের কয়েকটি জিজ্ঞাসা

কুলিয়ারচর, (মোমেনশাহী) ২৪শে জুন।–পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান জনাব নূরুল আমিন দেশে বিক্ষোভ এবং বিশৃংখলা জনিত উদ্ভূত জাতীয় দুর্যোগের জন্য জনসাধারণের প্রতি হুঁশিয়ারী উচচারণ করিয়া বলেন যে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এই সমস্ত বলিতে দেওয়া উচিত নয়।

গতকল্য স্থানীয় একটি খেলার মাঠে বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দান কালে জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, যাহারা ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে তাহারা দেশের বন্ধু নয়, দেশের শত্রু।

দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত হইতেছে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখা দেশের শত্রু ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য জনাব নূরুল আমিন জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রায় ৫৫ মিনিট বক্তৃতাকালে পিডিপি প্রধান দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সমালোচনা করেন।

তিনি সমাজতন্ত্রের কুফল ব্যাখ্যা করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ও মিরজাফরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন।

শেখ মুজিবকে কটাক্ষ করিয়া জনাব নূরুল আমীন প্রশ্ন করেন যে, দেশের শোষণকারী ২২টি পরিবারের একটি বীমা কোম্পানীতে কে চাকুরী করিয়াছিলেন, কে লক্ষ লক্ষ টাকা পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন সে কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, শেখ মুজিবের গোপালগঞ্জস্থ বাড়ীতে ভাড়া করা বিশেষ হেলিকপ্টার যোগে জনাব ইউসুফ হারুণের সফরের কারণ কি ছিল?

জনাব নূরুল আমীন বলেন, জনগণ সস্তা শ্লোগান ও লম্বা কথায় আর ভুলিবে না। গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধানের আপোষহীন মনোভাবের দরুন দেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন কায়েমের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক কর্মপরিষদ (ডিএসি) নেতৃবৃন্দ ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু তিনি বর্তমানে এই তথ্য অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। শেখ মুজিব সহ ডিএসি নেতৃবৃন্দ ৮ দফা কর্মসূচী লইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতন্ত্র কায়েমে সম্মত হন। কিন্তু শেখ মুজিবর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন।

উভয় অংশের বৈষম্য দূরীকরণের ব্যাপারে পিডিপির ম্যানিফেস্টো ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনাব নুরুল আমিন বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের শোষণের জন্য ২২টি পরিবারই দায়ী। এই সব লোক পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকেও শোষণ করিতেছে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, এই ২২টি শোষক পরিবারের সহিত পি ডি পির কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহার দল রাজনৈতিক কাজে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না।

পিডিপি প্রধান বলেন যে, লর্ড ক্লাইভের উত্তরাধিকারীগণ আমেরিকা ও ভারতের জগৎ শেঠ আজাদী লাভের ২৩ বৎসর পর দেশের আজাদী বিকাইয়া দেওয়ার জন্য একজন মিরজাফরের সন্ধান করিতেছে। জনগণের দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য কর্মরত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্রীড়নক মীরজাফরদের খুজিয়া বাহির করা উচিত। তিনি বলেন যে, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হইলে সংখ্যালঘুদের ভয়ের কারণ রহিয়াছে কিছু লোক মনে করেন। এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করিয়া তিনি বলেন যে, হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম ভারতের জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রের দাবী মানিয়া লইয়াছে। উহাতে কোন নূতনত্ব নাই। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সমানাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হয়। এই ধরনের কোন আইন পাকিস্তানে পাইবেনা। –এপিপি

আজাদ

২৭শে জুন ১৯৭০

পিণ্ডিতে আসগর খানের উক্তি:

শেখ মুজিব ৬-দফা দাবী শিথিল করিতে পারেন

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬শে জুন।–গণঐক্য আন্দোলনের আহ্বায়ক এয়ার মার্শাল আসগর খান গতকাল আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলগুলির কড়াকড়ি মনোভাব শিথিল হইয়া আসিবে।

রাওয়ালপিণ্ডি বার কক্ষে বার সমিতির সদস্যদের এক সমাবেশে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানও তাহার ৬ দফা দাবী শিথিল করিতে পারেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বর্তমানে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে উহা নির্বাচনী ভূমিকা মাত্র।

এয়ার মার্শাল বলেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার মধ্যে ৩ দফা অর্থাৎ কর, মুদ্রা, ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত দফাগুলি আপত্তিজনক। তবে শেখ মুজিব এইগুলি আলাপ-আলোচনাযোগ্য বলিয়া মনে করেন।

তিনি বক্তৃতায় নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়ার সম্পর্কে যুক্তি দেখান এবং বলেন, বর্ত্তমান কর্ম্মসুচী অব্যাহত রাখা হইলে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৩০ জনও ভোটকেন্দ্রে আসিতে সক্ষম হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, রমজানের সময় নির্বাচন হইলে এমন কিছু ক্ষতি হইবে না। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও রমজান মাসে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি রোজার মাসে জন-মানুষ নৈতিকতার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিবে আশা করা যায়।

তিনি অবশ্য বলেন যে, এমনকি রমজানের পরবর্তী সময়ও খুব মন্দ হইবে না। সেই ক্ষেত্রে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। –এপিপি

Dawn
27th June, 1970
MUJIB MEETS EAST WING GOVERNOR
Move to stop harsh tax collection

DACCA, June 26: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, accompanied by Syed Nazrul Islam, Khondakar Moshtaq Ahmed and Tajuddin Ahmad, met the Governor of East Pakistan at the Government House this evening, according to a Press release.

They discussed various vital matters affecting particularly the common people of East Pakistan with the Governor. The Awami League leaders apprised the Governor of the appalling economic hardship of the people and the food situation, with special reference to the rigorous measures as are being adopted in collecting rents, loans and taxes from the cultivators through attachment properties, certificates and body warrants attended with malpractices of the a collecting agencies in many places.

The leaders requested the Governor for immediate postponement of certificate and collection of rents, loans and taxes until harvesting is over.

The Governor promised, appropriate steps in the matter.

The Press release said, Sheikh Saheb also pointed out to the Governor the profuse invocation of Martial Law regulations against Awami League and Students League workers, labourers, students and political workers and requested him to award general amnesty to the detenus, under trials and the convicted persons as a gesture of goodwill on the eve of the coming general election.

The Governor promised to look into the whole affair, the release said. The meeting lasted for an hour. –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে জুন ১৯৭০
পাকিস্তান বাইশ পরিবারের, না বারো কোটি মানুষের
এবার তাহারই চূড়ান্ত ফয়সালা হইবে :
করাচীতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের ঘোষণা
(ইত্তেফাকের ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতার তার)

করাচী, ২৭শে জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য করাচীতে ঘোষণা করেনঃ পাকিস্তান বাইশ পরিবারের, না দেশের বারো কোটি মানুষের–এবার এই প্রশ্নেরই চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। আগামী নির্বাচনের ইহাই

তাৎপর্য। তিনি বলেন, 'শক্তিশালী পাকিস্তানের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে দেশের বারো কোটি মানুষ যাহাতে স্বাধীনতার সত্যিকার সুফল ভোগ করিবার অধিকার পাইতে পারে, আওয়ামী লীগের ৬-দফাতে তাহার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি প্রতিভাত।'

শেখ সাহেব বলেন, ৬-দফা আজ আর কেবল একটি দলীয় কর্মসূচী নয়–উহা দেশের আপামর মানুষেরই কর্মসূচী এবং সেই হেতু ৬-দফার প্রশ্নে আপোষের কোন অধিকার কোন নেতা বিশেষে আর নাই।

ঢাকা হইতে করাচী পৌঁছার পর সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন, নির্বাচন কোন জল্পনা কল্পনার ব্যাপার নয়–বরং, নির্মম বাস্তবতার স্বীকৃতিপত্র বিশেষ। অতএব, নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা বা গবেষণার কোন অবকাশ নাই। ৫ই অক্টোবরেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে, কাহার বা কোন দলের দৌড় কত। তিনি বলেন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লীগ দল একচেটিয়া জয়লাভের বহু ফানুস উড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু রূঢ় বাস্তবের কষাঘাতে ৩০৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন পাইয়াই তাহাদিগকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ৯টি আসন পাইয়াই তাঁহাদিগকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

শেখ সাহেব বলেন, ইনশাআল্লাহ এবারকার দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবধারিত। পূর্ব পাকিস্তানের আপামর মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের করুণ চিত্র অঙ্কন করিয়া শেখ সাহেব বলেন, নেতিবাচক রাজনীতির মাধ্যমে দেশের কোটি কোটি মানুষকে পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখিবার অতীত নিয়মের সর্বনাশা খেলা হইতে স্বার্থান্বেষী মহল অবিলম্বে বিরত হউন, ইহাই আমি চাই। অন্যথায় মানুষের হাতেই মানুষের সে জাতশত্রুদের মৃত্যু পরায়োনা রচিত হইবে। তিনি বলেন, তিনি অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী ভাঁওতা হিসাবে ব্যবহারের জন্যই এইসব কথা বলিতেছেন না। সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসা উচিত।

তিনি বলেন যে, গত ১২ বৎসরের কুশাসনই এই অথনৈতিক সমস্যাদির সৃষ্টি করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ-প্রধান পুনরুল্লেখ করেন যে, কেবলমাত্র একটি নির্বাচিত সরকারই চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারে। তিনি বলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা কার্যকরী করার পূর্বে তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বরাদ্দ খাতে যে ১১ শত কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দেয়, তাহা পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানে সীমান্ত দিয়া চোরাচালানের দরুন খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, তাহার ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নহে, বরং উহা পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি অবশ্য বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণে তারতম্যের ব্যাপারে উক্ত প্রদেশগুলির নেতারাই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু যদি উহাতে তাহারা একমত হইতে না পারেন তবে তাহারা বিষয়টি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে পারেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে জুন ১৯৭০

পশ্চিম পাকিস্তান সফরের সূচনাপর্বে

করাচীতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা

করাচী হইতে পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়, গতকল্য (শনিবার) অপরাহ্নে ঢাকা হইতে বিমানযোগে করাচী পৌঁছিলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিমান বন্দরে সমাগত এক বিশাল জনতা 'আমাদের নেতা জিন্দাবাদ,' 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর,' 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ,' 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ' প্রভৃতি কণ্ঠবিদারী ধ্বনি সহকারে শেখ সাহেবকে অভিনন্দন জানান। পশ্চিম পাকিস্তান সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কালো ওয়েস্টকোট ও পাঞ্জাবিপাজামা পরিহিত আওয়ামী লীগ নেতা বিমানের সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলে হর্ষোৎফুল্ল বিশাল জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণ্ঠবিদারী 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে। শেখ সাহেব কিছুক্ষণের জন্য সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া হাত দোলাইয়া উল্লসিত জনতাকে প্রত্যাভিবাদন জানান। বিমানের সিঁড়ি হইতে নামিবার কালে করাচী আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মনজুরুল হক ও খলিল আহমদ তিরমিজি তাহাকে খোশ আমদেদ জানান। টারমাকে উল্লসিত জনতার বাঁধভাঙ্গা স্রোতের হাত হইতে রক্ষার জন্য শেখ সাহেবকে একখানি শেভ্রলে গাড়ীতে চড়ান হয় এবং দ্রুতবেগে সিকিউরাটি এলাকা অতিক্রম করিয়া নগর অভিমুখে ধাবিত হইবার কালে রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ জনতা গাড়ীটিকে ছাঁকিয়া ধরে। ফলে ড্রাইভারকে গাড়ীর গতিবেগ হ্রাস করিয়া ষ্টার গেট পর্যন্ত গজেন্দ্র গমনে আগাইতে হয়। ষ্টার গেট হইতে এক বিরাট মাঠের শোভাযাত্রা সহকারে আওয়ামী লীগ-প্রধানকে বীচ লাক্সারী হোটেলে লইয়া যাওয়া হয়।

আওয়ামী লীগ-প্রধানকে সম্বর্ধনার জন্য আগত করাচীর জনগণের হাতে যে-সব প্লাকার্ড শোভা পায়, তাহাতে 'আইয়ুবের বিচার' মোহাজেরদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা' প্রভৃতি দাবী লিখিত দেখা যায়। '৬-দফার মানে শক্তিশালী পাকিস্তান' লিখিত একটি বিশাল ব্যানার ও তাহাদিগকে বহন করিতে দেখা যায়। শেখ সাহেব আগামীকাল পর্যন্ত করাচীতে অবস্থান করিবেন। অদ্য তিনি করাচীর নিশতার পার্কে একটি প্রকাশ্য কর্মীসভায় বক্তৃতা করিবেন।

এপিপি'র বিবরণ

সরকারী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এপিপি করাচীতে আওয়ামী লীগ-প্রধানের সম্বর্ধনার বিবরণ দান প্রসংগে বলিয়াছেন যে, বিমান বন্দরে সমাগত উল্লসিত জনতা 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ', 'শেখ মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ', 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিমান বন্দরের বাহিরে রাজপথের অর্ধমাইল জুড়িয়া বিরাট জনতা আওয়ামী লীগ-প্রধানকে খোশ আমদেদ জানাইবার জন্য অপেক্ষারত থাকে। শেখ সাহেবের গাড়ী নগরীতে প্রবেশের কালে রাস্তার দু'ধারে দণ্ডায়মান জনতা কণ্ঠবিদারী শ্লোগান সহকারে আওয়ামী লীগের পতাকা দোলাইয়া নেতাকে অভিনন্দন জানান।

সংবাদ

২৭শে জুন ১৯৭০

গভর্ণর সকাশে শেখ মুজিব:

সার্টিফিকেট জারী ও খাজনা আদায় বন্ধ রাখার অনুরোধ

ঢাকা, ২৬শে জুন (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বিকালে গভর্ণর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও তাজুদ্দিন আহমদ।

তাঁহারা গভর্ণরের সহিত বিভিন্ন বিষয় নিয়া, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ লোকের অবস্থা নিয়া আলোচনা করেন। তাঁহারা এই প্রদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভর্ণরকে অবহিত করেন।

ইহা ছাড়া, লীগ নেতৃবৃন্দ জমির ফসল তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সার্টিফিকেট জারী এবং ঋণ, রেন্ট ও ট্যাক্স সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য গভর্ণরকে অনুরোধ জানান।

গভর্ণর এই সকল ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

দৈনিক পয়গাম

২৭শে জুন ১৯৭০

রাওয়ালপিণ্ডি বারে আসগর খানের বক্তৃতা:

শেখ মুজিব মনে করেন ৬ দফার মধ্যে ৩ দফার প্রশ্নে আলোচনার অবকাশ আছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬শে জুন।–এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান গতকল্য আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দল সমূহের অনমনীয় মনোভাব শিথিল হইতে পারে।

রাওয়ালপিণ্ডি বার সমিতির সদস্যদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফার প্রশ্নের শিথিল মনোভাব গ্রহণ করিতে পারেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বর্তমান মনোভাব নির্বাচন কালীন মনোভাবেই বটে।

তিনি বলেন যে, কর, মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত ৬ দফা ৩ দফা আপত্তিজনক। অবশ্য শেখ মুজিবর রহমান মনে করেন যে এইগুলিও আলোচনার অবকাশ আছে।

গণঐক্য আন্দোলন প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পরস্পর পরস্পরকে পাকিস্তান বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী বলিয়া অভিহিত করার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে এইরূপ কাদা ছোড়াছুড়ির চাইতে তাহাদের নিজেদের কর্মসুচী পেশ করা উচিত।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে চায় এইরূপ বলা ভুল হইবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক থাকিতেও পারে। পশ্চিম পাকিস্তানেও অনুরূপ লোক থাকিতে পারে। সেইজন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের বন্ধু বলা হইবে কেন?

সাবেক জাষ্টিস পার্টির প্রধান বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের বক্তৃতা শুনিতে চান। তাহার সফর কালে বহু লোক তাহার জনসভায় যোগদান করেন। –এপিপি

সম্পাদকীয়

দৈনিক পয়গাম

২৭শে জুন ১৯৭০

মত ও পথ

নেতারা নির্বাচনী মাঠে নামিয়া পড়িয়াছেন। কারণ নির্বাচন ক্রমে নিকটবর্তী হইতেছে। একটা গুজব রটিয়া ছিল যে নির্বাচন এক মাস পিছাইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ঘোষণায় সে গুজব ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চার মাসের মত সময় হাতে আছে মাত্র। কাজেই দলীয় তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। এখন ভালয় ভালয় নির্বাচন হইয়া যায় এবং দেশ একটা সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আসিয়া দাঁড়ায়, ইহাই কাম্য। আমরা আশা পোষণ করিতে চাই যে নির্বিবাদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে এই নির্বাচনপর্ব শেষ হইয়া যাইবে। তবে ভাবনা চিন্তার এখানে শেষ নয়। ইহা শুধু মঞ্জিল মোকসেদে পৌছার একটি উত্তরণ মাত্র। এরপর শাসনতন্ত্র রচিত হইবে এবং তারপর যখন নয়া বিধান অনুযায়ী আবার দেশে সাধারণ নির্বাচন হইবে, তখনই গণতন্ত্রের যাত্রাপথের একটি বড় অন্তরায় দূর হইবে। এর পূর্ব পর্য্যন্ত সংশয় অনিশ্চয়তা ও ভাবনা-চিন্তা দূর হইবেনা। এবার যে নির্বাচন আসিতেছে, তাতে ভোটারদের সম্মুখে প্রশ্ন-কাকে তারা ভোট দিবে। প্রতি নির্বাচনেই এই সওয়াল সকল ভোট দাতার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এবারের এই সওয়ালে বিশেষত্ব আছে।

এবারের ভোট দাতাদের সম্মুখে প্রশ্নটি যে জটিলতা লইয়া দেখা দিয়াছে সে জটিলতাকে এদেশের ইতিহাসে নজীর বিহীন বলা যায়। এবারের দলের রকমারী অনেক-তাদের মত ও পথ বিচিত্র। কেউ বলিতেছেন, ছয় দফাই মুক্তির সনদ এবং এর মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান হইবে। তাঁদের মতে ইহাই হইল "সব পেয়েছিল দেশ"। কেউ বলিতেছেন, "ইসলামের রজ্জু আঁকড়াইয়া ধরুন।" এ পথেই সব সমস্যার সমাধান মিলিবে। রুটি রোজগার কেবল নয়, তাহজীব তমদ্দুন আচার-আখলাক রক্ষার একমাত্র সিরাতুল মোস্তাকিম এ উপায়েই পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাদের ঝাণ্ডার তলে ভোটদাতারা যদি মিলিত হন, তবেই দেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। আর একদল হাঁকিতেছেন, সব কথার সেরা কথা হইল ভাতকাপড়। আজ মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন। ভুখা, নাঙ্গা মানুষের মিছিলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আর কোনো কথা শুনিবার অবকাশ আজ আর নাই। একদিকে সঞ্চয়ের পাহাড় জমিয়ে উঠিতেছে আর একদিকে মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে করিতেছে। ইহা চলিতে পারেনা। দেশের শাসনভার মেহনতী জনতার হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। ভোট পাওয়ার ন্যায্য অধিকার সর্বহারার প্রতিনিধিদের আছে। এদের মধ্যেই কেউ কেউ বলিতেছেন, ধর্মের গোড়ামি আর চলিবে না। সবকিছুর উপরে ক্ষুধা সত্য-তার উপরে নাই।

অন্য একটি উপদল বলিতেছেন যে, ধর্মের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নাই। ধর্ম তার যথাস্থানে থাকুক শুধু রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে

মুক্তি দিতে হইবে। ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে হইবে। সোজা কথায় কেউ কেউ পুরাপুরি ইসলামী ব্যবস্থার আদ্যন্ত রূপায়ণ চান, কেউ কেউ চান ধর্ম বিমুক্ত রাষ্ট্র। তবে এমন কেউ কেউ যে একেবারে নাই, তা বলিবনা–সে মতেরও লোক আছেন। যাঁরা বলেন যে, ধর্মকে শুধু বিমুক্ত রাখা নয় বিলুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। কেউ চান পয়লা, মাঝে এবং শেষে শুধু ইসলাম। কারো মতে আদর্শাভিসারী জাতীয়তা কারো মতে পাকিস্তানী জাতীয়তাই রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়া উচিত। কেউ কেউ নিছক জড়বাদী দৃষ্টি মেলিয়া শুধু ভাত-কাপড়ের দিকেই-দিয়া থাকেন। আরো পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে কেউ ইসলাম পন্থী কেউ জাতীয়তাবাদী কেউ লৌকিকত্ববাদে বিশ্বাসী, কেউ কমিউনিষ্ট, কেউ আধা-কমিউনিষ্ট এবং কেউ উৎকট প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী। এই সব দল ও তাদের শাখা, প্রশাখা এবং উপশাখা মিলিয়া এমন এক অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে, যে তা ভেদ করিয়া সূর্যালোক দেখা অসম্ভব এবং আলোতে পথ দেখিয়া চলার কোনো আশা নাই। এইসব বিচিত্রভাষী পরস্পর বিরোধী, বিভিন্নমুখী আলাপ আলোচনা, কথা বার্তা এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাঝখানে পড়িয়া দেশের সরল ভোটদাতারা ঘাবড়াইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতেছেন না এবং পারিবেনও না। কারণ, এতসব ভাষাবিচিত্রা ভেদ করিয়া আসল সত্য আবিষ্কার, সাধারণ ভোটদাতার দূরের কথা, পণ্ডিতদের পক্ষেই কঠিন।

সত্যিকার গণতন্ত্রই যদি সকলের কাম্য, তবে এত মত ও পথের ছড়াছড়ি কেন-এ প্রশ্নই ভোটদাতারা করিবে। অনেকেই প্রশ্ন করিতেছেন, বহু দলেই যদি ইসলাম চায়, আদর্শভিত্তিক পাকিস্তান চায়, দেশের ঐক্য ও সংহতি চায়, তবে তারা এক হয় না কেন? আবার অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট ভাবে চিন্তা করে, তবে তারাও কেন এক হইতেছে না? বড় নেতৃত্বের যখন অভাব হয়, তখনই দেশে বহু জন নেতা হয় এবং বহু নেতার জন্য বহু দল না হইলে চলে না। যদি প্রবল আদর্শবোধের তাগিদ অনুভূত হয়, তা হইলেও সমমনা লোকেরা একতাবদ্ধ হইয়া থাকে এ জন্য দরকার আন্তরিক দেশ প্রেমের। কাজে কাজেই বিচার বিবেচনার চূড়ান্ত স্তরে আসিয়া ইহাই বলিতে হয় যে দেশ আজ নেতাহীন এবং আদর্শহীন, আর আমাদের রাজনীতি আন্তরিক দেশপ্রেম বর্জিত। তা না হইলে এত দলাদলি ও এত মত-বিরোধ আজ দেশের রাজনীতি এতখানি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িত না। রাজনীতিতে আজ অসহিষ্ণুতার বাধাবিপত্তি মাঝেমাঝে আমাদিগকে উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে তার মূলেও রহিয়াছে আদর্শহীন ও আন্তরিকতা-

বর্জিত রাজনীতি। তাই হয়ত অনেক স্থলে দেখা যায় যে কথা বলার ও কথা শুনার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। রাজনীতির এই অন্তসারশূন্যতা কেবল পীড়াদায়ক নয় কুলক্ষণও। ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

আজাদ

২৮শে জুন ১৯৭০

ঢাকা বিমান বন্দরে শেখ মুজিব :

শোষিত জনতার অধিকার অর্জন সংগ্রামের মূল লক্ষ্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর গতকাল শনিবার বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনগণের অধিকার আদায়ই তাহার দলের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ সকল প্রকার নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে।

দশ দিনের সফরে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রার প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বিমানবন্দরে বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী শেখ সাহেবকে আন্তরিক বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানান। অন্যান্যদের মধ্যে শেখ ছাহেবের বৃদ্ধ পিতা ও বেগম শেখ মুজিবর রহমানও বিদায় কালে বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান এয়ার পোর্ট ভি আইপি কক্ষে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তিনি চাহেন বাংলা দেশ ইহার ন্যায্য অধিকার লাভ করুক এবং একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানও ইহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করুক। শেখ মুজিব বলেন বাংলা দেশের জনগণ মনে করে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ও বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, তিনি জুলুমবাজ, শোষক, জমিদার ও জায়গীরদারের বিরুদ্ধে দরিদ্র জনগণের জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন। তিনি বলেন যে পরিণতি যাহাই হউক না কেন জনগণকে আর শোষণ করিতে দেওয়া হইবেনা।

শেখ মুজিব বলেন যে, তাহার পশ্চিম পাকিস্তান সফর নির্বাচনী প্রচারণারই অংশ। তবে সাংগঠনিক বিষয়াদিও পর্যালোচনা করা হইবে। আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান, সাবেক কেন্দ্রীয় উজির জনাব জহিরুদ্দিন প্রমুখ নেতাও দলীয় প্রধানের সহিত পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গমন করেন।

The Pakistan Observer
28th June, 1970
Mujib in Karachi : Six-Point won't be revised

KARACHI, June, 27: Sheikh Mujibur Rahman, President of the All Pakistan Awami League, said today that a case of treason be instituted against Khan Abdul Qaiyyum Khan for proposing a confederation between Pakistan, Iran and Afghanistan, reports APP.

Talking to newsmen in his hotel suite shortly after his arrival here from Dacca, the Awami League leader criticised the proposal had said that the proposal had compromised the sovereignty of the country.

He said that nobody had a right to talk of surrendering national sovereignty.

"Of course I know if a case is registered against him (Khan Qaiyyum), he will tender apology and come out of it", he said.

In reply to a question, the Awami League leader said that the Six-Point programme was his party's programme. There was no room for revision of any of the points. He denied the assertion of Air Marshal (retired) M. Asghar Khan that he was willing to revise the point relating to taxation, currency and external trade.

The Awami League leader expressed concern at the food shortage in East Pakistan.

He said that near-famine conditions were prevailing in East Pakistan. The price of rice had shot upto Rs. 40 to 50 maund which was beyond the reach of the common man. He said in most of the areas people were starving.

He did not agree with a questioner that the food shortage could be due to smuggling of food grain from East Pakistan to the neighbouring countries. He said inadequate arrangements for controlling frequent floods and absence of agrarian reforms, were the real reasons for food shortage in East Pakistan.

He said, "there is no smuggling from East Pakistan. It is done in West Pakistan. See the Landi Kotal."

SHEIKH IN KARACHI

He demanded free and modified rationing and test relief work in East Pakistan for providing immediate relief to the common man.

Earlier reports say: Mujib flew into Karachi this evening on a ten-day tour of West Pakistan, reports APP.

He was welcomed at the Karachi airport by & cheering crowd raising slogans. About half a mile of the road terminating at the airport building was filled by the crowd. People lined up on both sides of the road waved Awami League flags and shouted slogans.

Earlier in Dacca Sheikh Mujibur Rahman said that his struggle was for the poor people of East and West Pakistan and against the oppressors and the exploiters.

The Awami League Chief was talking to newsmen at the Tejgaon airport before his departure for Karachi.

Sheikh Mujibur Rahman said that he wanted that the people of Bengal should get their legitimate rights and similarly the people in the West Wing should also get their rights. The people of Bengal feet that East Pakistan is being treated as a colony and a market, he said.

The Awami League chief said that his visit to West Pakistan was part of his election campaign. He said that his party had branches in all the provinces of West Pakistan and during his visit he would see the organizational work of his party.

Dawn
28th June, 1970
Mujib gets big Welcome on Arrival in Karachi
By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman was given the biggest welcome since the resumption of full-fledged political activity in the country on Jan 1 last, when he reached Karachi from Dacca on the first leg of his 10-day tour of West Pakistan yesterday afternoon.

The airport reception by the citizens was only next to the big and enthusiastic welcomes given to Air Marshal Asghar Khan (retired) and Mr. Zulfikar Ali Bhutto during the mass upsurge in 1968-69.

Thousands of people lined up on either side of the road from the Star Gate to the airport terminal building. A large majority of them were carrying paper flags and banners. Hundreds of others who had reached the airport very early in the day had thronged the airport balcony to have a glimpse of their leader.

And all the people kept dancing and raising slogans in support of the Awami League and its leader till the plane had landed.

The plane carrying Sheikh Mujibur Rahman and his partymen, including the Secretary General, Mr. Qamar-uz-Zaman, landed at about 6-40 p.m, and the waiting crowds burst into cheers with slogans of "Allah-o-Akbar". "Pakistan Zindabad", "Sheikh Mujibur Rahman Zindabad", "Awami League Zindabad" and "Hamara Leader Zindabad".

The Awami League chief was received by the President and the Secretary of the local organisation, Shaikh Manzoorul Haq and Mr. Khalil Tirmizi respectively, who also garlanded him.

Sensing the problem of finding way through the thick crowd, the Awami League leader was taken to a limousine and came out of the airport through the "security gate".

He was, however, spotted by the waiting crowd who showered flower patels on his car. Sheikh Sahib waved to the cheering people who rushed towards the car in swarms. The passage was blocked and the car could not get past the Airport Gate in less than 40 minutes - of the big police party now standing.

All through the route, the car was made to slow down to enable the Awami League chief to exchange greetings with the cheering crowds.

Although no carcade was originally planned, many car owners found their way through the crowd to form a big procession. And many of the over-zealous drivers took risks in overtaking others to get nearest to the car in which Sheikh Mujibur Rahman was travelling.

The slogans written on the banners carried by the welcome crowd inter-alia read: "Awami League Wants Peaceful Transfer of Power"; "Down with anti-election elements"; "Those who Oppose Democracy are Enemies of Pakistan", "East-West Twin Brothers"; "End Zamin dari and Jagirdari Szstems"; "Six Points mean Strong and United Pakistan"; "End Monopoly and Cartels" and "Pakistan a Welfare State".

Also to arrive by the same plane were Prof Hamidur Rahman (Treasurer), Mr. Abdul Mannan (Publicity Secretary), Mr. Zahiruddin (a former Central Minister), and Matiur Rahman (Deputy Volunteers Chief of the East Pakistan section).

Sheikh Mujibur Rahman was guest at a dinner given in his honour by Mr. and Mrs. Abid Zuberi at their Defence Society residence last night. Today, the Awami League chief will address a public meeting at Nishtar Park at 5 p.m.

Morning News

28th June, 1970

Mujib off to Karachi, says AL fighting for poor and oppressed

(By Our Staff Reporter)

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman yesterday said that his party was fighting for the poor and oppressed people of the country.

Talking to newsmen minutes before emplaning for Karachi on a ten-day tour of West Pakistan the Awami League leader said that his struggle was for the poor of both the wings who were oppressed and exploited alike. He said, "We are fighting against the oppressors and the exploiters".

Sheikh Saheb said that he wanted that the people of Bengal get their legitimate rights and added "people of West Pakistan also must get their rights". The people of Bengal feel that this province should no longer be treated as a colony and a market.

He said that the poor people of both the wings loved each other and were struggling against the zamindars, jagirdars, exploiters and oppressors, He said "whatever be the consequences we will not allow the exploiters to exploit the people any more". In their fight we are fully with them, he added.

TOUR MISSION

Sheikh Saheb said that the mission of his tour was to organise the party which by now had its branches in almost all the areas in West Pakistan. He said that as President of the party he must visit these branches and examine their functioning.

The Awami League chief said that this visit to West Pakistan was also part of his election campaign. During his visit he will meet and talk to people and return to Dacca by July 7.

Sheikh Saheb was given a warm send-off at the Dacca Airport where large number of slogan chanting and bannerwaving crowd had gathered to say "Khuda Hafiz" to their leader. He was profusely garlanded. People raised slogans of "Sheikh Mujib Zindabad", "Amar Neta Tumar Neta, Sheikh Mujib Sheikh Mujib", "Chhai Dafa Mantay Hobay" and "Amar Desh Tumar Desh Bangla Desh Bangla Desh".

Sheikh's ailing father and members of the family were present at the airport.

The Awami League leader was accompanied by party General Secretary Mr. A. H. M. Qammaruzzaman former Central Minister Mr. Zahiruddin and three other leaders. Dr. Kamal Hussain, a member of the Central Working Committee, who is already, in Karachi will join Sheikh there.

PPI adds: A former student leader Mr.Tofail Ahmed leaves here for Karachi this afternoon. Mr. Ahmed who joined Awami League recently will accompany party Chief Sheikh Mujibur Rahman from Karachi during his West Pakistan tour.

Morning News
28th June, 1970
Mujib criticises confederation proposal

KARACHI, June 27 (APP) : Sheikh Mujibur Rahman President of the All Pakistan Awami League, said today that a case of treason be instituted against Khan Abdul Qaiyyum Khan for proposing a confederation between Pakistan, Iran and Afghanistan.

Talking to newsmen in his hotel suit shortly after his arrival here from Dacca the Awami League leader criticised the proposal and said that the proposal had compromised the sovereignty of the country.

He said that nobody had a right to talk of surrendering national sovereignty. He said, "Of course I know if a case is registered against him (Khan Qaiyyum) he will tender apology and come out of it."

In reply to a question, the Awami League leader said that the Six-Point Programme was his party's programme. There was no room for revision of any of the points. He denied the assertion of Air Marshal (retired) M. Asghar Khan that he was willing to revise the point relating to taxation currency and external trade.

FOOD SHORTAGE

The Awami League leader expressed concern at the food shortage in East Pakistan.

He said that near famine conditions were prevailing in East Pakistan. The price of rice had shot up to Rs. 40 to 50 a maund which was beyond the reach of the common man. He said in most of the areas people were starving. He did not agree with a questioner that the food shortage could be due to smuggling of food grains from East Pakistan to the neighboring countries. He said inadequate arrangements for controlling frequent floods and absence of agrarian reforms were the real reasons for food shortage in East Pakistan.

He said, there is no smuggling from East Pakistan. It is done in West Pakistan see the "Landi Kotal". He demanded free and modified rationing and test relief work in East Pakistan for providing immediate relief to the common man.

Sheikh Mujibur Rahman flew into Karachi this evening on a 10-day tour of West Pakistan.

He was welcomed at the Karachi Airport by a cheering crowd raising slogans of "Bungala Boundho Zindabad," Sheikh Mujibur Rahman Zindabad, "Awami League Zindabad" etc. About half-a-mile of the road terminating at the Airport building was filled with the welcome crowd. People lined up on both sides of the road, waved Awami League flags and shouted slogans.

পূর্বদেশ
২৮শে জুন ১৯৭০
করাচীতে শেখ মুজিব

করাচী, ২৭শে জুন (এপিপি)।–নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, পাকিস্তান, ইরান এবং আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করার জন্য খান আবদুল কাইয়ুম খানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা আনা উচিত।

ঢাকা থেকে এখানে পৌছানোর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর হোটেলের প্রতিক্ষালয়ে তিনি সাংবাদিকদের কাছে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এ প্রস্তাবের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রস্তাবক দেশের সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিতে চান। জাতির সার্বভৌমত্বকে বিলিয়ে দেয়ার সম্পর্কে কথা বলার কারো অধিকার নেই।

শেখ মুজিব বলেন, অবশ্য এটাও আমি জানি যে, যদি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় তা'হলে তিনি মাফ চেয়ে মামলা থেকে নিজেকে খালাস করে আনবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, ৬ দফা তাঁর দলেরই কর্মসূচী এবং এর কোন দফাই পরিবর্তন করার অবকাশ নেই। তিনি কর, মুদ্রা ও বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত দফা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক বলে এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান যে মন্তব্য করেছেন–শেখ মুজিব তা অস্বীকার করেন।

বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা

পিপিআই পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, আজ অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ঢাকা থেকে এখানে এসে পৌঁছলে বিমান বন্দরে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়।

বিমান বন্দরে সমবেত বিপুল জনতা আমাদের নেতা জিন্দাবাদ, নারায়ে তকবীর আল্লাহো আকবর এবং আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে থাকেন।

জনতা যে সমস্ত প্ল্যাকার্ড বহন করছিলেন তাতে আইয়ুব খানের বিচার এবং উদ্বাস্তুদের স্থায়ীভাবে কোয়ার্টার এলটমেন্ট করার দাবী জানান হয়। একটি ব্যানারে লেখা ছিল–৬ দফার অর্থ যৌথ ও শক্তিশালী পাকিস্তান।

শেখ মুজিব এখানে ২৯শে জুন পর্যন্ত অবস্থান করবেন এবং আগামীকাল তিনি নিশতার পার্কের জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

আজাদ

২৯শে জুন ১৯৭০

করাচীর জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা:
২৩ বৎসরের অন্যায়-অবিচারের অবসান আমার সংগ্রামের লক্ষ্য

করাচী, ২৮শে জুন।–আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতায় আসিলে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ জাতীয়করণ করিবেন।

স্থানীয় নিশতার পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, গত ২৩ বৎসর যাবৎ এই দেশের গরীব সমাজের উপর যে অন্যায়-অবিচার করা হইয়াছে, তাহার অবসানের জন্য তিনি সম্ভাব্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাইবেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য সুদূরপ্রসারী সংস্কার ছাড়াও বর্তমানে নয়া শিল্পপতিদের ৫ বৎসরের জন্য প্রদত্ত কর মওকুফের ব্যবস্থা তিনি বাতেল করিয়া দিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দেশের সমুদয় সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হইয়াছে। তিনি বলেন, ভাগ্যের নির্ম্মম পরিহাস যে, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য যাহারা চরম ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বাইশটি পরিবারের কৃপার পাত্রে পরিণত করা হইয়াছে। এই বাইশটি পরিবারই দেশের গরীবদের রক্ত শোষণ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্কে চার হইতে পাঁচ শত কোটি টাকা জমা করিয়াছে। গরীব শ্রমিকরা বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে যে ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, উহার ক্ষতিপূরণ দানের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের সম অংশীদারের ব্যবস্থা করিবেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, এই দেশের প্রকৃত শক্তি গরীব জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত বর্ত্তমান ক্রটিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্যন্ত তাহার দল সংগ্রামে ক্ষান্ত হইবে না।

তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের বৈষম্য ও বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিগুণ বেশী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিমণ চাউল বিশ হইতে পঁচিশ টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিমণ চাউলের দাম পঞ্চাশ টাকা। এছাড়া তিনি অন্যান্য দ্রব্যাদির দামের বৈষম্যের ফিরিস্তি দেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিরোধ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দুই শত কোটি টাকা প্রদানে অস্বীকার করার দরুন সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে দোষারোপ করেন। পক্ষান্তরে তিনি এছলামাবাদে নয়া রাজধানী নির্মাণের জন্য ৬ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া শেখ ছাহেব উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আইয়ুব রাজধানী স্থানান্তর করিয়া মরহুম কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, দেশের উভয় অংশে তাহার দলের বিপুল গণ-সমর্থন দেখিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি ও চক্রান্তকারীরা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, তাঁহারা নির্বাচনে তাঁহার দলকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় রাজনৈতিক দলকে বিপুল অর্থ যোগাইতেছে। শেখ ছাহেব বলেন, তিনি এ-ব্যাপারে মোটেই বিচলিত নহেন। কেননা, তিনি সর্বদাই গণ-শক্তিতে বিশ্বাসী–অর্থশক্তিতে নহে। তিনি বলেন, এই জাতীয় লোকেরা আসন্ন নির্বাচন স্থগিত রাখার কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত রহিয়াছে। –এপিপি

Dawn

29th June, 1970

AL aims to serve oppressed people
Mujib lists benefits of 6 Points for 2 Wings
Public meeting in City

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman said yesterday Awami League was the party of the masses and declared that its aim was to serve the oppressed people of both East and West Pakistan; to free them

from hunger, disease and unemployment; to stop their perpetual exploitation; and to ensure Quranic Justice for every citizen.

At his maiden public meeting in West Pakistan at Nishtar Park last evening, he also dealt with the question of urgency of the forthcoming general elections; warned the people against the so called leaders whose only concern was to seek power, and upheld the validity and benefits of the Six Points both for East and West Pakistan.

The Awami League President also argued in support of the maximum provincial autonomy, invited the attention of the people to the pathetic conditions of the common man in East Pakistan; demanded justice for their brethren in East Wing; lamented the indifference of the past Governments to solve the problems of the masses; and assured that East Pakistanis would make all sacrifice to preserve the unity and solidarity of the country.

He said Urdu and Bengali were the two national languages of the country and felt proud that he could speak both. However, he said, most of the West Pakistani leaders could not speak a word of Bengali.

Sheikh Mujib cautioned the people against those elements who had said that Pakistan would be in danger if One-Unit was broken. Little did they think that for eight years after Independence there was no One-Unit. After all, he recalled, One-Unit was not created by the Quaid-i-Azam or the Quaid-i-Millat.

NO DANGER TO ISLAM

Similarly, he said, there were those who raised the slogan of "Islam in danger." It was really shameful that in a country inhabited by 12 crore Muslims, there could be any danger to Islam.

The fact of the matter, he said, was that any time the people made the demand for providing food and shelter and other basic amenities for the masses, the vested interests countered it with the slogan of "Islam in danger."

He said it was not Islam but the selfish interests of groups of exploiters who were in danger because of the reforms which Awami League wanted to introduce in the country.

He said the Awami League was committed to follow the principles of the Holy Quran and Sunnah and appealed to the people not to be misled by any selfish elements

He said his party planned to nationalise banks and other key industries, while abolishing or reducing the tax on the poor man.

The workers would be made shareholders in the industries and the shortfall in Government revenues would be made up by taxing the moneyed people according to their paying capacity.

In this connection he particularly mentioned the unreasonableness on the one hand of taxing the poor for every little service rendered and granting on the other hand a tax holidays to industrial establishments. After all, he said, these industrialists were setting up factories with 70 per cent loans from PICIC, IDBP etc. which in turn were built up with the public funds-i.e. taxes paid by the common man.

The unhappy thing of the past 22 years, he said, was while the nation could not have a Constitution, the maladministration and wrong economic policies made the rich richer and the poor poorer.

NATION ROBBED

The so-called industrialists, he said, had virtually robbed the nation by multiplying wealth in geometrical order.

He said he found no wrong if he demanded that the wealth earned in East Pakistan should be ploughed back into East Pakistan and not allowed to be transferred without Government permission.

It was sheer callousness that the industrialists did not even care to pay Zakat out of their East Pakistan earnings to their fellow brethren in East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman said that much of the tragedies of the people in East Pakistan were due to the leaders of West Pakistan who did not even once raise their voice of protest against the injustices done by the Governments from time to time to East Pakistan.

He said he raised his voice for the dismemberment of One-Unit, and similarly he expected the West Pakistan leaders to demand justice for East Pakistanis. Such an attitude was a must for creating goodwill and bringing the people together.

SIX POINTS

Defending Six-points, he said, it would not only serve the larger interests of the people in all parts of the country but would also make the country strong.

In this connection he said that during the 1965 war, East Pakistan was virtually out off from the West Wing. Following the War, he said, he came to Lahore and suggested to the other leaders to talk about East Pakistan’s defence requirements but they tried to put it off.

He said the 1965 war also proved the patriotism of East Pakistanis. In spite of all handicaps, he said, they contributed huge sums of money towards the War Fund.

As for their love for the oppressed Muslims of India he said, the proof was that while the West Pakistan border had been sealed for Indian migrants, they were welcome to East Pakistan.

East Pakistanis had also made tremendous sacrifices for the Muslim migrants from India after the partition. The local people gave up their lands and the Awami League government set up the satellite towns of Mirpur and Mohammadpur.

The talks of hostility towards the refugees, he said, were nonsense and aimed at creating hatred against East Pakistanis to serve the interests of the enemies of Pakistan.

He said the unfortunate part of the country's history was that they had suffered all along from conspiracies, starting with the conspiracy to assassinate the Shaheed-i-Millat. The conspirators did not allow the fair investigation of the case because they were afraid of the consequences.

Since then, Sheikh Sahib said, they had had a sort of conspiracy politics in the country. Some taste of it was evident even today.

He said East Pakistan had no reason to break away from West Pakistan. It was a majority province and would stay on as Pakistan. But on the other hand, there were talks of confederation with foreign countries as if these West Pakistani leaders had decided to "divorce East Pakistan".

He told the people not to forget that 97 per cent Muslims of Bengal voted for the establishment of Pakistan and at a time when the West Pakistan provinces had no Muslim League Governments.

Even-after independence, he said, East Pakistan accommodated the many West Pakistani and refugee leaders in the National Assembly against its quota. Among these persons, he said, was Khan Qayyum Khan who had opposed Pakistan until the last days of the Freedom Movement and had failed to get a seat from his own region.

PATRIOTISM

He said he took strong exception to the suggestions about the patriotism of East Pakistanis. In fact, he said, it was the worst insult one could inflict on East Pakistanis.

After all, he said if these leaders were the well-wishers of the country why did they not dare raise their voice against the Ayub regime and its injustices.

Talking of the past regime, he said, that Quaid-i-Azam selected Karachi as the capital of the country. The people of East Pakistan accepted the Quaid's verdict ungrudgingly. However, Mr. Ayub Khan took it over to Islamabad without anybody's consent.

He said the previous Government decided to spend RS. 600 crore on the building of the new capital. It did not, however, bother to spend only Rs. 200 crore to implement the Krugg Commission Report to save East Pakistan from the ravages of the floods.

Sheikh Mujib said that before accusing East Pakistanis, the West Pakistani leaders and the "vested interests" should look into the record. It was because of the unjust policies of the past Governments, he said, that two economies came into being.

In this connection he mentioned the different price structure of the food grains, bullion, etc., in East and West Pakistan.

He said that the situation had now to be tackled on the basis of two-economies and referred to the Cabinet Mission Plan which was accepted by the Quaid-i Azam and the All-India Muslim League.

This Plan, he said, envisaged only three subjects with the Centre - foreign affairs, defence and communications.

In any case, he said, the defence subject alone left all the power with the Centre, because it could do anything if it so desired, just as it did twice in the past 12 years.

He said even today some people were trying to undo the elections. He asked the people to beware of them and warned that the East Pakistanis would frustrate their attempts at all costs.

He said many industrialists were financing some parties but emphasized that the Awami League would inflict a crushing defeat on them.

He said his source of strength was the people. He feared no one except God and would ask for help only from God and the people.

He said that a couple of Ministers in the Government were also siding with Khan Qayyum Khan and some other elements.

He said the Awami League would capture at least 90 per cent seat the performance of the 1954 elections.

AGARTALA CASE

APP adds: He said the Agartala conspiracy case made out against him and others was also the result of high-level intrigues and

maneuverings. He asked how he could have committed the offence when he was undergoing 22 months imprisonment during that time.

Referring to the withdrawal of the case against him, he said, it were the people, and not some leaders, who got the case withdrawn.

He said not less than 1, 000 persons laid down their lives in the police firing opened on the big crowd which had gathered at the jail in which he was lodged. They, he said, had come there in pursuance of their demand about his (Mujib's) release from the jail.

Similarly, he quoted an official record from 1966 to 1969 which showed that 85 young men were killed during the movement launched for his release.

He said it was wrong to suggest that the Agartala conspiracy case was withdrawn against him due to the pressure brought on Ayub Khan by some leaders.

E. WING WON'T SECEDE

The Awami League chief denied that the people of East Pakistan wanted to secede. On the contrary he said East Pakistanis had a lot of goodwill and respect for their West Pakistani brothers and were eager to work with them in closer co-operation for the greater glory and prosperity of Pakistan.

This, he said, was being propagated by leaders like Maulana Abul Aala Maudoodi and Nawabzada Nasrullah to cover up the dirty role they had played against the Pakistan Movement.

As they were now convinced about the survival of Pakistan as the largest Muslim sovereign State they had been projecting themselves as the only defenders of Pakistan and the custodians of Islam, he said.

He also accused them of trying to hoodwink the masses in the name of Islam. Islam, he said, had never been in danger.

The Awami League chief said that economic exploitation resulting in the concentration of the entire wealth of the country in a few hands had been done at the behest of the former President, Field Marshal Mohammad Ayub Khan and his associates.

He said it was an irony that the people who laid down their lives and made supreme sacrifices for the creation of Pakistan had been left at the mercy of the 22 families, who after having sucked the blood of the poor had deposited Rs. 4 to Rs. 500 crores in foreign banks, including Switzerland Banks.

Morning News

29th June, 1970

Mujib deplores Indian Muslims' massacre

KARACHI, June 28 (APP): A public meeting of the Awami League held here this evening in the Nishtar Park deplored the recent massacre of Muslims by Indian hooligans and the failure of the Indian Government to protect its Muslim minority.

The meeting by a resolution urged the Government of Pakistan to take positive measures to prevent massacre of Indian Muslims.

Through other resolutions passed by a unanimous voice, the meeting demanded merger of the Hunza and Nagar states, Gilgit and Baltistan with Azad Kashmir and grant of economic and political rights to the people of these states.

সংবাদ

২৯শে জুন ১৯৭০

করাচীর নিশতার পার্কে জনসভা:

ক্ষমতায় গেলে অবিচারের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করিব : মুজিব

করাচী, ২৮শে জুন (এপিপি)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য স্থানীয় নিশতার পার্কে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, তাঁহার পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে ব্যাঙ্ক বীমা কোম্পানীসমূহ জাতীয়করণ করিবে। তিনি বলেন যে, গত ২৩ বৎসরে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে উহা দূর করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করিবেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনের সাথে সাথে তাঁহার দল শিল্পপতিদের ট্যাক্স-হলিডে দানের প্রথা বিলোপ করিবে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং তাঁহার সহকর্মীদের বদৌলতে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে দেশের সমস্ত সম্পদ মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান হাসিলের জন্য জনগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে এবং চরম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, আজ তাহারা মাত্র ২২টি পরিবারের দয়ার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উক্ত ২২ পরিবার দেশের দরিদ্র মানুষের রক্তশোষণ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্কের ৪ হইতে ৫ শত কোটি টাকা জমা করিয়াছে।

পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যলোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, দেশ বিভাগের সময় যে সকল ধনী লোক পাকিস্তানে চলিয়া আসিয়াছিল তাহাদের সম্পদের পরিমাণ ১ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার বেশী ছিল না। দেশের শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে আজ তাহারা কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে শোষিত দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি শিল্প কারখানায় মালিকানার অংশীদারী দান করিবেন। তিনি বলেন যে বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া যতদিনে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ সাধন না করা যাইবে ততদিনে তাহার দল ক্ষান্ত হইবে না।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় দ্বিগুণ। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিমণ চাউলের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে ২০ টাকা হইতে ২৫ টাকার মধ্যে, পূর্ব পাকিস্তানে সেই চাউলের মূল্য মণপ্রতি ৫০ টাকা। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাৎসরিক চাউল উৎপাদনে ১৭ লক্ষ টন ঘাটতি রহিয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে তিনি নদীর ভাঙ্গন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অভাবের কথা উল্লেখ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দুইশত কোটি টাকার ব্যবস্থা না করার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে দায়ী করেন। অথচ ইসলামাবাদে নয়া রাজধানী নির্মাণের জন্য ৬ শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, কায়েদে আজম করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়েদে আজমের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আইয়ুব খান রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে জুন ১৯৭০

করাচীর নিশতার পার্কের জনসভায় শেখ মুজিব:
স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আজ ২২ পরিবারের দয়ার পাত্র

করাচী, ২৮শে জুন।–আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তাঁহার দল ক্ষমতায় আসিলে ব্যাঙ্ক ও ইনিসউরেনস কোম্পানীগুলি জাতীয়করণ করিবে।

স্থানীয় নিশতার পার্কের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে তিনি বলেন, বিগত ২৩ বৎসর যাবত এদেশের গরীব জনসাধারণের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্য তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সুদূরপ্রসারী অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্কার সহ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান প্রচলিত করবিরতি প্রদানের পদ্ধতি বাতিল করিবেন বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবের এই জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সম্প্রতি ভারতীয় দাঙ্গাকারী কর্তৃক মুসলমান নিধন এবং সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানে ভারত সরকারের ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ভারতে মুসলমান হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও প্রস্তাবে পাকিস্তান সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

নিত্যব্যবহার্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এই ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের ন্যায়সংগত সংগ্রামের প্রতি পুনরায় সমর্থন পোষণ করিয়া জাতিসংঘের সুপারিশের ভিত্তিতে উহার আশু সমাধান দাবী করা হয়।

সভায় ফরাককা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদ করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর ইহার সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া বন্ধ করার জন্য পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে যথাসম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বেসরকারী পরিচালনাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিয়া শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের নিকট দাবী করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে ক্রুগ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করারও দাবী জানান হয়।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের সহায়তার দ্বারাই দেশের সব সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হস্তগত হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে পাকিস্তান হাসিলের জন্য যাহারা চরম আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারাই আজ ২২টি পরিবারের করুণার পাত্র হইয়া দাড়াইয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পার্টির কাজ বন্ধ হইবে না।

তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ধান উৎপাদনে ১৭ লক্ষ টন ঘাটতি রহিয়াছে এবং উহার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে ভূমি ধস ও বন্যা।

শেখ সাহেব সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাত্র দুইশত কোটি বরাদ্দ করিতেও সরাসরি অস্বীকার করেন, অথচ তিনি কায়েদে আজমের ইচ্ছার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া রাজধানী করাচী হইতে আপন খেয়াল খুশীমত ইসলামাবাদে স্থানান্তরের জন্য ছয় শত কেটি টাকারও অধিক ব্যয় করিয়াছেন।

দেশের বৃহৎ শিল্পপতিদের ষড়যন্ত্রকারী আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন যদিও তাহার পার্টির প্রতি বৃহৎ শিল্পপতিদের কোন সমর্থন নাই উহাতে তাহার কিছু যায় আসে না। কারণ তিনি জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী অর্থে নয়। –এপিপি

Dawn

30th June, 1970

'Suhrawardy's death was not natural':

It could be yet another case of 'political murder', says Mujib

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rehman yesterday raised the question of the circumstances of the death of Mr H. S. Suhrawardy in a Beirut hotel.

The Awami League President said he had received a letter from the former Prime Minister from Beirut in which he had very clearly written that he was absolutely healthy and planned to return to Pakistan in about four days.

The most trusted lieutenant of Mr. Suhrawardy said he failed to co-relate the events of the telephone operator passing the call to the Pakistani leader, his picking up of the telephone and then dropping it down; at the same time the reasoning of the telephone operator finding the key to the room and entering there to find him dead.

How could one say that the death of. Mr. Suhrawardy was not in un-natural circumstances? He asked. In any case, it will be looked into when the proper time comes, he asserted. It could be yet another case of "political murders" in the country.

The Awami League chief was speaking at a seminar on the "Life and Achievements of Mr. Suhrawardy" held last evening at Beach Luxury Hotel under the auspices of the Suhrawardy Academy.

The other speakers were Begum Akhtar Sulaiman, daughter of the late Prime Minister; Begum Shaista Ikramullah, member of the first constituent Assembly of. Pakistan; Mr. G. M. Syed, President of the Sind United Front; Mr Ghulam Faruque, a former Governor of East Pakistan.

■■■